

ঢাকা গাইড ২০২৩-২০২৪



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

65-66 Motijheel C/A, Dhaka -1000, Bangladesh

Tel : +88-02-47122986 Fax : +88-02-223380830

E-mail : info@dhakachamber.com

Website : www.dhakachamber.com

প্রকাশনায় :

ডিসিসিআই গবেষণা ও হিসাব বিভাগ
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)
৬৫-৬৬ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪

“ট্যাক্স গাইড ২০২৩-২০২৪” আয়কর, আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি বিধান সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত হালনাগাদ বার্ষিক সংকলন। এ গাইডে পরিবেশিত প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ে যদি রাজস্ব আইন বা প্রজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ না থাকে, সে ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) (www.nbr.gov.bd) কর্তৃক প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট মূল আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন বা আদেশের ভাষ্য বা তথ্যই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

প্রাপ্তিস্থান :

ডিসিসিআই গবেষণা এবং হিসাব বিভাগ
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)
৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন : +৮৮০-২-৪৭১২২৯৮৬ (হান্টিং)

ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার

বিটিআই ল্যান্ডমার্ক
প্লট# ১৬, ব্লক# সি.ডব্লিউ.এস (এ),
১২তম তলা, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২
ফোন : +৮৮-০২-২২২২৬৪২৪৬

মোহাম্মদপুর সার্ভিস জোন

৭৫সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: : +৮৮-০৯-৬৬৬-৩১৯৬৫৫,
+৮৮-০৯-৬৬৬-৮৮৮৫৫৫

অফিস সময় : শনিবার-বুধবার: সকাল ৯ টা - বিকাল ৪ টা
বৃহস্পতিবার: সকাল ৯ টা - দুপুর ১ টা

Copyright © DCCI 2023

মূল্যঃ টাকা ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) মাত্র।
(ডিসিসিআই সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে)



মুখবন্ধ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দীর্ঘ দিন থেকে ব্যবসায়ীদের কর সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়মিতভাবে ট্যাক্স গাইড প্রকাশ করে আসছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যথা; আয়কর, আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে সর্বশেষ সংশোধনী এবং সংযোজন সন্নিবেশিত করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য উপযোগী এ বৎসরের ট্যাক্স গাইডটি তৈরি করা হয়েছে। সংক্ষেপে বিভিন্ন সিডিউল এবং এসআরও সমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে সকলের পক্ষে কর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এ বইটি থেকে সহজেই পাওয়া যাবে।

এ বছর আমরা ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইডকে আরও আধুনিক করেছি বিভিন্ন এস.আরও. সাধারণ আদেশ, ফরম, নির্দেশিকা ইত্যাদি কিউআর কোডের মাধ্যমে সংযোজন করে। এটি অনস্বীকার্য যে, এত স্বল্প পরিসরে ছাপা বইয়ে কর সংক্রান্ত সকল তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। সে কারণে ডিজিটলাইজড করার মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে আরও সহজতর ভাবে তথ্য পৌছাতে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল সর্বাঙ্গীন। মূলত: অর্থ আইন ২০২৩ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে এ বছর যে সকল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘোষিত হয়েছে সেগুলো এবং শুল্ক এবং মূসক সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে গাইডটি হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য তথ্যসমূহ কিউআর কোডের সাহায্যে বইটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। গাইডটি প্রকাশের সময় মুদ্রণগত ভুল ত্রুটি থাকলে তা ডিসিসিআই সচিবালয়কে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি, যাতে আগামী বৎসরের প্রকাশনাটি আরও নির্ভুল ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। এটি বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ট্যাক্স গাইডটি আইনের বই নয় বরং এটি আয়কর, আমদানি শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর আইন সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর একটি তথ্যভিত্তিক সংকলন যা আমদানি-রপ্তানিসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সকল মহলের আয়কর, ভ্যাট ব্যবস্থাপনায় তাৎক্ষণিক সহায়ক হ্যান্ডবুক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

আমি বিশেষভাবে ট্যাক্স গাইড ২০২৩-২৪ সংকলন ও প্রকাশনায় ডিসিসিআই-এর পরিচালনা পর্ষদ-২০২৩, কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন ও এনবিআর সম্পর্কিত স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০২৩ এর সদস্যবৃন্দকে সর্বতোভাবে তাঁদের সহায়তা, নিরলস পরিশ্রম, সময় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডিসিসিআই গবেষণা ও হিসাব বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহযোগিতার জন্য আমার নিজের এবং ডিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আরও ধন্যবাদ জানাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর কর্মকর্তা ড. মোঃ কাওসার আলী, প্রথম সচিব (কর নীতি), জনাব মোহাম্মদ হাসমত আলী, প্রথম সচিব (মূসক নীতি) এবং জনাব মোঃ খায়রুল কবির মিয়া, প্রথম সচিব, কাস্টমস পলিসি ও বাজেট কর্মকর্তাদের যারা এ গাইডটি প্রকাশে ডিসিসিআই গবেষণা বিভাগকে বিভিন্নভাবে তারা সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

ট্যাক্স গাইডটি মুদ্রণে বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য লাবিব গ্রুপ, আলিস গ্রুপ অব কোম্পানীজ, সিটি ব্যাংক পিএলসি, ডট ফাইভ, উত্তরা মটরস, আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, লংকাবাংলা ফাইন্যান্স, মার্কেটাইল ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক পিএলসি অন্যান্য বিজ্ঞাপন দাতাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সঠিক ও নির্ভুলভাবে গাইডটি প্রনয়ণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশিকা, পুস্তিকা ও প্রজ্ঞাপনের সাহায্য নেয়া হয়েছে। ট্যাক্স গাইড প্রকাশনা ও প্রণয়নের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটি রচনায় আমি বিশেষভাবে আমার নিজের এবং ডিসিসিআই-এর সকলের পক্ষ থেকে ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড-২০২৩-২৪ রচনায় “কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন ও এনবিআর সম্পর্কিত স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০২৩” এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব অনিমেশ চন্দ্র সাহা (পার্থ), অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব, হিসাব বিভাগ এবং জনাব মাহমুদুল হাসান, সহকারী নির্বাহী সচিব (গবেষণা ও উন্নয়ন এবং নীতি সহায়তা) এবং সেই সাথে প্রকাশনার ক্ষেত্রে জনসংযোগ বিভাগের অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব জনাব আবুল হাসান ফজলে রাব্বী ও জনাব মোঃ একরামুল হককে ধন্যবাদ জানাই, যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, দক্ষতা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার

সভাপতি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ডিসিসিআই দেশের বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অলাভজনক, সেবামূলক ও স্বেচ্ছাসেবী শীর্ষ সংগঠন। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের সংগঠন হিসেবে ডিসিসিআই এর সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা সময়ে সময়ে সংগঠনের পক্ষ হতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে ডিসিসিআই মূলত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, যা উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। এ লক্ষ্যে ডিসিসিআই বাংলাদেশ সরকারের সাথে ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিষয় বা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সমাধান প্রদানে সহায়তা করে এবং ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের দক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স ও সেমিনার, পরামর্শ প্রদান ও অন্যান্য কর্মসূচী আয়োজন করে।

১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন (সংশোধিত আইন ১৯৯৪) অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে এ চেম্বারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং অধিক সক্রিয় চেম্বার হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশের ব্যবসায়িক খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য ডিসিসিআই ছয় দশকের বেশি সময় ধরে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে ডিসিসিআই'র সদস্য সংখ্যা সাড়ে চার হাজারের বেশি, যারা দেশের বিভিন্ন খাতের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত রয়েছেন। সকল সদস্যদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ১৮ জন পরিচালক নির্বাচিত হন, যারা এ চেম্বারকে পরিচালনা করেন। সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা। চেম্বারের রয়েছে একটি সুসংগঠিত, দক্ষ এবং আধুনিক সচিবালয় যা সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য Need based সেবা-মূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

ডিসিসিআই'র উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী :

- বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাংলাদেশের ব্যবসায়, বিনিয়োগ এবং শিল্পের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সহায়তা;
- আমদানি, রপ্তানী, বিনিয়োগ, ব্যাংকিং, বীমা, বার্ষিক জাতীয় বাজেট ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রণয়নে বেসরকারি মহলের মতামত প্রদান;
- গবেষণা শাখার মাধ্যমে WTO, UNCTAD, SAPTA, SAFTA, BIMST-EC, D-8, OIC-TIPS ইত্যাদি সম্পর্কিত রিপোর্ট বা বিভিন্ন পজিশন পেপার প্রস্তুত এবং এ সমস্ত বিষয়ে নেগোসিয়েশনে সরকারকে সহযোগিতা;
- সরকারের বিভিন্ন এডভাইজরি বা পরামর্শক কমিটিতে বেসরকারি খাতকে প্রতিনিধিত্ব করা;
- দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল ও সরকারের সাথে ব্যবসায় ও অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা এবং Dialogue অনুষ্ঠান;
- ব্যবসায় উন্নয়ন, বাণিজ্যনীতিমালা সম্পর্কিত তথ্য সদস্যদেরকে সরবরাহ, ব্যবসায় ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য, বিশ্লেষণের মাধ্যমে সময়ে সময়ে নির্দেশনামূলক বই এবং অন্যান্য পাবলিকেশন, ডাইরেস্টরি প্রকাশ;
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন এবং বিদেশে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল প্রেরণ, ট্রেড ফেয়ার আয়োজন ও সরকারি ডেলিগেশনে অংশগ্রহণ;
- দেশের বাণিজ্যিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বিভিন্ন জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা সম্পর্কে ব্যবসায়ীদেরকে অবহিত করতে নানারকম আলোচনা অনুষ্ঠান, পরামর্শ/সেবা এবং মত-বিনিময় সভা আয়োজন;
- সরকারের গৃহীত নীতিমালা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক পলিসি তৈরি করার জন্য সরকারকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যকর সুপারিশ প্রদান;
- বিভিন্ন ব্যবসায়ী খাতকে সহায়তা প্রদানের জন্য এ্যাডভোকেসি পরিচালনার লক্ষ্যে এ ধরনের Economic Policy Paper (EPP) তৈরি করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা;
- উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন need-based প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজন মারফিক সেবা প্রদান;
- সরকারি এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নীতিমালা সম্পর্কিত সংস্থার এবং রেগুলেটরি বাঁধা দূরীকরণে Business Initiative Leading Development (BUILD) শীর্ষক একটি প্র্যাটফর্ম ঢাকা চেম্বারে স্থাপিত হয়েছে, যা বেসরকারি খাতকে আরও বিশেষায়িত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ-২০২৩ এর সদস্যবৃন্দ

ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার
সভাপতি

এস. এম. গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান)
উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

মো. জুনায়েদ ইবনে আলী
সহ-সভাপতি

পরিচালকবৃন্দ

রিজওয়ান রাহমান

গোলাম জিলানী

হোসেন এ. সিকদার

কামরুল হাসান তুহিন

খায়রুল মজিদ মাহমুদ

এম. এ. রশিদ শাহ সশ্রুট

ইঞ্জিনিয়ার এম. এ ওহাব

এম. মোশারফ হোসাইন

মালিক তালহা ইসমাইল বারী

মো. আব্দুল মান্নান

মো. হাবিব উল্লাহ তুহিন

নাসির উদ্দিন এ. ফেরদৌস

রাজিব এইচ চৌধুরী

সৈয়দ মামনুন কাদের

তাসকিন আহমেদ

ডিসিসিআই কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন এবং এনবিআর বিষয়ক স্ট্যাডিং কমিটি-২০২৩ এর
সদস্যবৃন্দ

ইঞ্জিনিয়ার এম. এ ওহাব
সমন্বয়কারী পরিচালক

জনাব লুৎফুল হাদী এফসিএ, এলএলএম
আহবায়ক

জনাব মনোরঞ্জন ভক্ত, এফসিএ
যুগ্ম আহবায়ক

জনাব শফিকুল আলম, এফসিএ.
যুগ্ম আহবায়ক

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

জনাব আফসার করিম চৌধুরী
জনাব এ.কে.ডি খায়ের মোহাম্মদ খান
জনাব এম. ডি. শামীম ভূইয়া
জনাব শহিদ আলম
জনাব ড. মো. মনিরুল ইসলাম
জনাব শৈলেন্দ্র নাথ রায়
জনাব এ এস এম নজরুল ইসলাম
জনাব আহসান হাবিব
জনাব মো. আব্দুল মতিন এফসিএমএ
জনাব মো. লুৎফুর রহমান
জনাব সান্তনু দাস
জনাব উলুফা আফরিন রাসনা
জনাব মাহবুবুর রহমান
জনাব শাহানা সুমি
জনাব গোলাম জিলানী
জনাব গোলাম মোস্তফা রকি
জনাব তানভীর আলী

উপদেষ্টা

জনাব শ্বেহাশিষ বড়ুয়া, এফসিএ

প্রথম অধ্যায়
আয়কর

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	আয় এবং আয়কর.....	১
১.১।	আয়কর কি?.....	১
১.২।	আয়কর আইনে আয় বলতে কি বুঝায়?	১
১.৩।	আয়কর আইনে আয়করদাতা কে?	১
১.৪।	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৬৯) এ প্রদত্ত ব্যক্তির সংজ্ঞা নিম্নরূপ.....	১
২।	আয়করের হার.....	২
২.১।	ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে আয়করের হার.....	২
২.২।	কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয়করের হার.....	২
২.৩।	রপ্তানি আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার.....	৪
২.৪।	সুতা উৎপাদন, ডায়িং, ফিনিসিং ইত্যাদি হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার.....	৪
২.৫।	হাঁস-মুরগীর খামার, হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী এবং মৎস্য চাষ হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার	৪
২.৬।	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ (ধারা ১৩৪)	৫
৩।	করদাতা নিবন্ধন.....	৫
৩.১।	করদাতা নিবন্ধন বলতে কি বুঝায়?	৫
৩.২।	আয়কর রেজিস্ট্রেশন (টিআইএন) কিভাবে নিতে হয়?	৫
৩.৩।	করদাতার নিবন্ধন বাতিল.....	৫
৪।	আয়কর রিটার্ন.....	৬
৪.১।	আয়কর রিটার্ন কি?	৬
৪.২।	রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ.....	৬
৪.৩।	আয়কর কিভাবে পরিশোধ করতে হবে?	৬
৪.৪।	আয়কর পরিশোধের প্রমাণ (উৎসে কর কর্তনসহ)	৬
৪.৫।	আয়কর রিটার্ন কারা দেবেন?	৭
৪.৬।	যেসকল ক্ষেত্রসমূহে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয়?	৭
৪.৭।	করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে.....	৭
৪.৮।	যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে.....	৭
৪.৯।	রিটার্ন ফরম কোথায় পাওয়া যাবে?	৮
৪.১০।	রিটার্ন দাখিলের সময়.....	৯
৪.১১।	রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি.....	৯
৪.১২।	রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হয়.....	৯
৪.১৩।	স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল বলতে কি বুঝায়?	৯
৪.১৪।	সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল বলতে কী বুঝায়?	৯
৪.১৫।	স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের কোনো বাধ্যবাধকতা রয়েছে কি?	৯
৪.১৬।	রিটার্ন দাখিলের সময় কী কী দলিলাদি দাখিল করতে হবে?	৯
৪.১৭।	ব্যক্তি কর্তৃক রিটার্নের সাথে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিলের বাধ্যবাধকতা.....	১০
৪.১৮।	রিটার্নের সাথে কিরূপ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল করতে হবে?	১০
৪.১৯।	রিটার্ন স্বাক্ষর বা প্রতিপাদনের প্রয়োজন রয়েছে কি?	১০
৪.২০।	অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল কী.....	১০
৪.২১।	২১২ ধারায় পুনঃউন্মোচনের জন্য নোটিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন.....	১১
৪.২২।	স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলে উপকর কমিশনার উক্ত করবর্ষে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পুনঃউন্মোচন..	১১
৪.২৩।	করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত কোন রিটার্ন বাতিল করা যাবে কি না?	১১
৪.২৪।	সংশোধিত রিটার্ন কী?	১১
৪.২৫।	সংশোধিত রিটার্ন কখন দাখিল করা যাবে?	১১
৪.২৬।	কখন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না?	১১
৪.২৭।	রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন।.....	১১

৪.২৮।	রিটার্ন দাখিল না করার জরিমানা.....	১১
৪.২৯।	সংশোধিত রিটার্ন দাখিল.....	১২
৪.৩০।	রিটার্ন প্রসেস.....	১২
৪.৩১।	অডিট.....	১২
৪.৩২।	স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন.....	১৫
৪.৩৩।	রিটার্ন- আইটি ঘ (২০২৩)	১৫
৪.৩৪।	রিটার্ন- আইটি-১১গ (২০২৩)	১৬
৪.৩৫।	জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী (আইটি-১০ বিবি (২০২৩))	১৬
৪.৩৬।	পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (আইটি ১০বি (২০২৩)	১৬
৪.৩৭।	প্রতিপাদন.....	১৮
৫।	‘করবর্ষ’ এর ধারণাঃ.....	১৯
৫.১।	‘আয়বর্ষ’ ও সংশ্লিষ্ট ‘কর বৎসর’ঃ.....	১৯
৫.২।	কর দিবস.....	১৯
৫.৩।	করদিবস পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল.....	২০
৫.৪।	করদিবস পরবর্তীকালেও স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি?	২০
৫.৫।	করবর্ষের মধ্যে ও করবর্ষের পরে রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ.....	২০
৫.৬।	করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে নোটিশ প্রেরণের প্রেক্ষিতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল.....	২১
৫.৭।	করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করলে কর অব্যাহতি সুবিধা পাওয়া যাবে কি?	২১
৬।	কর ধার্যকরণ.....	২১
৬.১।	আয়কর ধার্যের সাধারণ নীতিমালাঃ.....	২১
৬.২।	অতিরিক্ত কর আরোপ.....	২১
৬.৩।	আমদানি, রপ্তানি বা বিনিয়োগের পার্থক্যের উপর কর আরোপ.....	২১
৬.৪।	রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির উপর জরিমানা আরোপ.....	২২
৬.৫।	বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বা আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন, ইত্যাদি.....	২২
৬.৬।	কর পরিগণনার বিশেষ বিধান.....	২২
৭।	মোট আয় কী?	২২
৮।	‘মোট আয়’ এর আওতাঃ.....	২৩
৮.১।	মোট আয় পরিগণনা.....	২৩
৮.২।	আয়ের খাতসমূহ.....	২৩
৮.৩।	চাকরি হইতে আয়.....	২৩
৮.৪।	পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ.....	২৪
৮.৫।	কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়.....	২৪
৮.৬।	ভাড়া হইতে আয়.....	২৫
৮.৭।	মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা.....	২৫
৮.৮।	ভাড়া হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন.....	২৫
৮.৯।	কৃষি হইতে আয়.....	২৭
৮.১০।	কৃষি হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ.....	২৭
৮.১১।	হিসাববহি রক্ষণাবেক্ষণ না করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা.....	২৮
৮.১২।	ব্যবসা হইতে আয়.....	২৮
৮.১৩।	ব্যবসা হইতে আয়ের অননুমোদিত বিয়োজন.....	২৮
৮.১৪।	ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ.....	৩০
৮.১৫।	সুদ বা মুনাফার বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা.....	৩১
৮.১৬।	মূলধনি আয়.....	৩১
৮.১৭।	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়.....	৩২
৮.১৮।	আয় পরিগণনার সময়.....	৩৩
৮.১৯।	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় হতে অনুমোদিত খরচ.....	৩৩
৮.২০।	অন্যান্য উৎস হইতে আয়.....	৩৩

৮.২১।	সহযোগী সত্তার সাথে লেনদেন.....	৩৩
৮.২২।	ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ.....	৩৩
৮.২৩।	স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয় (আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১))	৩৪
৮.২৪।	আয় একীভূতকরণ।.....	৩৪
৮.২৫।	নূন্যতম কর.....	৩৪
৮.২৬।	উৎসে অতিরিক্ত কর্তিত বা সংগৃহীত কর নূন্যতম করের ভিত্তি না হওয়া।.....	৩৮
৮.২৭।	করদাতার অবস্থানভেদে নূন্যতম কর.....	৩৮
৯।	কর প্রত্যর্পণ কী?	৩৮
১০।	কর অব্যাহতি বলতে কী বুঝায়?	৩৮
১০.১।	করমুক্ত বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়.....	৩৮
১০.২।	কর রেয়াত.....	৪০
১০.৩।	কর রেয়াতের হার.....	৪১
১০.৪।	বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত.....	৪১
১০.৫।	কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের সারণী.....	৪২
১০.৬।	ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায়.....	৪২
১১।	সারচার্জ.....	৪৩
১১.১।	সারচার্জের হার.....	৪৩
১১.২।	পরিবেশ সারচার্জের হার.....	৪৩
১২।	উৎসে কর কর্তনের খাতসমূহ এবং প্রযোজ্য করের হার.....	৪৪
১২.১।	উৎসস্থলে কর কর্তন বলতে কি বুঝায়?	৪৪
১২.২।	উৎসে করের রিটার্ন কী? কখন দাখিল করতে হবে?	৪৪
১২.৩।	উৎসে কর্তনকৃত কর জমাদানের সময়সীমা.....	৪৪
১২.৪।	কে কে উৎসে করের রিটার্ন দাখিল করবেন?	৪৫
১২.৫।	উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান.....	৪৫
১৩।	উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল.....	৪৫
১৩.১।	রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন ও ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ গ্রহণের ব্যর্থতায় উৎসে করহার নির্ধারণ....	৪৫
১৩.২।	উৎসে কর্তনকৃত বা সংগৃহীত কর পরিশোধের পদ্ধতি.....	৪৫
১৩.৩।	কর কর্তন বা আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট জারি.....	৪৬
১৩.৪।	উৎস হতে কর কর্তনের খাতগুলো সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা অনুযায়ী করের হার সমূহঃ.....	৪৬
১৪।	কর ব্যতীত পরিশোধ এর ক্ষেত্রে গ্রস-আপ পূর্বক কর কর্তন বা সংগ্রহ.....	৫৭
১৫।	উৎসে এবং অগ্রিম হিসেবে পরিশোধিত করের ক্রেডিট.....	৫৭
১৫.১।	অগ্রিম কর.....	৫৭
১৫.২।	রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর (ধারা ১৭৩ অনুযায়ী)	৫৭
১৬।	প্রত্যর্পণযোগ্য করের সমন্বয়.....	৫৭
১৭।	আয়কর আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত সাধারণ স্পষ্টীকরণ.....	৫৭
১৮।	পরিশিষ্ট সমূহ-	৫৯
১৯।	পরিশিষ্ট ১- আয়কর আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কিউ আর কোডগুলো স্ক্যান করণ	৭২
১৯.১।	পরিশিষ্ট-৩- আয়কর আইন-২০২৩	৭২
১৯.২।	পরিশিষ্ট-৪- অর্থ আইন-২০২৩.....	৭২
১৯.৩।	পরিশিষ্ট-৫-আয়কর পরিপত্র ২০২৩.....	৭২
১৯.৪।	পরিশিষ্ট-৬- আয়কর নির্দেশিকা-২০২৩.....	৭২
১৯.৫।	পরিশিষ্ট-৭-আয়কর ফরম-২০২৩ (ইংরেজি)	৭২
১৯.৬।	পরিশিষ্ট-৮-আয়কর ফরম-২০২৩ (বাংলা)	৭২

দ্বিতীয় অধ্যায়
আমদানি শুল্ক

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	শুল্ক কর/কাস্টমস্ ডিউটি.....	৭৫

২।	পণ্যের আমদানি ও রপ্তানী যোগ্যতা.....	৭৫
৩।	শুল্কযোগ্য পণ্য.....	৭৫
৪।	আমদানি শুল্কের হার.....	৭৫
৫।	সম্পূরক শুল্কের হার.....	৭৫
৬।	রেগুলেটরি ডিউটির হার.....	৭৫
৭।	শুল্ক মূল্যায়ন/ শুল্কমূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া.....	৭৬
৮।	বিরোধ মীমাংসা.....	৭৬
৯।	এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টার ভেইলিং এবং সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ.....	৭৭
১০।	শুল্ক প্রত্যর্পণ.....	৭৭
১১।	বন্ডেড ওয়্যারহাউস.....	৭৮
১২।	কাঁচামাল বা উপকরণ.....	৮০
১৩।	শিল্পের কাঁচামাল.....	৮০
১৪।	অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প ইউনিট এর জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি.....	৮০
১৫।	অর্থনৈতিক অঞ্চলের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি পরবর্তী করণীয় সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮০
১৬।	সেলুলার ফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত বিধান.....	৮১
১৭।	ঔষধ তৈরির কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮১
১৮।	এসডি সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮১
১৯।	কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য শুল্ক-কর সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮১
২০।	কম্পিউটার সামগ্রীর উপর আরোপিত শুল্ক অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮১
২১।	স্থানীয়ভাবে এলইডি ল্যাম্প ও এনার্জি সেভিং ল্যাম্প প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানিতে রেয়াত....	৮১
২২।	ডেইরি/পোল্ট্রি/ফিস ফিড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য আমদানি সংক্রান্ত রেয়াতি প্রজ্ঞাপনের সংশোধন..	৮২
২৩।	টেক্সটাইল নির্ধারিত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা.....	৮২
২৪।	সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত প্লাস্ট ও ইকুইপমেন্ট সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮২
২৫।	মোটর সাইকেল খাতকে শুল্ক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮৩
২৬।	সুইচ সকেট স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে শুল্ক অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮৩
২৭।	ইন্ডাস্ট্রিয়াল মোল্ড বা ডাই স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে শুল্ক অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮৩
২৮।	Pre-fabricated building স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে শুল্ক অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮৩
২৯।	লিফট-এলেভেটর স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে শুল্ক অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮৩
৩০।	রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে শুল্ক অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮৩
৩১।	Amusement Park এর পণ্য আমদানিতে শুল্ক অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮৩
৩২।	রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮৩
৩৩।	মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি.....	৮৪
৩৪।	পোল্ট্রি শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত রেয়াতি শুল্কহারযোগ্য পণ্যের তালিকা সম্প্রসারণ..	৮৪
৩৫।	ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সংক্রান্ত রেয়াতি শুল্কহার,হাস এবং পণ্যের তালিকা প্রতিস্থাপন..	৮৪
৩৬।	খেলনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের কতিপয় কাঁচামাল আমদানি ক্ষেত্রে রেয়াতি শুল্কহার.....	৮৪
৩৭।	শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি হারে শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের তালিকা প্রতিস্থাপন	৮৪
৩৮।	বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের আনীত পণ্যসমূহের ছাড়করণের লক্ষ্যে বিদ্যমান যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন.....	৮৪
৩৯।	কাস্টমস রুলিং (অগ্রিম) বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন.....	৮৫
৪০।	কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন.....	৮৫
৪১।	বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন.....	৮৫
৪২।	মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য/কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	৮৬
৪৩।	ট্যারিফ ভ্যালুর ভিত্তিতে শুল্ক আরোপের তালিকা সংশোধন.....	৮৬
৪৪।	এলপিজি সিলিন্ডার ও অটো ট্যাক্স প্রস্তুতের লক্ষ্যে শুল্ক সুবিধা প্রদান।.....	৮৬
৪৫।	অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের শুল্ক-কর সুবিধা.....	৮৭

৪৬।	বাংলাদেশে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি এবং পুনঃ রপ্তানির জন্য আমদানিকৃত মেশিনারিজ উপর শুল্ক অব্যাহতি.....	৮৭
৪৭।	নতুন রেলগেটের ডিউটি আরোপ সংক্রান্ত বিধান এবং শুল্ক আইন ১৯৬৯ এ যে সকল সংশোধনী আনা হয়েছে.....	৮৯
৪৮।	পরিশিষ্ট সমূহ.....	৯৩
৪৮.১।	কাস্টমস এস. আর. ও-২০২৩.....	৯৩
৪৮.২।	ট্যারিফ সিডিউল-২০২৩.....	৯৩
৪৮.৩।	সাধারণ আদেশ-কাস্টমস.....	৯৩

তৃতীয় অধ্যায়
মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কি?	৯৫
১.১।	মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কি ভাবে কাজ করে?	৯৫
১.২।	মূসক এর হার ও পরিধি.....	৯৫
১.৩।	টার্নওভার কর.....	৯৫
২।	সম্পূরক শুল্ক.....	৯৬
৩।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।.....	৯৬
প্রথম অধ্যায়-সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও সংজ্ঞা.....		৯৬
৩.১।	সংজ্ঞা.....	৯৬
দ্বিতীয় অধ্যায়- মূসক নিবন্ধন এবং টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি.....		১০৪
৪।	মূসক নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি.....	১০৪
৫।	কেন্দ্রীয় বা শাখা ইউনিটের নিবন্ধন.....	১০৪
৬।	মূসক নিবন্ধন পদ্ধতি.....	১০৪
৭।	নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণ.....	১০৫
৮।	স্বেচ্ছা মূসক নিবন্ধন.....	১০৫
৯।	মূসক নিবন্ধন বাতিল.....	১০৫
১০।	তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি ও তালিকাভুক্তি.....	১০৫
১১।	তালিকাভুক্তি বাতিল.....	১০৬
১২।	স্ব-উদ্যোগে নিবন্ধনযোগ্য ও তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তিকে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তিকরণ.....	১০৬
১৩।	সনদপত্র প্রদর্শনে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব	১০৬
১৪।	পরিবর্তিত তথ্য অবহিতকরণে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব	১০৬
তৃতীয় অধ্যায়- মূল্য সংযোজন কর আরোপ.....		১০৬
১৫।	মূসক আরোপ.....	১০৬
১৬।	মূল্য সংযোজন কর পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি.....	১০৭
১৭।	বাংলাদেশে প্রদত্ত সরবরাহ.....	১০৭
১৮।	নিবন্ধিত সরবরাহকারী এবং সরবরাহগ্রহীতা.....	১০৭
১৯।	অনাবাসিক ব্যক্তির মূসক এজেন্ট.....	১০৭
২০।	আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে গ্রহীতার নিকট হইতে (reverse charged) কর আদায়.....	১০৮
২১।	শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ.....	১০৮
২২।	বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ভূমি.....	১০৮
২৩।	রপ্তানির নিমিত্ত পণ্য সরবরাহ.....	১০৮
২৪।	শূন্যহার বিশিষ্ট সেবা সরবরাহ.....	১০৯
২৫।	ট্রাভেল এজেন্ট এবং ট্যার অপারেটর.....	১১০
২৬।	অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি.....	১১০
২৭।	করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক আদায় পদ্ধতি.....	১১১
চতুর্থ অধ্যায় মূসক আদায় পদ্ধতি আমদানির ক্ষেত্রে, বিশেষ সরবরাহের ক্ষেত্রে ও সাধারণ সরবরাহের ক্ষেত্রে.....		১১১
২৮।	করযোগ্য আমদানির মূসক আরপযোগ্য ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ.....	১১১
২৯।	পুনঃআমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ.....	১১১

৩০।	রপ্তানির নিমিত্ত আমদানি.....	১১১
৩১।	আমদানিকালে আগাম কর পরিশোধ ও সময়.....	১১১
৩২।	করযোগ্য সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ.....	১১১
৩৩।	করযোগ্য সরবরাহের উপর মূসক প্রদানকাল.....	১১২
৩৪।	আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহ.....	১১২
৩৫।	একই চালানে একাধিক ধরনের পণ্য ও সেবা সরবরাহ.....	১১২
৩৬।	চলমান ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠান বিক্রয়.....	১১২
৩৭।	অধিকার (rights), ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) এবং ভাউচার.....	১১৩
৩৮।	আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ.....	১১৩
৩৯।	লটারী, লাকী ড্র, হাউজি, র্যাফেল ড্র এবং অনুরূপ উদ্যোগ.....	১১৪
৪০।	কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে নগদ অর্থের পরিবর্তে দ্রব্যের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধার মূল্য.....	১১৪
৪১।	কিস্তিতে পণ্য বিক্রয়.....	১১৪
৪২।	বাতিলকৃত লেনদেন.....	১১৪
৪৩।	ঋণ পরিশোধে সম্পত্তি বিক্রয়.....	১১৪
৪৪।	বিক্রয় যন্ত্র.....	১১৫
পঞ্চম অধ্যায়- করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ.....		১১৫
৪৫।	সরবরাহের উপর প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ পদ্ধতি.....	১১৫
৪৬।	উপকরণ কর রেয়াত.....	১১৫
৪৭।	আংশিক উপকরণ কর রেয়াত.....	১১৬
৪৮।	সময়.....	১১৭
৪৯।	উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক উৎসে কর কর্তন ও বৃদ্ধিকারী সময়.....	১১৭
৫০।	উৎসে কর কর্তনের পর সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সময়।.....	১১৮
ষষ্ঠ অধ্যায়- চালানপত্র এবং দলিলপত্র.....		১১৮
৫১।	কর চালানপত্র.....	১১৮
৫২।	ক্রেডিট নোট এবং ডেবিট নোট।.....	১১৮
৫৩।	উৎসে কর কর্তন সনদপত্র.....	১১৮
৫৪।	কর দলিলাদি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান.....	১১৮
সপ্তম অধ্যায়- সম্পূরক শুল্ক আরোপ ও আদায়.....		১১৯
৫৫।	সম্পূরক শুল্ক আরোপ.....	১১৯
৫৬।	সম্পূরক শুল্ক পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি.....	১১৯
৫৭।	সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য.....	১১৯
৫৮।	তামাক এবং এ্যালকোহলযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিকল্পনা (special scheme).....	১১৯
৫৯।	আমদানির উপর সম্পূরক শুল্ক আদায়.....	১২০
৬০।	সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক আদায়.....	১২০
৬১।	সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের অনুমিত সরবরাহ.....	১২০
৬২।	সম্পূরক শুল্কের নিমিত্ত হ্রাসকারী সময়।.....	১২০
অষ্টম অধ্যায়- টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়.....		১২০
৬৩।	টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়.....	১২০
নবম অধ্যায়-দাখিলপত্র পেশ ও উহার সংশোধন.....		১২০
৬৪।	দাখিলপত্র পেশ.....	১২০
৬৫।	বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ.....	১২১
৬৬।	দাখিলপত্রে সংশোধন.....	১২১
৬৭।	পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র পেশ.....	১২১
৬৮।	ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান.....	১২১
দশম অধ্যায়- ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান.....		১২১
৬৯।	ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানা ব্যতিরেকে ফেরৎ প্রদান.....	১২১
৭০।	ফেরৎ প্রদত্ত অর্থের প্রয়োগ.....	১২২

৭১।	কূটনৈতিক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত কর ফেরত প্রদান.....	১২২
৭২।	অতিরিক্ত পরিশোধিত কর সমন্বয় বা ফেরত প্রদান.....	১২২
একাদশ অধ্যায়-কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ.....		১২২
৭৩।	কর নির্ধারণ.....	১২২
৭৪।	সরবরাহ গ্রহীতার মিথ্যা ঘোষণা.....	১২৩
৭৫।	সরবরাহকারীর মিথ্যা বর্ণনা.....	১২৪
৭৬।	কর সুবিধা প্রদান ও রদকরণ (negation).....	১২৪
৭৭।	কর নির্ধারণী নোটিশের গ্রহণযোগ্যতা.....	১২৪
দ্বাদশ অধ্যায়- মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ		১২৪
৭৮।	মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ এবং উহার কর্মকর্তা.....	১২৪
৭৯।	মূসক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য.....	১২৫
৮০।	মূসক কর্মকর্তার আদেশ বা সিদ্ধান্ত সংশোধনে বোর্ডের ক্ষমতা.....	১২৫
৮১।	ক্ষমতা অর্পণ.....	১২৫
৮২।	মূসক কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান.....	১২৫
৮৩।	মূসক কর্মকর্তার প্রবেশ ও তল্লাশির ক্ষমতা.....	১২৬
৮৪।	পণ্য জব্দকরণ ও উহার নিষ্পত্তি.....	১২৬
৮৫।	ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ.....	১২৬
৮৬।	ন্যায় নির্ণয়ার্থ (adjudication) কার্যধারা গ্রহণে মূসক কর্মকর্তাগণের আর্থিক সীমা.....	১২৮
৮৭।	সমন প্রেরণ.....	১২৮
৮৮।	কাস্টমস কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা.....	১২৮
৮৯।	গোপনীয়তা.....	১২৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়- নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান		১২৯
৯০।	করদাতার অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান.....	১২৯
৯১।	মূসক কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা.....	১২৯
৯২।	তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ, পর্যবেক্ষণ ও নজরদারী.....	১৩০
৯৩।	একাধিক দাপ্তরিক নিরীক্ষা.....	১৩০
৯৪।	বিশেষ নিরীক্ষা.....	১৩০
চতুর্দশ অধ্যায়-বকেয়া কর আদায়.....		১৩০
৯৫।	বকেয়া কর আদায়.....	১৩০
৯৬।	দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন মূসক কর্মকর্তার ক্ষমতা.....	১৩১
৯৭।	বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে অধিক্ষেত্রের পরিবর্তন.....	১৩১
৯৮।	আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের বিলিবন্টন.....	১৩১
৯৯।	খেলাপি করদাতার স্থাবর সম্পত্তির উপর সরকারের পূর্বস্বত্ব (lien) ও উহার ক্রোক.....	১৩১
১০০।	পণ্য জব্দকরণ, উহার বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন.....	১৩১
১০১।	প্রতিনিধির দায়দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা.....	১৩২
১০২।	রিসিভারের দায়িত্ব.....	১৩২
১০৩।	কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের পরিচালক বা উদ্যোক্তার দায়.....	১৩২
১০৪।	অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘের ধারাবাহিকতা.....	১৩৩
১০৫।	করদাতার মৃত্যু বা দেউলিয়াত্ব ঘোষণা.....	১৩৩
১০৬।	বকেয়া কর কিস্তিতে পরিশোধ.....	১৩৩
পঞ্চদশ অধ্যায়-ফরম, নোটিশ এবং রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ.....		১৩৩
১০৭।	রেকর্ডপত্র এবং হিসাব সংরক্ষণ.....	১৩৩
১০৮।	ফরম, নোটিশ এবং দলিলাদির সত্যায়ন.....	১৩৪
১০৯।	নোটিশ জারি.....	১৩৪
১১০।	দলিলপত্রের বৈধতা.....	১৩৪
ষোড়শ অধ্যায়- অপরাধ, বিচার ও দণ্ড.....		১৩৪
১১১।	মূসক নিবন্ধন বা টার্নওভার কর সনদপত্র ও কর দলিল সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড.....	১৩৪

১১২।	মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বিবৃতি বা বিবরণ প্রদানের অপরাধ ও দণ্ড.....	১৩৫
১১৩।	প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপরাধ ও দণ্ড.....	১৩৫
১১৪।	অপরাধের তদন্ত, বিচার ও আপীল.....	১৩৫
১১৫।	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অতিরিক্ত ক্ষমতা.....	১৩৫
১১৬।	কোম্পানী, ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক অপরাধ সংঘটন.....	১৩৫
১১৭।	অপরাধে সহায়তাকারী.....	১৩৫
১১৮।	মামলা দায়েরের পূর্বানুমোদন.....	১৩৫
১১৯।	অপরাধের আপোষরফা.....	১৩৫
১২০।	অর্থদণ্ড প্রদেয় করের অতিরিক্ত.....	১৩৫
সপ্তদশ অধ্যায়- আপীল ও রিভিশন.....		১৩৬
১২১।	কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল.....	১৩৬
১২২।	আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল.....	১৩৬
১২৩।	কার্যধারায় সাক্ষ্য প্রমাণের দায়.....	১৩৭
১২৪।	হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন.....	১৩৭
১২৫।	বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি.....	১৩৭
অষ্টাদশ অধ্যায় বিবিধ		১৩৮
১২৬।	অব্যাহতি.....	১৩৮
১২৭।	প্রদেয় করের উপর সুদ আরোপ.....	১৩৮
১২৮।	অনলাইনে কার্যসম্পাদন, দাখিলপত্র পেশকরণ এবং কর পরিশোধ, ইত্যাদি.....	১৩৯
১২৯।	আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা.....	১৩৯
১৩০।	মূসক পরামর্শক নিয়োগ.....	১৩৯
১৩১।	করণিক ত্রেটি, ইত্যাদির সংশোধন.....	১৩৯
১৩২।	দলিলপত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি.....	১৩৯
১৩৩।	মূসক ছাড়পত্র প্রদান.....	১৩৯
১৩৪।	ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন.....	১৪০
১৩৫।	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা.....	১৪০
১৩৬।	মূসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইউনিফর্ম এবং ভাতা নির্ধারণ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা.....	১৪০
১৩৭।	ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ.....	১৪০
১৩৮।	রহিতকরণ ও হেফাজত.....	১৪০
১৩৯।	ক্রান্তিকালীন কর হিসাব.....	১৪০
১৪০।	এই আইন প্রবর্তনের পর আবদ্ধ চুক্তি.....	১৪১
১৪১।	তফসিলের প্রতিস্থাপন-২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলের প্রতিস্থাপন.....	১৪১
মূসক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ		১৪১
১৪২।	এয়ার কন্ডিশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	১৪১
১৪৩।	মোবাইল সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	১৪২
১৪৪।	পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	১৪৪
১৪৫।	উৎসে মূসক কর্তন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	১৪৫
১৪৬।	শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	১৫১
১৪৭।	মৌসুমী ইটভাটা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	১৫২
১৪৮।	মূসক পরামর্শক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	১৫৪
১৪৯।	অগ্রিম কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন.....	১৫৬
পরিশিষ্ট সমূহ-.....		১৭৩
১৫০.১।	মূসক সংক্রান্ত এস.আরও-২০২৩.....	১৭৩
১৫০.২।	মূসক সংক্রান্ত গাইডলাইন.....	১৭৩
১৫০.৩।	সাধারণ আদেশ-মূসক.....	১৭৩
১৫০.৪।	মূসক ফরম সমূহ.....	১৭৩

প্রথম অধ্যায়

আয়কর

প্রথম অধ্যায় আয়কর

১। আয় এবং আয়কর

১.১। আয়কর কি?

সরকারের রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করের মধ্যে অন্যতম হলো আয়কর। করদাতার আয় বিবেচনায় এ কর প্রযোজ্য হয়। কোন ব্যক্তির বা সত্তার আয় নির্দিষ্ট সীমার উপর হলে উক্ত আয়ের উপর আয়ের স্তর ভিত্তিতে বিভিন্ন হার অনুযায়ী আয়কর প্রদান করতে হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে সরকারী ব্যয় নির্বাহ এবং দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন। আয়কর আইন ২০২৩ অনুযায়ী, “কর” অর্থ আয়ের উপর প্রদেয় কর এবং যেকোনো অতিরিক্ত কর, অতিরিক্ত মুনাফা কর, দণ্ড কর, সুপার কর, জরিমানা, সুদ, ফি অথবা এই আইনের অধীন অন্যবিধ আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য অর্থ। “আয়কর” অর্থ এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য যেকোন প্রকারের কর বা সারচার্জ।

১.২। আয়কর আইনে আয় বলতে কি বুঝায়?

আয়কর আইন ২০২৩ অনুযায়ী “আয়” অর্থ বুঝাবে:-

- এই আইনের কোনো বিধানের অধীন কর আরোপযোগ্য যেকোনো উৎস হইতে উদ্ভূত আয়, প্রাপ্তি, মুনাফা বা অর্জন;
- এই আইনের কোনো বিধানের অধীন উৎসে কর্তন বা সংগ্রহযোগ্য যেকোনো পরিমাণ অর্থ;
- উপ-দফা (ক) তে উল্লিখিত আয়, মুনাফা বা অর্জন সংশ্লিষ্ট কোনো ক্ষতি;
- চতুর্থ তফসিল এর ৮ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ধার্যকৃত পরিচালিত কোনো বিমা ব্যবসা হইতে অর্জিত মুনাফা বা প্রাপ্তি;
- এই আইনের যেকোনো বিধানের অধীন আয় হিসাবে গণ্য বা বিবেচিত যেকোনো অর্থ, অথবা বাংলাদেশে উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত যেকোনো আয় অথবা উপচিত, উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত হিসাবে বিবেচিত যেকোনো অর্থ;
- কর আরোপ করা হয় এইরূপ যেকোনো পরিমাণ অর্থ, পরিশোধ বা লেনদেন;

১.৩। আয়কর আইনে আয়করদাতা কে?

আয়কর আইন ২০২৩ অনুযায়ী “করদাতা” অর্থ: করারোপযোগ্য অর্থ উপার্জনকারী কোনো ব্যক্তি এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:

- এই আইনের অধীন কোনো কর বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;
- এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি-
 - যাহার আয়, অথবা যাহার আয়ের সহিত অন্য কোনো ব্যক্তির আয় নির্ধারণযোগ্য; অথবা
 - যাহার বা অপার ব্যক্তির প্রাপ্য পাওনা নির্ধারণের জন্য এই আইনের অধীন কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে;
- যাহাকে ন্যূনতম কর পরিশোধ করিতে হইবে;
- কোনো রিটার্ন, দলিল বা বিবরণী দাখিলে বা তথ্য প্রদানে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;
- কর নির্ধারণে ইচ্ছুক এবং রিটার্ন দাখিলকারী কোনো ব্যক্তি;
- এই আইনের কোনো বিধানের অধীন করদাতা বা খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য কোনো ব্যক্তি;
- যাহার বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা হইয়াছে; আয়কর আইন, ২০২৩ অনুসারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা পরিশিষ্ট-৩ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য

১.৪। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৬৯) এ প্রদত্ত ব্যক্তির সংজ্ঞা:

“ব্যক্তি” অর্থে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ট্রাস্ট, তহবিল ও কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ক্রমিক নং	Income-tax Ordinance, 1984 অনুযায়ী ব্যক্তি	আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী ব্যক্তি
১.	An Individual	স্বাভাবিক ব্যক্তি
২.	A Firm	ফার্ম
৩.	An Association Of Persons	ব্যক্তিসংঘ
৪.	A Hindu Undivided Family	হিন্দু অবিভক্ত পরিবার
৫.	A Trust	ট্রাস্ট
৬.	A Fund	তহবিল
৭.	A Company	কোম্পানি
৮.	A Local Authority	কোম্পানি'র সংজ্ঞাভুক্ত

৯.	An Entity	
১০.	Every other artificial juridical person	

অর্থাৎ আয়কর আইন, ২০২৩ এ প্রদত্ত ব্যক্তির সংজ্ঞায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোনো সত্তা এবং অন্য কোনো কৃত্রিম ব্যক্তির স্বতন্ত্র অবস্থান নেই।

২। আয়করের হার

২.১। ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে আয়করের হার

সাধারণভাবে, মোট আয়ের উপর করহারের তফসিল অনুযায়ী করহার প্রয়োগ করে একজন করদাতার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে একজন পুরুষ করদাতার মোট আয়ের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা হলে তার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

সারণী ১: আয়করের হার

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%	৩০,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৬০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০
অবশিষ্ট ৩৩,৫০,০০০ এর উপর	২৫%	৮,৩৭,৫০০
৫০,০০,০০০ টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণ		১০,৩২,৫০০

করদাতা যদি মহিলা করদাতা হন অথবা ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা হন তাহলে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

সারণী ২: মহিলাদের জন্য আয়করের হার

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%	৩০,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৬০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০
অবশিষ্ট ৩৩,০০,০০০ এর উপর	২৫%	৮,২৫,০০০
৫০,০০,০০০ টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণ		১০,২০,০০০

তৃতীয় লিঙ্গ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,৭৫,০০০ টাকা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৫,০০,০০০ টাকা। ফলে এসব করদাতার ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ কিছুটা কম হবে। প্রতিবন্ধী সন্তান বা পোষ্য রয়েছে এমন পিতা-মাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা প্রত্যেক সন্তান বা পোষ্যের জন্য ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।

২.২। কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয়করের হার

কোম্পানী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং যে সকল করদাতা যাদের ক্ষেত্রে অর্থ আইন, ২০২৩ অনুযায়ী সর্বোচ্চ হারে আয়কর আরোপিত হয় তা নিম্নরূপঃ

- (১) বাংলাদেশে যে কোম্পানীর রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অবস্থিত সে কোম্পানী হতে লব্ধ ডিভিডেন্ড আয় ব্যতিরেকে অন্য সর্ব প্রকার আয়ের উপর প্রযোজ্য কর নিম্নরূপঃ

সারণী ৩: কোম্পানীর/সংঘ ইত্যাদির আয়কর হার

বিবরণ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	* শর্ত পরিপালনের ব্যর্থতায় করহার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২০%	২২.৫%

পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশ বা ১০ শতাংশের কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানি	২৭.৫%	৩০%
এক ব্যক্তি কোম্পানি	২২.৫%	২৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫%(+) ২.৫% সারচার্জ	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন কোম্পানি যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
শর্ত: সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রাসফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।		

কোম্পানী নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি শ্রেণিভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সর্বোচ্চ হারে আয়কর আরোপিত হইবেঃ

সারণী ৪: অনিবাসী আয়কর হার

ক্রমিক নং	করদাতার শ্রেণি	করহার
(১)	কোম্পানী ও ব্যক্তি সংঘ নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি শ্রেণিভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর	৩০%
(২)	কোম্পানী নয়, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর	৪৫%
(৩)	কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তি-সংঘ এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তারক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-। তবে শর্ত থাকে যে, সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রাসফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উপরি-উক্ত করহার উক্ত আয়ের ৩০% হইবে।	উক্ত আয়ের ২৭.৫%;
(৪)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর	১৫%
(৫)	ক) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর খ) কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা এনজিওতে সেবা গ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সেবাস্থলে গম্যতার ক্ষেত্রে এবং সেবা প্রদানে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে ২০২৩ সালের ১ জুলাই তারিখে আরদ্ধ করবর্ষ হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অতিরিক্ত কর ধার্য করা হইবে।	১৫%

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী অথবা আইন অনুযায়ী গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পরে ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত পুঁজির উপরে ঘোষিত ও পরিশোধিত ডিভিডেন্ড আয়ের উপর বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এইরূপ বিদেশী কোম্পানীর মুনাফা প্রত্যাবাসন যা

লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য, তার উপর প্রযোজ্য কর - ২০%।

২.৩। রপ্তানি আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

এস. আর. ও, নং ২১০-আইন/আয়কর-০৫/২০২৩, তারিখ: ২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা রপ্তানি হতে অর্জিত সকল প্রকার আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে আয়কর অব্যাহতি বা, ক্ষেত্রমত, হ্রাস করে প্রদেয় আয়করের হার নিম্নোক্তভাবে ধার্য করা হয়েছে-

- (ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক অর্জিত আয়ের ৫০% করমুক্ত থাকিবে;
- (খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করহার ১২% হইবে; এবং
- (গ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর ১০%।

উক্ত হ্রাসকৃত করহারের সুবিধা পেতে হলে রপ্তানিকারককে নিম্নোক্ত শর্তাবলি পরিপালন করতে হবে-

- (অ) রপ্তানিকারককে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)-ধারী হতে হবে;
- (আ) এ প্রজ্ঞাপনের অধীন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানকে আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;
- (ই) কোনো আয়বর্ষে (income year) পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্ধদণ্ড আরোপিত হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধযোগ্য হবে;
- (ঈ) সকল প্রকার: Transportation Service, Mobile Telecommunication Service Internet এবং Internet Related Service এর জন্য এ প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কর অব্যাহতি সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।
- (উ) আয়কর আইন, ২০২৩ এর কোনো বিধান বা অন্য কোনো প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো করদাতা কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্ত হলে এ প্রজ্ঞাপনের বর্ণিত কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

হ্রাসকৃত করহারের এই সুবিধা ১ জুলাই ২০২৩ তারিখে আরম্ভ করবর্ষ হতে শুরু করে ৩০ জুন ২০২৮ তারিখে সমাপ্ত করবর্ষ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য, যেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের একই খাতে দেশীয় ও রপ্তানি আয় রয়েছে, সেক্ষেত্রে আনুপাতিক আয় ও ব্যয় বিভাজন প্রযোজ্য হবে।

২.৪। সুতা উৎপাদন, ডায়িং, ফিনিশিং ইত্যাদি হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

এস, আর, ও নং ১৫৯-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা বস্ত্র উৎপাদনের সহিত জড়িত কোন সুতা উৎপাদন, সুতা ডাইয়িং, ফিনিশিং, কোনিং, কাপড় তৈরী, কাপড় ডাইয়িং, প্রিন্টিং অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোন কোম্পানির উল্লিখিত শিল্পের ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্রদেয় আয়করের হার হ্রাস করে ১৫% (পনের শতাংশ) ধার্য করা হয়েছে-

- (ক) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে;
- (খ) এই প্রজ্ঞাপনের সুবিধা পেতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;
- (গ) কোন আয়বর্ষে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্ধদণ্ড আরোপিত ৪হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধ করতে হবে; হ্রাসকৃত করহারের এই সুবিধা ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত করবর্ষ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

২.৫। হাঁস-মুরগীর খামার, হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

এস, আর, ও নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা হাঁস-মুরগীর খামার, হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে অর্জিত আয়ের উপর আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত আইনের অধীনে প্রদেয় আয়কর হ্রাসপূর্বক নিম্নরূপে ধার্য করা হয়েছে, যথা:-

আয়ের পরিমাণ	আয়করের হার
প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর।	১০%
অবশিষ্ট আয়ের উপর	১৫%

২.৬। শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ (ধারা ১৩৪)

ধারা ১৩৪ অনুযায়ী নিবাসী কোনো ব্যক্তি হতে অপর কোনো ব্যক্তির নিকট তালিকাভুক্ত নয় এরূপ কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ হস্তান্তর নিবন্ধন করবেন না, যদি না হস্তান্তরকারী নিবাসী ব্যক্তি হস্তান্তরিত শেয়ারের অভিজিত মূল্য এবং ন্যায্য মূল্যের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে কর জমা প্রদানের চালান নিবন্ধনের আবেদনের সাথে সংযুক্ত করেন। এখানে,

- (ক) “অভিজিত মূল্য” অর্থ ইস্যুকারী কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য এবং অতিরিক্ত কোনো অর্থ এর অন্তর্ভুক্ত হবে যদি তা-
(অ) ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়; এবং (আ) করদাতার আয়কর রিটার্নে যথাযথভাবে প্রদর্শিত হয়;
- (খ) “ন্যায্য মূল্য” অর্থ শেয়ার হস্তান্তরের পূর্বে কৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (valuation report) পেশাদার মূল্যায়নকারী (Professional valuer) দ্বারা নির্ধারিত ন্যায্য মূল্য;
- (গ) “পেশাদার মূল্যায়নকারী (Professional valuer)” বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত কোনো পেশাদার মূল্যায়নকারীকে বুঝাবে।

উদাহরণ: জনাবা রামিশা একটি অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানির ১,০০০ টি শেয়ারের মালিক। জনাবা রামিশা প্রতিটি শেয়ার ১০০ টাকা দরে ক্রয় করেছিলেন। তিনি এই ১,০০০ টি শেয়ার ৫০০ টাকা দরে একটি বিদেশি কোম্পানির নিকট বিক্রি করছেন। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৪ অনুযায়ী শেয়ারের মালিকানা পরিবর্তনের সময়, নিবন্ধক পেশাজীবী মূল্যায়ন রিপোর্ট দাখিল করতে বললে, এতে দেখা যায়, প্রতিটি শেয়ারের বর্তমান মূল্য ধরা হয়েছে ১১০০ টাকা। এমতাবস্থায়, জনাবা রামিশার করদায় নিম্নরূপে নিরূপিত হবে:

উৎসে কর্তৃত কর = (পেশাজীবী মূল্যায়ন রিপোর্ট মোতাবেক মূল্য ক্রয় - মূল্য) × শেয়ার সংখ্যা × ১৫% = (৫৫০ × ১০০) × ১০০০ × ১৫% = ৬৭,৫০০ টাকা

৩। করদাতা নিবন্ধন

৩.১। করদাতা নিবন্ধন বলতে কি বুঝায়?

১। আয়কর আইন, ২৬১ ধারানুযায়ী কোনো ব্যক্তি নিজেকে করদাতা হিসাবে নিবন্ধন করিবেন, যদি তিনি-

- (ক) করদাতা হন;
(খ) ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন জমা দিতে বাধ্য হন;
(গ) ধারা ২৬৪ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করিতে বাধ্য হন;
(ঘ) কর প্রদান করিতে অথবা রিটার্ন দাখিল করিতে ইচ্ছুক হন।

২। বোর্ড নিবন্ধিত করদাতাকে একটি করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) প্রদান করিবে।

৩। আপগ্রেডেশন বা পুনঃনিবন্ধনের উদ্দেশ্যে বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যেকোনো টিআইএনধারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণিকে কোনো তথ্য বা দলিলাদি উপস্থাপনের নির্দেশে দিতে পারিবে।

৪। যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধিত করদাতা হইবার যোগ্য কিন্তু নিবন্ধন গ্রহণ করিয়া টিআইএন গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করিয়া টিআইএন প্রদান করিতে পারিবে।

৩.২। আয়কর রেজিস্ট্রেশন (টিআইএন) কিভাবে নিতে হয়?

বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে আয়কর রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালু আছে। www.incometax.gov.bd ওয়েব সাইটে login করে রেজিস্ট্রেশন করা যায়। এর জন্য একক ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও কোম্পানীর জন্য ইনকর্পোরেশন নম্বর প্রয়োজন হয়। আর যাদের ইন্টারনেট সুবিধা নেই তাঁরা নির্ধারিত কর সার্কেলে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন।

৩.৩। করদাতার নিবন্ধন বাতিল

১। ধারা ২৬২ অনুসারের নিম্নবর্ণিত কারণে একজন ব্যক্তি নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করিবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি-

- (ক) ধারা ২৬৪ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনে আর বাধ্য না হন এবং-
(অ) ধারা ২ এর দফা ২২ এর অধীন করদাতা হিসাবে আর সংজ্ঞায়িত না হন;
(আ) পরপর বিগত ৩ (তিন) বৎসর করযোগ্য আয় শূন্য হন এবং শারীরিক অক্ষমতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে ভবিষ্যতে কোনো করযোগ্য আয় শূন্য থাকিবেন; বা
(ই) ধারা ১৬৬ এর অধীন আর রিটার্ন দাখিলের প্রয়োজন নাই;
- (খ) মৃত্যু, অবসায়ন, অবলুপ্তি (dissolution) বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণে অস্তিত্বহীন হইয়া যান;
(গ) স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন এবং বাংলাদেশে আয় উপার্জন কোনো কর্মকাণ্ড করিবেন না;
(ঘ) ডুপ্লিকেট (duplicate) নিবন্ধন বা ভুল নিবন্ধন পাইয়া থাকেন;

- (ঙ) আইনি মর্যাদা পরিবর্তন করেন;
- (চ) অন্য কোনো আইনানুগ কারণ প্রদর্শন করেন।
- ২। আয়কর কর্তৃপক্ষ, নিবন্ধন বাতিলের আবেদন প্রাপ্তির পর, আবেদনের বিষয়ে যাচাই-বাছাই করিয়া করদাতার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি নিশ্চিত হন যে
- (ক) করদাতা কর্তৃক পরিশোধিতব্য কোনো বকেয়া দায় নাই;
- (খ) করদাতার বিরুদ্ধে কোনো কর নির্ধারণ নিষ্পত্তাধীন নাই;
- (গ) কোনো ফোরামে আয়কর সংক্রান্ত কোনো বিরোধ নিষ্পত্তাধীন নাই; এবং
- (ঘ) করদাতা কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিবন্ধন বাতিলের যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন উহার সত্যতা রহিয়াছে।
- ৩। বোর্ড যে সকল কারণে নিজেরা কোনো করদাতার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন
- (ক) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন কোনো করদাতাকে নিবন্ধন বাতিলের যুক্তি রহিয়াছে;
- (খ) কোনো করদাতার প্রকৃত বা বৈধ উৎসের কোনো আয় নাই বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে;
- (গ) নিবন্ধনটি আর্থিক অপরাধ সংঘটনের লক্ষ্য বা অর্থ পাচারের কোনো ক্ষিমের অংশ হিসাবে করা হইয়াছে; বা
- (ঘ) নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত তথ্য ভুল এবং অসত্য।
- ৪। বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, সেইরূপে নিবন্ধন বাতিলকৃত করদাতার সমস্ত তথ্য এবং রেকর্ড নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে পারিবে।
- ৫। এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “নিবন্ধন বাতিল” অর্থ একটি টিআইএন এর নিষ্ক্রিয়করণ (inactive), রহিতকরণ (dormant) এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার অনুপযোগীকরণ, কিন্তু ইতিমধ্যে প্রাপ্ত তথ্যের বিলোপ (deletion) বা মোচন (erasure) বুঝাইবে না।

৪। আয়কর রিটার্ন

৪.১। আয়কর রিটার্ন কি?

আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট বার্ষিক আয়, ব্যয় এবং সম্পদের তথ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নির্ধারিত ফরমে উপস্থাপন করার মাধ্যম হচ্ছে আয়কর রিটার্ন। আয়কর রিটার্ন এর কাঠামো আয়কর বিধি-ধারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যার মধ্যে করদাতা তার আয়-ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের তথ্য লিখে আয়কর অফিসে দাখিল করেন। ব্যক্তি শ্রেণির করদাতা ও কোম্পানী করদাতাদের জন্য পৃথক রিটার্ন রয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৫ অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতার শ্রেণিভিত্তিক এবং যেকোন উপযুক্ত মনে করবে সেরূপে রিটার্ন নির্ধারণ করতে পারবে। এছাড়াও স্পট এ্যাসেসমেন্ট ও বেতনভোগী কর দাতাদের জন্য ভিন্ন রিটার্ন ফর্ম আছে। স্বাভাবিক ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার রিটার্ন ফরম বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় এবং কোম্পানী করদাতার রিটার্ন ফরমও বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় পাওয়া যায়। স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন সকল প্রকার আয়ের বিবরণী, বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত সকল প্রকার পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং, ক্ষেত্রমত, জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণী সংবলিত হবে।

৪.২। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ

রিটার্ন দাখিলের প্রত্যয়ন বা প্রাপ্তি স্বীকার পত্র; করদাতার নাম, টিআইএন এবং করবর্ষ সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড সার্টিফিকেট; বা করদাতার নাম, টিআইএন এবং করবর্ষ সংবলিত উপকর কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন।

৪.৩। আয়কর কিভাবে পরিশোধ করতে হবে?

এ-চালানের মাধ্যমে কর পরিশোধ করতে হবে। একজন করদাতা যে কর অঞ্চলের অধীন সে কর অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত কোডে করদাতাকে এ-চালানের মাধ্যমে কর পরিশোধ করতে হবে। এছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে করদাতাকে আইনানুযায়ী উৎসে কর পরিশোধ করতে হবে।

৪.৪। আয়কর পরিশোধের প্রমাণ (উৎসে কর কর্তনসহ)

(ক) সকল প্রকার কর ও উৎসে কর অটোমেটেড চালান (এ-চালান) বা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

(খ) যে কোনো খাতের আয় হতে উৎসে আয়কর পরিশোধ করা হলে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক করদাতা যাদের বিলের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে তাদের বরাবরে ই-পেমেন্ট চালান বা ক্ষেত্রমত এ-চালানসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

৪.৫। আয়কর রিটার্ন কারা দেবেন?

করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। কারা আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন তা দুই ভাগে চিহ্নিত করা যায়, যথা:- ক. যাদের করযোগ্য আয় রয়েছে; এবং খ. যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

৪.৬। যেসকল ক্ষেত্রসমূহে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয়?

(ক) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(অ) যাহা বাংলা ভাষায় পাঠদানকারী প্রাথমিক বা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় বা সরকারি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বা যাহা মাসিক পেমেন্ট আদেশভুক্ত (এমপিও) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; এবং

(আ) যাহার ইংরেজি ভাষার কারিকুলাম নাই;

(খ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক;

(ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;

(ঙ) সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সায়ত্বশাসিত সংস্থা, যাহার সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত তহবিল ও সুদ আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় নাই;

(চ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত যেকোনো সত্তা যাহাদের সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত তহবিল ব্যতীত অন্য কোনো আয় নাই;

(ছ) সরকারি ভবিষ্য তহবিল এবং সরকারি পেনশন তহবিল;

(জ) কোনো অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি যাহার বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তি (ভরীবফ নথব) নাই; বা

(ঝ) বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রিটার্ন দাখিল করা হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

৪.৭। করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

(ঞ)কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয় যদি বছরে ৩,৫০,০০০ টাকার বেশি হয়;

(ট) মহিলা এবং ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতার আয় যদি বছরে ৪,০০,০০০ টাকার বেশি হয়;

(ঠ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার আয় যদি বছরে ৫,০০,০০০ টাকার বেশি হয়;

(ড) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিককরদাতার আয় যদি বছরে ৪,৭৫,০০০ টাকার বেশি হয়।

৪.৮। যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে

১. করারোপযোগ্য আয় না থাকা সাপেক্ষে, ২০ (বিশ) লক্ষাধিক টাকার খণ গ্রহণে;

২. কোনো কোম্পানির পরিচালক বা স্পসর শেয়ারহোল্ডার হইতে হইলে;

৩. আমদানি নিবন্ধন সনদ বা রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;

৪. সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করিতে;

৫. সমবায় সমিতির নিবন্ধন পাইতে;

৬. সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার হইতে এবং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করিতে;

৭. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার জমি, বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা লিজ বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধন করিতে;

৮. ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;

৯. চিকিৎসক, দস্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসাবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসাবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;

১০. Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন নিকাহ রেজিস্টার, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক ও Special Marriage Act, ১৮৭২ (Act No. III of 1872) এর অধীন রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, নিয়োগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বহাল রাখিতে;

১১. ট্রেডবডি বা পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;

১২. ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি ও নবায়নে;

১৩. যেকোনো এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তি এবং বহাল রাখিতে;

১৪. লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার উলার, কার্গো, কোস্টার, কার্গো ও ডাম্ব বার্জসহ যেকোনো প্রকারের ভাড়া চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;

১৫. পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে ইট উৎপাদনের অনুমতি প্রাপ্তি ও নবায়নে;
১৬. সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে;
১৭. সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি বা বহাল রাখিতে;
১৮. কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
১৯. আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
২০. আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলায়;
২১. ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব খোলায়;
২২. ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার মেয়াদী আমানত খোলায় ও বহাল রাখিতে;
২৩. ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;
২৪. পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে;
২৫. মোটরযান, স্পেস বা স্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে শেয়ারড ইকোনমিক এক্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করিতে;
২৬. ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা উৎপাদন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারী পদমর্যাদায় কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;
২৭. গণকর্মচারীর বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;
২৮. মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;
২৯. অ্যাডভাইজরি বা কনসালটেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সরবরাহ সেবা বাবদ নিবাসী কর্তৃক কোনো কোম্পানি হইতে কোনো অর্থ প্রাপ্তিতে;
৩০. Monthly Payment Order বা এমপিও ভুক্তির মাধ্যমে সরকারের নিকট হইতে মাসিক ১৬ (ষোল) হাজার টাকার উর্ধে কোনো অর্থপ্রাপ্তিতে;
৩১. বিমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নে;
৩২. দ্বি-চক্র বা ত্রি-চক্র মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;
৩৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার অনুকূলে বিদেশি অনুদানের অর্থ ছাড় করিতে;
৩৪. বাংলাদেশে অবস্থিত ভোক্তাদের নিকট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করিয়া পণ্য বা সেবা বিক্রয়ে;
৩৫. কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act, ১৮৬০ (Act No. XXI of ১৮৬০) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্যপদ লাভের আবেদনের ক্ষেত্রে;
৩৬. পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিবাসী কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্টস্ দাখিলকালে;
৩৭. কোনো কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক কোনো প্রকার পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে;
৩৮. পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে;
৩৯. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা, সময় সময়, সরকার কর্তৃক গঠিত অনুরূপ কর্তৃপক্ষ অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিলকালে;
৪০. স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেণ্ডর বা দলিল লেখক হিসাবে নিবন্ধন, লাইসেন্স বা তালিকাভুক্তি করিতে এবং বহাল রাখিতে;
৪১. ট্রাস্ট, তহবিল, ফাউন্ডেশন, এনজিও, মাইক্রোক্রেডিট অরগানাইজেশন, সোসাইটি এবং সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব খুলতে এবং চালু রাখিতে;
৪২. কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ি ভাড়া বা লিজ গ্রহণকালে বাড়ির মালিকেরা;
৪৩. কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে সরবরাহকারীর বা সেবা প্রদানকারীর।

৪.৯। রিটার্ন ফরম কোথায় পাওয়া যাবে?

সকল আয়কর অফিসে আয়কর রিটার্ন ফরম পাওয়া। একজন করদাতা সারা বছর বিনামূল্যে আয়কর অফিস থেকে রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করতে পারেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইট <https://nbr.gov.bd/form/income-tax/eng> থেকেও রিটার্ন ফরম download করা যাবে। রিটার্নের ফটোকপিও গ্রহণযোগ্য। রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করার জন্য কিউ আর কোড এর পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য

8.10। রিটার্ন দাখিলের সময়

একজন করদাতাকে করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ১৭৩ মোতাবেক কর পরিশোধ করতে হবে।

8.11। রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাগণ করদিবসের মধ্যে বা করদিবস পরবর্তীকালে যখনই রিটার্ন দাখিল করুন না কেন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিল করতে হবে। পূর্বের ন্যায় সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের সুযোগ নেই। আয়কর আইনের ধারা ১৭০ মোতাবেক এক ব্যক্তি কোম্পানি, ব্যাংক, ইস্যুরেস ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানি এবং বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তি সাধারণ রিটার্ন দাখিল করিতে পারিবেন।

8.12। রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হয়

টিআইএন সনদে উল্লেখিত অধিক্ষেত্র বা সার্কেল অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করতে হবে। যেমন অক্ষর দিয়ে সরকারী কর্মকর্তার নাম শুরু হয়েছে, তাকে কর অঞ্চল-৪, ঢাকা এর বৈতনিক সার্কেল-৭১ এ রিটার্ন জমা দিতে হবে। পুরোনো করদাতারা তাদের বর্তমান সার্কেলে রিটার্ন দাখিল করবেন। নতুন করদাতারা তাদের নাম, চাকুরীস্থল বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানার ভিত্তিতে নির্ধারিত সার্কেলে ১২ সংখ্যার টিআইএন (e-TIN) উল্লেখ করে আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে Jurisdiction নামে একটি Software সংযোজন করা আছে। এটি ব্যবহার করে একজন নতুন করদাতা কোন সার্কেলে রিটার্ন দাখিল করবেন সে সম্পর্কে জানতে পারবেন। করদাতারা প্রয়োজনে কাছাকাছি আয়কর অফিস বা কর পরামর্শ কেন্দ্র থেকেও আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সার্কেল সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়াও প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আয়কর মেলায় করদাতাগণ আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারেন। রিটার্ন দাখিলের সময় করদাতা বিদেশে অবস্থান করলে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। পাশাপাশি করদাতারা <https://etaxnbr.gov.bd/> এ প্রবেশ করে তাদের নির্ধারিত ই-টিন নম্বরের বিপরিতে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

8.13। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল বলতে কি বুঝায়?

স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করার মানে হলো করদাতা নিজেই নিজের আয় ও কর নির্ধারণ করেন এবং সে মোতাবেক কর পরিশোধ ও রিটার্ন দাখিল করেন। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আয় ও কর পরিশোধের সপক্ষে সকল প্রমাণাদি সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে উপকর কমিশনার রিটার্ন-এ কোনো গাণিতিক ত্রুটি লক্ষ্য করলে রিটার্ন প্রসেস করে করদাতার বরাবরে অতিরিক্ত অংক পরিশোধের জন্য বলতে পারেন এবং একই সাথে সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের জন্যও বলতে পারেন।

8.14। সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল বলতে কী বুঝায়?

সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করার মানে হলো করদাতা নিজেই নিজের আয় ও করপরিগণনা করেন এবং সে মোতাবেক কর পরিশোধ ও রিটার্ন দাখিল করেন। তবে, এক্ষেত্রে তিনি উপকর কমিশনার কর্তৃক পুনঃ কর নির্ধারণের জন্য রিটার্ন দাখিল করেন।

8.15। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের কোনো বাধ্যবাধকতা রয়েছে কি?

হ্যাঁ। ধারা ১৭০ অনুযায়ী সকল ব্যক্তিকে ধারা ১৮০ মোতাবেক অর্থাৎ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। তবে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয় (অর্থাৎ তারা সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন), যথা:

(ক) এক ব্যক্তি কোম্পানি, ব্যাংক, ইস্যুরেস ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানি; এবং

(খ) বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তি।

8.16। রিটার্ন দাখিলের সময় কী কী দলিলাদি দাখিল করতে হবে?

রিটার্ন দাখিলের সময় কী কী দলিলাদি দাখিল করতে হবে? কোন রিটার্ন অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে বিবেচিত হবে? বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে রিটার্ন দাখিল করলে, রিটার্ন সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে কিনা?

ধারা ১৬৯ অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় বিবরণ ও তথ্যাদি প্রদান করে নির্ধারিত তফসিলসমূহ, বিবৃতি, হিসাব, পরিশিষ্ট বা দলিলাদিসহ রিটার্ন দাখিল করতে হবে। করদাতা যদি কোম্পানি হন অথবা করদাতার যদি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন হতে আয় থাকে তবে রিটার্নের সাথে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করতে হবে, যথা :

(ক) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী;

(খ) যাচাইয়ের নিমিত্ত বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণের প্রমাণ; এবং

(গ) আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত লাভ-ক্ষতি এবং রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাখ্যাসহ একটি পৃথক পরিগণনা পত্র।

কোনো আয়বর্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেন থাকলে এরূপ কোনো সত্তার ক্ষেত্রে, ধারা ২৩৮ এর অধীন আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কিত একটি বিবরণী রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে। উল্লেখিত বিধানাবলির পরিপালনের ব্যর্থতায় একটি রিটার্নকে অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে বিবেচনা করা যাবে। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে রিটার্ন দাখিল করলে রিটার্নটি সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে।

৪.১৭। ব্যক্তি কর্তৃক রিটার্নের সাথে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিলের বাধ্যবাধকতা কোম্পানি বা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন হতে আয় রয়েছে এমন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক রিটার্নের সাথে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে কি?

ধারা ৭৩ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল করতে হবে, যথা :

(ক) আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি

(খ) ৩ কোটি টাকার উর্ধ্ব টার্নওভার রহিয়াছে এইরূপ ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, তহবিল এবং দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হইতে আয় প্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি

৪.১৮। রিটার্নের সাথে কিরূপ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল করতে হবে?

রিটার্নের সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং স্থিতিপত্রের একটি অনুলিপি এ মর্মে প্রদান করতে হবে যে-

(ক) উক্ত করবর্ষের জন্য International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং বিবরণী প্রস্তুত ও দাখিল করা হয়েছে;

(খ) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মানদণ্ড (যেমন: Document Verification System, DVS) অনুসরণ করা হয়েছে; এবং

(গ) International Standards on Auditing (ISA) অনুসারে নিরীক্ষা করা হয়েছে।

৪.১৯। রিটার্ন স্বাক্ষর বা প্রতিপাদনের প্রয়োজন রয়েছে কি?

বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে রিটার্ন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদিত হইতে হইবে, যথা:-

(ক) কোনো স্বাভাবিক করদাতার ক্ষেত্রে, করদাতা স্বয়ং; তিনি বাংলাদেশে না থাকিলে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, এবং তিনি মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার কারণে স্বাভাবিক কর্ম করতে অপারগ হলে, তার অভিভাবক কর্তৃক বা তার পক্ষে স্বাক্ষর করতে আইনগতভাবে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(খ) কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে, পরিবারের কর্তা কর্তৃক, এবং কর্তা বাংলাদেশে অবস্থান না করিলে বা মানসিক অক্ষমতার কারণে স্বাভাবিক কর্ম করতে অপারগ হলে, উক্ত পরিবারের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি;

(গ) কোনো কোম্পানি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, প্রধান কর্মকর্তা;

(ঘ) কোনো ফার্মের ক্ষেত্রে, কোনো নাবালক অংশীদার ব্যতীত, তার যেকোনো অংশীদার;

(চ) অন্য কোনো সংঘের ক্ষেত্রে, সংঘের কোনো সদস্য বা মুখ্য কর্মকর্তা; এবং

(ণ) অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তার পক্ষে স্বাক্ষর করতে আইনগতভাবে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি।

৪.২০। অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল কী

অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল কী বা আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপনের ব্যর্থতায় কী কী পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে? স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত কোন রিটার্নকে উপকর কমিশনার সাধারণ হিসাবে গণ্য করতে পারবেন কি না?

(ক) দাখিলকৃত রিটার্ন অসম্পূর্ণ হলে বা করদাতা আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে, উপকর কমিশনার ধারা ১৭৬(২) অনুযায়ী কারণ উল্লেখপূর্বক, করদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি, যাচাইকরণ, বিবৃতি বা দলিলাদি নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দাখিল করার জন্য নোটিশ প্রেরণ করতে পারবেন।

(খ) উক্ত নোটিশে প্রেক্ষিতে করদাতা নোটিশের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করলে রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(গ) করদাতা উক্ত নোটিশ পরিপালনে ব্যর্থ হলে উপকর কমিশনার ধারা ১৮০(১) এর শর্ত অনুযায়ী দাখিলকৃত রিটার্নকে সাধারণ রিটার্ন হিসেবে গণ্য করে কর নির্ধারণ করতে পারবেন। কোনো রিটার্ন সাধারণ রিটার্ন হিসেবে গণ্য হলে উপকর কমিশনার করদাতাকে ১৮৩ ধারায় শুনানী সুযোগ দিয়ে কর নির্ধারণ করবেন। ধারা ১৮৩ অনুযায়ী করদাতা শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে উপকর কমিশনার ধারা ১৮৪ অনুযায়ী সর্বোত্তম বিচার ভিত্তিক (বা এক তরফা) কর নির্ধারণ করবেন।

- ৪.২১। ২১২ ধারায় পুনঃউন্মোচনের জন্য নোটিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন
২১২ ধারায় পুনঃউন্মোচনের জন্য নোটিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন কি স্বনির্ধারণী হবে?
না। ২১২ ধারায় পুনঃউন্মোচনের জন্য নোটিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত বলে গণ্য
হবেনা।
- ৪.২২। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলে উপকর কমিশনার উক্ত করবর্ষে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পুনঃউন্মোচন
কোনো করবর্ষে কোনো করদাতা স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করলে উপকর কমিশনার উক্ত করবর্ষে সুনির্দিষ্ট
তথ্যের ভিত্তিতে পুনঃউন্মোচন করতে পারবেন কিনা?
করদাতা যে করবর্ষে রিটার্ন দাখিল করলেন উক্ত করবর্ষে যদি উপকর কমিশনারের নিকট কর পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়ার
সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য থাকলে তিনি ২১২ ধারা অনুযায়ী পুনঃউন্মোচন করতে পারবেন।
- ৪.২৩। করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত কোন রিটার্ন বাতিল করা যাবে কি না?
না। ধারা ১৭৬ এবং ধারা ১৮০(১) এক সঙ্গে বিবেচনা করলে দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন বাতিলের কোনো সুযোগ
নেই। সাধারণ রিটার্ন হিসেবে গণ্য করে কর নির্ধারণ করতে হবে।
- ৪.২৪। সংশোধিত রিটার্ন কী?
করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নে কোন উপেক্ষিত বা অশুদ্ধ বিরূতি পরিলক্ষিত হলে তা শুদ্ধ করে রিটার্ন দাখিল-ই
সংশোধিত রিটার্ন। সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের মাধ্যমে কম পরিগণিত কর পরিশোধ করা যাবে অথবা প্রদর্শিত আয়ের
বিপরীতে অধিক কর পরিগণনা করা হলে সেক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ দাবি করা যাবে।
- ৪.২৫। সংশোধিত রিটার্ন কখন দাখিল করা যাবে?
নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে, যথা:
(ক) স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ১৮০তম দিনের মধ্যে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে;
(খ) রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে উপকর কমিশনারের নোটিশের প্রেক্ষিতে;
(গ) ২১২ ধারার অধীন উপকর কমিশনারের নোটিশের প্রেক্ষিতে;
(ঘ) ১৮২ ধারার অধীন অডিট প্রতিবেদন অনুসারে সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের নোটিশের প্রেক্ষিতে;
(ঙ) সাধারণ রিটার্ন দাখিল হয়েছে কিন্তু কর নির্ধারণ সম্পন্ন না হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণী আদেশ প্রণয়নের
সর্বশেষ তারিখের অনূন ৬ মাস পূর্বে অথবা প্রথমবার ধার্যকৃত শুনানির তারিখের পূর্বে, যেটি আগে ঘটে।
- ৪.২৬। কখন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না?
নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না, যথা:
- ১। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে-
(ক) রিটার্ন দাখিল করার তারিখ হতে ১৮০ দিন শেষ হবার পর;
(খ) সংশোধিত রিটার্ন প্রথমবার দাখিলের পর; বা
(গ) মূল রিটার্নটি ধারা ১৮২ এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচিত হবার পর।
 - ২। সাধারণ রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে-
(ক) কোনো প্রদর্শিত দায় হ্রাস করে;
(খ) সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণী আদেশ প্রণয়নের সর্বশেষ তারিখের ৬ মাসের মধ্যে অথবা প্রথমবার ধার্যকৃত
শুনানির তারিখে বা তারপর।
- ৪.২৭। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন।
আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৫ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ করদাতা যাহার
ব্যবসা হইতে আয় রহিয়াছে তিনি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ তাহার ব্যবসার স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ কোনো
স্থানে প্রদর্শন করিবেন। যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা উপ-ধারা (১) এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে তিনি
উপকর কমিশনার অনূন ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা এবং অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে
পারিবেন।
- ৪.২৮। রিটার্ন দাখিল না করার জরিমানা
যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, রিটার্ন দাখিল না করলে সে সকল সেবা
হতে বঞ্চিত হতে হবে। যেমন- ক্ষেত্রমত, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যাবে না কিংবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে।
বেতন-ভাতাদি
প্রাপ্তিতে অসুবিধা হবে ইত্যাদি।
এছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন-
(ক) আয়কর আইনের ধারা ২৬৬ অনুযায়ী উপকর কমিশনার কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধ করা;

(খ) উপকর কমিশনার কর্তৃক একতরফাভাবে নির্ধারিত কর পরিশোধ করা।

(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ১৬৬, ১৭২, ১৯১, ১৯৩ বা ২১২ এর অধীন কোনো ব্যক্তি রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর ধার্যকৃত করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যাহা ন্যূনতম ১ (এক) হাজার টাকা হইবে এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতিদিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত জরিমানার পরিমাণ নিম্নবর্ণিত অঙ্ক অতিক্রম করিবে না, যথা

(ক) কোনো ব্যক্তি করদাতা, যাহার ইতঃপূর্বে কখনো কর নির্ধারণ হয় নাই, তাহার ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা;

(খ) কোনো ব্যক্তি করদাতা, যাহার ইতঃপূর্বে কর নির্ধারণ হইয়াছে, তাহার ক্ষেত্রে সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর প্রদেয় করের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) বা ১ (এক) হাজার টাকা, দুটি মধ্যে যাহা অধিক।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত,

(ক) ধারা ১৭৭ এর অধীন কোনো রিটার্ন, তথ্য দাখিল বা উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর তাহার সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর ধার্যকৃত করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে অথবা ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা, দুটির মধ্যে যাহা অধিক, সেই পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতি মাসের জন্য অথবা তাহার ভগ্নাংশের জন্য ১ (এক) হাজার টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন;

(খ) ধারা ১৪৫ এর অধীন কোনো সার্টিফিকেট প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতি মাসের জন্য অথবা তাহার ভগ্নাংশের জন্য ১ (এক) হাজার টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন;

(গ) ধারা ২০০ এর আবশ্যিকতা অনুযায়ী কোনো তথ্য দাখিল বা উপস্থাপনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে যে আয়কর কর্তৃপক্ষ ধারা ২০০ এর অধীন তথ্য চাহিয়াছে সেই কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির উপর ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতি দিনের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

৪.২৯। সংশোধিত রিটার্ন দাখিল

রিটার্ন দাখিলের পর যদি করদাতার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নবর্ণিত কারণে তার প্রদেয় কর সঠিকভাবে পরিগণিত হয়নি বা সঠিক অঙ্কে পরিশোধিত হয়নি তাহলে তিনি সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন, যথা:

(ক) প্রদর্শিত আয়; বা

(খ) দাবিকৃত কর অব্যাহতি বা ক্রেডিট; বা

(গ) অন্য কোনো কারণে।

এক্ষেত্রে, করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের কারণ সংবলিত একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করবেন। তবে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না, যথা:-

(ক) রিটার্ন দাখিল করার তারিখ হতে ১৮০ (একশত আশি) দিন শেষ হওয়ার পর;

(খ) সংশোধিত রিটার্ন প্রথমবার দাখিলের পর; বা

(গ) মূল রিটার্নটি ধারা ১৮২ এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর।

৪.৩০। রিটার্ন প্রসেস

উপকর কমিশনার কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্ন প্রসেস করেন। রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে যদি দেখা যায়, করদাতা প্রদেয় অংকের চেয়ে কম বা বেশি আয়কর ও প্রযোজ্য অন্যান্য অংক পরিশোধ করেছেন, তাহলে উপকর কমিশনার করদাতাকে তা অবহিত করে এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৪.৩১। অডিট

(১) বোর্ড বা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে অধীনস্থ কোনো কর্তৃপক্ষ, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন হইতে অডিটের জন্য রিটার্ন নির্বাচন করিতে পারিবে এবং অডিটের উদ্দেশ্যে উহা সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) অডিটের জন্য নির্বাচিত রিটার্নের তালিকা প্রাপ্তির দিন হইতে অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে কর কমিশনার, আদেশ দ্বারা, প্রতিটি অডিট মামলার জন্য অনুসন্ধানকারী টিম, অডিট টিম এবং অডিট কিউরেটর নিযুক্ত করিবেন

এবং এইরূপ আদেশ স্বাক্ষরের দিনে সংশ্লিষ্ট সকল অনুসন্ধানকারী টিম, অডিট টিম, অডিট কিউরেটর এবং উপকর কমিশনারকে প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপকর কমিশনার, উপ-ধারা (২) এর অধীন জারীকৃত আদেশ প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট করদাতাকে অডিটসম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে একটি নোটিশ জারি করবেন এবং এইরূপ নোটিশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী টিমের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) প্রতিটি অনুসন্ধানকারী টিম-

(ঘ) অনুসন্ধান পরিচালনাপূর্বক করদাতার আয়, ব্যয়, পরিসম্পদ, দায়, লেনদেন, আর্থিক বিবৃতি ও অন্যান্য রেকর্ড, পাবলিক রেকর্ড, এবং করদাতার সহিত সংশ্লিষ্ট পক্ষের তথ্য, ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবে;

(ঙ) করদাতার আয়ের উৎসের অস্তিত্ব এবং উহার প্রকৃতির বিস্তারিত যাচাইকরণ এবং নিশ্চিতকরণসহ একটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন অডিট কিউরেটরের নিকট দাখিল করিবে;

(চ) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রেরিত নোটিশ প্রাপ্ত হইবার অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অনুসন্ধান প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের নিকট দাখিল করিবে এবং এইরূপ প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি অডিট কিউরেটর বরাররে দাখিল করিবে; এবং

(ছ) দফা (গ)-তে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বরাবর সময় বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার অনধিক ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৫) অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলের পর, অডিট টিম বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অডিট ম্যানুয়াল এবং নির্দেশিকা অনুসরণ করিয়া অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করিবে, এবং

(ক) এই আইন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইনের অধীন প্রযোজ্য সকল বিধানের পরিপালন পরীক্ষা করিবেন;

(খ) মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(অ) করদাতা কর্তৃক কোনো দাবি বা দাখিলকৃত কোনো তথ্য যাচাই:

(আ) হিসাবের বহি, প্রাপ্তি ও পরিশোধ সংক্রান্ত দলিলাদি, ক্রেয়- বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি ও অন্যান্য দলিলাদি, যেকোনো প্রমাণক, ক্লায়েন্ট, গ্রাহক বা সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত বা প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ ও যাচাই;

(ই) করদাতা কর্তৃক নিয়োজিত অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন;

(ঈ) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি, উহা যে প্রকৃতির বা ধরনের হউক, সংগ্রহ:

(গ) আয়, ব্যয়, পরিসম্পদ বা দায় সম্পর্কিত কোনো বিবৃতি বা রেকর্ড পরীক্ষা করিবে;

(ঘ) লেনদেনের প্রকৃতি এবং সত্যতা পরীক্ষা করিবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৪) এর অধীনে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি পুনরায় যাচাই করিবে;

(চ) করদাতার সহিত সম্পর্ক আছে বা থাকিতে পারে এইরূপ যেকোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবে;

(ছ) কোনো তথ্য ও পরিসংখ্যান সম্পর্কে লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়ার জন্য করদাতাকে নির্দেশ প্রদান করিবে;

(জ) সংশ্লিষ্ট সমুদয় তথ্য, বাজার তথ্য, আর্থিক তথ্য এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, করদাতার জীবনযাত্রার তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করিবে।

(৬) অডিট টিম খসড়া অডিট প্রতিবেদন করদাতার বরাবর প্রেরণ করিবে এবং তাহার নিকট হইতে লিখিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে।

(৭) অডিট টিম উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুসন্ধান প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ হইতে অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে অডিট কিউরেটরের নিকট অডিট প্রতিবেদন জমা দিবেন এবং প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(ক) অডিট টিমের প্রতিবেদনসহ করদাতার আয়ের উৎস, পরিসম্পদ ও দায় এবং উহার প্রকৃতি বিস্তারিত যাচাইকরণ এবং নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত একটি বিবৃতি;

(খ) এই আইনের সকল প্রযোজ্য বিধানাবলি পরিপালন সংক্রান্ত বিবৃতি;

(গ) আইনের বিধানাবলির পরিপালনার্থে উন্নতির ক্ষেত্রসমূহ এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, করদাতার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উপর মন্তব্য।

(৮) অডিট কিউরেটর, অডিট টিম কর্তৃক প্রতিবেদন জমা দানের অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে-

- (অ) যেকোনো সংখ্যক অডিট টিম গঠন এবং প্রতিটি অডিট টিম অনূন ২ (দুই) জন অডিটরের সমন্বয়ে গঠিত হইবে;
- (আ) যেকোনো সংখ্যক অনুসন্ধানকারী টিম গঠন এবং প্রতিটি অনুসন্ধানকারী টিম অনূন ২ (দুই) জন কর পরিদর্শকের সমন্বয়ে গঠিত হইবে;
- (খ) অডিটের জন্য নির্বাচিত করদাতা যেই উপকর কমিশনার এবং কর পরিদর্শকের অধিক্ষেত্রাধীন নিবন্ধিত সেই উপকর কমিশনার এবং কর পরিদর্শক যথাক্রমে উক্তরূপ করদাতার নিযুক্ত অডিট টিম এবং অনুসন্ধানকারী টিমের অন্তর্ভুক্ত হইবেনা;
- (গ) কোনো অডিট টিম, প্রয়োজন অনুসারে বা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে বিশেষজ্ঞ বা পেশাদার মূল্যায়নকারীর নিকট হইতে সহায়তা নিতে পারিবে;
- (ঘ) রিটার্ন দাখিলের ৬০ (ষাট) দিন পূর্ণ হইবার পূর্বে উপ-ধারা (১) এর অধীনে রিটার্ন নির্বাচন করা যাইবে না;
- (ঙ) এই ধারার অধীন সমস্ত প্রক্রিয়া এবং কার্যধারা উপ-ধারা (৩) এর অধীনে নোটিশ জারির মাস হইতে ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে;
- (চ) এই ধারার অধীনে প্রস্তুতকৃত এবং দাখিলকৃত সমস্ত প্রতিবেদন দলের সকল সদস্য দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে;
- (ছ) ১৫% (পনেরো শতাংশ) অধিক মোট আয়" পরিগণনায়, ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নে প্রদর্শিত যে সকল আয়ের উৎস অব্যবহিত পূর্ববর্তী করবর্ষে বিদ্যমান কেবল তাহা বিবেচনা করা হইবে;
- (জ) আয়কর কর্তৃপক্ষ হইতে মর্যাদায় সহকারী কর কমিশনারের নিম্নে নহেন এইরূপ উপকর কমিশনারগণ হইতে অডিটের নির্বাচন করিতে হইবে;
- (ঝ) “অডিট কিউরেটর”,
- (অ) কর কমিশনার কর্তৃক তাহার অধীনস্থ অতিরিক্ত কর কমিশনার বা যুগ্মকর কমিশনার হইতে নির্বাচিত হইবেন; এবং
- (আ) এই ধারার অধীনে নির্বাচিত অডিট মামলা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি, অডিট পঞ্জিকা প্রণয়ন, অডিট পরিকল্পনা প্রণয়নসহ অডিট কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য মূল ব্যক্তি হইবেন; এবং
- (ই) এই ধারার সকল অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যে কর কমিশনারের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৪.৩২। স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন

কর নির্ধারণ পদ্ধতি ও রিটার্নের প্রকারভেদ

পূর্বে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের জন্য দুটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো সাধারণ পদ্ধতি ও সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি। বর্তমানে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের জন্য কেবল স্বনির্ধারণী পদ্ধতি রয়েছে। অন্য কোনোভাবে রিটার্ন দাখিলের সুযোগ নেই। <https://etaxnbr.gov.bd> ওয়েবসাইট ব্যবহার করে যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের জন্য দুটি রিটার্ন রয়েছে, যথা:

(ক) আইটি ঘ (২০২৩)

(খ) আইটি-১১গ (২০২৩)

তবে, সকল শ্রেণির করদাতা আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর অধীন প্রচলিত রিটার্নে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। যেমন, স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার জন্য রিটার্ন- আইটি ১১গ, আইটি ১১গ ২০১৬, কোম্পানি এর জন্য রিটার্ন- আইটি ১১ঘ ইত্যাদি। রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করার জন্য কিউ আর কোড এর পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য।

৪.৩৩। রিটার্ন- আইটি ঘ (২০২৩)

আইটি ঘ (২০২৩) একটি এক পাতার রিটার্ন। এটি সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত রিটার্ন। যদি কোনো করদাতা নিম্নবর্ণিত সকল মানদণ্ড পূরণ করেন তবে তিনি এক পাতার আইটি ঘ (২০২৩) রিটার্নটি ব্যবহারের যোগ্য হবেন, যথা:-

ক্রমিক নং	শর্তাবলি	হ্যাঁ/না
১)	করযোগ্য আয়ের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকার অধিক নয়	
২)	মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ৪০,০০,০০০ টাকার অধিক নয়	
৩)	কোনো মটরযানের মালিক নন	
৪)	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোনো গৃহ-সম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক নন	
৫)	বাংলাদেশের বাহিরে কোনো পরিসম্পদের মালিক নন	
৬)	কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নন	

এই রিটার্নে কেবল নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি দিলেই রিটার্নটি সম্পন্ন হবে, যথা:

- ১। আয়ের উৎস
- ২। মোট পরিসম্পদ
- ৩। মোট আয়
- ৪। আরোপযোগ্য কর
- ৫। কর রেয়াত
- ৬। প্রদেয় কর
- ৭। উৎসে পরিশোধিত কর
- ৮। রিটার্নেও সাথে পরিশোধিত কর
- ৯। জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়। রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করার জন্য কিউ আর কোড এর পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য।

৪.৩৪। রিটার্ন- আইটি-১১গ (২০২৩)

আইটি ১১গ (২০২৩) রিটার্নটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য। এই রিটার্ন দাখিল করা হলে করদাতার কর নির্ধারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে। এই রিটার্নের মাধ্যমে একজন করদাতা নিম্নোক্ত বিষয়াদি উপস্থাপন করবেন, যথা:-

- (ক) সকল প্রকার অয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী ও মোট আয় নির্ধারণ;
- (খ) আয়কর এবং প্রত্যর্পণ নির্ধারণ;
- (গ) জীবন-যাপন সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণ;
- (ঘ) বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত সকল পরিসম্পদের বিস্তারিত বিবরণ। রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করার জন্য কিউ আর কোড এর পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য।

৪.৩৫। জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী (আইটি-১০ বিবি (২০২৩))

করদাতাকে রিটার্ন আইটি ১১গ (২০২৩) এ জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হয়। উক্ত বিবরণীতে করদাতার খাতভিত্তিক ব্যয়াদি উল্লেখ করতে হবে এবং যেক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যয়ের কোনো অংশ পরিবারের অন্য কেউ বহন করে তা মন্তব্যের কলামে উল্লেখ করা যেতে পারে। রিটার্নের জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ব্যয়ের বিবরণ (বার্ষিক)	পরিমাণ	মন্তব্য
১.	ব্যক্তিগণ ও পরিবারের ভরণপোষণ খরচ		
২.	আবাসন সংক্রান্ত ব্যয়		
৩.	ব্যক্তিগণ যানবাহন সংক্রান্ত ব্যয়		
৪.	ইউটিলিটি সংক্রান্ত ব্যয় (বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি)		
৫.	শিক্ষা ব্যয়		
৬.	নিজ খরচে দেশে ও বিদেশ ভ্রমণ, অবকাশ ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যয়		
৭.	উৎসব ও অন্যান্য বিশেষ ব্যয়		
৮.	উৎসে কর্তৃত/সংগৃহীত কর (সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর কর্তৃত করসহ) ও বিগত বৎসরে রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর ও সারচার্জ		
৯.	প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য উৎস হতে গৃহিত ব্যক্তিগণ ঋণের সুদ পরিশোধ		
মোট			

রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করার জন্য কিউ আর কোড এর পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য।

৪.৩৬। পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (আইটি ১০বি (২০২৩))

রিটার্ন আইটি ১১গ (২০২৩) এর আইটি ১০বি (২০২৩) অংশে করদাতার পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী রয়েছে। যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণ করবেন তাদেরকে এই পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল করতে হবে, যথা:-

- (ক) করদাতা যদি গণকর্মচারী হন;
- (খ) করদাতার দেশে ও বিদেশে অবস্থিত মোট পরিসম্পদের মূল্য ৪০,০০,০০০ টাকার অধিক হলে;
- (গ) করদাতার মোট পরিসম্পদের মূল্য ৪০,০০,০০০ টাকার কম অথচ আয়বর্ষের কোনো সময় মোটরযানের মালিক ছিলেন অথবা সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে গৃহসম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করেছেন

অথবা বিদেশে কোনো পরিসম্পদের মালিক হয়েছেন অথবা কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হয়েছেন;

(ঘ) করদাতা যদি অনিবাসী বাংলাদেশী স্বাভাবিক ব্যক্তি হন অথবা বাংলাদেশী নন এমন স্বাভাবিক ব্যক্তি হন তাহলে তিনি শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থিত সকল পরিসম্পদের তথ্য প্রদান করবেন।

আইটি ১০বি (২০২৩) এ নিম্নরূপে মোট পরিসম্পদ পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

১। অর্জিত তহবিলসমূহ -

(ক) রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় (মোট আয়ের টাকা বিবরণীর ১১নং ক্রমিক অনুযায়ী)

(খ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়

(গ) দান গ্রহণ/অন্যান্য প্রাপ্তি

মোট অর্জিত তহবিল

২। বিগত আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট সম্পদ

৩। অর্জিত তহবিল ও বিগত আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট সম্পদের যোগফল (১+২)

৪। জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়: [ফরম নং আইটি-১০বিবি অনুযায়ী মোট খরচ]

আইটি ১০বিবি তে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ দান/ব্যয়/ক্ষতি

মোট ব্যয় ও ক্ষতি টাকা

৫। এই আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট সম্পদ (৩-৪)

৬। ব্যক্তিগণ দায়সমূহ (ব্যবসায় বহির্ভূত)

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক দায়

(খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক দায়

(গ) অন্যান্য দায়

ব্যবসায় বহির্ভূত মোট দায় টাকা

৭। মোট পরিসম্পদ (ক্রমিক ৫ ও ক্রমিক ৬ এর যোগফল)

মোট পরিসম্পদের অর্থ হচ্ছে করদাতার বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মোট পরিসম্পদ। করদাতাকে রিটার্নের নিম্নবর্ণিত ছকে মোট পরিসম্পদের বর্ণনা দিতে হবে, যথা:-

৮। বাংলাদেশে অবস্থিত পরিসম্পদের খাতভিত্তিক বিবরণ (প্রয়োজ্য সকল ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিবরণী সংযুক্ত করুন)

(ক) ব্যবসার মোট পরিসম্পদ (বিয়োগ) ব্যবসায়িক দায় (প্রাতিষ্ঠানিক ও টাকা অপ্রাতিষ্ঠানিক) ব্যবসার মূলধন (পরিসম্পদ ও দায়ের পার্থক্য) টাকা

(খ) পরিচালক হিসাবে লিমিটেড কোম্পানিতে শেয়ার বিনিয়োগ

(গ) অংশীদারী ফার্মের মূলধনের জের

(ঘ) অ-কৃষি সম্পত্তি/জমি/গৃহ সম্পত্তি (আইন সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য/নির্মাণ ব্যয়/বিনিয়োগ) অকৃষি সম্পত্তির অবস্থান ও বিবরণ উল্লেখ করুন (প্রয়োজনে পৃথক কাগজে)

(ঙ) কৃষি সম্পত্তি (আইন সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য) মোট জমির পরিমাণ ও জমির অবস্থান উল্লেখ করুন (প্রয়োজনে পৃথক কাগজে)

(চ) আর্থিক পরিসম্পদসমূহ

(অ) শেয়ার/ডিবেঞ্চার/বন্ড/সিকিউরিজ/ইউনিট সার্টিফিকেট ইত্যাদি

(আ) সঞ্চয়পত্র/ডিপোজিট পেনশন স্কিম

(ই) ঋণ প্রদান (ঋণ গ্রহণকারীর নাম ও এনআইডি উল্লেখ করুন)

(ঈ) সঞ্চয়ী/মেয়াদি আমানত

(উ) প্রভিডেন্ট ফান্ড বা অন্যান্য ফান্ড (যদি থাকে)

(ঊ) অন্যান্য বিনিয়োগ

মোট আর্থিক পরিসম্পদ

(ছ) মোটর যান (রেজিস্ট্রেশন খরচসহ ক্রয়মূল্য) মোটর যানের প্রকৃতি ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করুন

(জ) অলংকারাদি (পরিমাণ উল্লেখ করুন)

(ঝ) আসবাবপত্র ও ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী

(ঞ) অন্যান্য পরিসম্পদ (ক্রমিক টে) এ বর্ণিত সম্পদ ব্যতীত) (বিবরণ দিন)

(টে) ব্যবসা বহির্ভূত নগদ অর্থ ও তহবিল

- (অ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ
- (ই) (আ) হাতে নগদ
- (ঈ) (ই) অন্যান্য অর্থ

মোট ব্যবসা বহির্ভূত নগদ অর্থ ও তহবিল টাকা

বাংলাদেশে অবস্থিত মোট পরিসম্পদ টাকা

৯। বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত পরিসম্পদ (প্রযোজ্যতা অনুসারে)

১০। বাংলাদেশে অবস্থিত ও বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মোট পরিসম্পদ (৮+৯)

রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করার জন্য কিউ আর কোড এর পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য।

৪.৩৭। প্রতিপাদন

করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নের প্রতিটি অংশ করদাতা কর্তৃক প্রতিপাদিত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে।

১। রিটার্নের সাথে যেসব প্রমাণাদি/তথ্যাদি/দলিলাদি দাখিল করতে হবে;

রিটার্নের সাথে বিভিন্ন উৎসের আয়ের সমর্থনে যে সকল প্রমাণাদি/ বিবরণ দাখিল করতে হবে তার একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো (তালিকাটি আংশিক):

(ক) চাকরি হইতে আয়

(অ) বেতন বিবরণী;

(আ) ব্যাংক হিসাব থাকলে কিংবা ব্যাংক সুদ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী বা ব্যাংক সার্টিফিকেট;

(ই) বিনিয়োগ রেয়াত দাবী থাকলে তার সমর্থনে প্রমাণাদি। যেমন, জীবন বিমার পলিসি থাকলে প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রমাণ।

(খ) ভাড়া হইতে আয়

(অ) বাড়ী ভাড়ার সমর্থনে ভাড়ার চুক্তিনামা বা ভাড়ার রশিদের কপি, মাসভিত্তিক বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তির বিবরণ এবং প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া জমা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বিবরণী;

(আ) পৌর কর, সিটি কর্পোরেশন কর, ভূমি রাজস্ব প্রদানের সমর্থনে রশিদের কপি;

(ই) ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বাড়ী কেনা বা নির্মাণ করা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে ব্যাংক বিবরণী ও সার্টিফিকেট;

(ঈ) গৃহ-সম্পত্তি বিমুক্ত হলে বিমা প্রিমিয়ামের রশিদের কপি;

(উ) অন্যান্য ভাড়ার ক্ষেত্রে ভাড়ার প্রাপ্তি ও ব্যয়ের সমর্থনে দলিলাদির কপি।

(গ) কৃষি হইতে আয়

(অ) বর্গা বা ভাগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলাদির কপি;

(আ) যেক্ষেত্রে করদাতা গ্রস প্রাপ্তির ৬০ শতাংশের অধিক খরচ দাবী করেন সেক্ষেত্রে উক্তরূপ দাবীর সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদির কপি।

(ঘ) ব্যবসা হইতে আয়

(অ) ব্যবসা বা পেশার আয়-ব্যয়ের বিবরণী (Income Statement) ও স্থিতিপত্র (Balance Sheet) এবং ব্যাংক বিবরণীসহ অন্যান্য প্রমাণকসমূহ

(ঙ) মূলধনি আয়

(অ) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়/হস্তান্তর হলে তার দলিলের কপি;

(আ) উৎসে আয়কর জমা হলে তার চালানের কপি;

(ই) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার লেনদেন থেকে মুনাফা হলে এ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র।

(চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়

(অ) সিকিউরিটিজ স্ক্রিপ্ট হলে তার কপি এবং স্ক্রিপ্টলেস হলে তার হিসাবের সমর্থনে বিবরণী;

(আ) সুদ আয় থাকলে সুদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র;

(ই) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়ে বন্ড বা ডিবেঞ্চার কেনা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট/ব্যাংক বিবরণী বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্যয়নপত্র।

(ঈ) নগদ লভ্যাংশ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী, ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্টের কপি বা সার্টিফিকেট;

(উ) সঞ্চয়পত্র হতে সুদ আয় থাকলে সঞ্চয়পত্র নগদায়নের সময় বা সুদ প্রাপ্তির সময় নেয়া সার্টিফিকেটের কপি;

(ঊ) ব্যাংক সুদ আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী/সার্টিফিকেট।

(ছ) অন্যান্য উৎসের আয়ের খাত

(অ) আয়ের উৎসের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র।

(জ) অংশীদারী ফার্মের আয়

(অ) ফার্মের আয়-ব্যয়ের বিবরণী (Income Statement) ও স্থিতিপত্র (Balance Sheet)

৫। 'করবর্ষ' এর ধারণাঃ

'করবর্ষ' (assessment year) প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া ১২ (বারো) মাস মেয়াদ এবং এই আইনের বিধানাবলির অধীন করবর্ষ হিসাবে গণ্য কোনো মেয়াদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

৫.১। 'আয়বর্ষ' ও সংশ্লিষ্ট 'কর বৎসর'ঃ

'আয়বর্ষ' অর্থ করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থবৎসর এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) কোনো ব্যবসা প্রথম শুরুর তারিখ হইতে পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত।

(খ) নতুনভাবে কোনো আয়ের উদ্ভব ঘটিলে যে তারিখ হইতে তাহা শুরু হইয়াছে সেই তারিখ হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়;

(গ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া কোনো ব্যবসা সমাপ্তির তারিখ বা ক্ষেত্রমত, অনিগমিত কোনো সংস্থার বিলুপ্তি বা কোনো কোম্পানির অবসানের তারিখ পর্যন্ত সময়;

(ঘ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত সময়;

(ঙ) অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তারিখ হইতে উক্ত অনিগমিত সংস্থার অপর কোনো অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ;

(চ) কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা উহার কোনো সহযোগী সংগঠনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী ১২ (বারো) মাস :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত কোনো মূল কোম্পানির সহযোগী কোম্পানি, সহযোগী কোম্পানির সহযোগী কোম্পানিসহ, বা উহার কোনো হোল্ডিং কোম্পানি বা উহার কোনো ব্রাঞ্চ, রিপ্রজেন্টেটিভ বা লিয়াজোঁ অফিসের ক্ষেত্রে, যদি উক্তরূপ কোম্পানি উহার হিসাব মূল কোম্পানির হিসাবের সহিত সমন্বয় করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন কোনো আয়বর্ষ অনুসরণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, তাহা হইলে, উপকর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, পৃথক কোনো ১২ (বারো) মাস আয়বর্ষ হিসাবে গণ্য হইতে পারিবে;

করদাতা বা আয়কর কর্তৃপক্ষ আয়ের সময়কালকে একটি কর বৎসরের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন। নিম্নে এই সংশ্লিষ্টতা উল্লেখ করা হলো-

সারণী ৫: আয়ের সময়কাল

আয়ের সময়কাল	সংশ্লিষ্ট কর বৎসর
০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ (অর্থ বৎসর ২০২২-২০২৩)	২০২৩-২০২৪
০১/০১/২০২৩ থেকে ৩১/১২/২০২৩ (পঞ্জিকা বৎসর, ২০২৩)	২০২৪-২০২৫

৫.২। কর দিবস

রিটার্ন দাখিলের সময় ব্যক্তি-করদাতাকে Tax Day (কর দিবস) এর মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(২৩) অনুযায়ী "করদিবস" অর্থ-

(ক) কোম্পানি ব্যতীত কোনো করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নভেম্বর মাসের ৩০ (ত্রিশ) তম দিন; অর্থাৎ স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ট্রাস্ট ও তহবিলের জন্য কর দিবস হচ্ছে ৩০ নভেম্বর।

(খ) কোম্পানির ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সপ্তম মাসের ১৫ (পনেরো) তম দিন অথবা যেইক্ষেত্রে উক্ত পনেরোতম দিন সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ (পনেরো) তম দিনের পূর্বের তারিখে পড়ে, সেইক্ষেত্রে আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসের পনেরোতম দিন।

(গ) পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেন নাই এইরূপ হইবার পরবর্তী ৩০ জুন তারিখ;

(ঘ) বিদেশে অবস্থানরত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, তার বাংলাদেশে প্রত্যবর্তনের দিন হইতে ৯০ (নব্বই) তম দিন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তি-

(অ) উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটিতে অথবা চাকরির জন্য প্রেরণে; বা লিয়নে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন;

(আ) অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ ভিসা এবং পারমিটধারী হয়ে বাংলাদেশে বাহিরে অবস্থান করেন;

(ঙ) যদি উপ-দফা (ক) ও (খ)তে উল্লিখিত দিন সরকারি ছুটির দিন হয়, তাহা হইলে উক্ত দিনের অব্যবহিত পরবর্তী কর্মদিবস;

বিদেশে অবস্থানরত অর্থ উপার্জনকারী কোনো ব্যক্তির জন্য, যিনি বৈধ ভিসা ও পারমিটধারী, বাংলাদেশে আগমনের দিন হতে ৯০তম দিন করদিবস হিসেবে গণ্য হবে। যদি কোনো ব্যক্তি ছুটিতে বা স্বল্পকিছু দিনের জন্য বাংলাদেশে আগমন করেন তার ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে যেকোনো মূহর্তেই বা যে কয়দিনের জন্যই প্রত্যাবর্তন করুন না কেন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হতে ৯০তম দিনই করদিবস হিসেবে পরিগণিত হবে।

৫.৩। করদিবস পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল

(ক) করদিবস পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি? হ্যাঁ। যাবে। এক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ১৭৪ মোতাবেক কর পরিগণনা ও পরিশোধ করতে হবে।

(খ) ১৭৪ ধারায় কি বিলম্ব সুদ পরিগণনা করা হয়? না। ১৭৪ ধারায় কোনো প্রকারের বিলম্ব সুদ পরিগণনা করা হয় না। কোনো করদাতা করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করলে তার করদায় নির্ধারণের নিয়ম-ই হচ্ছে ১৭৪ ধারানুসারে কর পরিগণনা।

(গ) ১৭৪ ধারার অনুসারে কিভাবে কর পরিগণনা করতে হবে? ধারা ১৭৪ হচ্ছে করদিবস পরবর্তী সময়ে রিটার্ন দাখিল করা হলে করদায় পরিগণনার নিয়ম। করদাতা স্বয়ং কর দিবসের পর স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করলে ধারা ১৭৪ অনুসারে কর পরিগণনাপূর্বক রিটার্ন দাখিল করবেন। করদিবসের পর সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করলে উপকর কমিশনার এ ধারা অনুসারে কর পরিগণনা করবেন।

(ঘ) কোনো করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে, নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও পরিশোধিত হবে, যথা:- $g = k \times (1 + 0.08 \times x)$, যেখানে, g = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ, যেক্ষেত্রে-

(অ) করদাতা করদিবস পরবর্তী কোনো দিনে রিটার্ন দাখিল করেন; বা

(আ) কর কর্তৃপক্ষ করদিবস পরবর্তী কোনো দিনে করদাতার কর নির্ধারণ করেন,

(ঙ) k = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে মোট যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অঙ্ক, তবে এক্ষেত্রে-

(অ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নিয়মিত হারে কর পরিগণনা করতে হবে; এবং

(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত কোনো জরিমানা বা কর এর অন্তর্ভুক্ত হবে না,

(চ) x = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:-

(অ) করদিবস অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ হবে; এবং

(আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও ১ (এক) মাস হিসাবে পরিগণিত হবে।

৫.৪। করদিবস পরবর্তীকালেও স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি?

হ্যাঁ। করদিবস পরবর্তীকালেও স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাগণ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করবেন। অন্য কোনো পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের সুযোগ নেই। যেকোনো করদাতা যেকোনো সময় রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন এবং কেবল স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

৫.৫। করবর্ষের মধ্যে ও করবর্ষের পরে রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ

উপকর কমিশনার করবর্ষের মধ্যে ও করবর্ষের পরে রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ করতে পারবে কি না?

হ্যাঁ। উপকর কমিশনার ধারা ১৭২ অনুযায়ী যেকোনো সময়, কোনো ব্যক্তিকে, লিখিত নোটিশ দ্বারা, তার আয়ের রিটার্ন দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারবেন, যদি-

(ক) ধারা ১৬৬ এর অধীন উক্ত ব্যক্তির রিটার্ন দাখিল করা আবশ্যিক হয়; বা

(খ) উক্ত ব্যক্তির মোট আয় সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে কর আরোপযোগ্য হয়।

এক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের জন্য উপকর কমিশনার অনূন্য ২১ দিন সময় দিবেন। এছাড়াও তিনি যেকোন বর্ধিত সময় অনুমোদন করবেন সেক্ষেত্রে বর্ধিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

করবর্ষ পরবর্তী যেকোনো সময় উপকর কমিশনারের নিকট যদি সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকে যে কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট করবর্ষে কোনো রিটার্ন দাখিল করেননি এবং তার কোনো কর নির্ধারণ করা হয়নি ফলে ঐ ব্যক্তি কর বা অন্যান্য অংক পরিশোধ এড়িয়ে গিয়েছেন তবে তিনি ২১২ ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারি করতে পারবেন।

৫.৬। করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে নোটিশ প্রেরণের প্রেক্ষিতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে, নোটিশ প্রেরণের প্রেক্ষিতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি না?

হ্যাঁ। ধারা ১৭২ বা ধারা ২১২ এর অধীন নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে। তবে, এটি কেবল বকেয়া রিটার্ন দাখিল করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫.৭। করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করলে কর অব্যাহতি সুবিধা পাওয়া যাবে কি?

না। ধারা ৭৬(৫) অনুযায়ী করদিবসের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কোনো করবর্ষে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন না যদি তিনি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হন, যথা:-

(ক) করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল; বা (খ) ধারা ১৬৬ এবং ১৭১ এর বিধানাবলি পরিপালনপূর্বক রিটার্ন দাখিল; বা

(খ) উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ, জমা বা এতদসংক্রান্ত রিটার্ন দাখিল এবং অংশ ৭ এর বিধানাবলির পরিপালন; বা

(গ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত কোনো খাত হতে সকল প্রকার প্রাপ্তি ও আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণে;

তবে, যেক্ষেত্রে প্রাপ্তির খাত “কৃষি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত এবং কোনো আয়বর্ষে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ ১ (এক) কোটি টাকার উর্ধ্বে নয় সেক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রাপ্তি ও আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণের বিধান প্রযোজ্য হবে না;

৬। কর ধার্যকরণ

কোন আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের ভিত্তিতে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে। এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীন কোনো করবর্ষ ভিত্তিক নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে; তবে আয়বর্ষ ব্যতীত অন্য কোনো মেয়াদে অর্জিত আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য, আরোপ পরিশোধ বা সংগ্রহ করা যাইবে। এই আইনের বিধানানুযায়ী নিম্নবর্ণিত করাদি ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে, যথা:-

(ক) উৎসে কর,

(খ) অগ্রিম আয়কর,

(গ) ন্যূনতম কর; এবং

(ঘ) অন্য কোনো কর।

এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীন নির্ধারিত হারে ও প্রকৃতিতে সারচার্জ অথবা অন্য কোনো চার্জ ধার্য, আরোপ বা সংগ্রহ করা হইবে। এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অংশ ৭ এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত হারে কর আরোপিত হইবে, যথা:-

(ক) মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত যেকোনো আয়,

(খ) লভ্যাংশ হিসাবে পরিগণিত যেকোনো আয়; এবং

(গ) লটারি, শব্দজট, কার্ড গেইম, অনলাইন গেইম অথবা এইরূপ যেকোনো প্রকৃতির খেলায় জয় লাভ করিয়া কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে এইরূপ প্রাপ্তি।

৬.১। আয়কর ধার্যের সাধারণ নীতিমালাঃ

সারণী ৬: আয়কর ধার্যকরণ

(ক) যে সময়কালের আয়ের জন্য আয়কর ধার্য/আরোপ করা হয়	এক ‘অর্থবছর’
(খ) যে আয়ের উপর আয়কর ধার্য/আরোপ করা হয়	কর বৎসরের মোট আয়
(গ) আয়কর এর হার	অর্থ আইনে নির্ধারিত হার

৬.২। অতিরিক্ত কর আরোপ

এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে কোনো আয়বর্ষে তাহার ব্যবসায় বা পেশায় নিয়োগ প্রদান বা কর্মের সুযোগ প্রদান করিলে এইরূপ ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদেয় করের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক, অতিরিক্ত কর হিসাবে পরিশোধ করিবে।

৬.৩। আমদানি, রপ্তানি বা বিনিয়োগের পার্থক্যের উপর কর আরোপ

যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, করদাতা-

(ক) কোনো আমদানি বা রপ্তানি করেন এবং করদাতার ঘোষিত আমদানি বা রপ্তানির জন্য পরিশোধিত বা গৃহীত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত লেনদেন মূল্যের পার্থক্য রহিয়াছে; অথবা

(খ) কোনো বিনিয়োগ করেন এবং করদাতার ঘোষিত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের পার্থক্য রহিয়াছে। সেইক্ষেত্রে এই আইনের অন্যান্য বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, দফা (ক) তে উল্লিখিত পার্থক্যের উপর অথবা, ক্ষেত্রমত, দফা (খ) তে উল্লিখিত ঘোষিত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের পার্থক্যের উপর ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) হারে কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

৬.৪। রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির উপর জরিমানা আরোপ

যেইক্ষেত্রে কোনো নিবাসী বাংলাদেশি করদাতার রিটার্নে প্রদর্শিত নহে, এইরূপ কোনো বিদেশস্থ সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যায় এবং করদাতা উক্তরূপ সম্পত্তি অর্জনের উৎস বা প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন অথবা উপস্থাপিত ব্যাখ্যা উপকর কমিশনারের নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হয়, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার বিদেশস্থ সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে উক্ত করদাতার উপর আরোপ করিবেন এবং আদায় করিবেন। উপ-ধারা (১) এর বিধান এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন উদ্ভূত কোনো দায়কে ক্ষুণ্ণ করিবে না। উপ-ধারা (১) এর অধীন জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে করদাতাকে যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। উপকর কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত জরিমানা করদাতার কোনো পরিসম্পদ বা করদাতার পক্ষে অন্য কেহ কোনো পরিসম্পদ ধারণ করিলে তাহা বিক্রয় বা বাজেয়াপ্ত করিয়া আদায় করিতে পারিবেন। যেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনারের বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, করদাতার রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তি রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে দেশে ও বিদেশে তদন্ত করিতে পারিবেন। বোর্ড, রিটার্নে অপ্রদর্শিত কোনো সম্পত্তি ধারণ প্রতিরোধে বা বিদেশে পাচারকৃত কোনো সম্পত্তি উদ্ধারে-

(ক) যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; বা

(খ) উপকর কমিশনারের নিম্নে নহে এইরূপ যেকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার নিমিত্ত সম্মতি প্রদান, অনুমতি প্রদান বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬.৫। বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বা আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন, ইত্যাদি

(১) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো বিনিয়োগের উপর প্রথম তফসিলে নির্ধারিত হারে এবং শর্তে কর পরিশোধ করিলে সেই বিনিয়োগের উৎস এই আইনের বিধান মোতাবেক ব্যাখ্যায়িত বলিয়া গণ্য করিবার বিধান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিনিয়োগ উক্তরূপে ব্যাখ্যায়িত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে প্রথম তফসিলে নির্ধারিত হারে কর ও প্রযোজ্য অন্যান্য অর্থ পরিশোধ এবং তফসিলে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, এই আইনের বিধান মোতাবেক কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপ্রদর্শিত আয় প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপে আয় প্রদর্শনের সুযোগ থাকিবে।

৬.৬। কর পরিগণনার বিশেষ বিধান

যেইক্ষেত্রে অষ্টম তফসিলে কোনো ব্যক্তি শ্রেণির আয় পরিগণনার জন্য বা কোনো নির্দিষ্ট আয় পরিগণনার জন্য বিশেষ বিধান করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্তরূপে আয় পরিগণনা করিতে হইবে।

৭। মোট আয় কী?

সকল খাতের আয় যোগ করে মোট আয় নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্তরূপ মোট আয়ের উপর প্রদেয় কর পরিগণনা করতে হবে। একজন করদাতা আইটি ১১গ (২০২৩) রিটার্নের নিম্নবর্ণিত অংশে খাতভিত্তিক আয়ের বিবরণ এবং মোট আয় নির্ধারণ করতে পারবেন, যথা:

ক্রমিক নং	মোট আয়ের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
১)	চাকরি হইতে আয়	
২)	ভাড়া হইতে আয়	
৩)	কৃষি হইতে আয়	
৪)	ব্যবসা হইতে আয়	
৫)	মূলধনি আয়	
৬)	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় (ব্যাংক সুদ/মুনাফা, লভ্যাংশ, সঞ্চয়পত্র মুনাফা, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি)	
৭)	অন্যান্য উৎস হইতে আয় (রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, সম্মানী, ফি, সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি ইত্যাদি)	
৮)	ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ের অংশ	

৯)	অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান, স্ত্রী বা স্বামীর আয় (করদাতা না হইলে)	
১০)	বিদেশে উদ্ভূত করযোগ্য আয়	
১১)	মোট আয় (ক্রমিক ১ হইতে ১০ এর সমষ্টি)	

৮। 'মোট আয়' এর আওতাঃ

'মোট আয়' অর্থ এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত ধারা ২৬ এ উল্লিখিত মোট আয়, এবং তৎসহ এই আইনের বিধানাবলির অধীন কোনো করদাতার সর্বমোট আয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে এইরূপ অন্য যেকোন আয়; এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে-

- (ক) কোনো নিবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যেকোনো উৎস হইতে আহরিত (derived) নিম্নবর্ণিত আয়, যাহা
 (অ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে তাহার নিকট উপচিত (accrued) বা উদ্ভূত (arised), অথবা উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য;
 (আ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশের বাহিরে তাহার নিকট উপচিত বা উদ্ভূত;
 (ই) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য
 (ঈ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশের বাহিরে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য।
 (খ) কোন অনিবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যেকোন উৎস হইতে আহরিত নিম্নবর্ণিত আয়, যাহা-
 (অ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে তাহার নিকট উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য; বা
 (আ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তির বা তাহার পক্ষে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য।

৮.১। মোট আয় পরিগণনা

সকল খাতের আয় যোগ করিয়া মোট আয় পরিগণনা করিতে হইবে

৮.২। আয়ের খাতসমূহ

এই আইনে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, আয়কর আরোপ এবং মোট আয় পরিগণনার জন্য, যেকোনো আয় নিম্নবর্ণিত কোনো একটি খাতে শ্রেণিবদ্ধ হইবে, যথা:-

- (ক) চাকরি হইতে আয়;
 (খ) ভাড়া হইতে আয়;
 (গ) কৃষি হইতে আয়;
 (ঘ) ব্যবসা হইতে আয়;
 (ঙ) মূলধনি আয়;
 (চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়;
 (ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

৮.৩। চাকরি হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২-৩৪ অনুযায়ী চাকরি হইতে আয় নিরূপণ করতে হবে। চাকরি হতে আয় রয়েছে এমন করদাতার জন্য ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭) প্রযোজ্য হবে।

চাকরি হইতে আয় অর্থে নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

- (ক) চাকরি হতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য যেকোনো প্রকার আর্থিক প্রাপ্তি, বেতন ও সুযোগ- সুবিধা;
 (খ) কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়;
 (গ) কর অনারোপিতবকেয়া বেতন; বা
 (ঘ) অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো নিয়োগকর্তা হতে প্রাপ্ত যেকোনো অঙ্ক বা সুবিধা

তবে, নিম্নবর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ চাকরি হইতে আয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

- (ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নন এরূপ অন্য কোনো কর্মচারীর হার্ট, কিডনি, চক্ষু, লিভার ও ক্যানসার অপারেশন সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; বা

- (খ) সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য প্রাপ্ত এবং ব্যয়িত যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা

যেক্ষেত্রে কোনো একজন কর্মচারী চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রাপ্ত হন এবং এই ভাতাসমূহের কিছু অংশ যদি ব্যয়িত না হয় তবে উক্ত অব্যয়িত অংক চাকরি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে।

চাকরি হইতে আয় এর ক্ষেত্রে বেতন বলতে কর্মচারী কর্তৃক চাকরি হইতে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকৃতির অংক-কে বুঝাবে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

- (অ) যে কোনো বেতন, মজুরি বা পারিশ্রমিক;

- (আ) যে কোনো ভাতা, ছুটি ভাতা, ছুটি নগদায়ন, বোনাস, ফি, কমিশন, ওভারটাইম;
 (ই) অগ্রিম বেতন;
 (ঈ) আনুতোষিক, অ্যানুইটি, পেনশন বা ইহাদের সম্পূরক;
 (উ) পারকুইজিট;
 (ঊ) বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি;

“বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি” অথবা “বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

- (অ) চাকরির অবসানের কারণে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;
 (আ) ভবিষ্য তহবিল বা অন্য কোনো তহবিলে কর্মচারীর অনুদানের অংশ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অংশ;
 (ই) চাকরির চুক্তির শর্তাবলির পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;
 (ঈ) চাকরিতে যোগদানকালে বা চাকরির অন্য কোনো শর্তের অধীন প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;
 “পারকুইজিট” অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীকে প্রদত্ত ইনসেন্টিভ বোনাসসহ যেকোনো প্রকারের পরিশোধ বা সুবিধা, তবে নিম্নবর্ণিত পরিশোধসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

- (অ) মূল বেতন, বকেয়া বেতন, অগ্রিম বেতন, উৎসব ভাতা, ছুটি নগদায়ন ও ওভারটাইম;
 (আ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত পেনশন তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল ও অনুমোদিত বার্ষিক তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

“মূল বেতন” অর্থ মাসিক বা অন্য প্রকারে প্রদেয় বেতন যাহার ভিত্তিতে অন্যান্য ভাতা এবং সুবিধা নির্ধারিত হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ভাতা বা সুবিধাদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

- (অ) সকল প্রকার ভাতা, পারকুইজিট, অ্যানুইটি, বোনাস ও সুবিধা; এবং
 (আ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর বিভিন্ন তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

৮.৪। পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ

আর্থিক মূল্যে প্রদেয় পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধার আর্থিক মূল্য নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক নির্ধারণ করতে হবে, যথা: -

সারণী ৭: পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ

ক্রমিক নং	পারকুইজিট, ভাতা, সুবিধা, ইত্যাদি	নির্ধারিত মূল্য
১)	আবাসন সুবিধা	(ক) আবাসনের ভাড়া সম্পূর্ণভাবে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত হলে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক আবাসনের ব্যবস্থা করা হলে আবাসনের বার্ষিক মূল্য; (খ) ভ্রাসকৃত ভাড়ায় প্রাপ্ত আবাসনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (ক) অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া এবং পরিশোধিত ভাড়ার পার্থক্য।
২)	মোটরগাড়ি প্রতি সুবিধা	(ক) ২৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ১০ (দশ) হাজার টাকা; (খ) ২৫০০ সিসির অধিক এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা।
৩)	অন্য কোনো পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধা	পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধার আর্থিক মূল্য বা ন্যায্য বাজার মূল্য।

৮.৫। কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়

কোনো করদাতা কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার প্রাপ্ত হলে, শেয়ার প্রাপ্তির বছরে ক - খ নিয়মে আয় চাকরি হইতে আয়ের সাথে যোগ হবে, যেখানে-

- (অ) ক = প্রাপ্তির তারিখে শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য,
 (আ) খ = শেয়ার অর্জনের ব্যয়।

শেয়ার অর্জনের ব্যয় বলতে নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহের যোগফল বুঝাবে, যথা:-

- (ক) কর্মচারী শেয়ার অর্জনে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন;
 (খ) কর্মচারী শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন।

তবে, কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার অর্জনের প্রাপ্ত অধিকার বা সুযোগ কর্মচারী বিক্রয় বা হস্তান্তর করলে চাকরি হইতে আয়ের সাথে ক - খ নিয়মে আয় যোগ হবে, যেখানে-

- (অ) ক = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য,

(আ) খ = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে পরিশোধিত মূল্য।

চাকরি হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭)-তে বর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ করমুক্ত থাকবে। দফাসমূহ নিম্নরূপ:

(১) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ Reimbursement যদি-

(ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যিকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং

(খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্ব্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

(২) “চাকরি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যা কম;

৮.৬। ভাড়া হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৫-৩৯ অনুযায়ী ভাড়া হতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

ভাড়া হইতে আয় পরিগণনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় নিতে হবে, যথা:-

(ক) কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে অনুমোদনযোগ্য খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা-ই হবে উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয়।

(খ) সম্পত্তির কোনো অংশ কোনো ব্যক্তির নিজ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকলে এবং তা হতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনায়োগ্য হলে, উক্ত অংশের জন্য ভাড়া আয় প্রযোজ্য হবে না।

(গ) কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হউক না কেন, ভাড়া হইতে আয় খাতের অধীন আয় পরিগণনা করতে হবে।

এখানে, “সম্পত্তি” অর্থ গৃহ সম্পত্তি, জমি, আসবাবপত্র, ফিল্মার, কারখানা ভবন, ব্যবসার আঙ্গিনা, যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগতযানবাহন ও মূলধনি প্রকৃতির অন্য কোনো ভৌত পরিসম্পদ, যাহা ভাড়া প্রদান করা যায়।

“গৃহসম্পত্তি” অর্থ-

(ক) আসবাবপত্র, ফিল্মার, ফিটিংস যা উক্ত গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

(খ) গৃহ যে ভূমির উপর স্থাপিত উক্ত ভূমি, তবে কোনো কারখানা ভবন অন্তর্ভুক্ত হবেনা।

“ভাড়া প্রদান” অর্থ মালিকানা বা স্বত্ব ত্যাগ ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদান, তবে নিজস্ব মালিকানাধীন হউক বা না হউক, কোনো তফসিলি ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কোনো উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা মুদারাবা বা লিজিং কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদান অন্তর্ভুক্ত হবেনা।

“বার্ষিক মূল্য” অর্থ কোনো সম্পত্তি ভাড়ার ক্ষেত্রে-

(ক) বছর শেষে সম্পত্তির যুক্তিসংগত ভাড়া; বা

(খ) যেক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণ উপ-দফা (ক) অনযায়ী নিরূপিত অঙ্কেও অধিক হয়, সেক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়া;

৮.৭। মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা

কোনো আয়বর্ষে কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ)-ঙ-চ, যেখানে-

ক= মোট ভাড়ামূল্য,

(অ) খ = উক্ত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত ভাড়ার পরিমাণ, বা সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য, এই দুইয়ের মধ্যে যা অধিক,

(ই) গ=উক্ত আয়বর্ষে উক্ত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অগ্রিম ভাড়া প্রকৃতির অর্থ, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,

(ঈ) ঘ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অন্য যেকোনো অঙ্ক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা ‘খ’ বা ‘গ’তে উল্লিখিত অঙ্কের অতিরিক্ত, ঙ = এইরূপ কোনো অগ্রিম অঙ্ক, যা পূর্ববর্তী কোনো আয়বর্ষে গৃহীত হবার কারণে মোট ভাড়ামূল্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তবে উক্ত অগ্রিম বিবেচ্য আয়বর্ষের ভাড়ার বিপরীতে ভাড়াগ্রহণকারী কর্তৃক সমন্বয় করা হয়েছে,

(উ) চ = শূন্যতা ভাতা,

কোনো মাসে করদাতার ভাড়া আয় না থাকলে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারকে প্রতিমাসের ৩০ তারিখের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

৮.৮। ভাড়া হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন

ভাড়া হইতে আয় হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খরচ বিয়োজনযোগ্য হবে, যথা:-

- (ক) কোনো সম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসের ঝুঁকির বিপরীতে কোনো বিমা করা হলে তার জন্য পরিশোধিত প্রিমিয়াম;
 (খ) সম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার, নবনির্মাণ বা পুনর্নির্মাণের জন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোনো মূলধনি ঋণ গ্রহণ করা হলে সে ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা;
 (গ) সম্পত্তির উপর পরিশোধিত কোনো কর, ফি বা অন্য কোনো বার্ষিক চার্জ, যা মূলধনি চার্জ প্রকৃতির নয়;
 (ঘ) মেরামত, ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিভিন্ন মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত অঙ্ক, যথা:-

সারণী ৮: ভাড়া হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন

ক্রমিক নং	সম্পত্তির ধরন	বিয়োজনযোগ্য খরচ (মোট ভাড়া মূল্যের শতকরা হারে)
১)	বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	৩০% (ত্রিশ শতাংশ)
২)	অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)
৩)	অন্যান্য সম্পত্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১০% (দশ শতাংশ)

তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহীতা সম্পত্তির ভাড়া পরিশোধের পাশাপাশি এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যয়সমূহ বাবদ সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে এই বিয়োজন প্রযোজ্য হইবে না।

- (ঙ) সম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, নবনির্মাণ বা পুনর্নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কোনো মূলধনি ঋণের উপর কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হয়ে থাকলে সে সুদ বা মুনাফা ভাড়া শুরু করার সাথে
 (চ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ হতে একাদিক্রমে মোট ৩ (তিন) আয়বর্ষে সমকিস্তিতে বিয়োজনযোগ্য হবে;
 (ছ) ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা বা তার কোনো অংশ, যদি থাকে, দফা (ঙ)-তে বর্ণিত সময়ের পরে বিয়োজনযোগ্য হবেনা।
 (জ) সম্পত্তির আংশিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে।
 (ঝ) যেক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি আয়বর্ষের অংশবিশেষের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে।

কোনো করদাতা তার বাড়ী আবাসিক বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিলে, সে আয় রিটার্নের গৃহ-সম্পত্তির আয়ের ঘরে দেখাতে হবে। গৃহ-সম্পত্তির করযোগ্য আয় নিরূপণের জন্য পৃথক তফসিল রয়েছে যা নিম্নরূপ:

তফসিল ২

সারণী ৯: বাড়ী আবাসিক বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে

সম্পত্তির অবস্থান, বিবরণ ও মালিকানার অংশ	মোট ভাড়া মূল্য পরিগণনা	টাকার পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১.	১। প্রাপ্ত ভাড়ার পরিমাণ বা বার্ষিক মূল্য, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক		
২.	২। প্রাপ্ত অগ্রিম ভাড়া		
৩.	৩। প্রাপ্ত যে কোনো অঙ্ক বা সুবিধার অর্থমূল্য (১ ও ২ এ উল্লিখিত অঙ্কের অতিরিক্ত)		
৪.	৪। সমন্বয়কৃত অগ্রিম অঙ্ক		
৫.	৫। শূন্যতা ভাতা		
৬.	৬। মোট ভাড়ামূল্য (১+২+৩)-৪-৫		
৭.	৭। অনুমোদনযোগ্য বিয়োজনসমূহ		
৮.	(ক) মেরামত, আদায় ইত্যাদি		
৯.	(খ) পৌর কর অথবা স্থানীয় কর		
১০.	(গ) ভূমি রাজস্ব		
১১.	(ঘ) পরিশোধিত ঋণের উপর সুদ/বন্ধকী/মূলধন চার্জ		
১২.	(ঙ) পরিশোধিত বীমা প্রিমিয়াম		
১৩.	(চ) অন্যান্য (যদি থাকে)		
১৪.	৮। মোট অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন		

১৫.	৯। নীচ আয় (ক্রমিক ৬ হইতে ক্রমিক ৮ এর বিয়োগফল)		
১৬.	১০। করদাতার অংশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		

৮.৯। কৃষি হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪০-৪৪ অনুযায়ী কৃষি হইতে আয় নিরূপিত হবে। ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২০) অনুযায়ী কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির “কৃষি হইতে আয়” খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত থাকবে, যদি উক্ত ব্যক্তি-

- (ক) পেশায় একজন কৃষক হন;
- (খ) এর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ব্যতীত কোনো আয় না থাকে, যথা;-
 - (অ) জমি চাষাবাদ হতে উদ্ধৃত আয়;
 - (আ) সুদ বা মুনাফা বাবদ অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা আয়।

কোনো ব্যক্তির কৃষি সম্পর্কিত কার্যাবলি হতে অর্জিত আয় কৃষি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। কৃষি অর্থে যেকোনো প্রকার উদ্যান পালন, পশু-পাখি পালন, ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার, হাঁস-মুরগি ও মাছের খামার, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর খামার, নার্সারি, ভূমিতে বা জলে যেকোনো প্রকারের চাষাবাদ, ডিম-দুধ উৎপাদন, কাঠ, তৃণ ও গুল্ম উৎপাদন, ফল, ফুল ও মধু উৎপাদন এবং বীজ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা এবং রাবার এর বিক্রয়বদ্ধ অর্থের ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) ব্যবসা আয় এবং ৬০% (ষাট শতাংশ) কৃষি হইতে আয় বলে গণ্য হবে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী কৃষি হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় করদাতা হিসাব সংরক্ষণ করছেন না, যে ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে পরিগণিত হবে, যথা:

- (ক) করদাতা নিয়মিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন না;
 - (খ) করদাতা এরূপ কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন যার ভিত্তিতে করদাতার আয় বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় বলে উপকর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে;
 - (গ) করদাতা হিসাব বা লেনদেনের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন; বা
 - (ঘ) করদাতা যে হিসাব বা লেনদেনের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করেছেন তা যাচাইযোগ্য নয়।
- তবে, যেক্ষেত্রে ভূমি বা আঙ্গিনার মালিক আধি, বর্গা, ভাগা বা অংশহারাে কৃষি হইতে আয় প্রাপ্ত হবেন সেক্ষেত্রে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে পরিগণিত হবে না।

৮.১০। কৃষি হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ

সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ বিয়োজন হিসাবে

অনুমোদনযোগ্য হবে এবং নিম্নবর্ণিত বিয়োজনসমূহ সাধারণ বিয়োজন হিসাবে গণ্য হবে, যথা:-

- (ক) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার উপর পরিশোধিত যে কোনো প্রকার কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা;
- (খ) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় এবং চাষাবাদ ব্যয়;
- (গ) কৃষির উদ্দেশ্যে গৃহীত খণের পরিশোধযোগ্য সুদ বা মুনাফা;
- (ঘ) কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং চাষাবাদের জন্য পালিত গবাদিপশুর লালন-পালন, তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবহন সংক্রান্ত ব্যয়;
- (ঙ) ভূমির বা আঙ্গিনার ক্ষতিপূরণে অথবা ভূমি বা আঙ্গিনা হতে উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের ক্ষতিপূরণে অথবা গবাদিপশু পালনে নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিশোধযোগ্য বিমার প্রিমিয়াম;
- (চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হতে কৃষিকে রক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত অর্থ;
- (ছ) আয়কর আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত অনুমোদিত সীমা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ-
 - (অ) করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষিতে ব্যবহৃত সম্পদের অবচয়;
 - (আ) সংশ্লিষ্ট কৃষিকাজে ব্যবহৃত স্পর্শাতীত সম্পদের অ্যামোর্টাইজেশন;
- (জ) যে ক্ষেত্রে করদাতার কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশুর মৃত্যু হয়েছে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত পশুর প্রকৃত ক্রয়মূল্য এবং, ক্ষেত্রমত, সেই পশু বিক্রয় বা উক্ত পশুর মাংস বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্থ, এই দুইয়ের পার্থক্যেও সমপরিমাণ অক্ষ;
- (ঝ) সরকার কর্তৃক স্পর্সরকৃত কৃষি সম্পর্কিত কোনো ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়, যা মূলধনি প্রকৃতির নয়;

- (এ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এরূপ কোনো ক্ষিমের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়;
- (ট) কোনো কৃষি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা খাতে নির্বাহকৃত ব্যয় বা এরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় নির্বাহকৃত ব্যয় যার দ্বারা গবেষণাটি সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে করদাতার কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত হয়েছে।

৮.১১। হিসাববহি রক্ষণাবেক্ষণ না করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা

কৃষি খাতে আয়ের জন্য হিসাবের খাতাপত্র রাখা না হলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে গণ্য হবে। তবে, যেক্ষেত্রে ভূমি বা আঙ্গিনার মালিক আধি, বর্গা, ভাগা বা অংশহারে কৃষি হইতে আয় প্রাপ্ত হবেন সেক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

কৃষি হইতে আয় প্রদর্শনের জন্য রিটার্নে নিম্নবর্ণিত তফসিল রয়েছে, যথা:-

সারণী ১০: তফসিল ৩ কৃষি হইতে আয় প্রদর্শন

আয়ের সারসংক্ষেপ	টাকার পরিমাণ
০১। বিক্রয়/ টার্নওভার/ প্রাপ্তি	
০২। গ্রস মুনাফা	
০৩। সাধারণ ব্যয়, বিক্রয়জনিত ব্যয়, ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনা, ঋণের সুদ, বিমা প্রিমিয়াম এবং অন্যান্য ব্যয়সমূহ	
০৪। নিট আয় (ক্রমিক ০২ হইতে ক্রমিক ০৩ এর বিয়োগফল)	

৮.১২। ব্যবসা হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৫-৫৬ এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে। নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে, যথা:-

- (ক) আয়বর্ষের যে কোনো সময়ে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিত বলে গণ্য ব্যবসায়ের কোনো লাভ ও মুনাফা;
- (খ) কোনো ব্যবসায় বা পেশাজীবী সংগঠন বা এরূপ কোনো সংগঠন কর্তৃক তার সদস্যদের নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত কোনো আয়;
- (গ) কোনো ব্যক্তির অতীত, বর্তমান বা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় বা সম্পর্কের কারণে উদ্ভূত কোনো সুবিধার ন্যায্য বাজার মূল্য, তা অর্থে রূপান্তরযোগ্য হউক বা না হউক;
- (ঘ) মুদ্রা বিনিময় হতে নগদায়িত লাভ (realized gain) যদি তা মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন সংশ্লিষ্ট না হয়;
- (ঙ) বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো ব্যবসা হতে কোনো আয়বর্ষে গৃহীত কোনো আয়।

“ব্যবসা” অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত, যথা:-

- (ক) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;
- (খ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা;
- (গ) লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তার পণ্য বা সেবার বিনিময়; বা
- (ঘ) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি,

৮.১৩। ব্যবসা হইতে আয়ের অননুমোদিত বিয়োজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫-তে কতিপয় বিয়োজনকে সুস্পষ্টভাবে অননুমোদিত বিয়োজন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তার তালিকা নিম্নরূপ :

- (ক) যেকোনো প্রকারের ব্যয় বা পরিশোধ যার ক্ষেত্রে আয়কর আইনের অংশ ৭ এর বিধানাবলি যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি;
- (খ) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক ফার্মের কোনো অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্যকে প্রদত্ত সুদ, বেতন, কমিশন বা পারিতোষিক;
- (গ) কোনো কোম্পানি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডার পরিচালককে কোনো কমিশন বা ডিসকাউন্ট প্রদান;
- (ঘ) আয়কর আইনের ধারা ৩২ এর ব্যাখ্যাতে সংজ্ঞায়িত পারকুইজিট বাবদ কোনো কর্মচারীকে প্রদত্ত ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত যেকোনো অঙ্ক;
- (ঙ) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি সেবা ফি, কারিগরি কৌশল বাবদ ফি কারিগরি সহায়তা ফি বা স্পর্শাভিত সম্পত্তি ব্যবহার বাবদ নির্বাহকৃত সমপ্রকৃতির অন্য যেকোনো ফি বাবদ মোট ব্যয়সমষ্টির ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% (দশ শতাংশ) এর অতিরিক্ত ব্যয়;

- (চ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক নির্বাহকৃত হেড অফিস অথবা ইন্টা-গ্রুপ ব্যয়, তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এর ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% (দশ শতাংশ) এর অতিরিক্ত ব্যয়;
- (ছ) ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) এর অতিরিক্ত অঙ্ক। তবে, করদাতা সরকারকে কোনো সেবা প্রদানের কাজে বিদেশ ভ্রমণ করলে সেক্ষেত্রে এই সীমা প্রযোজ্য হইবে না; এবং এই দফার অধীন পরিগণিত অতিরিক্ত অঙ্কের সমর্থনে প্রমাণাদি উপস্থাপন করলে এবং তার বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা প্রমাণিত হলে এই দফায় প্রদত্ত সীমা প্রযোজ্য হবে না;
- (জ) আপ্যায়ন ব্যয় হিসাবে নিম্নবর্ণিত অঙ্কের অতিরিক্ত অঙ্ক
- (অ) আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিতব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ (দশ) লক্ষ টাকার ৪% (চার শতাংশ); এবং
- (আ) আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিতব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বাদে পরবর্তী অঙ্কের ২% (দুই শতাংশ)।
- (ঝ) ফ্রি স্যাম্পল বিতরণে নিম্নবর্ণিত অঙ্কের অতিরিক্ত অঙ্ক-
- (অ) ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের ক্ষেত্রে-
- (১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ২% (দুই) শতাংশ হারে;
 - (২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক, তবে ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে এইরূপ ক্ষেত্রে ১% (এক শতাংশ) হারে;
 - (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;
- (আ) খাদ্য, প্রসাধনী ও সুগন্ধি শিল্পের ক্ষেত্রে-
- (১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ১% (একশতাংশ) হারে;
 - (২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক, তবে ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে এইরূপ ক্ষেত্রে ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;
 - (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ) হারে;
- (ই) অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে-
- (১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;
 - (২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে এইরূপ ক্ষেত্রে ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ) হারে;
 - (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ০.১% (শূন্য দশমিক এক শতাংশ) হারে;
- (এ৩) বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্যান্য প্রচারণামূলক ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) এর অধিক অঙ্ক;
- (ট) কর্মচারীর চাকরি হইতে আয় বলে বিবেচিত এরূপ কোনো অর্থ যদি ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়;
- (ঠ) কোনো পরিশোধ যা ভাড়া হতে আয় বলিয়া বিবেচিত তা ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ হয়ে থাকলে উক্ত পরিশোধিত অর্থ;
- (ড) কাঁচামাল বাবদ যেকোনো অঙ্কের পরিশোধ ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধিত না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকলে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত পরিশোধিত অঙ্ক;
- (ঢ) দফা (ট), (ঠ) ও (ড) ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয়ে ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অতিরিক্ত অঙ্ক ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ হয়ে থাকলে উক্ত পরিশোধিত অর্থ;
- (ণ) ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৪২ ও ৪৩ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে বাধ্য এরূপ কোনো ব্যক্তিকে পরিশোধিত কোনো অঙ্ক, যদি অর্থ পরিশোধের সময় উক্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে ব্যর্থ হয়;
- (ত) মূলধনি প্রকৃতির কোনো ব্যয় কিংবা করদাতার ব্যক্তিগত কোনো ব্যয়(থ) যেকোনো দায় যা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নহে;

- (দ) ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পর্কিত নহে এইরূপ সকল প্রকার ব্যয়;
- (ধ) International Financial Reporting Standard মোতাবেক কোনো পরিসম্পদের Right of Use (RoU) বাবদ দাবিকৃত কোনো অবচয় ভাতা ও সুদ বিয়োজন:
তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় অনুমোদন করতে হবে;
- (ন) ধারণাগত পরিসম্পদ অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss);
- (প) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো তহবিলে প্রদত্ত অর্থ;
- (ফ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণের বিধান পরিপালন না হলে প্রমাণকরী সকল খরচ।
- “নীট ব্যবসায় মুনাফা” অর্থ কোনো সত্তা কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত ব্যবসায়িক মুনাফা, তবে কোনো সাবসিডিয়ারি, অ্যাসোসিয়েটে বা জয়েন্ট ভেঞ্চার হতে অর্জিত মুনাফা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।
- “প্রচারণামূলক ব্যয়” অর্থ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কাউকে কোনো বস্তু, অর্থ বা অন্য কোনো প্রকারের সুবিধার প্রদানের বিপরীতে দাবিকৃত ব্যবসায়িক খরচ দাবি, তবে বিজ্ঞাপন ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৮.১৪। ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ

কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ব্যবসায়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহ সাধারণ বিয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

- (ক) কাঁচামাল, মজুদ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ও ব্যবসায়ে ব্যবহারের নিমিত্ত পণ্য ক্রয় বাবদ ব্যয় এবং কোনো অবলোপিতমজুদ ব্যয়;
- (খ) এই আইন ও দানকর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন) এর অধীন পরিশোধিত নয়, তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পরিশোধিত এইরূপ শুল্ক-করাদি, পৌর কর, স্থানীয় কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা ও সরকারি ফি;
- (গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয়;
- (ঘ) এই আইনের অধীন চাকরি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হয় এরূপ সকল প্রকার ব্যয়, কল্যাণ ব্যয় বা পারিশ্রমিক;
- (ঙ) মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়;
- (চ) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কৃত ও পরিশোধিত বিমা প্রিমিয়াম;
- (ছ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসহ অন্যান্য পরিষেবা ব্যয়;
- (জ) পণ্য পরিবহণ, ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং চার্জ;
- (ঝ) বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কমিশন, দালালি, ডিসকাউন্ট বা ওয়ারেন্ট চার্জ প্রকৃতির ব্যয়;
- (ঞ) বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা ব্যয়;
- (ট) কর্মীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়;
- (ঠ) বিক্রয় প্রতিনিধিদের সম্মেলন, হোটেল ও আবাসন বাবদ ব্যয়;
- (ড) যাতায়াত ও ভ্রমণ বাবদ ব্যয়;
- (ঢ) ইন্টারনেট সেবা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যয়;
- (ণ) আইনি সেবা, নিরীক্ষা সেবা ও অন্যান্য পেশাদারী সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যয়;
- (ত) আপ্যায়ন ও অতিথিশালা সংক্রান্ত ব্যয়;
- (থ) আয়কর আইনের তৃতীয় তফসিল সাপেক্ষে, বৈদেশিক মুদ্রার নগদায়িত বিনিময় ক্ষতি;
- (দ) কোনো ক্লাব বা বাণিজ্যিক সমিতিতে প্রবেশ ফি-সহ তাহাদের সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য চাঁদা;
- (ধ) সরকার কর্তৃক স্পর্সরকৃত কোনো ট্রেড ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়;
- (ন) রয়্যালটি, কারিগরি ফি, হেড অফিস ব্যয়;
- (প) শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৩৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ যাহা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নহে; এবং
- (ফ) সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নির্বাহকৃত অন্যান্য ব্যয়।
- এছাড়াও বিশেষ বিয়োজন হিসাবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদনযোগ্য হবে, যথা:-

- (ক) সাধারণ অবচয় ভাতা;
- (খ) প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা;
- (গ) ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা;

- (ঘ) অ্যামোটিভেশন ভাতা,;
 (ঙ) গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়; এবং
 (চ) কুঋণ ব্যয়।

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ব্যবসা খাতে সহজে আয় নিরূপণের জন্য রিটার্নে তফসিল ৪ প্রবর্তন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:-

সারণী ১১: তফসিল-৪ ব্যবসা হতে আয় প্রদর্শন

ব্যবসার নাম:	ব্যবসার ধরন:
ঠিকানা:	
আয়ের সারসংক্ষেপ	টাকার পরিমাণ
০১। বিক্রয়/ টার্নওভার/ প্রাপ্তি	
০২। গ্রস মুনাফা	
০৩। সাধারণ, প্রশাসনিক, বিক্রয়জনিত এবং অন্যান্য ব্যয়সমূহ	
০৪। কুঋণ ব্যয়	
০৫। নিট মুনাফা (ক্রমিক ০২ হইতে ক্রমিক ০৩ ও ০৪ এর বিয়োগফল)	
স্থিতিপত্রের সারসংক্ষেপ	টাকার পরিমাণ
০৬। নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	
০৭। মজুদ	
০৮। স্থায়ী পরিসম্পদ	
০৯। অন্যান্য পরিসম্পদ	
১০। মোট পরিসম্পদ (০৬+০৭+০৮+০৯)	
১১। প্রারম্ভিক মূলধন	
১২। নীট মুনাফা	
১৩। আয় বর্ষে ব্যবসা হতে উত্তোলন	
১৪। সমাপনী মূলধন (১১+১২-১৩) ১৫। দায়সমূহ	
১৬। মোট পরিসম্পদ ও দায় (১৪+১৫)	

৮.১৫। সুদ বা মুনাফার বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা

- (১) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ধারকৃত কোনো মূলধনের উপর কোনো সুদ পরিশোধ বা, ক্ষেত্রমত, কোনো মুনাফা ভাগের অর্থ পরিশোধ করা হইলে তাহা ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে অনুমোদিত হইবে।
- (২) যদি দেখা যায় যে, ধারকৃত অর্থের কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হইয়াছে বা ধারকৃত অর্থে অর্জিত সম্পদের কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হইয়াছে যেখানে অর্থলগ্নী করা স্থানান্তরকারীর ব্যবসা নহে, তাহা হইলে উক্ত অর্থ বা সম্পদের যে অংশ ব্যবসা নহে, তাহা হইলে উক্ত অর্থ বা সম্পদের যে অংশ ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই অংশের আনুপাতিক হারে সুদ বা মুনাফা ব্যয় অনুমোদিত হইবে।

৮.১৬। মূলধনি আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৭-৬১ অনুযায়ী মূলধনি আয় পরিগণনা করতে হবে। মূলধনি পরিসম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ মূলধনি আয় হবে। তবে কোনো পরিসম্পদ যা প্রকৃত অর্থে হস্তান্তরিত হয়নি, তা হতে উদ্ভূত কোনো ধারণাগণ লাভ বা মুনাফা মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবেনা।

পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য এবং উক্ত পরিসম্পদের অর্জন মূল্যের পার্থক্য মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য হবে 'ক' এবং 'খ' এর মধ্যে যা অধিক, যেখানে-

(অ) ক = পরিসম্পদ হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত বা উপচিত অর্থ; এবং

(আ) খ = হস্তান্তরের তারিখে পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;

'পরিসম্পদের অর্জন মূল্য' বলতে-

(ক) কোনো পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহের সমষ্টি-

(অ) এরূপ কোনো খরচ যা কেবল উক্ত পরিসম্পদের স্বত্ব হস্তান্তরের সাথে সম্পর্কিত;

(আ) পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য; এবং

(খ) আয়কর আইনের ধারা ৩৮, ৪২, ৪৯, ৫০ বা ৬৪ অনুযায়ী অনুমোদিত খরচ ব্যতীত উক্ত পরিসম্পদ উন্নয়নের খরচ (যদি থাকে);

(গ) যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারি উক্ত পরিসম্পদ নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জন করেছেন-

(অ) কোনো উপহার, দান বা উইলের অধীন;

(আ) সাকসেশন, উত্তরাধিকার বা পরম্পরক্রমে;

(ই) প্রত্যাহারযোগ্য বা অপ্রত্যাহারযোগ্য কোনো ট্রাস্টের হস্তান্তরের অধীন;

(ঈ) কোনো কোম্পানি অবসায়নের জন্য মূলধনি পরিসম্পদের কোনো বিক্রয়ের মাধ্যমে; বা

(উ) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভাজনের ক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদের বিক্রয়ের মাধ্যমে,

সেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী কর্তৃক উক্ত পরিসম্পদের মালিকানা অর্জনের তারিখের ন্যায্য বাজার মূল্য উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

“মূলধনি পরিসম্পদ” অর্থ-

(ক) কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত যেকোনো প্রকৃতির বা ধরনের সম্পত্তি;

(খ) কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ (হফবৎসংখশরহম) সামগ্রিকভাবে বা ইউনিট হিসাবে;

(গ) কোনো শেয়ার বা স্টক,

তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যথা:-

(অ) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ, ভোগ্য পণ্য বা কাঁচামাল;

(আ) ব্যক্তিগণ ব্যবহার্য সামগ্রী, যেমন- অস্থাবর সম্পত্তি অর্থে অন্তর্ভুক্ত পরিধেয় পোশাক, স্বর্ণালংকার, আসবাবপত্র, ফিক্সার বা কারুপণ্য, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন যা করদাতা কর্তৃক অথবা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না।

অর্থাৎ মূলধনি পরিসম্পদের মধ্যে জমি, বাড়ী, এ্যাপার্টমেন্ট, কমার্শিয়াল স্পেস, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ব্যক্তিগণ ব্যবহার্য গাড়ি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র, অলংকার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে না।

স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ট্রেড করে অর্জিত মূলধনি আয় স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার হাতে করমুক্ত। তবে, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট বিক্রয় বা হস্তান্তর হতে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট ব্যাংক, শেয়ার ডিলার/ ব্রোকার কোম্পানি এর স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার, ডিরেক্টর এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা ডিরেক্টরদের আয় করযোগ্য। এছাড়াও আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে কোনো করদাতার কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের ১০% অধিক শেয়ার থাকলে ঐ কোম্পানির শেয়ার বিক্রি হতে অর্জিত আয়ও করযোগ্য হবে।

৮.১৭। আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬২-৬৫ অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত আয় “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের অধীন পরিগণিত হবে, যথা :-

(ক) সরকারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চর বা অন্য কোনো প্রকারের সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা,

(গ) নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্য সুদ বা মুনাফা, যথা: -

(অ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আমানত, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(আ) কোনো আর্থিক পণ্য বা স্কিম;

(ই) লভ্যাংশ। তবে, আর্থিক পরিসম্পদ হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনি আয় “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত হবে না।

“সিকিউরিটিজ” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ঋণপত্র (debenture), সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি বা অনুরূপ দলিল;

(খ) কোনো কোম্পানি বা আইনগণ সত্তা বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার বা স্টক, বন্ধক বা চার্জ বা হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল, বন্ড, ডিবেঞ্চর, ডেরিভেটিভস, মিউচুয়াল ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যেকোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের ইউনিট, সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল, এবং পূর্বোল্লিখিত দলিল গ্রহণার্থে ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (warrant):

তবে, কোনো মুদ্রা বা নোট, ড্রাফট, চেক, বিনিময়পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, ব্যবসায়িক দেনাদারদের নিকট প্রাপ্য অর্থ (trade receivables) বা ব্যবসায় পাওনাদারদেরকে প্রদেয় অর্থ (trade payables) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৮.১৮। আয় পরিগণনার সময়

কোনো ব্যক্তি যেই আয়বর্ষে আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় প্রাপ্ত হইবেন বা যেই আয়বর্ষে তাহার হিসাবে উক্ত আয় জমা হইবে, এর মধ্যে যাহা পূর্বে ঘটে, সেই আয়বর্ষে তাহা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৮.১৯। আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় হতে অনুমোদিত খরচ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৩ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যে আয়বর্ষে আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় প্রাপ্ত হবেন বা যে আয়বর্ষে তার হিসাবে উক্ত আয় জমা হবে, এর মধ্যে যা পূর্বে ঘটে, সে আয়বর্ষে তা অন্তর্ভুক্ত হবে।

ধারা ৬৪ অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ নিম্নরূপ, যথা: আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদিত হবে, যথা: -

(ক) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করদাতাকে সুদ বা মুনাফা প্রদানের বিপরীতে আয়কর ব্যতীত কর্তনকৃত অর্থ;

(খ) কেবল “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” অর্জনের উদ্দেশ্যে ঋণকৃত অর্থের উপর পরিশোধিত সুদ;

(গ) কেবল সংশ্লিষ্ট আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, দফা (ক) বা (খ) তে উল্লিখিত ব্যয় ব্যতীত, নির্বাহকৃত অন্য কোনো ব্যয়।

৮.২০। অন্যান্য উৎস হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৬-৬৯ অনুযায়ী অন্যান্য উৎস হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে। কোনো করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্যান্য উৎস হইতে আয় খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত ও পরিগণিত হবে, যথা: -

(ক) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের জন্য ফি এবং স্পর্শাতীত সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয়;

(খ) সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি;

(গ) আয়কর আইনের ধারা ৩০ এ বর্ণিত অন্য কোনো খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হয়নি এরূপ কোনো উৎস হতে আয়।

(ঘ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়ভুক্ত কোনো উৎস হতে উৎসে কর কর্তন/আদায় করা হয়ে থাকলে করদাতা মোট (gross) প্রাপ্তি আয় হিসেবে প্রদর্শন করবেন, নীট (net) প্রাপ্তি নয়।

কোনো উৎসের আয় হতে উৎসে কর কর্তন/আদায় করা হয়ে থাকলে করদাতা মোট (gross) প্রাপ্তি আয় হিসেবে প্রদর্শন করবেন, নীট (net) প্রাপ্তি নয়। যেমন: একজন করদাতার ব্যাংক হিসাবে উৎসে ১০ টাকা কর কর্তনের পর ৯০ টাকা ক্রেডিড হলো। করদাতা ৯০ টাকা নয় বরং ১০০ টাকাই ব্যাংক সুদ হতে প্রাপ্তি হিসেবে প্রদর্শন করবেন।

৮.২১। সহযোগী সত্তার সাথে লেনদেন

যেক্ষেত্রে কোনো অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা তার অন্য কোন সহযোগী সত্তার সাথে লেনদেন জড়িত থাকে এবং যদি উপকর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, -

(ক) লেনদেন উন্মুক্ত বাজার মূল্যে হয়নি; এবং-

(খ) এই ধরনের লেনদেনের ফলে কোনো আয়বর্ষে কোনো সহযোগী সত্তার আয় প্রকৃত আয় অপেক্ষা কম হয়েছে, সেক্ষেত্রে সহযোগী সত্তাটির জন্য যে পরিমাণে আয় কম পরিগণনা করা হয়েছে তা অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তাটির আয় হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তা উক্ত আয়বর্ষের জন্য “অন্যান্য উৎস হতে আয়” খাতে শ্রেণীভুক্ত হবে।

৮.২২। ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ

করদাতা কোনো অংশীদারি ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তি-সংঘের সদস্য হলে ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘ থেকে পাওয়া তার আয়ের অংশ মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে আয়ের এ অংশের জন্য গড়করণের মাধ্যমে কর রেয়াত পাবেন।

ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্য বা ফার্মের কোনো অংশীদারের মোট আয়ে ব্যক্তিসংঘ বা, ক্ষেত্রমত, ফার্ম হতে উদ্ভূত করারোপিতশেয়ার আয় অন্তর্ভুক্ত হলে উক্ত শেয়ার আয়ের উপর গড় হারে হিসাবকৃত কর পরিশোধযোগ্য হবে না।

নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুসারে গণ্ড হারে কর হিসাব করতে হবে, যথা:-

(অ) ট= ক X (খ/গ), যেইক্ষেত্রে-

(আ) ট= গড় হারে কর,

(ই) ক= মোট আয়ের উপর হিসাবকৃত কর (ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের শেয়ার আয়সহ), খ= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়,

(ঈ) গ= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়সহ মোট আয় ।

৮.২৩। স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয় (আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১))

করদাতার স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের নামে যদি পৃথকভাবে আয়কর নথি না থাকে তাহলে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী তাদের আয় করদাতার আয়ের সাথে একত্রে প্রদর্শন করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় উক্ত ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি-

(অ) উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তাহার উপর নির্ভরশীল হন;

(আ) এরূপ আয়ের উপর উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থাকে; বা

(ই) তিনি এরূপ একীভূতকরণে ইচ্ছুক হন:

তবে, উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পৃথক কর নির্ধারণ করা হলে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৮.২৪। আয় একীভূতকরণ।

(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:

(ক) উক্ত ব্যক্তি কোনো ফার্মের অংশীদার বা কোনো ব্যক্তিসংঘের সদস্য হইলে,

(খ) উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ে তাহার অংশ; উক্ত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয়, যদি-

(অ) উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তাহার উপর নির্ভরশীল হন;

(আ) এইরূপ আয়ের উপর উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থাকে; বা

(ই) তিনি এইরূপ একীভূতকরণে ইচ্ছুক হন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পৃথক কর নির্ধারণ করা হইলে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি কোনো ফার্মের অংশীদার বা কোনো ব্যক্তিসংঘের সদস্য হইলে, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ে তাহার অংশ নিম্নরূপ সূত্র দ্বারা নিরূপিত হইবে, যথা:-

ক = খ + (গ - ঘ) এর ৬%, যেখানে

ক = ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে উক্ত ব্যক্তির আয়ের অংশ,

খ = উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত বেতন, সুদ, কমিশন বা অন্যান্য পারিভোষিক,

গ = উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের মোট আয়,

ঘ = উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক সকল অংশীদার বা সদস্যকে প্রদেয় বেতন, সুদ, কমিশন বা অন্যান্য পারিভোষিকের যোগফল,

ঙ = উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘে উক্ত ব্যক্তির শেয়ারের শতকরা হার।

৮.২৫। নূন্যতম কর

(১) আয়ের খাত নয় বরং আয়ের উৎস ও করদাতা বিবেচনায় নূন্যতম কর আরোপিত হয়। কোন কোন ধরনের আয়ের ক্ষেত্রে নূন্যতম কর আরোপিত হবে তা আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩ তে বলা হয়েছে। ধারা ১৬৩

(২) এর আওতায় উৎসে কর্তৃত বা আদায়কৃত কর শ্রেণি নির্বিশেষে সকল করদাতার ক্ষেত্রে কর্তন বা সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট উৎস বা উৎসসমূহের জন্য করদাতার নূন্যতম করদায় বলে বিবেচিত হবে এবং নিম্নে এর তালিকা প্রদান করা হলো:

ধারা	আয়ের উৎস
৮৮	শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হতে উৎসে কর্তন
৮৯	ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে কর কর্তন
৯০	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন
৯১	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন
৯২	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে কর কর্তন
৯৪	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হতে কর্তন বা উৎসে কর সংগ্রহ
৯৫	ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১০০	বীমার কমিশনের অর্থ হইতে কর্তন
১০১	সাধারণ বীমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন

১০২	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন
১০৫	সঞ্চয় পত্রের মুনাফা হইতে কর কর্তন
১০৬	সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন
১০৮	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর কর্তন
১১০	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য কর কর্তন
১১১	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে উৎসে কর কর্তন
১১২	নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন
১১৩	পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন
১১৪	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন
১১৫	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট হতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন
১১৬	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক হতে কর কর্তন
১১৭	লভ্যাংশ হইতে কর কর্তন
১১৮	লটারি, ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন
১২০	আমদানিকারকদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১২১	জনশক্তি রপ্তানি হইতে কর সংগ্রহ
১২২	ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১২৩	রপ্তানি আয় হইতে কর সংগ্রহ
১২৪	কোন সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন
১২৫	সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ
১২৬	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১২৭	সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কাটিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন হইতে কর সংগ্রহ
১২৮	সম্পত্তির ইজারা হইতে কর সংগ্রহ
১২৯	সিগারেট উৎপাদনকারীদের হইতে কর সংগ্রহ
১৩২	কোন নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা হইতে কর সংগ্রহ
১৩৩	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ
১৩৪	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১৩৫	সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১৩৬	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১৩৭	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১৩৮	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ
১৩৯	নৌযান পরিচালনা হইতে কর সংগ্রহ

তবে, নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হতে কর্তন বা সংগ্রহকৃত কর, ধারা ১৬৩(২) এর উদ্দেশ্যে ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হবে না, যথা :

(ক) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট হতে ধারা ৮৯ এর অধীন সংগ্রহকৃত কর-

(অ) কোনো তৈল কোম্পানি ঠিকাদার অথবা, কোনো তৈল কোম্পানি ঠিকাদারের উপ-ঠিকাদার;

(আ) পেট্রোল পাম্প স্টেশন ব্যতীত তৈল বাজারজাতকারী কোম্পানি ও তার ডিলার বা এজেন্ট;

(ই) তৈল পরিশোধনের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানি;

(ঈ) গ্যাস সঞ্চালন বা বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানি

(খ) সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য বা সুগন্ধি, কার্বোনেটেড বেভারেজ এবং টয়লেট ওয়াটার উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্য কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তাহার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্য হতে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত কর;

(২) ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ আয়ের উৎস বা উৎসসমূহের জন্য আয়কর আইনের ধারা ৭২ এর বিধানাবলি অনুসারে নিয়মিতভাবে হিসাব বহি সংরক্ষণ করতে হবে;

- (৩) ধারা ১৬৩(২) মোতাবেক ন্যূন্যতম কর প্রযোজ্য এরূপ কোনো উৎসের আয় নিয়মিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে কর পরিগণনা করতে হবে; যদি এরূপে পরিগণনাকৃত কর সারণীতে উলে-খিত ন্যূন্যতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, তা হলে উক্ত আয়ের উপর উক্ত অধিকতর কর প্রদেয় হবে;
- (৪) ধারা ১৬৩(২)(ঘ) অনুসারে পরিগণিত আয় বা ক্ষতি যথাক্রমে কোনো নিয়মিত উৎসের জন্য পরিগণনাকৃত আয় বা ক্ষতির সাথে সমন্বয় করা যাবে না।
- (৫) ধারা ১৬৩(২) এর আওতায় নিয়মিত পদ্ধতিতে মোট আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে খরচ দাবী আনুপাতিক হবে। অর্থাৎ গ্রস প্রাপ্তির আনুপাতিক হারে খরচ চার্জ করা যাবে। এক্ষেত্রে আয়কর আইনের অন্যান্য ধারার প্রয়োগ যথাযথভাবে করতে হবে, যেমন ধারা ৪৯ বা ৫৫ বা ৫৬ এর প্রয়োগ। কেবল Back calculation করে আয় নিরূপণ করা যাবে না। যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ পূর্বক আয় নিরূপণ করতে হবে। অন্যথায় আয়কর আইনের প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুযায়ী কর নির্ধারণে কোন প্রকারের বাধা থাকবে না।
- (৬) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার ধারা ১৬৩(২) এর অধীন ন্যূন্যতম কর প্রযোজ্য এরূপ এক বা একাধিক উৎসের আয় ছাড়াও নিয়মিত উৎস হতে আয় করেন, সেক্ষেত্রে-
- (ক) নিয়মিত উৎস হতে আয়ের উপর নিয়মিত কর পরিগণনা করা হবে;
- (খ) উক্ত করদাতার করদায় হবে ধারা ১৬৩(২) এর অধীন নির্ধারণকৃত কর এবং নিয়মিত উৎস হতে আয়ের উপর নিয়মিত করের সমষ্টি।
- (৭) কোনো ব্যক্তি, ফার্ম বা কোম্পানির ন্যূন্যতম কর (টার্নওভারের উপর) হবে নিম্নরূপ, যথা:-
- (ক) একজন করদাতা-
- (অ) অনূন্য ৩ (তিন) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রয়েছে এরূপ কোনো ব্যক্তি;
- (আ) অনূন্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার গ্রস প্রাপ্তি রয়েছে এরূপ কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ; বা
- (ই) কোনো কোম্পানি,
- কোনো করবর্ষে কোনো কারণে তার মুনাফা বা ক্ষতি যাই হউক না কেন, যাতে ধারাবাহিক ক্ষতি, বিগত এক বা একাধিক বর্ষে ক্ষতির সমন্বয় বা এই আইনের অধীন অনুমোদিত ভাতা (অবচয় ভাতাসহ) বা বিয়োজন দাবি অন্তর্ভুক্ত, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উলে-খিত হারে কোনো করবর্ষে ন্যূন্যতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবে যথা:-

ক্রমিক নং	করদাতার শ্রেণি	ন্যূন্যতম করহার
১.	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
২.	কার্বোনেটেড বেভারেজ	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
৩.	মোবাইল ফোন অপারেটর	গ্রস প্রাপ্তির ২% (দুই শতাংশ)
৪.	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার গ্রস প্রাপ্তির ০.২৫% তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, বা অন্য তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক ব্যতীত অন্য কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা	গ্রস প্রাপ্তির ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ):
৫.	অন্য কোনো ক্ষেত্রে	গ্রস প্রাপ্তির ০.৬০% (শূন্য দশমিক ছয় শতাংশ):

এস.আর.ও নং ২৫৯-আইন/আয়কর-০৮/২০২৩, তারিখ: ২৯ আগস্ট ২০২৩ মোতাবেক, ন্যূন্যতম করহার ৫% এর স্থলে কার্বোনেটেড বেভারেজ উৎপাদনকারীদের জন্য ৩% ন্যূন্যতম কর নির্ধারণ করা হয়েছে। উৎপাদনকারী ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ন্যূন্যতম করহার ক্রমিক নং ৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

তবে, পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম ৩ বৎসরের জন্য, উক্ত হার হবে এরূপ প্রাপ্তির ০.১%।

(খ) যেক্ষেত্রে করদাতার এরূপ কোনো আয়ের উৎস থাকে যা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, সেক্ষেত্রে উক্ত এক বা একাধিক উৎস হতে অর্জিত মোট প্রাপ্তি পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হবে, এবং এই উপ-ধারার অধীন ন্যূন্যতম কর নিম্নবর্ণিতভাবে পরিচালনা করতে হবে, যথা-

(অ) নিয়মিত হারে কর প্রদান করতে হবে এরূপ উৎস হতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধারা ১৬৩ (৫) (ক) এর সারণীতে উলে-খিত হার প্রয়োগ করে ন্যূন্যতম কর হিসাব করতে হবে;

(আ) কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার প্রাপ্ত উৎস হতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের আনুপাতিক হারে ধারা ১৬৩(৫)(ক) এর সারণীতে উলে-খিত হার হ্রাস করে ন্যূনতম কর হিসাব করতে হবে;

(ই) উপ-উপানুচ্ছেদ (অ) ও (আ) এর অধীন হিসাবকৃত ন্যূনতম করের সমষ্টি ধারা ১৬৩(৫) এর অধীন ন্যূনতম কর হইবে।

(৮) কোনো করদাতার ক্ষেত্রে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) ও উপ-ধারা (৫) উভয়ের বিধান প্রযোজ্য হলে, উক্ত করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ন্যূনতম কর হবে-

(ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর; বা

(খ) উপ-ধারা (৫) এর অধীন ন্যূনতম কর, এই দুইয়ের মধ্যে যেটি অধিক।

(৯) ধারা ১৬৩ এর অধীন পরিশোধকৃত ন্যূনতম কর ফেরতযোগ্য হবে না অথবা পূর্ববর্তী এক বা একাধিক বর্ষে ফেরতযোগ্য বকেয়া বা কোনো উৎস হতে কোনো করবর্ষের ফেরতযোগ্য বকেয়ার বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য হবে না।

(১০) যেক্ষেত্রে কোনো সারচার্জ, অতিরিক্ত অন্য কোনো সুদ, অতিরিক্ত কোনো অর্থ, ইত্যাদি এ আইনের বিধানাবলির অধীন পরিশোধযোগ্য হয়, সেক্ষেত্রে তা ন্যূনতম করের অতিরিক্ত হিসাবে পরিশোধযোগ্য হবে।

(১১) যেক্ষেত্রে কোনো করবর্ষে পরিগণনাকৃত নিয়মিত কর ধারা ১৬৩ এর অধীন ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, সেক্ষেত্রে নিয়মিত কর পরিশোধযোগ্য হবে।

(১২) ধারা ১৬৩ উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) “নিয়মিত উৎস” অর্থ এরূপ কোনো উৎস যার ক্ষেত্রে, ধারা ১৬৩(২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য নয়;

(খ) “নিয়মিত কর” অর্থ নিয়মিত পদ্ধতি ব্যবহার করে নিয়মিত আয়ের উপর পরিগণনাকৃত কর;

(গ) “নিয়মিত করহার” অর্থ এরূপ করের হার যা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহার অনুমোদিত না হলে প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) “গ্রস প্রাপ্তি” অর্থ-

(অ) পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত সকল প্রাপ্তি (উপচিতির বা accrual ভিত্তিতে);

(আ) কমিশন ও ডিসকাউন্টসহ সেবা বা সুবিধা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত সকল ফি বা চার্জ;

(ই) আয়ের যেকোনো খাত হতে অর্জিত সকল প্রাপ্তি।

(১৩) ধারা ১৬৩(২)(ক) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসেবে পরিগণিত হয় এমন কতিপয় উৎসে কর্তিত কর কতিপয় সুনির্দিষ্ট শ্রেণির করদাতার ক্ষেত্রে ঐ সকল উৎস হতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ এ সকল উৎসের আয়ের বিপরীতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে অতিরিক্ত কোনো কর পরিশোধ করতে হবে না।

এস.আর.ও নং ২৫৩-আইন/আয়কর-০৯/২০২৩, তারিখ: ২৩ আগষ্ট ২০২৩ এবং এস.আর.ও নং ২৮৬-আইন/আয়কর-১৬/২০২৩, তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৩ দ্বারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (২)-এ উল্লিখিত উৎস হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে কলাম (৩)-এ উল্লিখিত ধারার অধীন উৎসে কর্তিত করের পরিমাণকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে নির্ধারণ করে উক্ত উৎস হতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে উদ্ধৃত অতিরিক্ত কোনো করদায় পরিশোধ হতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	যে ধারার অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য	যে সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য
১.	সঞ্চয়ী আমানত ও ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে অর্জিত সুদ বা মুনাফা	১০২	ধারা ১৬৬(২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত করদাতাগণ
২.	সঞ্চয়পত্র হইতে অর্জিত মুনাফা	১০৫	সকল স্বাভাবিকব্যক্তি করদাতা
৩.	রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত নগদ ভর্তুকি	১১২	সকল করদাতা
৪.	সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে অর্জিত মূলধনি আয়	১২৫	সকল স্বাভাবিকব্যক্তি করদাতা

৮.২৬। উৎসে অতিরিক্ত কর্তিত বা সংগৃহীত কর ন্যূনতম করের ভিত্তি না হওয়া।

ধারা ১৬৪। যেইক্ষেত্রে সঠিক পরিমাণের অধিক কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৬৩ এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাব করিবার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ অধিক কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচনা করা যাইবে না।

৮.২৭। করদাতার অবস্থানভেদে ন্যূনতম কর

সারণী ১২: এলাকাভিত্তিক ন্যূনতম আয়কর হার

এলাকার বিবরণ	ন্যূনতম করের হার
ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০/-টাকা
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০/-টাকা
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০/-টাকা

করমুক্ত সীমার উর্ধ্বের আয়ের ক্ষেত্রে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ এলাকাভেদে নিম্নরূপ :

- একজন করদাতার আয় যে কোনো স্থানেই অর্জিত হোক না কেন তিনি যেখানে অবস্থান করবেন তার সে অবস্থানের ভিত্তিতেই ন্যূনতম করের হার নির্ধারিত হবে।
- কোনো করদাতা একই আয়বর্ষে একাধিক স্থানে অবস্থান করলে যে স্থানে তিনি সর্বাধিককাল অবস্থান করেছেন সে অবস্থানস্থলের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম করহার তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসা পরিচালনার মুখ্য স্থানই ন্যূনতম করের জন্য একজন করদাতার অবস্থানস্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- একজন চাকরিজীবী করদাতা আয়বর্ষে একাধিক স্থানে কর্মরত থাকলে যে স্থানে তিনি অধিককাল কর্মরত ছিলেন ন্যূনতম করের জন্য সে স্থানই তার অবস্থানস্থল বলে বিবেচিত হবে।
- করদাতা অনিবাসী হলে বাংলাদেশে তিনি যে ঠিকানা ব্যবহার করেন সে ঠিকানাই তার অবস্থান স্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- করমুক্ত সীমার উর্ধ্বের আয় আছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ অপেক্ষা কম হলে, অথবা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও করদাতাকে তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

৯। কর প্রত্যর্পণ কী?

কোনো করবর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত করের পরিমাণ তার প্রদেয় কর অপেক্ষা অতিরিক্ত হলে করদাতা রাষ্ট্রের নিকট হতে উক্তরূপ পরিশোধিত অতিরিক্ত কর ফেরত দাবী করতে পারবেন। এরূপ পরিশোধিত অতিরিক্ত কর ফেরতের দাবী কর প্রত্যর্পণ নামে অভিহিত।

করদাতা কর্তৃক দাবীকৃত প্রত্যর্পণযোগ্য কর উপকর কমিশনার রিটার্ন প্রসেসপূর্বক চূড়ান্ত করবেন। চূড়ান্তভাবে প্রত্যর্পণযোগ্য কর করদাতার অনুকূলে ফেরত প্রদান করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে অথবা করদাতার চাহিদা মোতাবেক পরবর্তী করবর্ষে উদ্ধৃত করদাতার সাথে সমন্বয় করার বিধান রয়েছে।

১০। কর অব্যাহতি বলতে কী বুঝায়?

ধারা ২(২৬) অনুযায়ী “কর অব্যাহতি” অর্থ কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এ আইনের অধীন উদ্ধৃত কোনো করদায় হতে আংশিক বা সম্পূর্ণ মুক্ত করা, যথা:-

- রেয়াত, অবকাশ, অব্যাহতি;
- হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধ; বা
- মোট আয় পরিগণনা হতে কোনো আয় বাদ দেয়া।

১০.১। করমুক্ত বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়:

করদাতার করমুক্ত এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় থাকলে তা রিটার্নে উল্লেখ করতে হবে। ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের কয়েকটি খাত নীচে উল্লেখ করা হলো:

- সরকারি পেনশন তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত বা করদাতার বকেয়া পেনশন;
- সরকারি আনুতোমিক তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক আনুতোমিক হিসাবে গৃহীত অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আয়;
- কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোমিক তহবিল হতে তাদের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিকরণকৃত আয় যা উক্ত তহবিলের হাতে করারোপিত হয়েছে:

- (৪) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলে উদ্ধৃত বা উপচিত অথবা ভবিষ্য তহবিল হইতে উদ্ধৃত কোনো আয়;
- (৫) সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা স্বায়ত্ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা ও তাহাদের নিয়ন্ত্রিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিকল্পন অনুসারে গৃহীত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;
- (৬) পেনশনারস সেভিংস সার্টিফিকেট হইতে সুদ হিসাবে গৃহীত কোনো অর্থ বা গৃহীত অর্থের সমষ্টি, যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের শেষে উক্ত সার্টিফিকেটের বিনিয়োগকৃত অর্থের মোট পুঞ্জীভূত অর্জিত মূল্য/ প্রকৃত মূল্য/ আক্ষরিক মূল্য/ ক্রয় মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হয়;
- (৭) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ যদি-
 (ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যিকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং
 (খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;
- (৮) কোনো অংশীদারী ফার্মের অংশীদার হিসাবে কোনো করদাতা কর্তৃক মূলধনি আয়ের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের অংশ যাহার উপর উক্ত ফার্ম কর্তৃক কর পরিশোধ করা হয়েছে;
- (৯) হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হিসাবে একজন করদাতা যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হন, যাহার উপর উক্ত পরিবার কর্তৃক কর পরিশোধিত;
- (১০) বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করেন;
- (১১) কোনো করদাতা কর্তৃক ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টারলিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টারলিং প্রিমিয়াম বন্ড হতে গৃহীত কোনো আয়;
- (১২) রাজমাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় যা কেবল উক্ত পার্বত্য জেলায় পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে উদ্ধৃত হয়েছে;
- (১৩) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির “কৃষি হইতে আয়” খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো আয়, যদি উক্ত ব্যক্তি-
 (ক) পেশায় একজন কৃষক হন;
 (খ) এর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ব্যতীত কোনো আয় না থাকে, যথা:-
 (অ) জমি চাষাবাদ হতে উদ্ধৃত আয়;
 (আ) সুদ বা মুনাফা বাবদ অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা আয়।
- (১৪) জুলাই ১, ২০২০ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হতে উদ্ধৃত নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যক্তির আয়, যথা:-
 (ক) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট;
 (খ) সফটওয়্যার বা এ্যাপি-কেশন কাস্টমাইজেশন;
 (গ) নেশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন);
 (ঘ) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট;
 (ঙ) ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট;
 (চ) ওয়েবসাইট সার্ভিস;
 (ছ) ওয়েব লিস্টিং;
 (জ) আইটি প্রসেস আউটসোর্সিং;
 (ঝ) ওয়েবসাইট হোস্টিং;
 (ঞ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন;
 (ট) ডিজিটাল ডাটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং;
 (ঠ) ডিজিটাল ডাটা এনালিটিক্স;
 (ড) গ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (জিআইএস);
 (ঢ) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস;
 (ণ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস;
 (ত) কল সেন্টার সার্ভিস;
 (দ) ওভারসিজ মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন;

- (খ) সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সার্ভিস;
- (ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং;
- (ন) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং;
- (প) সাইভার সিকিউরিটি সার্ভিস;
- (ফ) ক্লাউড সার্ভিস;
- (ব) সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন;
- (ভ) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম;
- (ম) ই-বুক পাবলিশিং;
- (য) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস; এবং
- (র) আইটি ফি ল্যান্ডিং;
- (১৫) জুলাই ১, ২০২০ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে হস্তশিল্প রপ্তানি হতে উদ্ধৃত কোনো আয়;
- (১৬) যে কোনো পণ্য উৎপাদনে জড়িত ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প হতে উদ্ধৃত আয়, যার-
 (ক) শিল্পটি নারীর মালিকানাধীন হলে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা;
 (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা;
- (১৭) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ব্যাংক, বিমা বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ব্যক্তি কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড হতে উদ্ধৃত কোনো আয়, যথা:-
 (ক) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করে কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হয়েছে;
 (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করে কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হয়েছে;
- (১৮) “চাকরি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যা কম;
- (১৯) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে গৃহীত সম্মানি বা ভাতা প্রকৃতির কোনো অর্থ বা সরকারের নিকট হতে গৃহীত কোনো কল্যাণ ভাতা;
- (২০) সরকার হতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোনো পুরস্কার;
- (২১) কোনো বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা হতে উদ্ধৃত কোনো আয়;
- (২২) ৩০ জুন ২০৩০ তারিখের মধ্যে কোনো Ocean going ship being Bangladeshi flag carrier কর্তৃক অর্জিত ব্যবসার আয় ফরেন রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ করে বাংলাদেশে আনীত হলে অনুরূপ আয়।

করমুক্ত আয়সমূহ করদাতার মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটি রিটার্নে করমুক্ত আয়ের কলামে প্রদর্শন করতে হবে।

১০.২। কর রেয়াত

কর রেয়াত হচ্ছে এক ধরনের কর অব্যাহতি। কোনো করদাতার গ্রস করদায়ের বিপরীতে আইনানুযায়ী ছাড় প্রাপ্তির বিষয়টি হচ্ছে কর রেয়াত। কর রেয়াত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে করদাতার করদায় থাকতে হবে। অর্থাৎ যেক্ষেত্রে করদাতার কোনো প্রকার করদায় নেই সেক্ষেত্রে করদাতা কোনো প্রকার কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন না। যেক্ষেত্রে করদাতার করদায় অপেক্ষা করদাতা কর্তৃক দাবীকৃত আইনানুগ কর রেয়াতের পরিমাণ বেশি সেক্ষেত্রে নূন্যতম করদায় পরিশোধ সাপেক্ষে রেয়াতের পরিমাণ সমন্বয় হবে।

রিটার্নের নিম্নবর্ণিত অংশে কর রেয়াত দাবীপূর্বক প্রদেয় কর নির্ধারণ করতে হবে, যথা:-

সারণী ১৩: কর রেয়াত

ক্রমিক নং	শর্তাবলি
১২।	মোট কর পরিগণনাযোগ্য আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর
১৩।	কর রেয়াত
১৪।	রেয়াত-পরবর্তী প্রদেয় করদায় (১২-১৩)
১৫।	নূন্যতম কর
১৬।	প্রদেয় কর (ক্রমিক ১৪ ও ক্রমিক ১৫ এর মধ্যে যাহা অধিক)
১৭।	(ক) নিট পরিসম্পদের জন্য প্রদেয় সারচার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

	(খ)	পরিবেশ সারচার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১৮।	১৮।	বিলম্ব সুদ, জরিমানা অথবা আয়কর আইনের অধীন প্রদেয় অন্য কোনো অঙ্ক (যদি থাকে)
১৯।	১৯।	মোট প্রদেয় কর (১৬+১৭+১৮)

১০.৩। কর রেয়াতের হার

- (১) কোন করদাতা যদি স্বল্প উন্নত এলাকা বা সবচেয়ে কম উন্নত এলাকায় অবস্থিত কোনো ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের মালিক হন এবং উক্ত কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিয়োজিত থাকেন, তা হলে তিনি উক্ত ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প হতে উদ্ভূত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর রেয়াত লাভ করবেনঃ-

সারণী ১৪: কর রেয়াতের হার

ক্রমিক নং	বিবরণ	রেয়াতের হার
(ক)	যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ১৫% এর অধিক, কিন্তু ২৫% এর অধিক নহে।	সেক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫%।
(খ)	যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ২৫% এর অধিক হয়।	সেক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ১০%।
(গ)	কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অনূন্য ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের	৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি- কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।
(ঘ)	কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের	৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

১০.৪। বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত

(আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৮ অনুযায়ী) নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতে করদাতার বিনিয়োগ থাকলে করদাতা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পান। মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের অংক বাদ দিলে প্রদেয় করের অংক পাওয়া যায়।

আয়কর আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ এ নির্ধারিত সীমা, শর্তাবলি এবং যোগ্যতা সাপেক্ষে কোনো বিনিয়োগ করা হলে, কোনো করবর্ষে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হতে নিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নবর্ণিতভাবে কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন-

- (ক) $০.০৩ \times 'ক'$; বা
- (খ) $০.১৫ \times 'খ'$; বা
- (গ) ১০ (দশ) লক্ষ টাকা,

এই তিনটির মধ্যে যা কম,

এখানে,

'ক' = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয় এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়, এবং

'খ' = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ/দানের খাত

একজন করদাতার বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর তালিকা নীচে দেয়া হলো:

- ✓ জীবন বিমার প্রিমিয়াম;
- ✓ সরকারি কর্মকর্তার প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা;
- ✓ স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা ও কর্মকর্তার চাঁদা;
- ✓ কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা;
- ✓ সুপার এনুয়েশন ফান্ডে প্রদত্ত চাঁদা;

- ✓ যে কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১,২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ;
- ✓ যেকোনো সিকিউরিটিজ ফ্রয়ে ৫,০০,০০০ টাকার বিনিয়োগ;
- ✓ বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার, স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ;
- ✓ জাতির পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানে অনুদান;
- ✓ যাকাত তহবিলে দান;
- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো দাতব্য হাসপাতালে দান;
- ✓ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে দান;
- ✓ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে প্রদত্ত দান;
- ✓ আহসানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালে দান;
- ✓ ICDDRB তে প্রদত্ত দান;
- ✓ CRP, সাভার এ প্রদত্ত দান;
- ✓ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান;
- ✓ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ এ দান;
- ✓ ঢাকা আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে দান;
- ✓ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ে কোনো প্রতিষ্ঠানে অনুদান।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা একজন স্বাভাবিক করদাতা যিনি ইতোপূর্বে রিটার্ন দাখিল করেছেন তিনি ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ করদিবসের মধ্যে ২০২৩-২৪ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা থাকবে না। এক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের কোনো অংক বাদ না দিয়ে প্রদেয় করের অংক পরিগণনা করতে হবে।

১০.৫। কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের সারণী

রিটার্নে প্রদর্শনের নিমিত্ত বিনিয়োগের সারণী নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	শর্তাবলি
১)	বাংলাদেশে পরিশোধিত জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়াম বা চুক্তিভিত্তিক “Deffered Annuity”
২)	ডিপোজিট পেনশন/ মাসিক সঞ্চয় স্কিমে প্রদত্ত চাঁদা (অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত নহে)
৩)	সরকারী সিকিউরিটিজ, ইউনিট সার্টিফিকেট, মিউচুয়াল ফান্ড, ইটিএফ অথবা যৌথ বিনিয়োগ স্কিম ইউনিট সার্টিফিকেটে বিনিয়োগ (অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত নহে)
৪)	অনুমোদিত স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত তালিকাভুক্ত কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ
৫)	Provident Fund Act, ১৯২৫ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ যে কোনো তহবিলে করদাতার চাঁদা
৬)	করদাতা ও তাহার নিয়োগকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা
৭)	অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা
৮)	কল্যাণ তহবিলে/গোষ্ঠী বিমা তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা
৯)	যাকাত তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা
১০)	অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)
১১)	মোট বিনিয়োগ (ক্রমিক ১ হইতে ক্রমিক ১০ পর্যন্ত যোগফল)
১২)	কর রেয়াতের পরিমাণ

১০.৬। ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায়

- (১) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ এবং বাংলাদেশ হইতে আকাশ, স্থল কিংবা জল পথে অন্য কোনো দেশে গমনের ক্ষেত্রে যাত্রী প্রতি নিম্নবর্ণিত টেবিলে উল্লিখিত হারে ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায় করা যাইবে:

সারণী ১৫: ভ্রমণ কর আরোপ ও হার

ক্রমিক নং	ভ্রমণের ধরণ	করের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	আকাশ পথে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, চীন, জাপান, হংকং, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া ও তাইওয়ান গমনের ক্ষেত্রে	৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা
২।	আকাশ পথে সার্কভুক্ত কোনো দেশে গমনের ক্ষেত্রে	২,০০০ (দুই হাজার) টাকা
৩।	আকাশ পথে অন্য কোনো দেশে গমনের ক্ষেত্রে	৪,০০০ (চার হাজার) টাকা
৪।	আকাশ পথে দেশের অভ্যন্তরে গমনের ক্ষেত্রে	২০০ (দুই শত) টাকা
৫।	স্থল পথে যেকোনো দেশে গমনের ক্ষেত্রে	১,০০০ (এক হাজার) টাকা
৬।	জল পথে যেকোনো দেশে গমনের ক্ষেত্রে	১,০০০ (এক হাজার) টাকা

তবে শর্ত থাকে যে, ১২ (বারো) বৎসর পর্যন্ত বয়সের যাত্রীদের ক্ষেত্রে টেবিলে উল্লিখিত হারের অর্ধেক হারে কর আরোপ ও আদায় করা হইবে।

১১। সারচার্জ

১১.১। সারচার্জের হার

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে:

সারণী ১৬: সারচার্জের হার

ক্রমিক নং	সম্পদ	সারচার্জের হার
(১)	(ক) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা পর্যন্ত	শূন্য
(২)	(খ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি; বা, মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি-	১০%
(৩)	(গ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(৪)	(ঘ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(৫)	(ঙ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক-	৩৫%

- (১) “নীট পরিসম্পদের মূল্যমান” বলিতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বুঝাবইবে; এবং
- (২) “মোটর গাড়ি” বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (৩) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

১১.২। পরিবেশ সারচার্জের হার

কোনো করদাতা যাহার নামে একাধিক মোটর গাড়ি, অতঃপর গাড়ি বলিয়া উল্লিখিত, থাকিলে তাহার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হইবে:-

সারণী ১৭: পরিবেশ সারচার্জের হার

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০/-
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এইরূপ প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০/-
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এইরূপ প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০/-

৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এইরূপ প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০/-
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এইরূপ প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০/-
৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এইরূপ প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০/-

পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধের শর্তাবলি:

- (ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যেই গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হইয়াছে সেই গাড়ির ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;
- (খ) পরিবেশ সারচার্জ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত হইবে;
- (গ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইলে যেই অর্থ বৎসরে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী অর্থ বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;
- (ঘ) যেই ক্ষেত্রে কোনো করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হইবে, যেখানে
(অ) ক = বিগত বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;
(আ) খ = যেই বৎসরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিয়াছেন সেই অর্থ বৎসরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;
- (ঙ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হইলে উপকর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে উহা আদায় করিবেন;
- (চ) পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্যকোন প্রকারের কর বা সারচার্জের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে না;
- (ছ) “মোটর গাড়ি” বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।”

১২। উৎসে কর কর্তনের খাতসমূহ এবং প্রযোজ্য করের হার

১২.১। উৎসস্থলে কর কর্তন বলতে কি বুঝায়?

উৎসস্থলে কর কর্তন বলতে বুঝায় কোন করদাতার আয় প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করদাতাকে আয় প্রদান করার সময় তার আয় হতে আয়কর কেটে রাখা। আয়কর আইনের অংশ-০৭ অনুযায়ী কর নির্ধারণী বছরে নিয়মিত কর নির্ধারণের পূর্বেই আয় বছর যখন আয় অর্জন হয় তখন কর প্রদান নীতিতে উৎসস্থলে কর কর্তন বা অগ্রীম কর প্রদান করা যায়। উৎসস্থলে কর কর্তন করা হলেও করদাতার কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে করদাতা কর্তৃক নির্ধারিত সময় আয়কর পরিশোধ করেছে বলে ধরা হয়।

১২.২। উৎসে করের রিটার্ন কী? কখন দাখিল করতে হবে?

উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের বিস্তারিত বিবরণাদি সংবলিত রিটার্ন উৎসে করের রিটার্ন। এটি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি রিটার্ন। উৎসে কর বিধিমালায় এই রিটার্নটি রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটেও (www.nbr.gov.bd) এই রিটার্ন পাওয়া যাবে।

উৎসে করের রিটার্ন নিম্নবর্ণিত সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে, যথা:-

- (ক) প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের জন্য প্রযোজ্য রিটার্ন দাখিল করতে হবে; এবং
(খ) যেক্ষেত্রে কোনো মাসের ১৫ তারিখ সাপ্তাহিক বা সরকারি কোনো ছুটির দিন সেক্ষেত্রে পরবর্তী অফিস খোলার দিনের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

যেমন, অক্টোবর, ২০২৩ মাসে কর্তিত উৎসে কর নভেম্বর, ২০২৩ মাসের ১৪ তারিখের মধ্যে জমা করতে হবে এবং অক্টোবর, ২০২৩ মাসের জন্য প্রযোজ্য উৎসে করের রিটার্ন নভেম্বর, ২০২৩ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে। তবে, করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে উপকর কমিশনার রিটার্ন দাখিলের সময় নির্ধারিত তারিখ হতে অনধিক ১৫ (পনেরো) দিন বা উক্ত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবেন।

১২.৩। উৎসে কর্তনকৃত কর জমাদানের সময়সীমা

আইনের সপ্তম অংশের বিধান অনুসারে কর্তনকৃত অথবা সংগ্রহকৃত সকল অংকসমূহ সরকারি কোষাগারে নিম্নরূপভাবে জমা প্রদান করিতে হইবে:

ক্রমিক	কর্তন ও সংগ্রহের সময়	সরকারি কোষাগারে জমাদানের তারিখ
ক।	অর্থবৎসরের জুলাই থেকে মে মাসের যেকোনো কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের মাসের শেষে পরবর্তী ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে
খ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের ১ম থেকে ২০তম দিনের যে কোনো দিনের কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিনের পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে
গ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের অন্যান্য কর্তন বা সংগ্রহের পরবর্তী দিন	যেকোনো দিনের কর্তনের সংগ্রহের ক্ষেত্রে
ঘ।	অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিন

১২.৪। কে কে উৎসে করের রিটার্ন দাখিল করবেন?

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ উৎসে করের রিটার্ন দাখিল করবেন, যথা:

- ১। আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি; তবে, উক্ত সংজ্ঞাভুক্ত কোম্পানিসমূহের নিম্নবর্ণিত কোম্পানিসমূহ উৎসে করের রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত, যথা:
 - (ক) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;
 - (খ) স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা;
 - (গ) সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ;
 - (ঘ) বাংলা ভাষায় পাঠদানকারী প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়; বা
 - (ঙ) প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
 - (চ) মাসিক পেমেন্ট আদেশভুক্ত (এমপিও) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানি;
- ২। ফার্ম;
- ৩। ব্যক্তিসংঘ;
- ৪। বেসরকারি হাসপাতাল;
- ৫। ক্লিনিক; এবং
- ৬। ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

১২.৫। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান

- ১। ধারা ১১৯ এর ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ও আইনের অংশ ৭ এ ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালার অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।
- ২। ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই আইনের অংশ ৭ এর অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি চুক্তিমূল্য, বিল, ভাড়া, ফি, চার্জ, রেমুনারেশন, বেতনাদি বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধ তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বাবদ কোনো অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ না করিলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।

১৩। উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল

আইনের এর ধারা ১৭৭ মোতাবেক তফসিল ১ এ বর্ণিত উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

- ১৩.১। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন ও ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ গ্রহণের ব্যর্থতায় উৎসে করহার নির্ধারণ ধারা ১৪২ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যার নিকট হতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হবে সে ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% অধিক হবে। তবে, এ বিধান ধারা ১১৯ এর জন্য প্রযোজ্য হবে না।
এছাড়াও, যার নিকট হতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হবে সে ব্যক্তি চুক্তিমূল্য, বিল, ভাড়া, ফি, চার্জ, রেমুনারেশন, বেতনাদি বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধ বাবদ কোনো অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ না করলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% অধিক হবে।
- ১৩.২। উৎসে কর্তনকৃত বা সংগৃহীত কর পরিশোধের পদ্ধতি
এই আইনের অংশ ৭ এর আওতাধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিধি ৮ এ বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত কর্তনকৃত অথবা সংগৃহীত কর এ-চালান বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১৩.৩। কর কর্তন বা আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট জারি

- ১। যেইক্ষেত্রে “চাকরি হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণীকরণযোগ্য প্রাপকের আয়, যাহা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত বেতন নয়, এর সূত্রে আইনের ধারা ১৪৫ এর অধীন কর কর্তনের আওতায় যে কোনো পরিমাণ পরিশোধ করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে তৎসংক্রান্ত সনদ তফসিল ২ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।
- ২। যেইক্ষেত্রে ধারা ৮৬ ব্যতীত অন্য যে কোনো ধারার অধীন কর কর্তন করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ এর অধীন কর কর্তনের সনদ তফসিল ৩ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।
- ৩। যেইক্ষেত্রে অংশ ৭ এর অধীন যে কোনো পরিমাণ কর সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ এর অধীন কর সংগ্রহের সনদ তফসিল ৪ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।
- ৪। কর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর সরকারি কোষাগারে পরিশোধের এ-চালান এই বিধিতে বর্ণিত সনদ এর সাথে দাখিল করিতে হইবে।
- ৫। যেই মাসে কর্তন সম্পন্ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী মাসের ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে অথবা যেই ব্যক্তি হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার করদায় নিষ্পন্ন করিতে উপযোগী হয় এইরূপ সময়ের মধ্যে কর্তন বা সংগ্রহ সংক্রান্ত সনদ প্রদান করিতে হইবে।
- ৬। এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বিল অব এন্ট্রি, রেজিস্ট্রেশন দলিল, ব্যাংক বিবরণী, পরিশোধের দলিল অথবা কর্তন বা সংগ্রহ এর বিবরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সনদ হিসেবে গণ্য করা যাইবে।
- ৭। “চাকরি হইতে আয়” খাতের অধীন উৎস হইতে কর্তনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৬) এর বিবরণী প্রযোজ্য হইবে না।

১৩.৪। উৎস হতে কর কর্তনের খাতগুলো সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা অনুযায়ী করের হার সমূহ :

ক্রমিক	বিষয়	কর হার
১.	চাকরি হতে আয় উৎসে কর কর্তন (ধারা-৮৬)।	কোন প্রাপককে ‘চাকরি হইতে আয়’ খাতের অধীন কোনো চাকরির অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উক্ত অর্থ পরিশোধের সময়, উক্ত খাতের অধীন প্রাপকের আনুমানিক মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য করের গড় হারে কর কর্তন করিবেন।
	সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে “চাকরি হইতে আয়” (ধারা ৮৬ (৩))	কোন প্রাপককে ‘চাকরি হইতে আয়’ খাতের অধীন কোনো চাকরির অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উক্ত অর্থ পরিশোধের সময়, উক্ত খাতের অধীন প্রাপকের আনুমানিক মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য করের গড় হারে কর কর্তন করিবেন।
২.	সংসদ সদস্যদের সম্মানী হইতে কর কর্তন (ধারা-৮৭)।	সংসদ সদস্যের সম্মানী হিসাবে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রদানকালে, প্রদেয় সম্মানীর উপর, প্রযোজ্য পরিমাণে আয়কর প্রাপকের উক্ত আয়বর্ষের আনুমানিক মোট সম্মানীর জন্য প্রযোজ্য করের গড় হারে কর্তন করিবেন।
৩.	শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হইতে উৎসে কর্তন (ধারা-৮৮)।	১০%
৪.	ধারা-৮৯	(ক) মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৩%
	i. ঠিকাদার	(খ) ৫০ লক্ষ টাকার বেশি থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ৫%
	ii. পণ্য সরবরাহকারী;	(গ) ২ কোটি টাকার বেশি ৭%
	iii. পণ্য উৎপাদন, রূপান্তর প্রক্রিয়া	(ক) যেইক্ষেত্রে কোনো আমদানিকৃত পণ্য যাহার বিপরীতে আমদানিকালে ধারা ১২০ এর অধীনে উৎসে কর পরিশোধিত হইয়াছে, সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ ক খ নিয়ম নির্ধারিত হইবে, যেখানে
iv. মুদ্রণ, প্যাকেজিং বা বাঁধাই	(খ) ক = ধারা ১২০ এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যের উপর পরিশোধিত কর; (গ) খ = ধারা ৮৯ এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে এই ধারার অধীনে যেই কর কর্তন করা হইত। (ঘ) (৩) যেইক্ষেত্রে ধারা ৯৪ এর অধীন উৎসে কর পরিশোধিত কোনো পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ খ-ক নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে	

	<p>(ঙ) ক = ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর;</p> <p>(চ) খ = ধারা ৯৪ এর অধীন পন্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীন যে পরিমাণ কর্তন করা হইবে:</p> <p>(ছ) তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯৪ তে বর্ণিত চুক্তি মোতাবেক কোনো ডিস্ক্রিবিউটর অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধিতে বর্ণিত “খ” নিম্নরূপে পরিগণিত হইবে</p> <p>(জ) খ = {ধারা ৯৪ এর অধীন কোনো ডিস্ক্রিবিউটর বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানির পণ্যের বিক্রয় মূল্য} X ৭% X ৫%।</p> <p>(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই বিধির অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড যাচাই সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা হইতে এই বিধির অধীন কর কর্তন করিতে হইবে উহা কোনো কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তনযোগ্য।</p>
উল্লিখিত শ্রেণির ক্ষেত্রে	<p>(ক) পেট্রোলিয়াম তেল এবং লুব্রিকেন্ট বিপণনে নিযুক্ত তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে ০.৬%</p> <p>(খ) পেট্রোল পাম্প স্টেশন ব্যতীত তেল বিপণন কোম্পানির ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে ১%</p> <p>(গ) তেলশোধন (oil refinery) কার্যক্রমে নিযুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে ৩%</p> <p>(ঘ) গ্যাস ট্রান্সমিশনে নিয়োজিত কোম্পানির ক্ষেত্রে ৩%</p> <p>(ঙ) গ্যাস বিতরণে নিযুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে ৩%</p> <p>(চ) স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব Vertical Continuous Vulcanization line রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক তৈয়ারকৃত ৩৩ কেভি হইতে ৫০০ কেভি Extra High Voltage Power Cable সরবরাহের ক্ষেত্রে ৩%</p> <p>(ছ) এমএস বিলেট ব্যতীত সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহ পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২%</p> <p>(জ) এমএস বিলেট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ০.৫%</p> <p>(ঝ) স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত এম এস স্ক্রাপের ক্ষেত্রে ০.৫%</p> <p>(ঞ) চাল, গম, আলু, পিয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, খেজুর, তেজপাতা, পাট, তুলা, সুতা এবং সব ধরনের ফলের ক্ষেত্রে ২%</p> <p>(ট) সরকার, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সরকারের সংস্থা এবং এর সকল সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে ৩%</p> <p>(ঠ) খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট ট্রেডিং পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ৫%</p> <p>(ড) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে ৪%</p>
৫.	<p>কতিপয় সেবা (ধারা-৯০)</p> <p>উপদেষ্টা বা পরামর্শ সেবা ১০%</p> <p>পেশাগত সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা ফি, বা কারিগরি সহায়তা ফি ১০%</p> <p>(ক) ক্যাটারিং;</p> <p>(খ) ক্লিনিং;</p> <p>(গ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সী;</p>

	(ঘ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; (ঙ) জনবল সরবরাহ; (চ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; (ছ) জনসংযোগ; (জ) ইভেন্ট পরিচালনা; (ঝ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি; (ঞ) কুরিয়ার সার্ভিস; (ট) প্যাকিং এবং শিফ্টিং; (ঠ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা (১) কমিশন বা ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে			১০% ২%
	মিডিয়া ক্রয়ের এজেন্সি সেবা (ক) কমিশন বা ফি এর উপরে (খ) মোট বিল এর উপরে			১০% ০.৬৫%
	ইন্ডেস্টিং কমিশন			৮%
	মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী ভাতা			১০%
	মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যবহৃত মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সার্ভিস ডেলিভারি এজেন্টকে প্রদেয় ফি এর উপর			১২%
	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি			১০%
	মোটর গ্যারেজ ও ওয়ার্কসপ			৮%
	ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট/ডকইয়ার্ড সার্ভিস			৮%
	শপিং এজেন্সী কমিশন			৮%
	স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেশন কমিশন (ক) কমিশন বা ফি'র ক্ষেত্রে (খ) মোট বিল এর উপর			১০% ৫%
	(১) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবসন সরবরাহ সেবাসহ যেকোন প্রকার শেয়ারিং ইকোনমি প্রাটফর্ম			৫%
	বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিয়োজিত লাইলিং চার্জ			৩%
	ইন্টারনেট সেবা			১০%
	মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসে নিযুক্ত সার্ভিস ডেলিভারি এজেন্ট			১০%
	উপরে উল্লেখিত নয় এবং কোন ব্যাংক, ইস্যুরেপ, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবা নয় এমন কোন সেবা			১০%
	অন্যান্য সেবা			১০%
৬.	কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোন নিবাসীকে রয়্যালটি, ফ্র্যাঞ্চাইজ, লাইসেন্স ফি, ব্র্যান্ড নাম, পেটেন্ট, ইনভেনশন, ফর্মুলা, প্রসেস ইত্যাদি সহ (পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য ধারা ৯১ দ্রষ্টব্য) অন্যান্য সকল অপ্রচলিত ব্যবহারের জন্য	ক্রমিক (১) (২)	ভিত্তি অংকের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ২৫ লক্ষ টাকার অধিক হলে.	কর্তনের হার ১০% ১২%
৭.	মিডিয়া ব্রডকাস্টিং এর বিজ্ঞাপন বিল এর উপর (ধারা-৯২)			৫%
৮.	অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে প্রদত্ত অর্থ (ধারা-৯৩)। চলচ্চিত্র, নাটক, কোন ধরনের টেলিভিশন এবং রেডিও প্রোগ্রাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে পেমেন্ট উপর			১০%;
৯.	কমিশন, ডিসকাউন্ট বা ফিস, ইনসেন্টিভ অথবা পারফরমেন্স বোনাস (ধারা-৯৪)।			১০% হারে। ১.৫% হারে।

	<p>ক) যে কোনো কোম্পানী কমিশন, ছাড়, ফি, ইনসেন্টিভ বা পারফরম্যান্স বোনাস বা অন্য যে কোনও প্রণোদনা বা অর্থ প্রদান করে অথবা পণ্যের বন্টন বা বিপণনের জন্য অনুরূপ প্রকৃতির উপার্জনের অর্থ প্রদানের সময় কর কর্তন করা হবে।</p> <p>খ) কোম্পানীর পণ্য বিক্রয় বা বিপণনে নিয়োজিত যে কোনও ব্যক্তিকে কোম্পানীর প্রচার বা পণ্য সম্পর্কিত প্রচারের জন্য কোনও অর্থ পরিশোধের সময় কর্তন করা হবে।</p> <p>(গ) কোন কোম্পানী পণ্য বিক্রি করে-(১) কোন পরিবেশক, বা (২) কোন কোম্পানীর চুক্তির অধীন কোন ব্যক্তির কাছে নির্ধারিত খুচরা মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে, তবে কর কর্তন করা হবে।</p> <p>(ঘ) সিগারেট কোম্পানির ক্ষেত্রে (কোম্পানির মধ্যে ফার্ম ও অন্তর্ভুক্ত)।</p>	<p>৫% হারে।</p> <p>৩% হারে।</p>
১০.	<p>বিমান টিকিট বিক্রয় বা কার্গো ভাড়া বাবদ ট্রাভেল এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা ডিসকাউন্ট বা অর্থমূল্যে রূপান্তরযোগ্য সুবিধা, Incentive Bonus, Performance Bonus অথবা অন্য যে কোন সুবিধা (ধারা-৯৫)। তবে সেক্ষেত্রে পরিশোধিত পেমেন্টের ০.৩০% হারে অগ্রিম কর কর্তিত হবে। তবে উল্লিখিত ০.৩০% হারে উৎস করের অতিরিক্ত হিসেবে (অ/ই) ১ এর সমপরিমাণ অংক উৎসে কর্তন করতে হবে নিম্নোক্ত আয়ের উপর।</p> <p>অ) ইনসেন্টিভ বোনাস, পারফরমেন্স বোনাস বা অন্য যে কোন আর্থিক সুবিধা যা উপধারা ২ এ বর্ণিত</p> <p>আ) কমিশন বা ডিসকাউন্ট অথবা উপধারা ১ এ বর্ণিত অন্য যে কোন সুবিধা</p> <p>ই) কমিশনের উপর উৎসে কর, ডিসকাউন্ট অথবা উপধারা ১ এ বর্ণিত অন্য যে কোন সুবিধা। এ ধরনের মূল্যে যে টিকেটের দাম, চার্জ পেমেন্ট- ট্রাভেল ট্যাক্স, ফ্লাইট সেফটি ইনসুরেন্স, সিকিউরিটি ট্যাক্স ও এয়ারপোর্ট ট্যাক্স ইত্যাদির সাথে জড়িত, তা অন্তর্ভুক্ত হবে না। পেমেন্ট বলতে ট্রান্সফার, ক্রেডিট অথবা অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর পেমেন্ট বোঝাবে।</p>	
১১.	ঋণপত্রের (এলসি) কমিশন (ধারা-৯৬)।	৫% হারে।
১২.	<p>লোকাল লেটার অব ক্রেডিট এর অর্থ (ধারা-৯৭)।</p> <p>৩% হারে। ডিস্ট্রিবিউটর এর নিকট বিক্রয় বা ইনভয়েস করার সময় ক্রেডিট সুবিধার আওতায় হলে ১%। উৎসে কর কর্তন করা হবে ২% যেকোন স্থানীয় এলসি অথবা কোন বাণিজ্যিক আমদানির জন্য সম্পাদিত চুক্তির জন্য যার আওতায় চাল, গম, আলু, পেঁয়াজ, ভুট্টা, আদা, মটর, ছোলা, মসুর ডাল, আদা, হলুদ, ডাল, ভুট্টা, মোটা ময়দা, কালো মরিচ, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, খেজুর, ক্যাসিয়া পাতা, রসুন, ময়দা, ভোজ্য তেল, লবণ অন্য সকল ফলমূল আমদানির ক্ষেত্রে।</p>	
১৩.	সেলুলার ফোন কোম্পানী কর্তৃক বাউল রাজস্ব বিভাজন, লাইসেন্স ফি বা অন্য কোন চার্জ (ধারা-৯৮)।	১০% হারে।
১৪.	ইন্সুরেন্স পলিসি হোল্ডারদের পরিশোধিত প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত অর্থ (ধারা-৯৯টি)।	৫% হারে।
১৫.	বীমা কমিশন (ধারা-১০০)।	প্রদেয় কমিশনের উপর ৫% হারে।
১৬.	সাধারণ বীমা কোম্পানীর সার্ভেয়ার ফি (ধারা-১০১)।	১০% হারে।
১৭.	সেভিংস ডিপোজিট এবং ফিক্সড ডিপোজিটের উপর সুদ (ধারা-১০২)।	কোম্পানি-২০%, কোম্পানী ব্যতীত ১০%, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইসিএবি, আইসিএমএবি এবং আইসিএসবি ১০%, কোন স্বীকৃত তহবিল ৫%
১৮.	পোস্ট অফিস ও ব্যাংক সঞ্চয় হিসাবের সুদ (ধারা-১০৩)।	সুদের পরিমাণ নির্বিশেষে প্রাপ্তির উপর ১০% হারে।
১৯.	নিবাসীর সুদ এ আয় এর উপর (ধারা-১০৪)	১০%
২০.	সঞ্চয় পত্রের সুদ (ধারা-১০৫)।	১০%

২১.	সিকিউরিটিজ উপর সুদ অথবা মুনাফা (ধারা - ১০৬)।	৫% হারে।
২২.	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের সঠিক মূল্যের থেকে আয় (ধারা -১০৭)।	সর্বাধিক হার
২৩.	আন্তর্জাতিক ফোন কল (ধারা-১০৮)	১.৫%, ৭.৫%
২৪.	ভাড়া (ধারা-১০৯)	৫%
২৫.	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার ইত্যাদির ভাড়া (ধারা-১১০)	৫%
২৬.	সরকার কর্তৃক হুকুম দখল সম্পত্তির বাবদ প্রদেয় ক্ষতিপূরণ (ধারা-১১১)।	ক) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মধ্যে হলে ৬% হারে। খ) অন্যস্থানে ৩% হারে।
২৭.	রপ্তানির ক্যাশ প্রনোদনা (ধারা-১১২)	১০%
২৮.	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার এজেন্সি কমিশন (ধারা-১১৩)।	১৫% হারে।
২৯.	রেন্টাল পাওয়ার ক্রয় বাবদ (ধারা-১১৪)।	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড রেন্টাল পাওয়ার ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধের সময় বাংলাদেশে কার্য আরম্ভের সময় থেকে অনধিক ৩ বৎসর সময়ের জন্য ৬% হারে।
৩০.	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয়-সাইনিং মানি (ধারা-১১৫)	১৫%
৩১.	বিদেশী ক্রেতার এজেন্ট (ধারা-১১৬)।	১০% হারে।
৩২.	ডিভিডেন্ট থেকে কর কর্তন (ধারা-১১৭)	কোম্পানী হতে ২০%, কোম্পানী ব্যতিত অন্যান্য টিনধারী ১০%, টিন ব্যতিত ১৫%
৩৩.	লটারী থেকে কর কর্তন (ধারা-১১৮)	২০%
৩৪.	অনিবাসী অর্থ পরিশোধ আয় (ধারা-১১৯)।	
	উপদেষ্টা বা পরামর্শ	২০%
	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন	২০%
	পেশাগত সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা ফি, বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (Professional service, technical services, technical know-how or technical assistance)	২০%
	আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন	২০%
	সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি	২০%
	স্যাটেলাইট ভাড়া/চার্জ, এয়ারটাইম চার্জ, ফ্রিকোয়েন্সি ভাড়া/চার্জ	২০%
	আইনি সেবা	২০%
	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা	২০%
	কমিশন	২০%
	রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা ইনটানজিবল সম্পর্কিত পেমেন্ট	২০%
	সুদ	২০%
	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার	২০%
	বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং	১৫%
	বিমান পরিবহন বা নৌ পরিবহন	৭.৫%
	কন্ট্রাক্ট বা সাব-কন্ট্রাক্ট	৭.৫%
	গরবরাহ	৭.৫%
	মূলধনী মুনাফা	১৫%

	বীমা প্রিমিয়াম	১০%				
	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া	১৫%				
	লভ্যাংশঃ (১) কোম্পানী করদাতা ব্যক্তি করদাতা অন্য যে কোন ব্যক্তি যার কোন কোম্পানি নেই	২০% ৩০%				
	শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়াড়	৩০%				
	বেতন বা পারিশ্রমিক	৩০%				
	কয়লা, তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান সঞ্চয় প্রকারের জরিপ ফি	২০%				
	তৈল-গ্যাস ক্ষেত্রে (ঋনবক্ষ) অনুসন্ধান, উত্তোলন অথবা পাইপ লাইন বা অন্য কোন পদ্ধতিতে তৈল-গ্যাস ক্ষেত্র (ঋনবক্ষ) থেকে তৈল বা গ্যাস রপ্তানী পয়েন্ট (উঁচুডুঃ চড়রহঃ) পর্যন্ত প্রদত্ত অন্য যে কোন সেবার ক্ষেত্রে	৫.২৫%				
	উপরে উল্লিখিত নয় এমন কোন সেবার জন্য প্রদেয় অর্থের উপর পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং	২০%				
	ব্রান্ডউইদ বাবদ পরিশোধ	১০%				
	কুরিয়ার সার্ভিস	১৫%				
	অন্যান্য যে কোন সেবার জন্য প্রদেয় অর্থের উপর	২০%				
৩৫.	আমদানিকারকদের নিকট হইতে (ধারা-১২০)	বিভিন্ন হারে তবে ২০% এর বেশি নয়।				
৩৬.	জনশক্তি রপ্তানীর সার্ভিস চার্জ (ধারা-১২১)	১০% হারে।				
৩৭.	সি এন্ড এফ এজেন্সিকে প্রদেয় ফি (ধারা-১২২)।	১০% হারে।				
৩৮.	নিটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস, টেরিটাওয়্যেল, গার্মেন্টস শিল্পের কার্টন এবং এক্সসরিজ রপ্তানি, পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, সবজি, চামড়াজাত পণ্য, প্যাকেটজাত খাদ্য (ধারা-১২৩)।	সমগ্র রপ্তানীকৃত পণ্যের উপর ১%				
৩৯.	কোন সেবা, রাজস্ব ও শেয়ার থেকে প্রাপ্ত প্রবাসী আয় (ধারা-১২৪)	১০%				
৪০.	নিম্নলিখিত এলাকায় অবস্থিত নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (ধারা-১২৫)					
	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
	১। ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক
	২। ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক
	৩। ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, কাফরুল,	দলিলে উল্লিখিত ভূমির	দলিলে উল্লিখিত	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের	দলিলে উল্লিখিত	দলিলে উল্লিখিত ভূমির

মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর ও গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	ভূমির মূল্যের ৮% ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	৮% কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	ভূমির মূল্যের ৮% ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	মূল্যের ৮% ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক
৪। ঢাকা জেলার, বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, ভাষানটেক, বাড্ডা থানা, পল-বী থানা, ভাটারা, থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, থানার অন্তর্গত জয়দেবপুর ও কালীগঞ্জ থানার রূপনগর, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাসীংরচর থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর, রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% ১,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক
সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা সদরে অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা			দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬%		
সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এমন অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা			দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪%		

সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ ও ২ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এমন সকল উপজেলার (পৌরসভা ব্যতীত) অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ২%	
<p>(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নিবন্ধিত ভূমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকিলে নিম্নবর্ণিত হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে, যথা:-</p> <p>(ক) শ্রেণি-ক হইতে শ্রেণি-ঘ এ উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর প্রতি বর্গ মিটারে ৮০০ (আটশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যেটি অধিক; এবং</p> <p>(খ) শ্রেণি-ঙ তে উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর প্রতি বর্গ মিটারে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যেটি অধিক;</p> <p>(৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-</p> <p>(ক) "ক-শ্রেণি" বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাণিজ্যিক এলাকা বুঝাইবে;</p> <p>(খ) "খ-শ্রেণি" বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন আবাসিক এলাকা বুঝাইবে;</p> <p>(গ) "গ-শ্রেণি" বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক এলাকা বুঝাইবে;</p> <p>(ঘ) "ঘ-শ্রেণি" বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আবাসিক এলাকা বুঝাইবে;</p> <p>(ঙ) "ঙ-শ্রেণি" বলিতে "ক-শ্রেণি", "খ-শ্রেণি", "গ-শ্রেণি", "ঘ-শ্রেণি" ব্যতীত অন্যান্য এলাকা বুঝাইবে;</p> <p>(চ) "ডেভেলপার" বা "রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার" বলিতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বুঝাইবে; এবং</p> <p>(ছ) "কাঠা" বলিতে ১.৬৫ শতাংশ ভূমি বুঝাইবে।";</p> <p>(৪) বিধি ৬ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৬ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-</p> <p>"৬ক। রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে কর সংগ্রহ। (১) আইনের ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে এ-চালানের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-</p>		
৪১.	নিম্নলিখিত এলাকায় অবস্থিত নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (ধারা-১২৬)	
এলাকার নাম	আবাসিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)
১। ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১ (এক) হাজার ৬০০ (ছয়শত) টাকা	৬ (ছয়) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা
২। ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১ (এক) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা	৫ (পাঁচ) হাজার টাকা
৩। ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল	১ (এক) হাজার ৪০০ (চারশত) টাকা	৪ (চার) হাজার টাকা

থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর, গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা		
৪। ঢাকা জেলার, বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক, বাড়ডা থানা, পল-বী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, চকবাজার থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব, টঙ্গী পশ্চিম থানার, জয়দেবপুর ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর, রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১ (এক) হাজার ৩০০ (তিনশত) টাকা	৩ (তিন) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা
৫। ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার, আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এ অবস্থিত সকল মৌজা।	৭০০ (সাতশত) টাকা	২ (দুই) হাজার টাকা
ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ উল্লিখিত নহে এমন সকল এলাকায়	৩০০ টাকা	১ (এক) হাজার টাকা
(২) আইনের ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট সংশ্লিষ্ট কোনো ভূমি, বা ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক উন্নয়নকৃত কোনো ভূমি হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে এ-চালানের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-		
ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী এবং চট্টগ্রাম জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ),	
অন্য যেকোনো জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% (তিন শতাংশ)	
(৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "ডেভেলপার" বা "রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার" বলিতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বুঝাইবে।";		
৪২.	সরকারি স্ট্যাম্প,কোর্ট ফি, কার্টিজপেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন	১০% হারে।
৪৩.	১০ বৎসর ততোধিক সময়ের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তির লীজ রেজিস্ট্রেশন (ধারা-১২৮)।	৪% হারে।

৪৪.	উৎপাদনকারী (বিড়ি) কোন ব্যক্তি সিগারেট উৎপাদনের জন্য ব্যান্ড রোলার মূল্যের উপর (ধারা-১২৯)	১০% হারে।
৪৫.	ইটের ভাটা পরিচালনা (ধারা- ১৩০)।	(ক) এক সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য - ৪৫,০০০/- টাকা। (খ) দেড় সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য - ৭০,০০০/- টাকা। (গ) দুই সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য - ৯০,০০০/- টাকা। (ঘ) স্বয়ংক্রিয় মেশিনে প্রস্তুতকৃত ইট ভাটার জন্য - ১,৫০,০০০/-টাকা।
৪৬.	ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়ন (ধারা-১৩১)।	প্রত্যেক ট্রেড লাইসেন্সের জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ক্ষেত্রে (ক) ঢাকা (উত্তর ও দক্ষিণ) ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর ক্ষেত্রে ৩,০০০/- (খ) অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং যে কোন জিলা সদরের পৌরসভার ক্ষেত্রে ২,০০০/- (গ) জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভার ক্ষেত্রে ১০০০/- (ঘ) অন্যান্য পৌরসভার ক্ষেত্রে ৫০০/-
৪৭.	কোন নিবাসী কর্তৃক জাহাজ ব্যবসা (ধারা-১৩২)।	ক) ৫% হারে। খ) ৩% হারে। (বাংলাদেশী পুকাবাহী জাহাজ কর্তৃক বিদেশে সেবা প্রদান করে বিদেশে প্রাপ্ত এবং সরকারী চ্যানেলে আনীত ফ্রেইট চার্জের উপর)
৪৮.	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ (ধারা-১৩৩)	৫% অথবা ৩%
৪৯.	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ (ধারা-১৩৪)	১৫%
৫০.	সিকিউরিটিজ উপর সুদ অথবা মুনাফা (ধারা - ১৩৫)।	৫%
৫১.	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ (ধারা- ১৩৬)	১৫%
৫২.	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য (ধারা-১৩৭)	ট্রান্সফার মূল্যের ০.০৫%
৫৩.	ধারা-১৩৮-বাস, মিনিবাস, কোস্টার, ট্যাক্সিক্যাব, প্রাইমমুভার, ট্রাক, ট্যাংক-লরী, পিক-আপ, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা মাল বহনকারী অটোরিক্সা হইতে কোন করদাতার অর্জিত সম্পূর্ণ আয়কে নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে এতদধারা আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথাঃ- (ক) যদি উক্ত করদাতা উক্তরূপ বাস, মিনিবাস, কোস্টার, ট্যাক্সিক্যাব, প্রাইমমুভার, ট্রাক, ট্যাংক-লরী, পিক-আপ, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা মাল বহনকারী অটোরিক্সার মালিক হন এবং তিনি নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর প্রদান করেন।	

গাড়ীর ধরণ ও ক্যাপাসিটি	আয়কর (টাকা)
৫২ সিটের অধিক আসন বিশিষ্ট প্রতিটি বাসের জন্য	টাকা ১৬,০০০.০০
৫২ সিট বা উহার কম আসন বিশিষ্ট প্রতিটি বাসের জন্য	টাকা ১১,৫০০.০০
(অ) তাপানুকূল লাক্সারী বাস প্রতিটির জন্য	টাকা ৩৭,৫০০.০০
দোতলা বাস প্রতিটির জন্য	টাকা ১৬,০০০.০০
তাপানুকূল মিনিবাস/কোস্টার প্রতিটির জন্য	টাকা ১৬,০০০.০০
অন্যান্য মিনিবাস ও কোস্টার প্রতিটির জন্য	টাকা ৬,৫০০.০০
কনটেইনার পরিবহনে ব্যবহৃত প্রাইমমুভার প্রতিটির জন্য....	টাকা ২৪,০০০.০০
পাঁচ টনের অধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরি প্রতিটির জন্য	টাকা ১৬,০০০.০০
দেড় টনের বেশি কিন্তু পাঁচ টনের বেশি নহে এইরূপ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরি প্রতিটির জন্য	টাকা ৯,৫০০.০০
দেড় টন বা উহার কম ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক, পিক-আপ, সকল ধরণের হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা মাল বহনকারী বা যাত্রী বহনকারী অটোরিক্সা প্রতিটির জন্য	টাকা ৪,০০০.০০
কিপআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি অথবা অটোরিকশা	টাকা ৪,০০০.০০
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি ট্যাক্সিক্যাবের জন্য	টাকা ১১,৫০০.০০
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এইরূপ প্রতিটি ট্যাক্সিক্যাবের জন্য	টাকা ৪,০০০.০০
৫৪. ধারা-১৩৯ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যান এবং মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস), কোস্টার বা ডাম্পবার্জ হইতে কোন করদাতার অর্জিত সম্পূর্ণ আয় নিম্নবর্ণিত শর্তাধীন আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করণ, যথাঃ-	
(ক) যদি উক্ত করদাতা উক্তরূপ নৌ-যান, কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস), কোস্টার বা ডাম্পবার্জের মালিক হন এবং তিনি নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর প্রদান করেন, যথা;	
অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে	দিবাকালীন যাত্রী পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে যাত্রী প্রতি ১২৫ টাকা
অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনের নিয়োজিত কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস) বা কোস্টারের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে এস টনেজ প্রতি ১৭০ টাকা
অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনের নিয়োজিত ডাম্পবার্জের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে এস টনেজ প্রতি ১২৫ টাকা
(খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত করদাতাকে উক্ত দফায় বর্ণিত হারে আয়কর সংশ্লিষ্ট নৌ-যান, কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস), কোস্টার বা ডাম্পবার্জের সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের পূর্বে প্রদান করিতে হইবে;	
(গ) দফা (ক) এর অধীন প্রদেয় আয়কর সংশ্লিষ্ট কর সার্কেলের উপ-কর কমিশনার এর বরাবর ইস্যুকৃত কোন তফসিলি ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট বা পে অর্ডারের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কর অঞ্চলের আয়কর কোডে জমা প্রদান করিতে হইবে;	
(ঘ) এই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নির্দিষ্ট খাতে নির্ধারিত হারে আয়কর জমা প্রদান করিয়া সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের নিকট হতে অনুমিত আয়কর পরিশোধ সনদ সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন না করা পর্যন্ত উক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত নৌযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিবে না অথবা, ক্ষেত্রমত, সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন করিবে না;	
(ঙ) এই প্রজ্ঞাপনের অধীন আয়কর প্রদানকারীর নৌ-যান, কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস), কোস্টার বা ডাম্পবার্জ হতে অর্জিত আয় প্রদত্ত আয়করের অনুপাতে তার আয়কর রিটার্নে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে, তবে এই খাত হতে রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ প্রদত্ত আয়করের অনুপাতে নিরূপিত আয়ের চেয়ে বেশী হইলে অতিরিক্ত আয়ের জন্য শিডিউলে বর্ণিত হারে আয়কর প্রদান করিতে হইবে;	
(চ) দফা (ক) এ বর্ণিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে উক্ত দফায় নির্ধারিত আয়করের পরিমাণ এর একশত গুণ আয়কর উক্ত নৌ-যান রেজিস্ট্রেশনের সময় পরিশোধ করার শর্তে কোন করদাতার আয়, যাহা উক্ত নৌ-যান ক্রয় বা অর্জনে বিনিয়োগ করা হইয়াছে, আয়কর হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে;	

	<p>(ছ) উক্ত Ordinance এর section ৩৫ অনুযায়ী যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং ঐবৎসর ৭৫ এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে; এবং</p> <p>(জ) Inland Shipping Rules, ১৯৮৬ এ বর্ণিত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে যাত্রী সুরক্ষার জন্য প্রযোজ্য জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ অন্যান্য সুযোগ- সুবিধা নিশ্চিত করা না হইলে এই প্রজ্ঞাপনের অধীন কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।</p> <p>(ঝ) এই প্রজ্ঞাপন তৈলবাহী নৌ-যান (Oil tanker) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।</p>
--	--

১৪। কর ব্যতীত পরিশোধ এর ক্ষেত্রে গ্রস-আপ পূর্বক কর কর্তন বা সংগ্রহ

(১) যেইক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো কর ব্যতীত কোনো পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিগণিত অঙ্কের উপর প্রযোজ্য হারে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

গ = $(১০০ X ক) / (১০০ - খ)$, যেখানে

গ = কর্তনের উদ্দেশ্যে পরিগণিত অঙ্ক,

ক = কর ব্যতীত পরিশোধ এর পরিমাণ,

খ = প্রযোজ্য করহার।

(২) যেইক্ষেত্রে, কর ব্যতীত পরিশোধের প্রাপক, (ক) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনে বাধ্য কিন্তু উহা উপস্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা (খ) ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত 'খ' আইনের অংশ ৭ এর বিধানানুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "কর ব্যতীত পরিশোধ" অর্থ কোনো চুক্তি বা বন্দোবস্তের আওতায় উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ ব্যতিরেকে পরিশোধকারী কর্তৃক প্রাপকের বরাবর কোনো পরিশোধ।

১৫। উৎসে এবং অগ্রিম হিসেবে পরিশোধিত করের ক্রেডিট

আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক উৎসে পরিশোধিত কর আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো করদাতার বেতন, ব্যাংক সুদ আয়, গৃহ-সম্পত্তির বার্ষিক ভাড়া আয়, পেশাগণ ফি প্রাপ্তি ইত্যাদি থেকে উৎসে কর কর্তন করা হলে তা রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত করের স্বপক্ষে কর কর্তনকারী/সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

১৫.১। অগ্রিম কর:

করদাতা যদি অগ্রিম কর পরিশোধ করে থাকেন তাহলে পরিশোধিত করের পরিমাণ আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। অগ্রিম কর পরিশোধের প্রমাণের রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

১৫.২। রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর (ধারা ১৭৩ অনুযায়ী)

রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ের ভিত্তিতে নিরূপিত প্রদেয় আয়কর হতে উৎসে কর্তিত কর এবং অগ্রিম প্রদত্ত কর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট কর পরিশোধের সমর্থনে এ-চালান এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

১৬। প্রত্যর্পণযোগ্য করের সমন্বয়

পূর্বের বছরগুলোতে করদাতার যদি কর ফেরত দাবী/সৃষ্টি থাকে তবে তা তিনি এখানে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো করবর্ষের কর ফেরত দাবী করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে। ধরা যাক, ২০২২-২০২৩ করবর্ষে করদাতার ফেরতযোগ্য করের পরিমাণ ছিল ৫,০০০ টাকা। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের রিটার্নে প্রদর্শিত আয় অনুসারে প্রদেয় মোট আয়করের পরিমাণ ৮,০০০ টাকা। এ অবস্থায় ২০২২-২০২৩ করবর্ষের ফেরতযোগ্য ৫,০০০ টাকা ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে করদাবীর বিপরীতে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী/সমন্বয় করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য তাকে অবশিষ্ট ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

১৭। আয়কর আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত সাধারণ স্পষ্টীকরণ

১। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের কর নিরূপণ আয়কর আইন, ২০২৩ নাকি Income-tax Ordinance, ১৯৮৪ এর অধীন সম্পন্ন হবে?

(ক) ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের কর নিরূপণ আয়কর আইন, ২০২৩ এবং অর্থ আইন, ২০২৩ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। আয়কর আইন, ২০২৩ কার্যকর হবার তারিখ হতে পরবর্তীকালে সকল কার্যবিধি- যেমন, নোটিশ জারি, শুনানীর তারিখ নির্ধারণ, কর নির্ধারণের ধারা আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে।

(খ) তবে, আয় নিরূপণের যে সকল ক্ষেত্রে পরিপালনজনিত ব্যর্থতার কারণে কোনো খরচ অননুমোদনের বিধান আয়কর আইন, ২০২৩ এ রয়েছে কিন্তু Income-tax Ordinance, ১৯৮৪-এ ছিলো না সে সকল বিধান ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে। যেমন, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫তে "ব্যবসা হইতে আয়" পরিগণনাকালে কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য না হবার উল্লেখ রয়েছে। ধারা ৫৫তে উল্লেখিত

যেসকল ক্ষেত্রসমূহ নূতনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে অর্থাৎ Income-tax Ordinance, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০-এ ছিলো না সে সকল বিধান ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হইতে প্রযোজ্য হবে।

- ২। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে “ব্যবসা হইতে আয়” পরিগণনাকালে ক্ষতির জেরটানা ও সমন্বয় আয়কর আইন, ২০২৩ নাকি Income tax Ordinance, ১৯৮৪ এর বিধান প্রযোজ্য হবে?
(ক) আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।
- ৩। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে লভ্যাংশ, ব্যাংক সুদ বা মুনাফা এবং সঞ্চয়পত্রের মুনাফা “অন্যান্য উৎসের আয়” নাকি “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” হিসেবে গণ্য হবে?
(ক) যেহেতু ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের আয় পরিগণনা আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী করতে হবে সেহেতু লভ্যাংশ, ব্যাংক সুদ বা মুনাফা এবং সঞ্চয়পত্রের মুনাফা “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” হিসেবে গণ্য হবে।
- ৪। ২০২২-২০২৩ করবর্ষের কর নিরূপণ আয়কর আইন, ২০২৩ নাকি Income-tax Ordinance, ১৯৮৪ এর অধীন সম্পন্ন হবে?
(ক) ২০২২-২০২৩ করবর্ষের কর নিরূপণ ওহপড়সব-ঃধী গুৎফরহধহপব, ১৯৮৪ এবং অর্থ আইন, ২০২২ এর অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। তবে, আয়কর আইন, ২০২৩ কার্যকর হবার তারিখ হতে পরবর্তীকালে সকল কার্যবিধি-যেমন, নোটিশ জারি, শুনানীর তারিখ নির্ধারণ, কর নির্ধারণের ধারা আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে।
- ৫। আয়কর আইন, ২০২৩ কার্যকর হবার পূর্বের তারিখ পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত অডিট মামলাসমূহ নিষ্পত্তি আয়কর আইন, ২০২৩ নাকি Income-tax Ordinance, ১৯৮৪ অনুসরণ করতে হবে?
(ক) আয়কর আইন, ২০২৩ কার্যকর হবার পূর্বের তারিখ পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত অডিট মামলাসমূহ Income tax Ordinance, ১৯৮৪ এ বর্ণিত বিধানানুসারে নিষ্পত্তি করতে হবে।
- ৬। আয়কর আইন, ২০২৩ এর মাধ্যমে যে সকল উৎস হতে কর্তিত কর নূতন করে নূন্যতম করের আওতায় আনা হয়েছে তা ২০২৩-২০২৪ করবর্ষ হতে কার্যকর হবে নাকি ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে কার্যকর হবে?
(ক) আয়কর আইন, ২০২৩ এর মাধ্যমে যে সকল ক্ষেত্রে নূতন করে নূন্যতম করের বিধান আনয়ন করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে যদি পূর্ব হতেই পৃথক হিসাব সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা থাকে কেবল তখন-ই নূন্যতম করের বিধান প্রযোজ্য হবে।
(খ) আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩(২)(গ) অনুযায়ী নূন্যতম কর প্রযোজ্য এরূপ আয়ের উৎস বা উৎসসমূহের জন্য ধারা ৭২ এর বিধানাবলী অনুসারে নিয়মিতভাবে হিসাব বহি সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক। যেহেতু নিয়মিত হিসাব বহি সংরক্ষণের মতো পরিপালনযোগ্য শর্তের ভূতাপেক্ষ প্রয়োগ বাস্তবসম্মত নয় সেহেতু এসকল বিধানের পূর্ণাঙ্গ পরিপালন ২০২৪-২০২৫ হতে প্রযোজ্য হবে।
- ৭। আয়কর আইন, ২০২৩ এর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনের ফলে অগ্রিম কর পরিশোধের ব্যর্থতায় সৃষ্ট ঘাটতির উপর সরল সুদ উদ্ধৃত হলে তা কি ২০২৩-২০২৪ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে?
(ক) না। আয়কর আইন, ২০২৩ এর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনের ফলে অগ্রিম কর পরিশোধের ব্যর্থতায় সৃষ্ট ঘাটতির উপর সরল সুদ উদ্ধৃত হলে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে তা প্রযোজ্য হবে না।
- ৮। আয়কর আইনের কোন বিধানগুলি ভবিষ্যাপেক্ষ (prospective) এবং কোন বিধানগুলি ভূতাপেক্ষ (retrospective) প্রয়োগ হবে?
(ক) কোনো ব্যক্তির কোনো আয়বর্ষের আয়ের উপর কর পরিগণনা বা কর নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য করহার যেমন: অর্থ আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত করহার বা নূন্যতম করহার ভূতাপেক্ষ (retrospective) প্রয়োগ হবে। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যেমন: পরিপালন সম্পর্কিত সকল বিধানাবলি বা পরিপালন ব্যর্থতা হতে উদ্ধৃত দায় সৃষ্টি করে এমন সকল বিধানাবলি বা উৎসে কর আদায় বা সংগ্রহ সম্পর্কিত বিধানাবলি বা রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধানাবলি বা জরিমানা আরোপ সংক্রান্ত বিধানাবলি ভবিষ্যাপেক্ষ (prospective) প্রয়োগ হবে। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে কোন বিধানগুলো তাৎক্ষণিক প্রযোজ্য বা কোন বিধানগুলো পরবর্তী করবর্ষ হতে প্রযোজ্য। যেমন, রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত যেকোনো বিধান ১ জুলাই তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে। আবার কোনো প্রকারের ব্যয় অনুমোদন বা অননুমোদন সংক্রান্ত বিধানগুলো পরবর্তী করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে। একইভাবে উৎসে করের পরিপালন সংক্রান্ত কোন বিধানের লঙ্ঘনে অংশ-৭ অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ বা জরিমানা আরোপের বিধান ১ জুলাই তারিখ হতেই কার্যকর হবে।

আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম উৎস আয়কর কর্তন হারের তালিকা :

Table-1

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	৮৯.০১	৮৯০১.২০.৩০	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 20 years from the date of commissioning;
২.	৮৯.০১	৮৯০১.৯০.৩০	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 22 years from the date of commissioning;

(a) two percent (2%) on the value of the imported goods in the case of import of goods specified in the Table-2 below: -

Table-2

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	০৭.০৩	০৭০৩.২০.৯০	Garlic: Other
২.	১০.০৫	১০০৫.৯০.৯০	Other Maize, Excluding wrapped/canned upto 2.5 kg
৩.	১৭.০১	১৭০১.১৪.০০	Raw Sugar not containing added flavouring or colouring matter:
৪.	২৩.০৯	২৩০৯.৯০.৯০	Other cane sugar Preparations of a kind used in animal feeding other: other
৫.	২৫.২৩	২৫২৩.১০.২০	Cement clinkers, imported by vat registered manufacturers of cement
৬.	২৬.০২	২৬০২.০০.০০	Manganese ores/concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more calculated on the dry
৭.	২৭.০৯	২৭০৯.০০.০০	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
৮.	২৭.১০	২৭১০.১২.১১	Motor spirit of H.B.O.C Type
৯.	২৭.১০	২৭১০.১২.১৯	Other motor spirits, including aviation spirit
১০.	২৭.১০	২৭১০.১২.২০	Spirit type jet fuel
১১.	২৭.১০	২৭১০.১২.৩১	White spirit
১২.	২৭.১০	২৭১০.১২.৩২	Naphtha
১৩.	২৭.১০	২৭১০.১২.৩৯	Other
১৪.	২৭.১০	২৭১০.১২.৪১	J.P.1 kerosene type jet fuels
১৫.	২৭.১০	২৭১০.১২.৪৩	Other kerosene
১৬.	২৭.১০	২৭১০.১২.৪২	J.P.4 kerosene type jet fuels
১৭.	২৭.১০	২৭১০.১২.৪৯	Other kerosene
১৮.	২৭.১০	২৭১০.১২.৫০	Other medium oils and preparations
১৯.	২৭.১০	২৭১০.১২.৬১	Light diesel oils
২০.	২৭.১০	২৭১০.১২.৬২	High speed diesel oils
২১.	২৭.১০	২৭১০.১২.৬৯	Other
২২.	২৭.১০	২৭১০.১৯.১১	Furnace oil

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
୨୭.	୨୧.୧୦	୨୧୧୦.୧୧.୧୧	Other
୨୮.	୨୧.୧୧	୨୧୧୧.୧୨.୦୦	Propane
୨୯.	୨୧.୧୧	୨୧୧୧.୧୭.୦୦	Butanes
୩୦.	୨୧.୧୭	୨୧୧୭.୨୦.୧୦	Petroleum bitumen-In Drum
୩୧.	୨୧.୧୭	୨୧୧୭.୨୦.୬୦	Petroleum bitumen-Other
୩୨.	୮୧.୦୨	୮୧୦୨.୧୦.୧୦	Raw Skins of Sheep or Lambs with Wool On
୩୩.	୮୧.୦୨	୮୧୦୨.୨୧.୦୦	Raw skins of sheep or lambs- Without wool on: Pickled
୩୪.	୮୧.୦୨	୮୧୦୨.୨୩.୦୦	Raw skins of sheep or lambs- Without wool on other
୩୫.	୮୧.୦୭	୮୧୦୭.୨୦.୦୦	Other raw hides and skins-Of reptiles
୩୬.	୮୧.୦୭	୮୧୦୭.୬୦.୦୦	Other raw hides and skins-Other
୩୭.	୧୨.୧୭	All H.S Code	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel
୩୮.	୧୨.୧୮	All H.S Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling
୩୯.	୧୨.୧୯	All H.S Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel
୪୦.	୧୨.୧୬	All H.S Code	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel
୪୧.	୮୮.୦୮	୮୮୦୮.୬୦.୧୦	Engines of capacity 3 to 45 HP
୪୨.	୮୮.୦୮	୮୮୦୮.୬୦.୬୦	Other
୪୩.	୮୮.୧୭	୮୮୧୭.୧୦.୦୦	Other centrifugal pumps; Other pumps; liquid elevators
୪୪.	୮୮.୭୧	୮୮୭୧.୧୦.୦୦	Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetable; Other machinery
୪୫.	୮୮.୬୧	୮୮୬୧.୨୩.୦୦	Other, Other tools
୪୬.	୮୯.୧୧	୮୯୧୧.୧୨.୧୦	Cellular (Mobile/fixed wireless) telephone set;
୪୭.	୮୯.୧୧	୮୯୧୧.୧୦.୦୦	Loaded Printed Circuit Board/ PCB; Assembled/ Mother Board for Cellular Phone; Key; Keypad housing; Keypad Dome; Front Shell; Vibrator; Motor; Touch Panel; Touch Panel Glass for mobile phone; Liquid Crystal Module; Camera Module; Input- Output (I/O) Port; Internal Earphone; Microphone; Antenna; Receiver;

(b) taka five hundred per ton in the case of import of goods specified in the Table-3 below:

Table-3

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
୧.	୧୨.୦୭	All H.S Code	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms.
୨.	୧୨.୦୮	All H.S Code	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel. Iron and non-alloy steel in ingots
୩.	୧୨.୦୬	୧୨୦୬.୧୦.୦୦	or other primary forms (excluding iron of heading ୧୨.୦୭)- Ingots
୪.	୧୨.୦୧	All H.S code	Semi-finished products of iron or non-alloy steel
୫.	୮୬.୦୮	୮୬୦୮.୦୦.୦୦	Vessels and other floating

Table-4

(c) zero percent (0%) on the value of imported goods in the case of import of goods specified in the Table-4 below:-

SI No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
୧.	୦୧.୦୨	୦୧୦୨.୨୧.୦୦	Live bovine animals. Cattle: Pure-bred breeding animals
୨.	୦୧.୦୨	୦୧୦୨.୨୨.୦୦	Live bovine animals Cattle: Other
୩.	୦୧.୦୨	୦୧୦୨.୩୧.୦୦	Live bovine animals. Buffalo: Pure-bred breeding animals
୪.	୦୧.୦୨	୦୧୦୨.୩୨.୦୦	Live bovine animals. Buffalo: Other
୫.	୦୧.୦୨	୦୧୦୨.୩୩.୧୦	Live bovine animals Other: Pure-bred breeding animals
୬.	୦୧.୦୨	୦୧୦୨.୩୩.୨୦	Live bovine animals Other: Other
୭.	୦୧.୦୯	୦୧୦୯.୧୧.୧୦	Live poultry Weighing not more than 185 g: Fowls of the species Gallus domesticus: Parent Stock of one day chick
୮.	୦୧.୦୯	୦୧୦୯.୧୨.୧୦	Live poultry Weighing not more than 185 g: Turkeys: Parent stock of one day chick
୯.	୦୧.୦୯	୦୧୦୯.୧୩.୧୦	Live poultry Weighing not more than 185 g: Ducks: Parent stock of one day chick
୧୦.	୦୧.୦୯	୦୧୦୯.୧୪.୧୦	Live poultry Weighing not more than 185 g: Geese: Parent stock of one day chick
୧୧.	୦୧.୦୯	୦୧୦୯.୧୫.୧୦	Live poultry Weighing not more than 185 g: Guinea fowls: Parent stock of one day chick
୧୨.	୦୩.୦୧	୦୩୦୧.୧୧.୧୦	Live fish. Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)-Fry
୧୩.	୦୩.୦୧	୦୩୦୧.୧୨.୧୦	Live fish. -Eels (Anguilla spp.)-Fry
୧୪.	୦୩.୦୧	୦୩୦୧.୧୩.୧୦	Live fish. Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)-Fry
୧୫.	୦୩.୦୧	୦୩୦୧.୧୪.୧୦	Live fish. -Other: Fry
୧୬.	୦୩.୦୬	୦୩୦୬.୦୧.୧୦	Crustaceans -Live, fresh or chilled Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): Fry

SI No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
১৭.	০৩.০৬	০৩০৬.৩২.১০	Crustaceans -Live, fresh or chilled Lobsters (Homarus spp.): Fry
১৮.	০৩.০৬	০৩০৬.৩৩.১০	Crustaceans -Live, fresh or chilled: Crabs: Fry
১৯.	০৩.০৬	০৩০৬.৩৫.১০	Crustaceans -Live, fresh or chilled Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon): Fry (New created)
২০.	০৩.০৬	০৩০৬.৩৬.১০	Crustaceans -Live, fresh or chilled Other shrimps and prawns: Fry
২১.	০৫.১০	০৫১০.০০.১০	Glands including pituitary glands
২২.	০৫.১১	All H.S code	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3 of FIRST SCHEDULE of Customs Act,1969, unfit for human consumption.
২৩.	০৬.০১	০৬০১.১০.০০	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant
২৪.	০৬.০১	০৬০১.২০.০০	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots
২৫.	০৬.০২	০৬০২.১০.০০	Unrooted cuttings and slips
২৬.	০৬.০২	০৬০২.২০.০০	Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts
২৭.	০৬.০২	০৬০২.৩০.০০	Rhododendrons and azaleas, grafted or not
২৮.	০৬.০২	০৬০২.৪০.০০	Roses, grafted or not
২৯.	০৭.০১	০৭০১.১০.১০	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
৩০.	০৭.০১	০৭০১.১০.৯০	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Other
৩১.	০৭.০৩	০৭০৩.১০.১৯	Onions: Other
৩২.	০৭.১৩	০৭১৩.১০.৯০	Peas (Pisum sativum): Other
৩৩.	০৭.১৩	০৭১৩.২০.৯০	Chickpeas (garbanzos): Other
৩৪.	০৭.১৩	০৭১৩.৪০.৯০	Lentils: Other
৩৫.	০৭.১৩	০৭১৩.৯০.৯০	Other: Other
৩৬.	১০.০১	১০০১.১১.১০	Durum wheat Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
৩৭.	১০.০১	১০০১.১১.৯০	Durum wheat Seed: Other
৩৮.	১০.০১	১০০১.১৯.১০	Durum wheat Other: Wrapped/canned upto 2.5 kg
৩৯.	১০.০১	১০০১.১৯.৯০	Durum wheat Other: Other
৪০.	১০.০১	১০০১.১৯.৯০	Other Wheat Seed: Other
৪১.	১০.০১	১০০১.১৯.৯০	Other Wheat: Other
৪২.	১০.০৫	১০০৫.১০.১০	Maize (corn). Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
৪৩.	১০.০৫	১০০৫.১০.৯০	Maize (corn). Seed: Other
৪৪.	১২.০১.১০	১২০১.১০.৯০	broken. Seed: Other
৪৫.	১২.০১	১২০১.৯০.৯০	Soya beans, whether or not broken. Other: Other

SI No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
86.	12.08	1208.00.90	Linseed, whether or not broken Other
89.	12.04	1204.10.90	Low erucic acid rape or colza seeds: Other
87.	12.06	1206.00.90	Sunflower seeds, whether or not broken Other
88.	12.09	1209.80.90	Sesamum seeds: Other
90.	12.09	1209.40.90	Mustard seeds: Other
91.	12.06	1206.10.00	Sugar beet seeds
92.	12.06	1206.21.00	Seeds of forage plants: Lucerne (alfalfa) seeds
93.	12.06	1206.29.00	Seeds of forage plants: Fescue seeds
94.	12.06	1206.28.00	Seeds of forage plants: Kentucky blue grass (poa pratensis L.) seeds
95.	12.06	1206.24.00	Seeds of forage plants: Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seeds
96.	12.06	1206.25.00	Seeds of forage plants: Other
99.	12.06	1206.90.00	Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
97.	12.06	1206.91.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Vegetable seeds
98.	12.06	1206.99.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Other
100.	15.09	1509.10.00	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Crude oil, whether or not degummed
101.	15.09	1509.50.10	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other: Refined
102.	15.09	1509.50.90	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other: Other
103.	15.11	1511.10.10	Crude oil: Imported by VAT registered edible oil refinery industries
104.	15.11	1511.10.90	Crude oil: Other
105.	15.11	1511.10.90	Other including refined palm oil
106.	15.12	1512.19.00	Sunflower-seed or safflower oil and fraction thereof: Other
107.	15.14	1514.29.00	Maize (corn) oil and its fractions: Other
108.	19.01	1901.12.00	Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Beet sugar
109.	19.01	1901.19.00	Cane sugar specified in Subheading Note 2 to Chapter 17 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969
110.	23.01	2301.10.10	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Wrapped/canned up to 2.5 kg
111.	23.01	2301.10.90	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Other
112.	23.01	2301.20.10	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Wrapped/canned up to 2.5 kg
113.	23.01	2301.20.90	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Other

SI No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
98.	23.02	2302.30.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of maize (corn)
99.	23.02	2302.30.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of wheat
96.	23.02	2302.80.30	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Rice bran
99.	23.02	2302.80.50	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Other
97.	23.02	2302.40.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of leguminous plants
95.	23.03	2303.30.00	Residues of starch manufacture and similar residues
100.	23.03	2303.20.00	Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
101.	23.04	2304.00.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil
102.	23.05	2305.30.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of cotton seeds
103.	23.05	2305.20.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of linseed
104.	23.05	2305.30.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of sunflower seeds
105.	23.05	2305.83.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of rape or colza seeds: Of low erucic acid rape or colza
106.	23.05	2305.85.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of rape or colza seeds: Other
107.	23.05	2305.40.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or

SI No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
			23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of coconut or copra
୮୮.	୨୭.୦୬	୨୭୦୬.୬୦.୦୦	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Of palm nuts or kernels
୮୯.	୨୭.୦୬	୨୭୦୬.୯୦.୦୦	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969 Other
୯୦.	୨୭.୦୮	୨୭୦୮.୦୦.୦୦	Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by- products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.
୯୧.	୨୭.୦୯	୨୭୦୯.୯୦.୧୧	Vitamin or mineral or amino acid or combination of both (feed grade)
୯୨.	୨୭.୦୯	୨୭୦୯.୯୦.୧୨	Vitamin premix or mineral or amino acid premix or combination of both (feed grade)
୯୩.	୨୭.୦୯	୨୭୦୯.୯୦.୧୩	Probiotics or Prebiotics or combination of both (feed grade)
୯୪.	୨୭.୦୯	୨୭୦୯.୯୦.୧୪	Essential oil or combination of essential oils (feed grade)
୯୫.	୨୭.୦୯	୨୭୦୯.୯୦.୧୫	Other
୯୬.	୨୬.୦୧	୨୬୦୧.୧୧.୦୦	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Non- agglomerated
୯୭.	୨୬.୦୧	୨୬୦୧.୧୨.୦୦	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Agglomerated
୯୮.	୨୬.୦୧	୨୬୦୧.୨୦.୦୦	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Roasted iron pyrite
୯୯.	୨୮.୨୧	୨୮୨୧.୧୦.୦୦	Iron oxides and hydroxides
୧୦୦.	୨୮.୭୭	୨୮୭୭.୨୧.୦୦	Other sulphates: Of magnesium
୧୦୧.	୨୮.୭୭	୨୮୭୭.୨୯.୧୦	Zinc sulphate
୧୦୨.	୨୮.୮	୨୮୮୦.୧୯.୦୦	Disodium tetraborate (refinedborax): Other
୧୦୩.	୩୦.୦୨	୩୦୦୨.୮୧.୦୦	Vaccines for human medicine
୧୦୪.	୩୦.୦୬	୩୦୦୬.୬୦.୦୦	Chemical contraceptive preparations based on hormones on other products of heading 29.37 or on spermicides:
୧୦୫.	୩୧.୦୧	୩୧୦୧.୦୦.୦୦	Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products.
୧୦୬.	୩୧.୦୨	୩୧୦୨.୧୦.୦୦	Urea, whether or not in aqueous solution
୧୦୭.	୩୧.୦୨	୩୧୦୨.୨୯.୦୦	Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate: Other
୧୦୮.	୩୧.୦୨	୩୧୦୨.୩୦.୦୦	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution
୧୦୯.	୩୧.୦୨	୩୧୦୨.୮୦.୦୦	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances
୧୧୦.	୩୧.୦୨	୩୧୦୨.୫୦.୦୦	Sodium nitrate

SI No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
୧୧୧.	୩୧.୦୨	୩୧୦୨.୬୦.୦୦	Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate
୧୧୨.	୩୧.୦୨	୩୧୦୨.୮୦.୦୦	Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution
୧୧୩.	୩୧.୦୨	୩୧୦୨.୯୦.୦୦	Other including mixtures not specified in the foregoing sub-headings
୧୧୪.	୩୧.୦୩	୩୧୦୩.୧୧.୧୦	Superphosphates: Containing by weight 35 % or more of diphosphorus pentoxide (P ₂ O ₅): Triple superphosphates
୧୧୫.	୩୧.୦୩	୩୧୦୩.୯୦.୦୦	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. -Other
୧୧୬.	୩୧.୦୪	୩୧୦୪.୨୦.୦୦	Potassium chloride
୧୧୭.	୩୧.୦୫	୩୧୦୫.୧୦.୦୦	Goods of Chapter 31 of FIRSTSCHEDULE of Customs Act, 1969 in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg
୧୧୮.	୩୧.୦୫	୩୧୦୫.୨୦.୦୦	Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium
୧୧୯.	୩୧.୦୫	୩୧୦୫.୫୯.୦୦	Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus: Other
୧୨୦.	୩୧.୦୫	୩୧୦୫.୬୦.୦୦	Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorus and Potassium
୧୨୧.	୩୧.୦୫	୩୧୦୫.୯୦.୦୦	Other
୧୨୨.	୩୯.୦୭	୩୯୦୭.୬୧.୧୦	Poly (ethylene terephthalate): Having an viscosity number of 78 ml/g or higher-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
୧୨୩.	୩୯.୦୭	୩୯୦୭.୬୧.୯୦	Poly (ethylene terephthalate): Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Other
୧୨୪.	୩୯.୦୭	୩୯୦୭.୬୯.୧୦	Poly (ethylene terephthalate): Other-Imported by VAT registered textile yarn Manufacturer
୧୨୫.	Chapter 47 of First Schedule of customs Act, 1969	All H.S code	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard as per Chapter 47 of First Schedule of Customs Act, 1969
୧୨୬.	୪୯.୦୨	All H.S code	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material.
୧୨୭.	୫୨.୦୧	୫୨୦୧.୦୦.୦୦	Cotton, not carded or combed
୧୨୮.	୫୨.୦୨	୫୨୦୨.୯୯.୯୦	Other
୧୨୯.	୫୨.୦୩	୫୨୦୩.୦୦.୦୦	Cotton, carded or combed
୧୩୦.	୫୫.୦୧	୫୫୦୧.୩୦.୧୦	Acrylic or modacrylic: Imported by VAT registered synthetic staple fibre manufacturer
୧୩୧.	୫୫.୦୩	୫୫୦୩.୧୧.୦୦	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning. Of nylon or other polyamides: Of aramids

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
102.	44.00	4400.20.00	Of polyesters
103.	44.00	4400.30.00	Acrylic or modacrylic
104.	44.00	4400.80.00	Of polypropylene
105.	44.08	All H.S code	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning
106.	44.08	All H.S code	Waste (including noils, yarn waste and garneted stock) of man- made fibres.
109.	44.06	4406.10.00	Of nylon or other polyamides
107.	44.06	4406.20.00	Of polyesters
108.	44.06	4406.30.00	Acrylic or modacrylic
180.	44.06	4406.90.00	Other
181.	44.09	4409.00.00	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
182.	91.02	9102.21.00	Unworked or simply sawn, cleaved or bruted
183.	9104	9104.12.10	Gold dores imported by Industrial IRC holder VAT compliant gold refinery
184.	9104	9104.12.90	Other
185.	9104	9104.13.00	Other semi-manufactured forms]
186.	84.09	8409.10.00	Aircraft Engine
187.	84.09	8409.90.90	Other
188.	84.09	8409.90.90	Other
189.	84.21	8421.21.20	Haemodialyser (Artificial Kidney)
190.	84.80	8480.12.10	Computer printer
191.	84.80	8480.13.10	Toner cartridge/Inkjet cartridge for Computer Printer
192.	84.80	8480.13.20	Other parts for Computer Printer
193.	84.90	8490.10.00	Parts and accessories of the machines of heading No.84.71 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 1969
194.	85.19	8519.12.10	Transmitting and receiving Apparatus
195.	85.19	8519.12.20	Telephonic or telegraphic switching apparatus
196.	85.19	8519.12.30	Modem; Ethernet interface card; network switch; hub; router
197.	85.20	8520.21.12	Database operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
198.	85.20	8520.21.90	Other
199.	85.20	8520.28.12	Database; operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
200.	85.20	8520.28.90	Other
201.	85.20	8520.41.10	Flash memory card or similar media
202.	85.20	8520.41.10	Proximity Cards and tags
203.	85.24	8524.10.90	Transmission apparatus: Other
204.	85.24	8524.10.90	Transmission apparatus incorporating reception apparatus: Other
205.	85.25	8525.82.00	Cathode-ray tube monitors: -Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71
206.	85.25	8525.82.10	Computer monitor size not exceeding 22 inch

SI No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
169.	87.02	8702.90.11	Built-up, Double Decker bus: Using CNG/LPG/LNG as fuel
170.	87.10	8710.10.00	Carriages for disabled persons- Not mechanically propelled
171.	87.10	8710.90.00	Wheel Chair]
190.	88.02	8802.20.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg
191.	88.02	8802.30.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg
192.	88.02	8802.80.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg
193.	90.18	9018.90.20	Hemo dialysis machine/Baby incubator/Baby warmer
198.	90.18	9018.90.30	Angiographic catheter, guide catheter, guide wire, introducer sheath, PTCA dilatation catheter, balloons, stents
199.	90.22	9022.29.00	Artificial teeth and dental fittings: Other
200.	90.22	9022.31.00	Other artificial parts of the body: Artificial joints
201.	90.22	9022.39.00	Other artificial parts of the body: Other
202.	90.22	9022.80.00	Hearing aids, excluding parts and accessories
203.	91.01	9101.19.10	Specially designed for the use of the blind
204.	91.01	9101.29.10	Specially designed for the use of the blind
205.	91.01	9101.91.10	Specially designed for the use of the blind
206.	91.01	9101.99.10	Specially designed for the use of the blind
207.	91.02	9102.11.10	Specially designed for the use of the blind
208.	91.02	9102.19.10	Specially designed for the use of the blind
209.	91.02	9102.21.10	Specially designed for the use of the blind
210.	91.02	9102.29.10	Specially designed for the use of the blind
211.	91.02	9102.91.10	Specially designed for the use of the blind
212.	91.02	9102.99.10	Specially designed for the use of the blind
213.	91.12	9112.10.10	Ribbons: Computer printer ribbons
214.	--	--	Double decker bus run by compressed natural gas (CNG) or any bus having a capacity of forty or more seats run by compressed natural gas (CNG) (H.S. Heading 87.02)
215.	--	--	Capital machinery, not imported for commercial purpose
216.	--	--	Triple super phosphates, DAP fertilizer, MOP fertilizer and NPK fertilizer, ammonium sulfate, potassium sulfate, magnesium sulfate and solubor (boron)

(d) Zero percent (0%) on the value of imported goods in the case of import from Bhutan of the following of the following goods specified in the Table-5 below:

Table-5

SI No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	09.08	All H. S. Code	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
2.	09.04	All H. S. Code	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.

SI No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
୭.	୦୧.୦୯	All H. S. Code	Other vegetables, fresh or chilled
୮.	୦୮.୦୧	୦୮୦୧.୧୦.୧୦	Oranges: Wrapped/canned upto 2.5 kg
୯.	୦୮.୦୧	୦୮୦୧.୧୦.୯୦	Oranges: Other
୧୦.	୦୮.୦୮	All H. S. Code	Apples, pears and quinces, fresh.
୧୧.	୦୯.୦୮	୦୯୦୮.୧୧.୧୦	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta: dried or neither crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
୧୨.	୦୯.୦୮	୦୯୦୮.୧୧.୯୦	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta: dried or neither crushed or ground: Other
୧୩.	୦୯.୦୮	୦୯୦୮.୧୨.୧୦	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
୧୪.	୦୯.୦୮	୦୯୦୮.୧୨.୯୦	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Other
୧୫.	୦୯.୦୮	୦୯୦୮.୧୩.୧୦	Cardamoms: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
୧୬.	୦୯.୦୮	୦୯୦୮.୧୩.୯୦	Cardamoms: Crushed or ground: other
୧୭.	୦୯.୧୦	୦୯୧୦.୧୧.୧୦	Ginger: Neither Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
୧୮.	୦୯.୧୦	୦୯୧୦.୧୧.୯୦	Ginger: Neither Crushed or ground: Other
୧୯.	୦୯.୧୦	୦୯୧୦.୧୨.୧୦	Ginger: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
୨୦.	୦୯.୧୦	୦୯୧୦.୧୨.୯୦	Ginger: Crushed or ground: Other
୨୧.	୨୩.୦୧	୨୩୦୧.୯୦.୦୦	Other
୨୨.	୨୦.୦୯	All H. S. Code	Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
୨୩.	୨୧.୧୫	୨୧୧୫.୯୦.୧୦	Boulder stone
୨୪.	୨୧.୧୮	୨୧୧୮.୧୦.୦୦	Dolomite, not calcined or sintered
୨୫.	୨୧.୧୮	୨୧୧୮.୨୦.୦୦	Calcined or sintered dolomite
୨୬.	୨୧.୧୮	୨୧୧୮.୩୦.୦୦	Dolomite ramming mix
୨୭.	୨୧.୨୦	୨୧୨୦.୧୦.୧୦	Gypsum; anhydrite: Gypsum, imported as fertilizer
୨୮.	୨୧.୨୦	୨୧୨୦.୧୦.୯୦	Gypsum; anhydrite: Other
୨୯.	୨୧.୨୧	୨୧୨୧.୦୦.୧୦	Imported by VAT registered lime or cement or calcium carbonate manufacturers
୩୦.	୨୧.୨୧	୨୧୨୧.୦୦.୯୧	Boulder limestone
୩୧.	୨୧.୨୧	୨୧୨୧.୦୦.୯୯	Other
୩୨.	୩୮.୧୫	୩୮୧୫.୦୦.୯୦	Other
୩୩.	୮୮.୦୩	All H.S code	Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.
୩୪.	୮୮.୦୮	All H.S code	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chip wood and the like.
୩୫.	୮୮.୦୧	All H.S code	Wood wool; wood flour.

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
৩২.	৭২.০২	৭২০২.২১.০০	Ferro-silicon: Containing by weight more than 55% of silicon
৩৩.	৭২.০৭	৭২০৭.১৯.০০	Other:

(e) Three percent (3%) on the value of the imported goods in the case of import of goods specified in the Table-6 below:

Table-6

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
১.	২৫.০৬	২৫০৬.২০.০০	Quartzite
২.	২৫.১৮	২৫১৮.১০.০০	Dolomite not calcined or sintered
৩.	২৫.২১	২৫২১.০০.১০	Lime Stone only used for cement manufacturing
৪.	২৬.১৮	২৬১৮.০০.০০	Slag only used for cement manufacturing
৫.	২৬.২০	২৬২০.৯৯.১০	Fly Ash only used for cement manufacturing
৬.	২৭.০৪	২৭০৪.০০.০০	Coke and semi- coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon
৭.	৫৩.০৫	৫৩০৫.০০.১০	Coco substate, Coco pellet, Growing media
৮.	৭২.০৮	৭২০৮.৩৯.২০	Hot rolled coil used only for CI sheet manufacturing
৯.	৭৯.০১	৭৯০১.১১.৯০	Zink, Not Alloyed, >=99.99% Pure, Nes used only for CI sheet manufacturing

(f) Twenty percent (20%) on the value of the imported goods in the case of import of goods specified in the Table-7 below:

Table-7

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
১.	২২.০৭	২২০৭.১০.০০	Undenatured Ethyl Alcohol, Of Alcoholic Strength >=80% By Vol.
২.	২২.০৭	২২০৭.২০.০০	Ethyl Alcohol and Other Denatured Spirits of Any Strength
৩.	২২.০৮	২২০৮.২০.০০	Spirits from Distilled Grape Wine or Grape Marc
৪.	২২.০৮	২২০৮.৩০.০০	Whiskeys
৫.	২২.০৮	২২০৮.৪০.০০	Rum and Tafia
৬.	২২.০৮	২২০৮.৫০.০০	Gin and Geneva
৭.	২২.০৮	২২০৮.৬০.০০	Vodka
৮.	২২.০৮	২২০৮.৭০.০০	Liqueurs and Cordials
৯.	২২.০৮	২২০৮.৯০.০০	Other Spirituous Beverages, Nes
১০.	৩৩.০৮	৩৩০৩.০০.০০	Perfumes and Toilet Waters

- যেইক্ষেত্রে এই বিধির অধীন উৎসে করের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে, এইরূপ আমদানিকারক অথবা আমদানি হইতে আয়, কোনো আয়বর্ষে করমুক্ত হয় বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আমদানিকারকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য কোনো কর কর্তন ছাড়াই বা হ্রাসকৃত হারে উৎসে কর কর্তনের জন্য, যেইরূপ উপযুক্ত প্রতীয়মান হয়, সেইরূপে লিখিতভাবে সনদপত্র দিতে পারিবে।
- (৩) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য” বলিতে বুঝাইবে Customs Act, ১৯৬৯ (অপঃ ঘড়. ওঠ ড়ভ ১৯৬৯) এর ধারা ২৫ অনুযায়ী নির্ধারিত আমদানি পণ্যের মূল্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কর অঞ্চলভিত্তিক আয়কর জামাদানের হিসাব কোড ঃ

আয়কর কর্তৃপক্ষ ও করদাতাদের সুবিধার্থে সরকারী কোষাগারে আয়কর জমার ক্ষেত্রে কর অঞ্চলভিত্তিক হিসাব কোড নম্বর নিম্নে দেয়া হলো:

কর অঞ্চল	আয়কর কোম্পানী-সমূহ	আয়কর কোম্পানী-ব্যতিত	অন্যান্য ফি সমূহ
কর অঞ্চল-১, ঢাকা	১-১১৪১-০০০১-০১০১	১-১১৪১-০০০১-০১১১	১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, ঢাকা	১-১১৪১-০০০৫-০১০১	১-১১৪১-০০০৫-০১১১	১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা	১-১১৪১-০০১০-০১০১	১-১১৪১-০০১০-০১১১	১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা	১-১১৪১-০০১৫-০১০১	১-১১৪১-০০১৫-০১১১	১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা	১-১১৪১-০০২০-০১০১	১-১১৪১-০০২০-০১১১	১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা	১-১১৪১-০০২৫-০১০১	১-১১৪১-০০২৫-০১১১	১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩০-০১০১	১-১১৪১-০০৩০-০১১১	১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩৫-০১০১	১-১১৪১-০০৩৫-০১১১	১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮০-০১০১	১-১১৪১-০০৮০-০১১১	১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮৫-০১০১	১-১১৪১-০০৮৫-০১১১	১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯০-০১০১	১-১১৪১-০০৯০-০১১১	১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯৫-০১০১	১-১১৪১-০০৯৫-০১১১	১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা	১-১১৪১-০১০০-০১০১	১-১১৪১-০১০০-০১১১	১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা	১-১১৪১-০১০৫-০১০১	১-১১৪১-০১০৫-০১১১	১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	১-১১৪১-০১১০-০১০১	১-১১৪১-০১১০-০১১১	১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৪০-০১০১	১-১১৪১-০০৪০-০১১১	১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৪৫-০১০১	১-১১৪১-০০৪৫-০১১১	১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৫০-০১০১	১-১১৪১-০০৫০-০১১১	১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০১৩৫-০১০১	১-১১৪১-০১৩৫-০১১১	১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- খুলনা	১-১১৪১-০০৫৫-০১০১	১-১১৪১-০০৫৫-০১১১	১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রাজশাহী	১-১১৪১-০০৬০-০১০১	১-১১৪১-০০৬০-০১১১	১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রংপুর	১-১১৪১-০০৬৫-০১০১	১-১১৪১-০০৬৫-০১১১	১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- সিলেট	১-১১৪১-০০৭০-০১০১	১-১১৪১-০০৭০-০১১১	১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বরিশাল	১-১১৪১-০০৭৫-০১০১	১-১১৪১-০০৭৫-০১১১	১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- গাজীপুর	১-১১৪১-০১২০-০১০১	১-১১৪১-০১২০-০১১১	১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- নারায়ণঞ্জ	১-১১৪১-০১১৫-০১০১	১-১১৪১-০১১৫-০১১১	১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বগুড়া	১-১১৪১-০১৪০-০১০১	১-১১৪১-০১৪০-০১১১	১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- কুমিল্লা	১-১১৪১-০১৩০-০১০১	১-১১৪১-০১৩০-০১১১	১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ	১-১১৪১-০১২৫-০১০১	১-১১৪১-০১২৫-০১১১	১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬
বৃহৎ করদাতা ইউনিট	১-১১৪৫-০০১০-০১০১	১-১১৪৫-০০১০-০১১১	১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬
কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল	১-১১৪৫-০০০৫-০১০১	১-১১৪৫-০০০৫-০১১১	১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬

১৯। আয়কর আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কিউ
আর কোডগুলো স্ক্যান করুন :-

১৯.১। পরিশিষ্ট-৩ : আয়কর আইন-২০২৩



১৯.৪। পরিশিষ্ট-৬ : আয়কর নির্দেশিকা-২০২৩



১৯.২। পরিশিষ্ট-৪ : অর্থ আইন-২০২৩



১৯.৫। পরিশিষ্ট-৭ : আয়কর ফরম-২০২৩ (ইংরেজি)



১৯.৩। পরিশিষ্ট-৫ : আয়কর পরিপত্র-২০২৩



১৯.৬। পরিশিষ্ট-৮ : আয়কর ফরম-২০২৩ (বাংলা)



দ্বিতীয় অধ্যায়

আমদানি শুল্ক

দ্বিতীয় অধ্যায় আমদানি শুল্ক

১। শুল্ক কর/কাস্টমস্ ডিউটি

ব্যবসা বাণিজ্যের অনিবার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে শুল্ক কর/কাস্টমস্ ডিউটি। শুল্ক আইন, ১৯৬৯ ও তদধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং প্রজ্ঞাপন, আদেশের আওতায় পণ্যের আমদানি ও রপ্তানী কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে।

২। পণ্যের আমদানি ও রপ্তানী যোগ্যতা

পণ্যের আমদানি ও রপ্তানী যোগ্যতা নিরূপিত হয় আমদানি ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রন আইনের অধীনে প্রণীত আমদানি আদেশ ও রপ্তানী আদেশের মাধ্যমে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি তিন বছরের জন্য আমদানিনিীতি আদেশ প্রণীত হয়ে থাকে। আমদানি নীতি আদেশে বর্ণিত আমদানি নিষিদ্ধ ও শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহ ব্যতিত সকল পণ্যই অবাধে আমদানিযোগ্য। একইভাবে রপ্তানী নীতি আদেশে বর্ণিত রপ্তানী নিষিদ্ধ ও শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানীযোগ্য পণ্যসমূহ ব্যতিত সকল পণ্যই অবাধে রপ্তানী যোগ্য।

আমদানি নীতি আদেশে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে পণ্য আমদানির পর শুল্ক স্টেশন থেকে পণ্য ছাড়করণের জন্য পণ্যের ঘোষণা বিষয়ে যে বিল অব এন্ট্রি দাখিল করতে হয় তার সাথে যে সব দলিলাদি উপস্থাপন করতে হয় তা হচ্ছে:-

- ইমপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট (IGM);
- লেটার অব ক্রেডিট অথরাইজেশন (LCA);
- আইআরসি'র কপি;
- বিল অব লেডিং বা এয়ারওয়ে বিল;
- পণ্যের ব্যাংক সার্টিফাইড ইনভয়েস
- পণ্যের প্যাকিং লিস্ট
- বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (BIN)
- ট্যাক্স পেয়ার্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (TIN)
- সার্টিফিকেট অব অরিজিন (CoO)

৩। শুল্কযোগ্য পণ্য

শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৮ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত পণ্য সমূহের উপর কাস্টমস শুল্ক আরোপিতঃ

(ক) বাংলাদেশে আমদানিকৃত বা বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত পণ্য

(খ) কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র হতে যে কোন কাস্টমস্ স্টেশনে আনীত পণ্য এবং সেখানে শুল্ক পরিশোধ না করে ট্রান্সশীপ বা পরিবহন করে বা অতঃপর বহন করে বা অন্য কোন শুল্ক স্টেশনে আমদানি করা হয়।

(গ) এক কাস্টমস স্টেশন হতে অন্য কাস্টমস স্টেশনে বন্ডে আনীত পণ্য। তবে কোন কাস্টমস শুল্ক অথবা বলবত কোন আইনের অধীনে কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপনীয় অন্য কর আরোপ ও আদায় করা হবে না, যদি কোন একটি চালানের পণ্যমূল্য ১,০০০ (এক হাজার) টাকার অধিক না হয় এবং শুল্ক করের মোট পরিমাণ ১,০০০ (এক হাজার) টাকার অধিক না হয়। এবং

(ঘ) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রথম তফসিল এ উল্লেখিত পণ্যসমূহের উপর নির্ধারিত কাস্টমস্ শুল্কের সর্বোচ্চ হারের অধিক নয়-এমন হারের রেগুলেটরী শুল্ক আরোপ করতে পারবে। এ ধরনের রেগুলেটরী শুল্ক অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার সাথে তা রহিত হয়ে যায়।

৪। আমদানি শুল্কের হার

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বিদ্যমান ছয়স্তর বিশিষ্ট শুল্কহার ০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% ও ২৫% ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৫। সম্পূরক শুল্কের হার

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ১২ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার ১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% ও ৫০০% ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান রয়েছে। মূল্য সংযোজন কর অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া কতিপয় পণ্যের আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক ও রেগুলেটরি ডিউটি হ্রাস/ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যদিকে কতিপয় পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ, আমদানি শুল্ক হ্রাস ও আমদানি পর্যায়ে মূসক প্রত্যাহার করা হয়েছে। পাশাপাশি যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক হ্রাস ও আমদানি শুল্ক পরিবর্তন করে Advalorem করা হয়েছে (পরিশিষ্ট কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য)।

৬। রেগুলেটরি ডিউটির হার

বিশেষ রেয়াতি সুবিধা প্রযোজ্য রয়েছে, এমন পণ্য যথারীতি রেগুলেটরী ডিউটি এর আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে। যেসব পণ্যের উপরে রেগুলেটরী ডিউটি আরোপিত আছে তা পরিশিষ্ট কিউ আর কোড এ বর্ণিত আছে।

৭। শুদ্ধ মূল্যায়ন/ শুদ্ধমূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া

আমদানিকৃত পণ্যের যথাযথ শুদ্ধ ও কর আদায়ের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ পণ্যের আমদানি মূল্য বা Cost, Insurance & Freight (CIF) যোগ করে শুদ্ধ ও কর আরোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। পণ্যের উৎস, উৎসদেশের স্বাভাবিক দর, ভাড়া, ভাড়ার উপর পরিশোধিত বীমা ইত্যাদি মিলেই পণ্যের শুদ্ধায়নযোগ্য মূল্য শুদ্ধ কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়। শুদ্ধ ভবন বা শুদ্ধ স্টেশনে পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে একই পণ্যের একই দেশ হতে আমদানি, আমদানির সময়কাল, অনুরূপ পণ্যের আমদানি, কিংবা আমদানিতব্য পণ্যের স্থানীয় বাজার দর বিবেচনায় নেয়া হয়। অনেক সময় পণ্যের শুদ্ধমূল্য ধার্যের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ একটি বড় নিয়ামক। কেননা, কম পরিমাণ পণ্যের মূল্য বেশী ও বেশী পরিমাণ পণ্যের মূল্য কম হওয়া স্বাভাবিক।

বাংলাদেশ বর্তমানে গ্যাট ভ্যালুয়েশন চুক্তির আওতাভুক্ত দেশ হওয়ায় PSI (Pre-Shipment Inspection) কোম্পানীর মাধ্যমে GATT Valuation Agreement এর শর্তানুযায়ী প্রকৃত পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য (Actual paid or payable) মূল্যের ভিত্তিতে শুদ্ধায়নের উদ্দেশ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত। ফলে, অধিকাংশ পণ্য PSI-Certificate এর ভিত্তিতে শুদ্ধ ধার্যের উদ্দেশ্যে মূল্য নির্ধারণ বা মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

শুদ্ধ আইন, ১৯৬৯ এর ধারা-২৫ শুদ্ধায়নের উদ্দেশ্যে পণ্যের মূল্য ধার্যের জন্য নির্ধারিত বিধান। উক্ত section - ২৫ এর অধীনে (৬) টি অনুচ্ছেদ এবং ধারা-২৫এ, ২৫বি ও ২৫সি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বিধান। নীচে ধারা-২৫ ও ২৫এ, সম্পর্কে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি উল্লেখ করা হলো, যথা :-

ধারা-২৫ঃ

প্রকৃত মূল্য : যখন কাষ্টম শুদ্ধ পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে আরোপণীয় হয় তখন সেই মূল্য প্রকৃত মূল্য হবে যা প্রকৃতপক্ষে পরিশোধিত হয় বা পরিশোধযোগ্য হয়। অর্থাৎ উক্ত পণ্যের নিকটতম নিরূপণযোগ্য সমর্থকমূল্য, যে মূল্যে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় উক্ত পণ্য বা অনুরূপ পণ্য আমদানির সময় এবং স্থানে এবং ক্ষেত্রমত রপ্তানীর সময় এবং স্থানে অর্পণের উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ বিক্রয় করা হয় অথবা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়। যেখানে বিক্রয় এবং ক্রেতার মধ্যে একে অন্যের ব্যবসায় কোন স্বার্থ থাকে না এবং বিক্রয় অথবা বিক্রয় প্রস্তাবে মূল্যই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়। প্রকৃত মূল্য = পণ্যের ক্রয় মূল্য + ভাড়া + বীমা কমিশন + মাণ্ডল + বিক্রয় খরচ + অন্যান্য + আনুসঙ্গিক ব্যয়।

ট্যারিফ মূল্যঃ

কোন পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারিত হয় সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা শুদ্ধ আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ২৫(৩) প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কাষ্টমস শুদ্ধ আরোপের জন্য আমদানিকৃত বা রপ্তানীকৃত পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। যে ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারিত থাকে সে ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য বা অন্য কোন মূল্য গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণতঃ ট্যারিফ মূল্য কমপক্ষে পূর্বাপর ছয় মাসের মধ্যে আমদানিকৃত ও শুদ্ধায়িত রেকর্ড মূল্য যাচাই করে সর্বনিম্ন মূল্য ধার্য করা হয়। তবে, যদি কোন আমদানিকারক ট্যারিফ মূল্যের চেয়ে ঘোষিত মূল্য বেশী প্রদর্শন করেন তখন ইনভয়েস মূল্যই শুদ্ধায়ন হবে। এস আর ও নং- ১৩৫-আইন/২০১৩/২৪৯৯/কাস্টমস, তারিখ : ৫ জুন, ২০১৪ দ্বারা কতিপয় পণ্যের ট্যারিফ মূল্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

ধারা-২৫এঃ আইনের ধারা-২৫এ এর আওতায় প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সি কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে শুদ্ধায়ন মূল্য নির্ধারণ হয়। PSI কোম্পানীর প্রত্যয়নপত্র প্রদান, উদ্দেশ্য, নিয়োগ ইত্যাদির বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন বিধিমালা - ২০০২ (এস,আর,ও নং- ২৫৫-আইন/২০০২/১৯৭৩/শুদ্ধ তারিখঃ ১৯/৯/২০০২) তে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। বিধিমালা এসআরও নং- ১৫৬/আইন/২০১৩/২৪৪৩/কাস্টমস, তারিখ : ৬ জুন, ২০১৩ অনুযায়ী CIF মূল্যের উপর ব্রক ওয়ারী পিএসআই ফি পরিশোধের হার নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	ব্রকের নাম	পিএসআই ফি এর শতকরা হার (সিআইএফ মূল্যের উপর)
১।	ব্রক -এ	০.১০%
২।	ব্রক -বি	০.১৪৫%
৩।	ব্রক -সি	০.২৭৫%
৪।	ব্রক -ডি	০.৩৫০%
৫।	ব্রক -ই	০.৫৫০%

তবে বর্তমানে বাধ্যতামূলক PSI এর পরিবর্তে স্বেচ্ছামূলক (optional) PSI বলবৎ আছে।

৮। বিরোধ মীমাংসা :

যদি PSI কোম্পানীর প্রত্যয়নপত্র দ্বারা পণ্য খালাসের পর আমদানিকারকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যয়ন পত্রটির কারণে অথবা পরিদর্শন সংস্থা কর্তৃক PSI বিধিমালায় কোন যথাযথভাবে অনুসরণ না করার কারণে অথবা শুদ্ধ কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তের কারণে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এ উদ্দেশ্যে গঠিত রিভিউ কমিটির নিকট অভিযোগ দায়ের

করতে পারেন। অর্থাৎ বিরোধের নিষ্পত্তি করতেই এই রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়। বোর্ড প্রতিটি শুল্ক ভবন বা শুল্ক স্টেশনে অনধিক ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করবে, যাতে অনূন্য ২ (দুই) জন বেসরকারী সদস্য থাকবে।

রিভিউ কমিটি :

রিভিউ কমিটির কার্যক্রম :

- (ক) অভিযোগ প্রাপ্তির ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে সকল শুনানী সম্পন্ন করা এবং শুনানী সম্পন্ন হওয়ার ৭টি কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে পক্ষগণকে অবহিত করা;
- (খ) রিভিউ কমিটি ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন স্থানে শুনানী গ্রহণ করতে পারবে;
- (গ) শুনানী গ্রহণকালে উপস্থিত থাকার জন্য উভয় পক্ষকে লিখিত নোটিশ প্রদান করবে;
- (ঘ) নূনতম তিন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হবে : সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;
- (ঙ) লিখিতভাবে এবং যুক্তিসংগত কারণ সভাপতিকে অবহিত না করে অভিযোগকারী সভায় অনুপস্থিত থাকলে সভাপতি তার আবেদন খারিজ করতে পারেন। অনুরূপভাবে প্রতিপক্ষের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।
- (চ) রিভিউ কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে যে কোন পক্ষ সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবনের কমিশনারের নিকট আপীল করতে পারবে।

অন্যান্য বিরোধ মীমাংসা :

সাধারণতঃ যে সকল অভিযোগ/ আপত্তি রিভিউ কমিটিতে প্রেরণ করা হয় না সে সকল অভিযোগ/ আপত্তি কাস্টমস হাউসে গঠিত এ্যাসেসমেন্ট কমিটি কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হয়। কমিশনার কর্তৃক উক্ত এ্যাসেসমেন্ট কমিটি গঠিত হয় যাতে আবেদনকারী, চেম্বারের প্রতিনিধি এবং ক্ষেত্রমতে CCI&E (আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর) এর প্রতিনিধিগণ সম্পৃক্ত থাকেন। এ্যাসেসমেন্ট কমিটি H. S. Code বিষয়ক বিরোধও মীমাংসা করেন। প্রয়োজনে এ্যাসেসমেন্ট কমিটি নমুনা পরীক্ষা ও এর বাস্তব ব্যবহার, গুণাগুণ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কোন ক্ষেত্রে এইচ এস কোড সম্পর্কে এ্যাসেসমেন্ট কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হলে তা World Customs Organization (WCO) এ প্রেরণ করা হয়।

৯। **এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টার ভেইলিং এবং সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ**

এই তিনটি বিষয়ে শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এ প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশন করা হয়েছে। সংক্ষেপে বিধিগুলো নিম্নরূপঃ

কাউন্টার ভেইলিং শুল্ক আরোপঃ

যদি কোন দেশ বা এলাকা কোন পণ্যের প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনে অথবা সেখান হতে রপ্তানিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত পণ্য পরিবহনে ভতুর্কিসহ কোন ভতুর্কি প্রদান করে, তা হলে, উক্ত পণ্য যে দেশে প্রস্তুত, উৎপাদিত বা ভিন্নভাবে প্রাপ্ত সে দেশ হইতে সরাসরি আমদানি করা হোক না কেন এবং তা প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত দেশ হতে রপ্তানির সময়ে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় অথবা প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন দ্বারা বা ভিন্নভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় আমদানি করা হোক না কেন, উক্ত পণ্য আমদানিতে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার উপর উক্ত ভতুর্কির অনধিক পরিমাণ কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করতে পারবে। এ সম্পর্কে শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৮এ অনুসরণ করা হয়।

এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ :

যদি কোন দেশ বা এলাকা হতে কোন পণ্য তার স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয় তা হলে উক্ত পণ্য আমদানিতে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এর উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করতে পারবে, যা উক্ত পণ্যের ডাম্পিং এর ব্যবধানের অধিক হবে না। এ সম্পর্কে শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৮বি অনুসরণ করা হয়।

সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ :

যদি সরকার যেকোন সঙ্গত বিবেচনা করে সেরূপ তদন্ত অনুষ্ঠান করে সন্তুষ্ট হয় যে কোন পণ্য বাংলাদেশে এমন বর্ধিত পরিমাণে এবং এমন শর্তে আমদানি করা হচ্ছে যাতে স্থানীয় শিল্পের গুরুতর স্বার্থহানি ঘটতে অথবা স্বার্থহানি হওয়ার হুমকির সৃষ্টি করতে পারে, তা হলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পণ্যের উপর সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করতে পারবে। এ সম্পর্কে শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৮সি অনুসরণ করা হয়।

১০। **শুল্ক প্রত্যর্পণ**

সকল ধরনের প্রত্যর্পণ প্রদানের জন্য DEDO বা Duty Exemption and Drawback Office বা শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর ক্ষমতা প্রাপ্ত। শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ৩৫, ৩৬, ৩৭ এবং ৩৮ অনুযায়ী কেবল কাস্টমস ডিউটি প্রত্যর্পণ প্রদানযোগ্য। এছাড়া ধারা ৩৯ হচ্ছে যে ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করা যাবে না এবং ধারা ৪১ হচ্ছে প্রত্যর্পণ দাবীর জন্য দাবীদার কর্তৃক ঘোষণা প্রদান। অপরদিকে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৩

অনুযায়ী একজন রপ্তানীকারক আমদানি শুল্ক, সম্পূর্ণক শুল্ক, আবগারী শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর প্রত্যর্পণ পাওয়ার যোগ্য। প্রত্যর্পণ পাওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো, রপ্তানীর ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ দাবী দাখিল করতে হবে।

ড্র-ব্যাক অর্থ :

শুল্ক আইন, ১৯৬৯ অনুযায়ী “Drawback” অর্থ আমদানিকৃত কোন পণ্যের উপর পরিশোধিত আমদানি শুল্ক যা বাংলাদেশের বাইরে অথবা বিদেশগামী কোন যানবাহনে রপ্তানী করা হলে, উক্ত শুল্কের সাত-অষ্টমাংশ শর্ত সাপেক্ষে ফেরত প্রদান।

ড্র-ব্যাক প্রদানের শর্ত :

- (১) যে পণ্য আমদানি করা হয়েছে সেই পণ্য রপ্তানিকালে শুল্ক স্টেশনে সহজে সনাক্ত করা যায় বা সহজে সনাক্তযোগ্য হয়;
- (২) পুনঃজাহাজীকরণ অবশ্যই বিদেশী বন্দরে হতে হবে;
- (৩) আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানী তালিকাভুক্ত করতে হবে অবশ্যই আমদানির তারিখ হতে দুই বৎসর অথবা সর্বোচ্চ অনুমোদন সাপেক্ষে তিন বৎসরের মধ্যে;
- (৪) রপ্তানীর ছয় মাসের মধ্যেই প্রত্যর্পণ দাবী করতে হবে;
- (৫) আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানীর মধ্যবর্তী সময়ে যে উদ্দেশ্যে আমদানি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার সনদপত্র দাখিল;
- (৬) রপ্তানীকালে পণ্য অবশ্যই রপ্তানী তালিকাভুক্ত হতে হবে;
- (৭) রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রতিটি শিপমেন্টের মূল্য ১০০/- (একশত) টাকার উর্ধ্বে হতে হবে;
- (৮) যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট যানবাহন বাংলাদেশের জলসীমা বা আকাশ সীমা অতিক্রম না করে ততক্ষণ ড্র-ব্যাক মঞ্জুর হবে না;
- (৯) এ ধরনের প্রত্যর্পণ পরিশোধিত শুল্কের সাত-অষ্টমাংশের বেশী হবে না।

১১। বন্ডেড ওয়্যারহাউস

শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা-১১ এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোনো এলাকাকে ওয়্যারহাউস স্টেশন ঘোষণা করে থাকে। বর্তমানে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ আরো কয়েকটি স্থানকে এরূপ ওয়্যারহাউস স্টেশন ঘোষণা করা হয়েছে।

ঘোষিত ওয়্যারহাউস স্টেশন এলাকায় স্থাপিত নির্দিষ্ট খাতের কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস শুল্ক আইন, ১৯৬৯ ধারা-১৩ এর আওতায় বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করেন। কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স থাকলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল খালাস পর্যায়ে শুল্ক-কর আদায় ব্যতিরেকে একটি আইনানুগ বন্ড গ্রহণ করে নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে পণ্য খালাস দেয়া হয়ঃ

- ✓ ১০০ ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানি হলে উৎপাদিত সমুদয় পণ্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পুনঃরপ্তানি করতে হবে - (Export-Oriented Bonded Warehouse)।
- ✓ উৎপাদিত পণ্য দেশীয় ভোগের জন্য বাজারজাত করা হলে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাঁচামালের ওপর প্রযোজ্য শুল্ককর পরিশোধপূর্বক বন্ডেড গুদাম থেকে কাঁচামাল বের করে উৎপাদনে ব্যবহার করতে হবে - (Home Consumption Bonded Warehouse)।

বিভিন্ন শিল্প-খাতে প্রদত্ত বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধার অপব্যবহার হওয়ায় এ সুবিধা বাতিল/ সীমিতকরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে আর কোন Home Consumption Bonded Warehouse লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে না।

(ক) বন্ড লাইসেন্স গ্রহণ/ প্রদান সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলী

বন্ড লাইসেন্সের প্রকৃতি	শিল্প-খাত	উৎপাদিত পণ্যের	লাইসেন্স প্রদান করা হয় কিনা?	মন্তব্য
100% Export oriented Bond	শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প, রপ্তানিমুখী চামড়াশিল্প।	সরাসরি বিদেশে রপ্তানি।	ঘোষিত ওয়্যারহাউস স্টেশন এলাকায় বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	কমিশনার কাস্টমস বন্ড এরূপ লাইসেন্স প্রদান করেন।
Deemed Exporter Bond	তৈরী পোশাক শিল্পের পশ্চাদ-সংযোগ শিল্প।	স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক এল/সি'র মাধ্যমে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে সরবরাহ।	ঘোষিত ওয়্যারহাউস স্টেশন এলাকায় বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	কমিশনার কাস্টমস বন্ড এরূপ লাইসেন্স প্রদান করেন।

EPZ Bond	কেবল ইপিজেডের অভ্যন্তরে স্থাপিত শিল্পের জন্য।	সরাসরি বিদেশে রপ্তানি।	কেবল ইপিজেডের অভ্যন্তরে স্থাপিত শিল্পের জন্য দেয়া হয়।	ইপিজেড সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস।
Home Consumption on Bond	দেশীয় ভোগের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানা।	সরাসরি বিদেশে বিক্রয়।	বর্তমানে এরূপ বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে না। ইতোপূর্বে যে সকল লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে তা বাতিল করা হচ্ছে।	এ ধরনের বন্ড লাইসেন্সযোগ্য তবে, বর্তমানে এ ধরনের লাইসেন্স প্রদান নিরুৎসাহিত করা হয়।

- (খ) সরাসরি ও প্রচলিত রপ্তানিমুখী শিল্প (পোশাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ সরাসরি ও প্রচলিত রপ্তানিমুখী শিল্প (পোশাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ সম্পর্কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং ১৪/২০০৮, তারিখ : ২৯/০৬/২০০৮ দেখা যেতে পারে।
- (গ) বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান, তদারকি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলী নির্ধারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান, তদারকি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলী নির্ধারণের লক্ষ্যে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করা হয়। বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৮১-আইন/২০০৮/২২০৯/শুক, তারিখঃ ১২ আষাঢ়, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৬ জুন, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ এর সংশোধনী প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১৫৩-আইন/২০১৫/৩৩/কাস্টমস, তারিখ : ০৪ জুন, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ জারী করা হয়েছে।
- (ঘ) শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের জন্য ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানিকৃত ৪ (চার) মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বন্ডের আওতায় খলাস প্রদান বন্ডের আওতায় ঋণপত্র ব্যতিরেকে শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের ৪ (চার) মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বন্ডের আওতায় ছাড় করার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ৩(১) শুল্ক : রপ্তানি ও বন্ড/২০০১/ তারিখঃ ১৩/১২/২০০৩ অনুযায়ী অনুসরণ করা হয়।

(ঙ) লাইসেন্স এর জন্য আবশ্যিক দলিলাদি

ক্রমিক নং	বিবরণ
১.	যথাযথ মূল্যমানের কোর্ট ফিসহ আবেদন।
২.	BIDA/BSCIC -এর রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র।
৩.	কোম্পানীর টিআইএন সনদসহ সকল পরিচালক/মালিকের আয়কর বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত সম্পদ বিবরণী (আইটি ১০বি) এর সার্টিফাইড কপি।
৪.	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স।
৫.	হালনাগাদ ফায়ার লাইসেন্স।
৬.	মূল্য সংযোজন কর সনদপত্র।
৭.	সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সুপারিশপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সদস্য নন এমন ব্যবসায়ীগণ এসোসিয়েশনের সুপারিশপত্র ছাড়াই সরাসরি বন্ড লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।
৮.	প্রতিষ্ঠানের মালিক/পরিচালকদের নাম, পদবী, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, স্বাক্ষর এবং ছবি নোটারী পাবলিক ও লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়নপূর্বক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে দাখিল।
৯.	বয়লার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১০.	জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর ১টি করে মূল বই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১১.	মেশিনারী আমদানির ক্ষেত্রে Invoice ও B/E এবং স্থানীয় ক্রেতার ক্ষেত্রে ক্রেয় সংক্রান্ত দলিলাদির সত্যায়িত ফটোকপি।
১২.	প্রস্তাবিত বন্ডেড ওয়্যার হাউসের ২ (দুই) কপি নীল নকশা যা এ্যামোনিয়া প্রিন্ট পেপারে প্রস্তুতকৃত ও সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত।
১৩.	কারখানার মালিকানা দলিল কিংবা ভাড়ার ক্ষেত্রে নোটারীকৃত চুক্তিপত্র।
১৪.	ব্যবসা পরিচালনাকালে দেশে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকারসহ ১৫০/- (এক শত পঞ্চাশ) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে হলফনামা।

১২। কাঁচামাল বা উপকরণ

এস.আর.ও. নং- ১০৬-আইন/২০২৩/১৫০/কাস্টমস, তারিখ: ২১ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে এর কাঁচামাল বা উপকরণ সংক্রান্ত এস.আর.ও. নং- ১১৮-আইন/২০২২/৬৬/কাস্টমস, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন করা। উক্ত প্রজ্ঞাপনের আলো TABLE (১) এর কলাম (১) এ উল্লিখিত Heading (ক) ৮৪.২৮ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে 84.28 All H.S. Codes (Excluding 8428.10.00; 8428.40.00); (খ) ৮৫.০৩ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে 85.03 All H.S. Codes (Excluding 8503.00.91); (গ) ৮৫.৩৭ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে 85.37 8537.10.10; এবং (ঘ) 94.06 এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল বা উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত এই প্রজ্ঞাপনের টেবিলভুক্ত পণ্য আমদানি করিলে উক্ত আমদানিকারক উৎপাদনকারী হিসাবে গণ্য হইবে না, তবে বাণিজ্যিক আমদানিকারকের সমান রেয়াতি সুবিধা প্রাপ্য হইবে। পরিশিষ্ট-১ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।

১৩। শিল্পের কাঁচামাল

এস.আর.ও. নং- ১০৭-আইন/২০২৩/১৫১/কাস্টমস, তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে এর শিল্পের কাঁচামাল সংক্রান্ত এস.আর.ও. নং- ১১৯-আইন/২০২২/৬৭/কাস্টমস, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এ সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপনের আলোকে TABLE (1) কে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। TABLE (2) এর বিপরীতে কলাম (১) এ উল্লিখিত H.S.Code 4811.90.10 শব্দগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিশিষ্ট-২ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য

১৪। অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প ইউনিট এর জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি

এস.আর.ও. নং- ১০৮-আইন/২০২৩/১৫২/কাস্টমস, তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প ইউনিট এর জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত এস.আর.ও. নং- ১২৪-আইন/২০২১/১৩/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এ সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপনের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত “Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর আওতায় জারীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও নির্মাণ সামগ্রী আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতি সুবিধাপ্রাপ্ত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও নির্মাণ সামগ্রী” শব্দগুলি, চিহ্নগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে নির্মাণ সামগ্রী এবং “Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর আওতায় জারীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতি সুবিধাপ্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ শব্দগুলি, চিহ্নগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হবে। পরিশিষ্ট-৩ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য

১৫। অর্থনৈতিক অঞ্চলের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি পরবর্তী করণীয় সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

এস.আর.ও. নং- ১১৪-আইন/২০২৩/১৫৮/কাস্টমস, তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প ইউনিট এর জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ৫৬-আইন/২০১৭/ কাস্টমস এর অধিকতর সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপনের প্রস্তাবনায় নিম্নবর্ণিত শর্ত (৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। (৪) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয় যথাযথভাবে যথাস্থানে স্থাপিত বা ব্যবহৃত হইয়াছে কি না সেই বিষয়ে BEPZA কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক নিশ্চিত হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট EPZ কর্তৃপক্ষের মহাব্যবস্থাপক এর স্বাক্ষরে আমদানিকৃত পণ্য চালান খালাসের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পরিশিষ্ট-২ মোতাবেক একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর বরাবর প্রেরণ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সর্বশেষ আমদানিকৃত পণ্য চালান খালাসের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে EPZ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী একটি প্রত্যয়নপত্র দাখিল করা সম্ভব না হইলে আমদানিকারক কর্তৃক যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস, প্রয়োজনে, অনধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেও EPZ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর বরাবর প্রেরণ করিতে ব্যর্থ হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) বরাবর আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্ত আবেদন পর্যালোচনায় যৌক্তিক মনে করিলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি), প্রয়োজনে, আরও অনধিক ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ১২ (বারো) মাস সময়ের মধ্যে EPZ কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে না পারিলে আমদানিকারকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, প্রয়োজনে, যুক্তিসংগত পরিমাণ সময় বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিবেন।”

- ১৬। সেলুলার ফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত বিধান:
এস.আর.ও. নং ১০৯-আইন/২০২৩/১৫৩কাস্টমস, তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে সেলুলার ফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত এস.আর.ও. নং ১২৭-আইন/২০২১/১৬/কাস্টমস, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন করা হয়েছে। যার তালিকা পরিশিষ্ট-৪ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য
- ১৭। ঔষধ তৈরির কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং- ১১০-আইন/২০২৩/১৫৪/কাস্টমস, তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে ক্যান্সার নিরোধক ঔষধ তৈরির কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ১২১-আইন/২০২১/১০/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন করা হয়েছে। অধিকতর সংশোধন তালিকা পরিশিষ্ট-৫ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য
- ১৮। এসডি সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং- ১১১-আইন/২০২৩/১৫৫/কাস্টমস তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ এর মাধ্যমে- এস.আর.ও. নং- ১২২-আইন/২০১৪/২৮৮৬/কাস্টমস তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ এর সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপনের আলোকে এ সংশোধিত তালিকা পরিশিষ্ট-৬ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।
- ১৯। কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য শুল্ক-কর সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং ১১২-আইন/২০২৩/১৫৬/কাস্টমস, তারিখ: ২১ জুন, ২০২৩ এর মাধ্যমে কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক-কর সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১১৬-আইন/২০২১/০৫/কাস্টমস, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ এর সংশোধন করা হয়েছে। যার টেবিল পরিশিষ্ট-৭ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।
- ২০। কম্পিউটার সামগ্রীর উপর আরোপিত শুল্ক অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং ১১৩-আইন/২০২৩/১৫৭/কাস্টমস, তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ এর মাধ্যমে কম্পিউটার সামগ্রীর উপর আরোপিত শুল্ক অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৩-আইন/২০২২/৭১/কাস্টমস, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ এর সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপনের টেবিল এর কলাম (১) এ উল্লিখিত Heading 85.23 এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত H.S. Code 8523.59.10 এবং উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হবে। পরিশিষ্ট-৮ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য
- ২১। স্থানীয়ভাবে এলইডি ল্যাম্প ও এনার্জি সেভিং ল্যাম্প প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানিতে রেয়াত
এস.আর.ও. নং- ১১৫-আইন/২০২৩/১৫৯/কাস্টমস, তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে এর মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত এস.আর.ও. নং- ২০১-আইন/২০২২/১০৯/কাস্টমস, তারিখ: ২৮ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর এ টেবিলকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

Heading	H S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
39.03	3903.30.00	Acrylonitrile-butadiene- styrene (ABS) copolymers
39.07	3907.40.00	Polycarbonates
	3907.40.00	PBT
	3907.99.00	Other polyester
76.01	7601.20.00	Alluminium alloys
76.06	7606.11.90	Non-alloyed aluminium rectangular (including square) plates, sheets and strips
	7606.92.00	Other Aluminium alloy plate, sheet and strips
85.39	8539.90.30	LED CHIPS
	8539.90.30	LED Driver
	8539.90.30	Metal CAP B22/E27
	8539.90.30	Parts of Light-emitting diode (LED) lamps
	8539.90.30	PCB
94.05	9405.91.00	Parts of Heading No-94.05 Of Glass
	9405.92.00	Parts of Heading No. 94.05 Of Plastic
	9405.99.00	Other Parts of Heading No 94.05

শর্ত-

- (ক) (৩) এ উল্লিখিত “অনুমোদনপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি” শব্দগুলির পরিবর্তে “অনুমোদনপত্রের ফটোকপি” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (খ) (৪) এ উল্লিখিত “সংশ্লিষ্ট ভ্যাট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে উপকরণ-উৎপাদ সহগ অনুমোদনপূর্বক প্রতিস্বাক্ষর করিবেন” শব্দগুলির এবং চিহ্নের পরিবর্তে “সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট এর কমিশনার বরাবর দাখিল করিতে হইবে এবং কমিশনার উক্ত উপকরণ-উৎপাদ সহগ অনুমোদনপূর্বক প্রতিস্বাক্ষর করিবেন” শব্দগুলি এবং চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।
- ২২। ডেইরি/পোল্ট্রি/ফিস ফিড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য আমদানি সংক্রান্ত রেয়াতি প্রজ্ঞাপনের সংশোধন এস.আর.ও. নং- ১১৬-আইন/২০২৩/১৬০/কাস্টমস। তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ এর মাধ্যমে- Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবং মূল্য সংযোজন কর ও আইন, ২০১২ (২০১২ সনদের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে এস, আর, ও নং ১২৮ আইন/২০২০/৭৯/কাস্টমস, তারিখ ৪ ০৩ জুন, ২০২০ কে সংশোধন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আমদানি পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-৯ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।
- ২৩। টেক্সটাইল নির্ধারিত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা টেক্সটাইল শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ১১৭-আইন/২০২৩/১৬১/কাস্টমস, তারিখঃ ২১ মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে এস.আর.ও. নং- ১২০-আইন/২০২১/০৯/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আমদানি পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-১০ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।
- ২৪। সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট এবং স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ১১৮-আইন/২০২৩/১৬১/কাস্টমস, তারিখঃ ২১ মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে এস.আর.ও. নং- ৭০-আইন/২০২০/৬০/কাস্টমস, তারিখ: ০৪ মার্চ, ২০২০ এর সংশোধন করা হয়েছে। উল্লেখিত প্রজ্ঞাপনের আলোকে তফসিল প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

তফসিল

(সহজলভ্য ও কনজি ম্যাবল পণ্যের তালিকা)

- ১। স্টীল শিট (steel sheet): American Standard Testing Method (ASTM) অনুযায়ী ছয় মিলিমিটার বা তখনম্ন A36 বা সমমানের MS প্লেট;
- ২। স্টীল রড;
- ৩। স্টীল পাইপ (dia ১.৫ ইঞ্চির নিচে);
- ৪। সকল ধরনের সিমেন্ট;
- ৫। বোল্ডার স্টোন (boulder stone);
- ৬। সকল প্রকার টাইলস;
- ৭। প্রি-ফেব্রিকেটিড বিল্ডিং;
- ৮। সকল প্রকার PHC/ SPC / PC Pile এবং SPC Pole
- ৯। বৈদ্যুতিক লাইট-ফিটিংস;
- ১০। ট্রান্সমিশন টাওয়ার;
- ১১। ক্যাবল (Control Cable Communication Cable & Optical Fiber Cable এবং ১৩২ কেডি ও তদূর্ধ্ব পাওয়ার ক্যাবল ব্যতীত);
- ১২। সকল ধরনের বিতরণ ট্রান্সফরমার (distribution transformer);
- ১৩। সকল ধরনের রং (paint) ও বার্নিশ
- ১৪। গৃহস্থালী সামগ্রী (household goods);
- ১৫। সকল ধরনের রাসায়নিক সামগ্রী (chemicals);
- ১৬। লুব্রিকেটিং অয়েল;
- ১৭। ট্রান্সফরমার অয়েল;
- ১৮। সকল ধরনের অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র;

- ১৯। অনূর্ধ্ব ২,০০,০০০ বিটিইউ (BTU) সম্পন্ন air conditioner;
- ২০। ড্রেজার;
- ২১। এ্যাংকর বোট (anchor boat); এবং
- ২২। Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) Gi First Schedule এ বর্ণিত Heading 87.02 হইতে Heading 87.03 এর অন্তর্ভুক্ত সকল ধরনের যানবাহন।”
- ২৫। মোটর সাইকেল খাতকে শুল্ক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং ১১৯-আইন/২০২৩/১৬৩/কাস্টমস, তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মোটর সাইকেল খাতকে প্রগতিশীল করার লক্ষ্যে বিযুক্ত মোটর সাইকেল আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩৯-আইন/২০২২/৮৭/কাস্টমস, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ এর সংশোধন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পণ্যসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-১১ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।
- ২৬। সুইচ সকেট স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে শুল্ক অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং ১২০-আইন/২০২৩/১৬৪/কাস্টমস, তারিখ : ২১ মে, ২০২৩ এর মাধ্যমে ইলেকট্রিক সুইচ/সকেট/ল্যাম্প হোল্ডার/ডিমার/ প্লাগ স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে, বর্ণিত পণ্যসমূহের উপর আরোপণীয় আমদানি শুল্ক পণ্য মূল্যেও ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর বেশি যা আছে তার যে পরিমাণ সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, যদি থাকে, এবং সমুদয় মূল্য সংযোজন কর হইতে শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পণ্যসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-১২ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।
- ২৭। ইন্ডাস্ট্রিয়াল মোল্ড বা ডাই স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে শুল্ক অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং ১২১-আইন/২০২৩/১৬৫/কাস্টমস, তারিখ : ২১ মে, ২০২৩ এর মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মোল্ড বা ডাই স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে, বর্ণিত পণ্যসমূহের উপর আরোপণীয় আমদানি শুল্ক পণ্য মূল্যেও ১% (পাঁচ শতাংশ) এর বেশি যা আছে তার যে পরিমাণ সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, যদি থাকে, এবং সমুদয় মূল্য সংযোজন কর হইতে শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পণ্যসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-১৩ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।
- ২৮। **Pre-fabricated building** স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে শুল্ক অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং ১২২-আইন/২০২৩/১৬৬/কাস্টমস, তারিখ : ২১ মে, ২০২৩ এর মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মোল্ড বা ডাই স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২২-আইন/২০২১/১১/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর সংশোধন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পণ্যসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-১৪ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।
- ২৯। লিফট-এলেভেটর স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে শুল্ক অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং ১২৩-আইন/২০২৩/১৬৭/কাস্টমস, তারিখ : ২১ মে, ২০২৩ এর মাধ্যমে লিফট-এলেভেটর স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে লক্ষ্যে আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৫৭-আইন/২০১৯/২৬/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর সংশোধন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পণ্যসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-১৫ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।
- ৩০। রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে শুল্ক অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং ১২৪-আইন/২০২৩/১৬৮/কাস্টমস, তারিখ : ২১ মে, ২০২৩ এর মাধ্যমে রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে লক্ষ্যে আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৯৯-আইন/২০২২/১০৭/কাস্টমস, তারিখ: ২৮ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ এর সংশোধন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পণ্যসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-১৬ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।
- ৩১। **Amusement Park** এর পণ্য আমদানিতে শুল্ক অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং ১২৫-আইন/২০২৩/১৬৯/কাস্টমস, তারিখ : ২১ মে, ২০২৩ এর মাধ্যমে Amusement Park এর পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৪২-আইন/২০২২/৯০/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ এর সংশোধন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পণ্যসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-১৭ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।
- ৩২। রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং- ১২৬-আইন/২০২৩/১৭০/কাস্টমস তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ এর মাধ্যমে (ক) FIRST SCHEDULE এর কলাম (১) এর ঐবধফরহম সমূহের অধীন কলাম (২) এ বিধৃত H.S. Code এর বিপরীতে কলাম (৩)-তে উল্লিখিত যে সকল পণ্যের বিপরীতে কলাম (৫) এ বর্ণিত Statutory Rate of Customs Duty

on Import ২৫% প্রযোজ্য রহিয়াছে, সেই সকল পণ্যের উপর ৩% হারে রেগুলেটরী ডিউটি (RD) আরোপ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পণ্যসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-১৮ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।

৩৩। মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি

এস.আর.ও. নং- ২১৬-আইন/২০২১/২৪/কাস্টমস, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে এর মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত এস.আর.ও. নং- ১১৩-আইন/২০২১/০২/কাস্টমস, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন করা। উক্ত প্রজ্ঞাপনের আলো TABLE (1) এর কলাম (১) এ উল্লিখিত Heading 85.37 এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত H. S. Code 8537.10.90 এর পরিবর্তে ৮৫৩৭.১০.২০ প্রতিস্থাপিত হইবে। পরিশিষ্ট-১৯ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।

৩৪। পোল্ট্রি শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত রেয়াতি শুল্কহারযোগ্য পণ্যের তালিকা সম্প্রসারণ

এস, আর, ও নং ১৩২-আইন/২০২১/২১/কাস্টমস, তারিখ : ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত এস, আর, ও নং ১৬০-আইন/২০১২/২৩৮৮/কাস্টমস, তারিখ : ৭ জুন, ২০১২ এর সংশোধন করে রেয়াতি শুল্কহারযোগ্য পণ্যের তালিকায় সংশোধন করা হয়েছে যা পরিশিষ্ট-২০ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।

৩৫। ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সংক্রান্ত রেয়াতি শুল্কহার হ্রাস এবং পণ্যের তালিকা প্রতিস্থাপন

এস.আর.ও নং-১২৩-আই /২০২১/১২/কাস্টমস, তারিখ ৩ জুন ২০২১ এর মাধ্যমে সরকার, জনস্বার্থে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে এস.আর.ও ১২৭-আইন/২০১৪/৭৮/কাস্টমস কে মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আমদানি পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-২১ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।

৩৬। খেলনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের কতিপয় কাঁচামাল আমদানি ক্ষেত্রে রেয়াতি শুল্কহার

এস, আর, ও নং ১১৯-আইন/২০২১/০৮/কাস্টমস, তারিখ : ০৩ জুন, ২০২১ এর মাধ্যমে খেলনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১৪৫-আইন/২০১৫/২৫/কাস্টমস, তারিখঃ ০৪ জুন, ২০১৫ এর শর্ত সংশোধন করা হয়েছে। পণ্যের তালিকা ও শর্তাবলী পরিশিষ্ট-২২ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।

৩৭। শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি হারে শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের তালিকা প্রতিস্থাপন

এস, আর, ও নং ১৬০-আইন/২০১৬/২২/ কাস্টমস, তারিখ : ০২ জুন, ২০১৬ এর মাধ্যমে শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কতিপয় উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং- ১৪৫-আইন/২০১৪/২৫০৮/ কাস্টমস, তারিখ : ১২ জুন, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী হ্রাসকৃত ৫% হারে আমদানি শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের তালিকা নিম্নরূপঃ

TABLE

Heading (1)	H.S. Code (2)	Description (3)
73.08	7308.30.00	Fire Resistant Door
84.24	8424.20.30	Sprinkler System and equipments
85.28	8528.69.00	Video conference device
85.31	8531.20.00	Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting diodes (LED)
94.03	9403.20.30 9403.60.20	Cutting TABLE of a kind used with cutting machine
94.05	9405.40.49	LED tube light or LED bulb or LED lamps including rechargeable LED lamps
	9405.40.90	Emergency light with Exit sign and double heads

৩৮। বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের আনীত পণ্যসমূহের ছাড়করণের লক্ষ্যে বিদ্যমান যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন

এসআরও নং ১৫৬-আইন/২০১৯/২৫/কাস্টমস, তারিখঃ ৩০ মে, ২০১৯ এর মাধ্যমে এস,আর,ও, নং ১৬৪-আইন/২০১৬/২৬/কাস্টমস, তারিখ : ০২ জুন, ২০১৬ এর বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের আনীত পণ্যসমূহের ছাড়করণের লক্ষ্যে বিদ্যমান যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১২ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন করা হয়েছে। বাণিজ্যিক পরিমাণে ব্যাগেজ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক-কর আরোপযোগ্য পণ্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা পরিশিষ্টে কিউ আর কোড এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং বাণিজ্যিক পরিমাণে ব্যাগেজ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর মুক্ত পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-২৩ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য।

- ৩৯। কাস্টমস রুলিং (অগ্রিম) বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন
কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৭৪-আইন/২০১৬/৩৬/কাস্টমস, তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধনী এস.আর.ও. নং ১৪৫-আইন/২০১৭/৩১/কাস্টমস, তারিখ : ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ জারি করা হয়েছে।
- ৪০। কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন
কাস্টমস রুলিং (অগ্রিম) বিধিমালা, ২০১৬ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৮৮-আইন/২০১৬/৩৭/কাস্টমস, তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধনী এস.আর.ও. নং ১৪৬ আইন/২০১৭/৩২/কাস্টমস, তারিখ : ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ জারি করা হয়েছে।
- ৪১। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন
এস, আর, ও নং ১৩৬-আইন/২০২০/৮৭/কাস্টমস, তারিখ : ০২ জুন, ২০২০ এর মাধ্যমে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালার ২০০৮ এর নিম্নরূপ সংশোধন করা হয়েছে এবং বন্ডেড লাইসেন্সের জন্য আবশ্যিক দলিলাদি প্রয়োজন, তা নতুন এস, আর, ও এর মাধ্যমে নিম্নে সংযুক্ত করা হলো।

লাইসেন্সের জন্য আবশ্যিক দলিলাদি

ক্রমিক নং	বিবরণ
১.	যথাযথ মূল্যমানের কোর্ট ফিসহ আবেদন
২.	BIDA/BSCIC এর রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র
৩.	কোম্পানির টিআইএন সনদ পত্র
৪.	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স
৫.	হালনাগাদ ফায়ার লাইসেন্স
৬.	মূল্য সংযোজন কর সনদপত্র।
৭.	সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সুপারিশ পত্র।
৮.	প্রতিষ্ঠানের মালিক /পরিচালকের নাম, পদবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, স্বাক্ষর এবং ছবি নোটারি পাবলিক এবং লিয়োন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়ন পূর্বক তিন শত টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প।
৯.	বয়লার সার্টিফিকেট প্রযোজ্যক্ষেত্রে
১০.	জয়েন্ট স্টক কোম্পানির মোমোরেন্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর মূল বই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে
১১.	মেশিনারিজ আমদানির ক্ষেত্রে ইনভয়েস ও বিল অব এন্ট্রি এবং স্থানীয় ক্ষেত্রে ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদির সত্যায়িত ফটোকপি।
১২.	প্রস্তাবিত বন্ডেড ওয়্যার হাউজ ২ কপি নকশা যা এ্যামোনিয়া প্রিন্ট পেপাও প্রস্তুকৃত ও সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত।
১৩.	কারখানার মালিকানা দলিল কিংবা ভাড়ার ক্ষেত্রে নোটারিকৃত চুক্তিপত্র।
১৪.	ব্যবসা পরিচালনা কালে দেশে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গিকারসহ তিন শত টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প।
১৫.	কারখানার চতুর্দিকে নিরাপত্তা বেটনি এবং একই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার মধ্যে স্থাপিত গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে একই ধরনের নিরাপত্তা বেটনি থাকার নকশা সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে।
১৬.	কারখানার অভ্যন্তরে কাঁচামাল বা ফিনিশড গুড সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত ওয়্যারহাউজ আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হতে হবে। অর্থাৎ বন্ডের মাল সংরক্ষন স্থানে কোন ইউটিলিটি সংযোগ বা ইলেকট্রিকাল ওয়্যার থাকবে না এবং ওয়্যার হাউজের ভিতরে পর্যাপ্ত বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকবে।
১৭.	গুদামসহ প্রতিষ্ঠানের আয়তন নূন্যতম ৫ হাজার বর্গফুট হতে হবে।
১৮.	প্রতিষ্ঠান ভাড়া কৃত স্থানে হলে নূন্যতম ৫ বছরের ভাড়া চুক্তি নামা দাখিল করতে হবে এবং ইতোপূর্বে উক্ত স্থানে কোন বন্ড হাউজ থাকলে ভাড়া প্রদানকারী কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।
১৯.	প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নামে জ্বালানি সংযোগ থাকতে হবে একই হোল্ডিং একাধিক প্রতিষ্ঠান হলে সাবমিটার থাকতে পারে।
২০.	আবেদনকারী যদি উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় উৎস হতে পূর্বে আমদানিকৃত ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাং সংগ্রহ করে থাকে তা হলেতার আয়ুষ্কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান

	কর্তৃক ন্যূনতম ১০ বছরের কর্মক্ষম থাকবে। এই মর্মে খরভব বাঢ়ধহ ঈবৎগরভরপধৎব সংগ্রহপূর্বক আবেদনের সহিতল দাখিল করতে হবে। এছাড়া উক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের দালিলিক প্রমাণাদি মেশিনারি আমদানি সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি ইনভয়েস ও প্যাকিং লিস্ট দাখিল করতে হবে এবং মেশিনারিজ ন্যূনতম মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা হতে হবে।
২১.	প্রতিষ্ঠানের সহযোগী সকল প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা হালনাগাদ হতে হবে।
২২.	প্রতিষ্ঠানের বিদেশি পরিচালকগণ দেশে অবস্থান করুন বা না করুন এর করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ও ProVATe investor Visa দাখিল করতে হবে।
২৩.	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন ন্যূনতম ১ কোটি টাকা এবং একক/অংশিদারী মালিকানার ক্ষেত্রে ন্যূনতম টার্নওভার ৩০ লক্ষ টাকা হতে হবে।

- ৪২। মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য/কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
এস.আর.ও. নং-১১৯-আইন/২০২২/৬৭/কাস্টমস তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ এর মাধ্যমে এস.আর.ও. নং- ২১৩-আইন/২০২১/০৩/কাস্টমস তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ এর সংশোধন করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালসূহের উপর আরোপিত আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও রেগুলেটরি ডিউটি থেকে শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হল। এর অধিকতর সংশোধন তালিকা পরিশিষ্ট কিউ আর কোড এ দ্রষ্টব্য।
- ৪৩। ট্যারিফ ভ্যালুর ভিত্তিতে শুদ্ধারোপের তালিকা সংশোধন
এস, আর, ও নং ১৬৩-আইন/২০১৯/৩২/কাস্টমস, তারিখ : ৩০ মে, ২০১৯ এর মাধ্যমে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রতিস্থাপন করে এস.আর.ও. নং ১৩৫-আইন/২০২০/৮৬/কাস্টমস এর মাধ্যমে কাস্টমস ডিউটি আরোপের উদ্দেশ্যে Tariff Value এবং নতুন ন্যূনতম মূল্য (minimum value) নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিশিষ্টে কিউ আর কোড এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- ৪৪। এলপিজি সিলিভার ও অটো ট্যাঙ্ক প্রস্তুতের লক্ষ্যে শুল্ক সুবিধা প্রদান।
এস.আর.ও. নং ১২৬-আইন/২০২২/৭৪/কাস্টমস, তারিখ : ০১ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে এস.আর.ও. নং ১২২-আইন/২০২১/১১/কাস্টমস, তারিখ : ২৪ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সরকার জাতীয় রাজস্ববোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে এলপিজি সিলিভার ও অটো ট্যাঙ্ক প্রস্তুতের লক্ষ্যে উক্ত এর Act এর First Schedule ভুক্ত পণ্যসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত TABLE Custom Duty VAT এর কলাম (১) এ বর্ণিত H.S.Code ভুক্ত পণ্যসমূহ বা বর্ণিত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণকে তাদের আরোপিত নিম্নে বর্ণিত হারের অতিরিক্ত হলে এবং একই পরিমাণ রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক থাকলে নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হলো, যা পরিশিষ্ট-৩৭ বিস্তারিত বিবরণ ও শর্ত সহকারে আমদানি করা যাবে। এক্ষেত্রে বিশেষত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশের আমাদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা Industrial IRC Holder ও VAT Compliant প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া, এ প্রজ্ঞাপনের আওতায় পণ্য খালাসের জন্য হালনাগাদ নাবয়নকৃত শিল্প ভোক্তা আইআরসি, ১৩ সংখ্যার মূসক নিবন্ধন, ১২ মাসের পূর্ববর্তী মূসক দাখিল পত্র রিটার্ন বা প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মূসক দাখিল পত্র কাস্টমস কম্পিউটার ইলেক্ট্রনিক্স তথ্য প্রদর্শন করতে হবে।

পণ্যের বিবরণ

H.S. Code	Description	CD	VAT
3402.90.90	Degreasing agent	10%	15%
3403.99.90	Cutting or forming oil	5%	15%
3810.90.10	Submerge welding flux for LPG	3%	0%
7208.27.10	“Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, Hot-Rolled, Pickled, in coils of a thickness less than 3 mm”	5%	0%
7208.39.80	Flat-rolled products of iron or non- alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated of a thickness of less than 3 mm	3%	0%
7217.30.00	Wire of iron or non-alloy steel plated or coated with other base metals	3%	0%
7229.20.00	Alloy steel wire	5%	0%
7229.90.00	Other wire of other alloy steel	3%	0%

7904.00.00	Zinc Wire	5%	15%
8311.30.00	Welding wire	5%	15%
8481.40.11	Safety or relief valve inner diameter not exceeding 1 inch for LPG.	3%	0%

৪৫। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের শুল্ক-কর সুবিধা

এস.আর.ও. নং ২১০-আইন/২০২২/১১৮/কাস্টমস, তারিখ: ২৮ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে শুল্ক-কর সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং এস.আর.ও. নং ১২৯-আইন/২০২১/১৮/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের TABLE এর কলাম (১) এ সংযোজিত হবে, যা পরিশিষ্ট-৩৪.১-এ বিস্তারিত বিবরণ ও শর্ত সহকারে রয়েছে।

৪৬। বাংলাদেশে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি এবং পুনঃ রপ্তানির জন্য আমদানিকৃত মেশিনারিজ উপর শুল্ক অব্যাহতি

এসআর.ও.নং- ১৩০-আইন/২০২১/১৯/কাস্টমস- Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (১) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, বাংলাদেশে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর সহিত সম্পাদিত উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (Production Sharing Contract) এর আওতায় বাংলাদেশে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি এবং পুনঃ রপ্তানির শর্তে সাময়িকভাবে যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে, উহাদের উপর আরোপীয় সমুদয় আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, যদি থাকে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে, অব্যাহতি প্রান করল।, যথা: -

শর্তাবলি:

- আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ কেবল তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হইবে মর্মে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অন্যান্য যুগ্ম-সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চালান ওয়ারি অনুযায়ী প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে;
- এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় রেয়াতি সুবিধার স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও তফসিল'-১ এ বর্ণিত অন্যান্য পণ্য এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে, আমদানিকারক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের গৃহীত আইনানুগ যে কোন ব্যবস্থা মানিয়া লাইতে বাধ্য থাকিবেন মর্মে কটি অঙ্গিকারনামা আমদানিকৃত পণ্য খালাসের সময় সংশ্লিষ্ট কমিশনারের বরাবর দাখিল করিবেন;
- তফসিল'-২ এ বর্ণিত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ পুনঃরপ্তানির শর্তে সাময়িকভাবে এই প্রাপনের আওতায় রেয়াতি সুবিধার আমদানিযোগ্য হবে। পুনঃরপ্তানির শর্তে সাময়িকভাবে আমদানিকৃত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে-
 - পুনঃরপ্তানির শর্তে সাময়িকভাবে আমদানিকৃত পণ্যসমূহ ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত বা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাবে, উহাদের তালিকা ও প্রকৃত পরিমাণ সম্পর্কে পেট্রোবাংলার প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে, এই ধরনের আমদানিকৃত পণ্যসমূহের জন্য শুল্ক ও কর পরিশোধ করতে হবে না এবং এর তালিকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস নীতি ও আইসিটি) ও সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট দাখিল করতে হইবে;
 - কোন যন্ত্র ভেঙে বা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে তিন মাসের মধ্যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট উহা জমা দিতে হবে এবং এই ধরনের জমাকৃত যন্ত্রের জন্য কোন শুল্ক ও কর প্রদান করতে হবে না, জমাকৃত ভগ্ন যন্ত্রাংশ স্ক্রাপ হিসাবে প্রচলিত নিয়মে নিলাম করা হবে এবং বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে;
 - এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় রেয়াতি সুবিধার স্থায়ীভাবে ও পুনঃরপ্তানির শর্তে সাময়িকভাবে আমদানিকৃত সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য পণ্যের একটি তালিকা প্রতি আর্থিক বৎসর শেষে অর্থাৎ ৩১শে জুলাই তারিখের মধ্যে পেট্রোবাংলা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করবে;
- তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এইরূপ তফসিল-৩ বর্ণিত পণ্যসমূহ এই প্রজ্ঞাপনের অধীন রেয়াত প্রাপ্ত হবে না;
- পুনঃরপ্তানির শর্তে সাময়িকভাবে আমদানিকৃত জীপ ও পিক-আপের সংখ্যা সম্পর্কে আমদানির পূর্বেই পেট্রোবাংলা কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে;

৬. এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় রেয়াতপ্রাপ্ত আমদানিকৃত কোন প্রকার সেবা, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, যন্ত্রাংশ ও পণ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাবে না।)

মূল আদেশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ-

২৮ নভেম্বর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন প্রজ্ঞাপন এসআর.ওনং ২০২৯ আইন/৯৫/১৬৩৯/কাস এবং ১১ জুন, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এবং এস.আর. ও নং ১৪৬-আইন/২০০৯/২২৪৯/শুল্ক এতদ্বারা রহিত করা হইল।

তফসিল-২

{শর্তাবলি দফা (২) দ্রষ্টব্য}

অন্যান্য পণ্যের তালিকা

SI. No.	Description of Materials
1.	Mud Chemicals, Completion Chemicals, Laboratory Chemicals, Compressor coolant and Reagent
2	Oil well cement, Cement additives /Chemicals
3	Tri-Ethylene glycol Methanol
4	Recorder chart for various type of gas metering recorder
5	Gasoline and water finding paste
6	Grease Sealant Lube Oil Heat transfer oil & Lubricant (Hydraulic Oil)
7	Silicagel, Sorbead H & Sorbead WS
8	Ceramic ball
9	Foam dry chemical powder for fire extinguisher and Fire tender
10	Cathodic protection materials Wrapping & coating materials
11	Explosive Detonators, one and cable for seismic survey and Logging works
12	Molecular Sieve
13	Bit and hole opener
14	Drilling materials and accessories
15	Rope & Shekels Spares for BOP & Choke manifold
16	Well completion materials
17	Well head & Z-mass Tree
18	Casing Accessories Fishing tools
19	Electrical equipment & Spare, including electrical cable
20	High performance polarizing microscope with digital photography
21	Petrography grinder
22	XRD with work station
23	Different types of valves
24	Data acquisition equipment
25	Crane Prime mover, Trailer Long body truck Back noc, bullozer fork lifter & other such materials
26	Mechanical maintenance hunk in electric goods welding cutting materials
27	100 SRI batch mixing tank

তফসিল-২

{শর্তাবলির দফা (৩) দ্রষ্টব্য}

পুনঃপ্রাপ্তির শর্তে সাময়িকভাবে আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা

(ক) ড্রিলিং, ডাইরেকশনাল ড্রিলিং, ওয়ার্কওভার, মাডলগিং, মাড ইঞ্জিনিয়ারিং, ওয়ারলাইন লগিং, সিমেন্টেশন, ওয়েল টেস্টিং (প্রডাকশন), ডিএসটি, কব্রেল টিউবিং, স্লাবিং এবং সাইসমিক/গ্রাভিটি/ম্যাগনেটিক/ এ্যারোম্যাগনেটিক সার্ভিসেস এর যন্ত্রপাতি;

(খ) তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যে সরাসরি ব্যবহারযোগ্য জীপ ও পিক-আপ।

১০. ট্রান্সফার অব রেসিডেন্স (Transfer of Residence) (ব্যাগেজ) বিধিমালা, ২০০০ (প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৬৫-আইন/২০০০/১৮৪৬/কাস, তারিখ: ০৮ জুন, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ) এর আওতাভুক্ত বিবিধ পণ্য;
১১. KAFCO সংশ্লিষ্ট আদেশ নং- ৩(২০) শুল্ক-২/৯০(অংশ)/৬৬৯-৬৭০, তারিখ: ০৭/০৬/২০০০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;
১২. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ৭০-আইন/২০০২/১৯৪৪/শুল্ক, তারিখ: ২৩/০৪/২০০২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আমদানিকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, মুদ্রা, ইত্যাদি পণ্যসমূহ;
১৩. Privileged Persons (Customs Procedures) Rules, 2003 (প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ২৩৭-Law/2003/2015/Cus, তারিখ : ০২/০৮/২০০৩) এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;
১৪. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১১-আইন/২০০৫/২০৬৩/শুল্ক, তারিখ: ১৬ জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন ঢাকা ক্লিন ফুয়েল প্রকল্পের আওতায় আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;
১৫. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৬৩-আইন/২০০৭/২১৫৪/শুল্ক, তারিখ: ২৮ জুন, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;
১৬. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ২৯২-আইন/২০০৭/২১৭২/শুল্ক, তারিখ: ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;
১৭. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৫১-আইন/২০০৯/২২৫৪/শুল্ক, তারিখ: ১১ জুন, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত টেক্সটাইল;
১৮. এস.আর.ও নং- ১৯০-আইন/২০০৯/ ২২৫৫/শুল্ক, তারিখ: ০২ জুলাই, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত ট্যাগ, লেবেল, স্টিকার;
১৯. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৯৪-আইন/২০১০/২৩১২/শুল্ক, তারিখ: ১০ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন কেবল বাংলাদেশে চলাচলকারী ভিন্ন দেশের বিমান সংস্থা কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য;
২০. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ২৩৮-আইন/২০১০/২৩১৭/শুল্ক, তারিখ: ২৯ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সংসদ-সদস্য কর্তৃক আমদানীয় শুল্ক-কর মুক্ত গাড়ী;
২১. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৬৯-আইন/২০১১/২৩৫৬/কাস্টমস, তারিখ: ০৯ জুন, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে Effluent Treatment Plant (ETP) ব্যবহারকারী কর্তৃক আনীত কেমিক্যালস;
২২. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং-১৬৪-আইন/২০১২/২৩৯২/কাস্টমস, তারিখ: ০৭/০৬/২০১২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত Hatching eggs;
২৩. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ১৫১-আইন/২০১৩/২৪৩৮/কাস্টমস, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন পর্যটন শিল্পের জন্য আমদানিকৃত পণ্য;
২৪. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ২১৫-আইন/২০১৩/২৪৫৪/কাস্টমস, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সংবাদপত্র শিল্পের জন্য আমদানিকৃত নিউজপ্রিন্ট;
২৫. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১২২-আইন/২০১৪/২৪৮৬/কাস্টমস, তারিখ : ০৫ জুন, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত ফার্মাসিউটিক্যালস্ কাঁচামাল;
২৬. প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১৪৬-আইন/২০১৫/২৬/ কাস্টমস, তারিখ: ৪ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন তাঁত বস্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
২৭. প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ১৫৭-আইন/২০১৬/১৯/কাস্টমস, তারিখ: ২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত হিউম্যান হলার;
২৮. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং- ১৬১-আইন/২০১৬/২৩/কাস্টমস, তারিখ: ০২/০৬/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং তৈরির উপকরণ;
২৯. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩৪-আইন/২০১৭/২০/ কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন বায়োহাইজিন মেশিনারিজ/ইকুইপমেন্ট উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত উপকরণ;
৩০. প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ১৫৭-আইন/২০১৯/২৭/কাস্টমস, তারিখ: ৩০ মে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন স্থানীয় কম্প্রসার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৩১. প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ১৫৯-আইন/২০১৯/২৮/কাস্টমস, তারিখ: ৩০ মে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন স্থানীয় পাদুকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৩২. প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ২৯৭-আইন/২০১৯/৪৬/কাস্টমস, তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারীকৃত ডি মিনিমিস বিধিমালার অধীন আমদানিকৃত পণ্য; ।

৩৩. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ৭০-আইন/২০২০/৬০/কাস্টমস, তারিখ: ০৪ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত প্লাস্ট ও ইকুইপমেন্ট এবং অস্থায়ীভাবে আমদানিকৃত ইরেকশন ম্যাটেরিয়ালস, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৩৪. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৭-আইন/২০২০/৭৮/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় ঔষধের কাঁচামাল হিসেবে আমদানিকৃত রাসায়নিক যৌগ;
৩৫. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৮-আইন/২০২০/৭৯/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন পোস্ট, লাইভস্টক ও ডেইরী ফিড প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অথবা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত ফিসারী এবং মৎস্য ফিড প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
৩৬. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৯-আইন/২০২০/০০/ কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন কৃষি যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে: সংযোজন, ও প্রস্তুতকারী শিল্প কর্তৃক, আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ উপকরণ;
৩৭. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩০-আইন/২১২০/৮১/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন 'জাহাজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ' আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ এবং উপকরণ;
৩৮. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩১-আইন/২০২০/৮২/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন স্থানীয় 'কম্প্রসার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৩৯. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং, ১৩৪-আইন/২০২০/৮৫/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ 'খ্রিস্টাব্দ এর অধীন বাংলাদেশ বেসরকারী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিনিয়োগকারী কর্তৃক, আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ;
৪০. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৮৬ আইন/২০২০/৯৫/কাস্টমস, তারিখ: ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন কৃষিকার্যে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৪১. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১১৬-আইন/২০২১/০৫/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৪২. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১১৭-আইন/২০২১/০৬/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৪৩. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১১৯-আইন/২০২১/০৮/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন খেলনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৪৪. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২০-আইন/২০২১/০৯/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১. খ্রিস্টাব্দ এর অধীন টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বা উপকরণ;
৪৫. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং. ১২১-আইন/২০২১/১০/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত ক্যালার নিরোধক ঔষধ প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২২-আইন/২০২১/১১৯/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন এলপি গ্যাস সিলিডার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত-পণ্য;
৪৬. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২২-আইন/২০২১/১১/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন এলপি গ্যাস সিলিডার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য;
৪৭. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৪-আইন/২০২১/৯৩/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ
৪৮. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৫-আইন/২০২১/১৪/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন গুয়াশিং মেশিন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ;
৪৯. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৬-আইন/২০২১/১৫/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন রামপাল ১৩২০ মেঃ ওঃ (কয়লাভিত্তিক) মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্রজেক্ট কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৫০. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৭-আইন/২০২১/১৬/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সেলুলার ফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৫১. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৯-আইন/২০২১/১৮/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নির্মাণের উপকরণ;
৫২. প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৩০-আইন/২০২১/১৯/কাস্টমস, তারিখ: ২৪ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন বাংলাদেশে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে পেট্রোবাংলা এর অধীন বাপেক্স, বিজিএফসিএল, এসজিএফএল কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;

৫৩. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ২৩-আইন/২০২২/৫২/কাস্টমস, তারিখ: ২৩ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে সাময়িকভাবে আনীত বিবিধ পণ্য;
৫৪. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১১৮-আইন/২০২২/৬৬/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৫৫. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১১৯-আইন/২০২২/৬৭/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য/কাঁচামাল;
৫৬. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১২২-আইন/২০২২/৭০/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ
৫৭. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১২৩-আইন/২০২২/৭১/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সামগ্রী;
৫৮. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং- ১২৫-আইন/২০২২/৭৩/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন চামড়া শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে আমদানিকৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি;
৫৯. প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১২৭-আইন/২০২২/৭৫/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সিএনজি ও এলপিগি কনভার্সন কাজে ব্যবহৃত আমদানিকৃত সিএনজি ও এলপিগি কিট ও যন্ত্রাংশ;
৬০. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৩৫-আইন/২০২২/৮৩/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন আমদানিকৃত জেনারেটর তৈরির উপকরণ;
৬১. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৩৯-আইন/২০২২/৮৭/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন মোটর সাইকেল শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত মোটর সাইকেলের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৬২. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৪২-আইন/২০২২/৯০/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন গ্র্যামিউজমেন্ট পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমদানিকৃত কতিপয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৬৩. প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং- ১৪৩-আইন/২০২২/৯১৮/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন পোন্ডি শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৬৪. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৪৪-আইন/২০২২/৯২/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন রেফারেল হাসাপাতাল কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৬৫. প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১৪৬-আইন/২০২২/৯৪/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন সোলার প্যানেল প্লান্ট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;
৬৬. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৪৮-আইন/২০২২/৯৭/কাস্টমস, তারিখ: ১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন টুর অপারেটর কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যসমূহ;
৬৭. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৯৯-আইন/২০২২/১০৭/কাস্টমস, তারিখ: ২৮ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৬৮. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ২০০-আইন/২০২২/১০৮/কাস্টমস, তারিখ: ২৮ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন এয়ার কন্ডিশনার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৬৯. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ২০১-আইন/২০২২/১০৯/কাস্টমস, তারিখ: ২৮ জুন, ২০২২ খ্রি; এর অধীন মূসক নিবন্ধিত এলইডি ও এনার্জি সেভিং ল্যাম্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কমপোনেন্ট;
৭০. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ২০২-আইন/২০২২/১১০/কাস্টমস, তারিখ: ২৮ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন স্থানীয়ভাবে এটিএম ও সিসি ক্যামেরা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
৭১. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১২০-আইন/২০১৩/১৬৪/কাস্টমস, তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন স্থানীয় সুইচ/সকেট/ল্যাম্প হোল্ডার/ডিমার/ প-গ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
৭২. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১২১-আইন/২০১৩/১৬৫/কাস্টমস, তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন মোন্ড ও ডাই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল; এবং
৭৩. প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং- ১৩২-আইন/২০১৩/১৭৬/কাস্টমস, তারিখ: ২১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর অধীন যাত্রী (অপর্যটক) কর্তৃক আমদানিকৃত ব্যাগেজ পণ্যসমূহ: অধিকতর সংশোধন তালিকা পরিশিষ্ট কিউ আর কোড এ দ্রষ্টব্য।

৪৮। পরিশিষ্ট সমূহ-

কাস্টমস সংক্রান্ত এস. আর.ও, সাধারণ আদেশ এবং ট্যারিফ সিডিউল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কিউ আর কোডগুলো স্ক্যান করুন।

৪৮.১। কাস্টমস এস. আর. ও-২০২৩



৪৮.৩। সাধারণ আদেশ-কাস্টমস



৪৮.২। ট্যারিফ সিডিউল-২০২৩



তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

তৃতীয় অধ্যায় মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

১। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কি?

মূল্য সংযোজন কর বা মূসক (VAT) একটি পরোক্ষ কর, যা ভোক্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য। বাংলাদেশে ভোগকৃত পণ্য বা সেবা মূল্যের উপর ১৫% হারে এ কর আরোপিত। মূল্য সংযোজন কর আইন বা প্রজ্ঞাপন বা আদেশ দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা ব্যতীত বাংলাদেশে উৎপাদিত, সরবরাহকৃত বা আমদানিকৃত সকল পণ্য ও সেবার উপর মূসক প্রযোজ্য। আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ মূসক আদায় করে থাকেন। শুল্ক স্টেশনে শুল্ক-করাদি আদায়কালে আমদানিকারকের নিকট থেকে এ মূসক আদায় করা হয়। সহজ অর্থে মূল্য সংযোজন কর হলো “মূল্য সংযোজন” এর উপর বা সংযোজিত মূল্যের উপর আরোপিত কর। কোন পণ্য উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী অথবা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য উৎপাদনে/সরবরাহে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণ মূল্যের সাথে উৎপাদন পর্যায়ের সকল ব্যয়সহ উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সংযোজিত মূল্যের উপর প্রযোজ্য হয় বলে একে মূল্য সংযোজন কর বলা হয়।

মূসক ব্যবস্থায় উৎপাদক বা সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূসক প্রদেয় উৎপাদন কর (বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য মূসক) এর বিপরীতে রেয়াত হিসাবে সমন্বয়ের বিধান থাকায় করের উপর করারোপের কোন সুযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই থাকে না। পণ্য ও সেবার উপর এ কর আরোপ এবং আহরণ করা হয়। পণ্য/সেবার উৎপাদক বা সেবা প্রদানকারী বা আমদানিকারক পণ্য বা সেবা বিক্রয়কালে ক্রেতা বা ভোক্তা হতে এ কর আদায় করে থাকেন। এ কর ব্যবস্থায় বিক্রেতা ট্যাক্স কালেক্টর হিসেবে বিবেচিত হন। ক্রেতা বা ভোক্তা প্রকৃতপক্ষে মূসক এর অর্থ দিয়ে থাকেন। ক্রেতা বা ভোক্তা চূড়ান্তভাবে করের ভার বহন করায় একে ভোক্তা কর (Consumer Tax) বা পরোক্ষ কর (Indirect Tax) বলা হয়।

১.১। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কি ভাবে কাজ করে?

নিবন্ধিত করদাতা তার পণ্য বা সেবা সরবরাহের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে মূসক পরিশোধ করেন। পণ্যের উৎপাদন থেকে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যখনই পণ্যের হাত বদল হয়, তার প্রতিটি স্তরে মূসক পরিশোধযোগ্য। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও তাই। যদিও বিক্রয় মূল্যের সাথে ক্রয়মূল্যের পার্থক্যই মূল্য সংযোজন, তথাপি বিক্রয় মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে মূসক এর পরিমাণ হিসেব করতে হয়। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (যে ক্ষেত্রে কর রেয়াত গ্রহণ করা যায়) করদাতা প্রদেয় মূসক থেকে তার সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবায় ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয় বা আমদানির ক্ষেত্রে যে মূসক পরিশোধ করে থাকেন তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূসক সরকারি ট্রেজারীতে জমা করেন।

একজন নিবন্ধিত ব্যক্তির পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর যে পরিমাণ মূসক প্রদেয় হয় তাকে বলা হয় উৎপাদন কর (output tax)। আর তিনি তার পণ্য বা সেবা তৈরীতে ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ মূসক দিয়ে এসেছেন তাকে বলা হয় উপকরণ কর (input tax)। এ দুটির পার্থক্যের সম পরিমাণ অর্থ নীট মূসক হিসেবে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত হয়। প্রতিটি স্তরে, এ পরিমাণ মূসক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়, আর ভোক্তাই করের এ ভার বহন করে থাকেন।

১.২। মূসক এর হার ও পরিধি

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বাংলাদেশে মূলতঃ একক হার বিশিষ্ট কর ব্যবস্থা। কিছু ব্যতিক্রম এবং অব্যাহতি ব্যতীত বাংলাদেশে আমদানিকৃত এবং দেশে উৎপাদিত সকল পণ্য, সেবা, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য ভিত্তিক হার হবে ১৫%। অর্থাৎ বাংলাদেশে মূসক এর আদর্শ হার হচ্ছে ১৫%। কোনো পণ্য বা সেবা সুনির্দিষ্টভাবে মূসক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলে, কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে এ হারে মূসক প্রযোজ্য। রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবা বা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য বা বিদেশগামী যানবাহনে ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে মূসক প্রযোজ্য নয়, শূন্যহার প্রযোজ্য। সর্বশেষ অর্থবছর (২০২২-২৩) এর বাজেট অনুযায়ী আদর্শহার ব্যতীত কতিপয় ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যভিত্তিক ৭টি নিম্নতর হার বিদ্যমান আছে। যথা ২%, ২.৪%, ৪%, ৫%, ৭.৫%, ১০% এবং সুনির্দিষ্ট কর হার।

১.৩। টার্নওভার কর

মূসক আইনে টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়ের বিধান আছে। ‘টার্নওভার’ বলতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট সময়ে করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের বিপরীতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মোট অর্থকে বোঝানো হয়। করযোগ্য কোন পণ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারির (বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের আওতাভুক্ত পণ্য/সেবা ব্যতীত) বার্ষিক টার্নওভার অনধিক ৩ (তিন) কোটি টাকা হলে তাদের ক্ষেত্রে মূসক নিবন্ধন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। সে

সকল প্রতিষ্ঠানকে টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত হতে হয় এবং নির্ধারিত বার্ষিক টার্নওভারের উপর ৪% হারে টার্নওভার কর প্রদান করতে হয়।

বার্ষিক টার্নওভার সম্পর্কিত ঘোষণা ফরম “মূসক-২.১” পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে online আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হয়। বিভাগীয় কর্মকর্তা আবেদন প্রাপ্তির ৩ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদনের যথার্থতা পরীক্ষাপূর্বক সন্তুষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করে ‘মূসক-২.৩’ ফরমে তালিকাভুক্তির প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। তালিকাভুক্তির তারিখ হতে প্রতিষ্ঠানটির জন্য টার্নওভার কর প্রদেয় হবে। ঘোষণা মোতাবেক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে টার্নওভার কর পরিশোধ করা যায়।

২। সম্পূরক শুল্ক

মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় সম্পূরক শুল্কও আদায় হয়। সাধারণতঃ বিলাস দ্রব্য, অত্যাবশ্যিক নয় ও সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্য বা সেবার উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হয়। মূসক নিবন্ধিত ব্যক্তি মূসক আদায়ের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্কও আদায় করে থাকেন এবং মূসক জমা দেয়ার সময় ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সম্পূরক শুল্ক ভিন্ন হিসাব খাতে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে থাকেন। চলতি হিসাব ও মূসক দাখিলপত্রে সম্পূরক শুল্কের হিসাব রাখা হয়। কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক উপকরণ কর হিসেবে বিবেচিত না হওয়ায় তিনি সম্পূরক শুল্কের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারেন না। তবে, পণ্য বা সেবা রপ্তানি করলে উক্ত রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত সম্পূরক শুল্কসহ উপকরণ কর প্রত্যর্পন নেয়া যায়।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য মূসক আইনের দ্বিতীয় তফসিল (মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৫৫) এর মাধ্যমে ১৫ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। এ গুলো হলো ৫%, ১০%, ১৫%, ২০%, ২৫%, ৩০%, ৩৫%, ৪৫%, ৫৫%, ৬০%, ৬৫%, ১৫০%, ২৫০%, ৩৫০% ও ৫০০%। সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য ও সেবাসমূহের তালিকা নির্ধারিত হারসহ কিউআর কোডের মাধ্যমে পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

৩। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।

- (১) এই আইন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায় ও পঞ্চদশ অধ্যায় এবং ধারা ১২৮, ১৩২, ১৩৪ ও ১৩৫ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অধ্যায় ও ধারাসমূহ ব্যতীত এই আইনের অন্যান্য অধ্যায় ও ধারাসমূহ সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

৩.১। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

- (১) “অনাবাসিক ব্যক্তি” অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি আবাসিক নহেন;
- (২) “অপরাধ” অর্থ ধারা ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৬ ও ১১৭ এ উল্লিখিত কোন অপরাধ;
- (৩) “অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ” অর্থ ধারা ২৬ এ উল্লিখিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ;
- (৪) “অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি” অর্থ ধারা ২৬ এ উল্লিখিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি;
- (৫) “অর্থ” অর্থ বাংলাদেশ বা যে কোন দেশে প্রচলিত কোন মুদ্রা (legal tender), এবং নিম্নবর্ণিত দলিলাদিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
 - (ক) বিনিমেয় দলিল (negotiable instrument);
 - (খ) বিল অব এক্সচেঞ্জ, প্রমিসরি নোট, ব্যাংক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার, মানি অর্ডার বা সমতুল্য দলিল;
 - (গ) ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড; বা
 - (ঘ) এ্যাকাউন্ট ডেবিট বা ক্রেডিটের মাধ্যমে প্রদত্ত সরবরাহ;
- (৬) “অর্থনৈতিক কার্যক্রম”

অর্থ পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিয়মিত বা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত কোন কার্যক্রম; এবং

➤ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম এর উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:

 - (ক) কোন ব্যবসা পেশা, বৃত্তি, জীবিকা উপার্জনের উপায়, পণ্য প্রস্তুত বা কোন ধরনের উদ্যোগ (undertaking) মুনাফার লক্ষ্যে কার্যক্রমটি পরিচালিত হউক বা না হউক;

- (খ) লিজ, লাইসেন্স বা অনুরূপ উপায়ে কোন পণ্য, সেবা বা সম্পত্তি সরবরাহ;
- (গ) কেবল একবারের জন্য পরিচালিত কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা উদ্যোগ; বা
- (ঘ) উক্ত কার্যক্রমের প্রারম্ভ বা শেষে সম্পাদিত কোন কার্য; তবে-
- নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (ক) কর্মচারী কর্তৃক তাহার নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত সেবা;
- (খ) কোম্পানীর কোন পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কোন সেবা: তবে, যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তাহার ব্যবসা পরিচালনার নিমিত্ত উক্ত পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে তৎকর্তৃক প্রদত্ত সেবা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হইবে;
- (গ) বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত নয় এমন কোন বিনোদনমূলক কাজ বা শখ;
- (ঘ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতীত, সরকার কর্তৃক পরিচালিত নির্ধারিত কোন কার্যক্রম;
- (৭) “অংশীদারি কারবার” অর্থ অংশীদারি কারবার আইন, ১৯৩২ (১৯৩২ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪ এ সংজ্ঞায়িত অংশীদারি কারবার;
- (৮) “আগাম কর” অর্থ ধারা ৩১(২) এর অধীন করযোগ্য আমদানির উপর আগাম প্রদেয় কর;
- (৯) “আদেশ” অর্থ বোর্ড বা অনুমোদিত মুসক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ;
- (১০) “আনুক্রমিক (progressive) বা পর্যাবৃত্ত (periodic) সরবরাহ” অর্থ কোন চুক্তির বা লিজ বা হায়ার অব লাইসেন্স (ফাইন্যান্স লিজসহ) এর অধীন আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্তভাবে অর্থ পরিশোধের শর্তাধীনে প্রদত্ত কোন সরবরাহ
- (১১) “আনুষঙ্গিক পরিবহন সেবা” অর্থ জাহাজে পণ্য বোঝাইকরণ বা খালাসকরণ সংক্রান্ত সেবা, পণ্য বাঁধা সংক্রান্ত সেবা, পণ্য পরিদর্শন সংক্রান্ত সেবা, শুল্ক দলিলাদি প্রস্তুতকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সেবা, কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত সেবা, পণ্য গুদামজাতকরণ বা সংরক্ষণ সংক্রান্ত সেবা ও অনুরূপ অন্য কোন সেবা;
- (১২) “আন্তর্জাতিক পরিবহন” অর্থ আনুষঙ্গিক পরিবহন সেবা ব্যতিরেকে, সড়ক, নৌ বা আকাশপথে যাত্রী ও পণ্যাদির নিম্নবর্ণিত পরিবহন, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থান হইতে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থানে পরিবহন;
- (খ) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থান হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন স্থানে পরিবহন; বা
- (গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোন স্থান হইতে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থানে পরিবহন;
- (১৩) “আন্তর্জাতিক সহায়তা ও ঋণ চুক্তি” অর্থ বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক, কারিগরি বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকার এবং বিদেশী সরকার বা আন্তঃদেশীয় আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত আবদ্ধ কোন চুক্তি;
- (১৪) “আপীলাত ট্রাইব্যুনাল” অর্থ Customs Act, 1969 এর section 196 এর অধীন গঠিত শুল্ক, আবগারি এবং মূল্য সংযোজন কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল;
- (১৫) “আবাসিক ব্যক্তি” অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, যিনি-
- (ক) স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে বসবাস করেন; বা
- (খ) চলতি বর্ষপঞ্জির ১৮২ (একশত বিরাশি) দিবসের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করেন; বা
- (গ) কোন বর্ষপঞ্জির ৯০ (নব্বই) দিবসের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করেন এবং উক্ত বর্ষপঞ্জির অব্যবহিত পূর্ববর্তী চার বৎসরের মধ্যে ৩৬৫ (তিনশত পয়ষড়ি) দিবসের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন; এবং নিম্নবর্ণিত সত্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- ক) কোম্পানী, যদি উহা বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনের অধীন নিগমিত হয় বা উহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত হয়;
- খ) ট্রাস্ট, যদি ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি বাংলাদেশে আবাসিক হন বা ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত হয়;
- গ) ট্রাস্ট ব্যতীত কোন ব্যক্তি সংঘ, যদি উহা বাংলাদেশে গঠিত হয় বা উহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত হয়;
- ঘ) সকল সরকারি সত্তা; বা
- ঙ) সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ;
- (১৬) “আমদানি” অর্থ বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার অভ্যন্তরে কোন পণ্য আনয়ন;
- (১৭) “আমদানিকৃত সেবা” অর্থ বাংলাদেশের বাহির হইতে সরবরাহকৃত সেবা;
- (১৮) “ইলেকট্রনিক সেবা” অর্থ টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, স্থানীয় কিংবা বৈশ্বিক তথ্য নেটওয়ার্ক বা অনুরূপ মাধ্যমে প্রদানকৃত নিম্নবর্ণিত সেবা-

- (ক) ওয়েব সাইট, ওয়েব-হোস্টিং বা অনুষ্ঠান ও যন্ত্রপাতির দূরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ;
- (খ) সফটওয়্যার এবং দূরবর্তী সেবা প্রদানের মাধ্যমে উহার হালনাগাদকরণ;
- (গ) প্রদত্ত ইমেজ (image), টেক্সট এবং তথ্য;
- (ঘ) ডাটাবেইজ বা তথ্যভান্ডারে প্রবেশাধিকার (access to database);
- (ঙ) স্ব-শিক্ষণ প্যাকেজ;
- (চ) সঙ্গীত, চলচ্চিত্র এবং ক্রীড়া; এবং
- (ছ) রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিল্পকলা, খেলাধুলা, বিজ্ঞান বিষয়ক এবং টেলিভিশন সম্প্রচারসহ যেকোন বিনোদনমূলক সম্প্রচার এবং অনুষ্ঠান।

(১৮ক) “তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত ব্যবসায়ী কর্তৃক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিক্রয়, বিনিময় বা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্যকোনভাবে সংগৃহীত পণ্য বা সেবা উপকরণ হিসাবে গণ্য হইবে;”;

- (ক) শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস ইকুইপমেন্ট ও ফিক্সচার, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা বা অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, সুস্বীকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন, সম্প্রসারণ, পুণঃ সংস্কারকরণ ও মেরামতকরণ;
- (খ) সকল প্রকার আসবাবপত্র, অফিস সাপ্লাই, স্টেশনারি দ্রব্যাদি, রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোক সরঞ্জাম, জেনারেটর ক্রয় বা মেরামতকরণ;
- (গ) ইন্টেরিয়ার ডিজাইন, স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নকশা;
- (ঘ) যানবাহন ক্রয়, ভাড়া ও লিজ গ্রহণ
- (ঙ) ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারীর কল্যাণ, উন্নয়নমূলক কাজ ও এর সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা; এবং
- (চ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গন, অফিস, শো-রুম বা অনুরূপ ক্ষেত্র, যেই নামেই অভিহিত হউক না কেন তাহার ভাড়া (Rent) গ্রহণ।

তবে, শর্ত থাকে যে, আইনের তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত “ব্যবসায়ী” কর্তৃক ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিক্রয়, বিনিময় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্যকোনভাবে সংগৃহীত পণ্য “উপকরণ” হিসেবে গণ্য হইবে। নিম্নে উল্লিখিত পণ্য বা সেবাসমূহ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হইবে না মর্মে পরিধি নির্ধারণ করিল, যথা:

- (১৯) “উপকরণ কর” (input tax) অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতিত) এবং স্থানীয় উৎস হতে উপকরণ হিসেবে ক্রয়কৃত বা সংগৃহীত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;
- (২০) “উৎপাদন কর” (output tax) অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর, যথা:-
 - (ক) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক করযোগ্য পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ; বা
 - (খ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক করযোগ্য সেবা আমদানি;
- (২১) “উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা” অর্থ-
 - (ক) কোন সরকারি সত্তা;
 - (খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান;
 - (গ) কোন ব্যাংক, বীমা কোম্পানী বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
 - (ঘ) কোন মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
 - (ঙ) কোন লিমিটেড কোম্পানী;
- (২২) “উৎসে কর কর্তন সনদপত্র” অর্থ উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত কোন সনদপত্র;
- (২৩) “কমিশনার” অর্থ ধারা ৭৮ এর অধীন নিয়োগকৃত কমিশনার;
- (২৪) “কর” অর্থ মূসক, টার্নওভার কর ও সম্পূরক শুল্ক, এবং বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সুদ, জরিমানা ও অর্থদণ্ডও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২৫) “কর চালানপত্র” (tax invoice) অর্থ ধারা ৫১ এর অধীন সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল;
- (২৬) “করদাতা” অর্থ এই আইনের অধীন কর পরিশোধকারী এবং উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা;
- (২৭) “কর নিরূপণ” অর্থ পঞ্চম অধ্যায় এর অধীন করদাতা কর্তৃক কর নিরূপণ (assessment);
- (২৮) “কর নির্ধারণ” অর্থ একাদশ অধ্যায় এর অধীন যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক কর নির্ধারণ (determination);
- (২৯) “কর ভগ্নাংশ” অর্থ নিম্নবর্ণিত ভগ্নাংশ, যথা $R/100 + R$ যেইক্ষেত্রে, R অর্থ ধারা ১৫(৩) এ উল্লিখিত মূসক হার;

- (৩০) “কর মেয়াদ” অর্থ-
- (ক) মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে, খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জিতে চিহ্নিত এক মাস; বা
- (খ) টার্নওভার করের ক্ষেত্রে, ত্রৈমাসিক সময়কাল, যাহা মার্চ ৩১, জুন ৩০, সেপ্টেম্বর ৩০ বা ডিসেম্বর ৩১ এ সমাপ্তি ঘটে;
- (৩১) “করযোগ্য আমদানি” অর্থ অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি ব্যতীত যেকোন আমদানি;
- (৩২) “করযোগ্য সরবরাহ” অর্থ কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত যে কোন সরবরাহ
- (৩৩) “করহার” অর্থ প্রাসঙ্গিকতা ভেদে-
- (ক) ধারা ১৫(৩) এ উল্লিখিত মুসক হার;
- (খ) ধারা ৫৫(৪) এ উল্লিখিত সম্পূরক শুল্কহার; বা
- (গ) ধারা ৬৩(১) এ উল্লিখিত টার্নওভার করহার;
- (৩৪) “কর সুবিধা” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন সুবিধা, যথা:-
- (ক) উৎপাদন কর হ্রাসকরণ;
- (খ) পণ্য আমদানির উপর মুসক হ্রাসকরণ;
- (গ) জের টানা অতিরিক্ত অর্থের বৃদ্ধি বা করদাতার করদায়ের পরিমাণ হ্রাসকরণ;
- (ঘ) হ্রাসকারী সময়ের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ;
- (ঙ) বৃদ্ধিকারী সময় হ্রাসকরণ;
- (চ) কর ফেরত প্রদান;
- (ছ) উৎপাদ কর স্থগিতকরণ বা উপকরণ কর রেয়াতের দাবি উত্থাপন ত্বরান্বিতকরণ;
- (জ) উৎপাদ কর বা বৃদ্ধিকারী সময় হিসাব বিলম্বিতকরণ বা উপকরণ কর রেয়াত বা হ্রাসকারী সময় দাবি উত্থাপন ত্বরান্বিতকরণ;
- (ঝ) মূলত ও কার্যত একটি করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানিকে অকরযোগ্য সরবরাহ বা আমদানিতে পরিণতকরণ;
- (ঞ) মূলত ও কার্যত কোন আমদানি বা অর্জনের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্তির অধিকার না থাকা সত্ত্বেও রেয়াত প্রাপ্তির অধিকার সৃষ্টিকরণ; বা
- (ট) করদাতার টার্নওভার কম প্রদর্শন;
- (৩৫) “কার্যধারা” (proceedings) অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যধারা বা কার্যক্রম, কিন্তু ষোড়শ অধ্যায়ে উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত মামলার কার্যক্রম উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৩৬) “কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ চুক্তি” অর্থ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কোন চুক্তি যাহার অধীন কোন সরবরাহের পণ্য পণ একাধিক কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।
- (৩৭) “কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান” অর্থ ধারা ৫ অনুযায়ী কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান;”।
- (৩৮) “কোম্পানী” অর্থ বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশের বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোম্পানি হিসাবে নিয়মিত কোন প্রতিষ্ঠান;
- (৩৯) “ক্রেডিট নোট” অর্থ হ্রাসকারী সময় গ্রহণের উদ্দেশ্যে করদাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল;
- (৪০) “চালানপত্র” অর্থ পণ পরিশোধের দায় সংক্রান্ত কোন দলিল;
- (৪১) “জরিমানা” অর্থ ধারা ৮৫ এর অধীন মুসক কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপিত জরিমানা, কিন্তু অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থদণ্ড উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৪২) “টার্নওভার” অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্ধারিত সময়ে বা কর মেয়াদে তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রম দ্বারা প্রস্তুতকৃত, আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদান হইতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য সমুদয় অর্থ;
- (৪৩) “টার্নওভার কর” অর্থ ধারা ৬৩ এর অধীন আরোপিত কর;
- (৪৪) “ডেবিট নোট” অর্থ বৃদ্ধিকারী সময় গ্রহণের উদ্দেশ্যে করদাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল;
- (৪৫) “তফসিল” অর্থ এই আইনের কোন তফসিল;
- (৪৬) “তালিকাভুক্ত” অর্থ ধারা ১০(২) এর অধীন টার্নওভার কর তালিকাভুক্ত;
- (৪৭) “তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি” অর্থ ধারা ১০(১) এর অধীন টার্নওভার কর তালিকাভুক্তিযোগ্য কোন ব্যক্তি;
- (৪৮) “তালিকাভুক্তিসীমা” অর্থ কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে (২) [৫০ (পঞ্চাশ)] লক্ষ টাকার সীমা, কিন্তু নিম্নবর্ণিত মূল্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের মূল্য;

- (খ) মূলধনী সম্পদের বিক্রয় মূল্য;
- (গ) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠান বা উহার কোন অংশবিশেষের বিক্রয় মূল্য; বা
- (ঘ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার ফলশ্রুতিতে কৃত সরবরাহের মূল্য;
- (৪৯) “দলিল” অর্থে নিম্নবর্ণিত বস্তু অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) কোন কাগজ বা অনুরূপ কোন বস্তু যাহার উপর অক্ষর, সংখ্যা, প্রতীক বা চিহ্নের মাধ্যমে কোন লেখনী প্রকাশ করা হয়; বা
- (খ) কোন ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার ফিটা, কম্পিউটার ডিস্ক বা অনুরূপ কোন ডিভাইস (ফবারপব) যাহা উপাত্ত ধারণ করিতে পারে;
- (৫০) “দাখিলপত্র” অর্থ কর নিরূপণ ও কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোন করমেয়াদে করদাতা কর্তৃক পেশকৃত কোন দাখিলপত্র;
- (৫১) “দেওয়ানী কার্যবিধি” অর্থ দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন);
- (৫২) “নির্দিষ্ট স্থান” অর্থ বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত কোন স্থান, যথা:-
- (ক) ব্যবস্থাপনার স্থান;
- (খ) শাখা, দপ্তর, কারখানা বা ওয়ার্কশপ;
- (গ) খনি, গ্যাসকূপ, পাথর বা অনুরূপ কোন খনিজ সম্পদ আহরণ ক্ষেত্র (quarry); বা
- (ঘ) নির্মাণ বা স্থাপনা প্রকল্পের অবস্থান;
- (৫৩) “নির্ধারিত” অর্থ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;
- (৫৪) “নিবন্ধন” অর্থ ধারা ৬ এর অধীন মূসক নিবন্ধন;
- (৫৫) “নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি” অর্থ ধারা ৪ এর অধীন মূসক নিবন্ধনযোগ্য কোন ব্যক্তি;
- (৫৬) “নিবন্ধিত ব্যক্তি” অর্থ ধারা ৬ এর অধীন মূসক নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি;
- (৫৭) “নিবন্ধনসীমা” অর্থ কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে [৩ (তিনকোটি)] টাকার সীমা, কিন্তু নিম্নবর্ণিত মূল্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের মূল্য;
- (খ) মূলধনী সম্পদের বিক্রয় মূল্য;
- (গ) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠান বা উহার কোন অংশের বিক্রয় মূল্য; বা
- (ঘ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার ফলশ্রুতিতে কৃত সরবরাহের মূল্য;
- তবে শর্ত থাকে যে দফা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) এ অধীন কোন ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করার ক্ষেত্রে এই নিবন্ধনসীমা প্রযোজ্য হবে না।
- (৫৮) “ন্যায্য বাজার মূল্য” অর্থ
- (ক) পরস্পর সহযোগী নয় একরূপ ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত কোন সরবরাহের পণ্য;
- (খ) যদি দফা (ক) এ উল্লিখিত ন্যায্য বাজার মূল্য পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ইতোপূর্বে একই পরিস্থিতিতে সমজাতীয় কোন সরবরাহের পণ্য;
- (গ) যদি উক্তরূপে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা না যায়, তাহা হইলে পরস্পর সহযোগী নয় এমন ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সাধারণ ব্যবসায় সম্পর্কের ভিত্তিতে নিরূপিত পণ্যের নৈর্ব্যক্তিক গড়ের ভিত্তিতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য;
- (৫৯) “পণ” অর্থ কোন সরবরাহের (বিপরীতে) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদেয় অর্থ বা নগদ অর্থের পরিবর্তে প্রদত্ত বা প্রদেয় দ্রব্যের ন্যায্য বাজার মূল্য-এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ের অর্থও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন আরোপিত কর, যাহা-
- সরবরাহের উপর বা সরবরাহের কারণে সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদেয় হয়; বা
 - গ্রহীতার নিকট হইতে প্রাপ্ত মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা উহার সহিত সংযোজিত হয়;
- (খ) সার্ভিস চার্জ হিসাবে উল্লিখিত কোন অর্থ; বা
- (গ) হায়ার পারচেজ বা ফাইন্যান্স লিজ চুক্তির অধীন পণ্য সরবরাহের পণ্যের মধ্যে ফাইন্যান্স লিজ বা হায়ার পারচেজের অধীন ঋণ প্রদান সম্পর্কিত প্রদেয় যেকোন অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে; কিন্তু সরবরাহের সময় যে মূল্যছাড় দেওয়া হয় তাহা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৬০) “পণ্য” অর্থ শেয়ার, স্টক, সিকিউরিটিজ এবং অর্থ ব্যতীত সকল প্রকার দৃশ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি;

(৬১) “পণ্য সরবরাহ” অর্থ

(ক) পণ্যের বিক্রয়, বিনিময় বা অন্যবিধ ভাবে বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যের অধিকার হস্তান্তর; বা

(খ) লিজ, ভাড়া, কিস্তি, হায়ার পারচেজ বা অন্য কোনভাবে পণ্য ব্যবহারের অধিকার প্রদান এবং ফাইন্যান্স লিজের আওতায় পণ্য বিক্রয়ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬২) “প্রচলন রপ্তানি” অর্থে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য অভিপ্রেত কোন [পণ্য বা সেবা] [নির্ধারিত পদ্ধতিতে] বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ;

(খ) কোন আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে [নির্ধারিত পদ্ধতিতে] বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ; বা

(গ) স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে [নির্ধারিত পদ্ধতিতে] বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ;

(৬৩) “প্রতিনিধি” অর্থ

(ক) অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অভিভাবক বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত ব্যবস্থাপক;

(খ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে, অবসায়নাধীন কোম্পানী ব্যতিরেকে কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত অন্যকোন উপযুক্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি;

(গ) অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে, উহার কোন অংশীদার;

(ঘ) ট্রাস্টের ক্ষেত্রে, উক্ত ট্রাস্টের ট্রাস্টি বা নির্বাহক বা প্রশাসক;

(ঙ) ব্যক্তি সংঘের ক্ষেত্রে, উহার চেয়ারম্যান, সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ;

(চ) সরকারি সত্তার ক্ষেত্রে, উহার মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত অন্যকোন উপযুক্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি;

(ছ) বৈদেশিক সরকারের ক্ষেত্রে, উক্ত বৈদেশিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;

(জ) অনাবাসিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তৎকর্তৃক নিযুক্ত মুসক এজেন্ট; বা

(ঝ) কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত মুসক পরামর্শক; বা; এবং

(ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন প্রতিনিধি;

(৬৪) “প্রদেয় নীট কর” অর্থ কোন কর মেয়াদে ধারা ৪৫ এর অধীন নিরূপিত কর.

(৬৫) “প্রস্তুতকরণ (manufacturing)” অর্থ-

(ক) কোন পদার্থ এককভাবে বা অন্য কোন পদার্থ বা সরঞ্জাম বা উৎপাদনের অংশবিশেষের সহিত সংযোগ বা সম্মেলনের দ্বারা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অন্য কোন সুনির্দিষ্ট পদার্থ বা পণ্যে রূপান্তরকরণ বা উহাকে এইরূপে পরিবর্তিত, রূপান্তরিত বা পুনরাকৃতি প্রদানকরণ যাহাতে উক্ত পদার্থ ভিন্নভাবে বা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহারের উপযোগী হয়;

(খ) পণ্যের প্রস্তুতি সম্পন্ন করিবার জন্য কোন আনুষঙ্গিক বা সহায়ক প্রক্রিয়া;

(গ) মুদ্রণ, প্রকাশনা, শিলালিপি বা মিনাকরণ প্রক্রিয়া;

(ঘ) সংযোজন, মিশ্রণ, পরিশুদ্ধকরণ, কর্তন, তরলীকরণ, বোতলজাতকরণ, মোড়কাবদ্ধকরণ বা পুনঃমোড়কাবদ্ধকরণ; বা

(ঙ) মধ্যবর্তী বা অসমাপ্ত প্রক্রিয়াসহ পণ্য উৎপাদন বা তৈরিতে গৃহীত সকল প্রক্রিয়া;

(৬৬) “ফাইন্যান্স লিজ” অর্থ হায়ার পারচেজ ব্যতীত এমন কোন লিজ যাহা ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ফাইন্যান্স লিজ হিসেবে গণ্য;

(৬৭) “ফৌজদারী কার্যবিধি” অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন);

(৬৮) “বকেয়া কর” অর্থ ধারা ৯৫ এ উল্লিখিত বকেয়া কর;

(৬৯) “বিধি” অর্থ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি;

(৭০) “বিল অব এন্ট্রি” (Bill of Entry) অর্থ [কাস্টমস আইনের] ধারা ২ (সি)-তে সংজ্ঞায়িত ইরষ ড় উহঃঃ;

(৭১) “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন বৃদ্ধিকারী সমন্বয়, যথা:-

(ক) উৎসে কর্তিত করের বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;

(খ) বাৎসরিক পুনঃহিসাব প্রণয়নের ফলে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;

(গ) ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ না করিবার ফলে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;

(ঘ) ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত (private use) পণ্যের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;

(ঙ) নিবন্ধিত হওয়ার পর বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;

- (চ) নিবন্ধন বাতিলের কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ছ) মূসক হার পরিবর্তিত হওয়ার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ছছ) পূর্ববর্তী যে কোন কর মেয়াদে কম পরিশোধিত মূসকের বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (জ) সুদ, জরিমানা, অর্ধদণ্ড, ফি, বকেয়া কর ইত্যাদি পরিশোধ সংক্রান্ত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়; বা
- (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (৭২) “বৃহৎ করদাতা ইউনিট” অর্থ ধারা ৭৮(৩) এর অধীন গঠিত কোন বৃহৎ করদাতা ইউনিট;
- (৭৩) “বোর্ড” অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ৭৬ নং আদেশ) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- (৭৪) “ব্যক্তি” অর্থ স্বাভাবিক কোন ব্যক্তি, এবং নিম্নবর্ণিত সত্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:
- (ক) কোন কোম্পানী;
- (খ) কোন ব্যক্তি সংঘ;
- (গ) কোন সরকারি সত্তা;
- (ঘ) কোন বৈদেশিক সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোন বিভাগ বা নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;
- (ঙ) কোন আন্তঃ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন; বা
- (চ) সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ বা অনুরূপ কোন উদ্যোগ; বা
- (ছ) অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান
- (৭৫) “ব্যক্তি সংঘ” অর্থ অংশীদারি কারবার, ট্রাস্ট বা অনুরূপ কোন ব্যক্তি সংঘ, কিন্তু কোন কোম্পানী বা অনিগমিত যৌথ মূলধনী কারবার উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৭৬) “ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা” অর্থ নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তির অনুকূলে ইস্যুকৃত মূসক নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্নওভার কর সনদপত্রে উল্লিখিত কোন অনন্য ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা;
- (৭৭) “ভূমির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সেবা” অর্থে-
- (ক) ভূমির উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রদত্ত সেবা;
- (খ) নির্দিষ্ট ভূমির উপর বিশেষজ্ঞ এবং এস্টেট এজেন্ট প্রদত্ত সেবা;
- (গ) নির্দিষ্ট ভূমির উপর গৃহীত বা গৃহীতব্য নির্মাণ কাজ সম্পর্কিত সেবা;
- (৭৮) “মূল্য” অর্থ:
- (ক) ধারা ২৮ এ উল্লিখিত আমদানি মূল্য; বা
- (খ) ধারা ৩২ এ উল্লিখিত সরবরাহ মূল্য;
- (৭৯) “মূল্য সংযোজন কর” বা “মূসক” অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন আরোপিত মূল্য সংযোজন কর;
- (৮০) “মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ” অর্থ ধারা ৭৮ এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ;
- (৮১) “মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা” বা “মূসক কর্মকর্তা” অর্থ ধারা ৭৮(১) এ উল্লিখিত কোন কর্মকর্তা;
- (৮২) “রপ্তানি” অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন সরবরাহ এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৮৩) “কাস্টমস আইন” অর্থ Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা প্রদত্ত কোন আদেশ;
- (৮৪) “কাস্টমস কমিশনার” বা “কাস্টমস কর্মকর্তা” অর্থ কাস্টমস আইনের অধীন নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;
- (৮৫) “শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ” অর্থ ধারা ২১ এ উল্লিখিত শূন্যহার বিশিষ্ট কোন সরবরাহ;
- (৮৬) “সমন্বয় ঘটনা” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন ঘটনা, যথা:-
- (ক) কোন সরবরাহ বাতিলকরণ;
- (খ) কোন সরবরাহের পণ পরিবর্তন;
- (গ) সরবরাহকৃত পণ সম্পূর্ণ বা উহার অংশবিশেষ সরবরাহকারীর নিকট ফেরত প্রদান;
- (ঘ) সরবরাহের প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে কোন সরবরাহ অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহে পরিণত হওয়া; বা
- (ঙ) নির্ধারিত অন্য কোন ঘটনা;
- (৮৭) “সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ” অর্থ কোন চুক্তি যাহার অধীন কোন ভূমির মালিক তাহার ভূমিতে ভবন নির্মাণের জন্য কোন নির্মাতার সহিত শর্তাধীনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়;
- (৮৮) “সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ” অর্থ কোন চুক্তি যাহার অধীন কোন ভূমির মালিক তাহার ভূমিতে ভবন নির্মাণের জন্য কোন নির্মাতার সহিত শর্তাধীনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়;

- (৮৯) “সম্পূরক শুদ্ধ” অর্থ ধারা ৫৫ এর অধীন আরোপিত সম্পূরক শুদ্ধ;
- (৯০) “সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্য” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোন পণ্য;
- (৯১) “সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য সেবা” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোন সেবা;
- (৯২) উৎসে কর কর্তন সনদপত্র” অর্থ ধারা ৫৩ এ উল্লিখিত কোন দলিল;
- (৯৩) “সরকারী সত্তা” অর্থ:-
- (ক) সরকার বা উহার কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বা দপ্তর;
- (খ) আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোন সংস্থা;
- (গ) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান; বা
- (ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোন সংস্থা;
- (৯৪) “সরবরাহ” অর্থ যেকোন সরবরাহ এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) পণ্য সরবরাহ;
- (খ) স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ;
- (গ) সেবা সরবরাহ; বা
- (ঘ) দফা (ক), (খ) এবং (গ)-তে বর্ণিত সরবরাহের সমাহার;
- (৯৫) “সনদপত্র” অর্থ এই আইনের অধীন [সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা] কর্তৃক সরবরাহকৃত কোন সনদপত্র;
- (৯৬) “সরবরাহের সময়” অর্থ-
- (ক) পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেসময়ে পণ্যের দখল অর্পণ বা অপসারণ করা হয়;
- (খ) সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেসময়ে সেবা প্রদান, সৃষ্টি, হস্তান্তর বা স্বত্ব অর্পণ করা হয়; বা
- (গ) স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেসময়ে সম্পত্তি অর্পণ, সৃষ্টি, হস্তান্তর বা স্বত্ব প্রদান করা হয় সেই সময়;
- (৯৭) “সহযোগী” অর্থ দুইজন ব্যক্তির মধ্যে এমন সম্পর্ক যাহার কারণে একে অপরের বা উভয়ে অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করেন বা কাজ করিবেন বলিয়া প্রত্যাশা করা হয়, এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:-
- (ক) অংশীদারি কারবারের কোন অংশীদার;
- (খ) কোম্পানীর কোন শেয়ার হোল্ডার;
- (গ) কোন ট্রাস্ট এবং উক্ত ট্রাস্টের সুবিধাভোগী; বা
- (ঘ) কোন সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ এবং উক্ত উদ্যোগের অংশীদার ভূমি মালিক, নির্মাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি;
- (ঙ) প্রতিনিধি, মুসক এজেন্ট, পরিবেশক, লাইসেন্সী বা অনুরূপ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ; তবে চাকুরীর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।
- (৯৭ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অর্থ এইরূপ যে কোন মূল্য সংযজন কর কর্মকর্তা যিনি এই আইনের অধীন কতিপয় দায়িত্ব পালনের জন্য বোর্ড এর নিকট হইতে বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।
- (৯৮) “সেকেন্ড-হ্যান্ড পণ্য” অর্থ এমন কোন পণ্য যাহা পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মূল্যবান ধাতু বা উহার দ্বারা তৈরি কোন পণ্য (যেমন: স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম বা অনুরূপ কোন ধাতু), এবং হীরা, পদ্মরাগমণি বা চুনি, পান্না, নীলমণি বা নীলকান্তমণি উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৯৯) “সেবা” অর্থ যেকোন সেবা তবে, পণ্য, স্থাবর সম্পত্তি এবং অর্থ (money) উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (১০০) “সেবা সরবরাহ” অর্থ এমন সরবরাহ যাহা পণ্য, অর্থ বা স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ নহে, তবে সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) অধিকার প্রদান (grant), হস্তান্তর (assignment), সমাপ্তি (termination), বা কোন অধিকার সমর্পণ;
- (খ) কোন সুযোগ, সুবিধা বা উপকার গ্রহণের ব্যবস্থা করন;
- (গ) কোন কার্য করা, কোন অবস্থা বা কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকা বা মানিয়া লওয়ার জন্য চুক্তি;
- (ঘ) লাইসেন্স, পারমিট, সনদপত্র, বিশেষ সুবিধা, অনুমতিপত্র বা অনুরূপ অধিকার জারিকরণ, হস্তান্তর বা সমর্পণ;
- (১০১) “স্থাবর সম্পত্তি” অর্থ স্থাবর সম্পত্তির উপর অধিকার বা স্বার্থ বা অধিকার যাহাতে ভূমি, বা ভূমির উপর অবস্থিত কোন ভবন বা উহাতে স্থাপিত বা স্থায়ী ভাবে সংযুক্ত কোন কাঠামো সংস্থাপিত থাকুক বা না থাকুক।
- (১০২) “স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ” অর্থে নিম্নবর্ণিত সরবরাহসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) ভূমির উপর কোন অধিকার বা স্বার্থ;
- (খ) ভূমির উপর কোন অধিকার বা স্বার্থ প্রদানের আহ্বান সম্বলিত ব্যক্তিগত অধিকার,

- (গ) আবাসন সরবরাহসহ ভূমিতে অধিষ্ঠানের (occupy) নিমিত্ত লাইসেন্স প্রদান বা ভূমিতে প্রয়োগযোগ্য কোন চুক্তিভিত্তিক অধিকার;
- (ঘ) দফা (ক), (খ) এবং (গ)-তে বর্ণিত কোন বিষয় অর্জনের অধিকার বা ভবিষ্যতে উক্ত অধিকার প্রয়োগের অভ্যর্থনা;
- (১০৩) “হাসকারী সমন্বয়” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন হাসকারী সমন্বয়, যথা:-
- (ক) আগাম কর হিসাবে পরিশোধিত অর্থের হাসকারী সমন্বয়;
- (খ) সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর্তৃত্ব করে হাসকারী সমন্বয়;
- (গ) বাৎসরিক পুনঃহিসাব প্রণয়ন বা নিরীক্ষার ফলে প্রয়োজ্য হাসকারী সমন্বয়;
- (ঘ) ক্রেডিট নোট ইস্যুকারীর কারণে হাসকারী সমন্বয়;
- (ঙ) রপ্তানির ক্ষেত্রে পরিশোধিত উপকরণ করে হাসকারী সমন্বয়;
- (চ) মূসক হারা হাস পাওয়ার কারণে হাসকারীর সমন্বয়;
- (ছ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদ হইতে ঋণাত্মক জের টানার নিমিত্ত হাসকারী সমন্বয়;
- (জ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদে অতিরিক্ত পরিশোধিত মূসক হাসকারী সমন্বয়; বা
- (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন বৃদ্ধিকারী বা হাসকারী সমন্বয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূসক নিবন্ধন এবং টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি

৪। মূসক নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি।-

- (১) নিম্নবর্ণিত প্রত্যেক ব্যক্তি কোন মাসের প্রথম দিন হইতে মূসক নিবন্ধনযোগ্য হইবেন, যথা:-
- (ক) যে ব্যক্তির টার্নওভার উক্ত মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষে সমাপ্ত ১২ (বার) মাস সময়ে নিবন্ধনসীমা অতিক্রম করে; বা
- (খ) যে ব্যক্তির প্রাক্কলিত টার্নওভার উক্ত মাসের পূর্ববর্তী মাসের প্রারম্ভ হইতে পরবর্তী ১২ (বার) মাস সময়ে নিবন্ধনসীমা অতিক্রম করে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে টার্নওভার নির্বিশেষে মূসক নিবন্ধিত হইতে হইবে, যিনি—
- (ক) বাংলাদেশে সম্পূর্ণ শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ, প্রস্তুত বা আমদানি করেন।
- (খ) কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোন চুক্তি বা কার্যাদেশের বিপরীতে পণ্য বা সেবা উভয় সরবরাহ করেন।
- (গ) কোন আমদানী রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত
- (ঘ) বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ অফিস বা লিয়াজেঁ অফিস বা প্রজেক্ট অফিস স্থাপন করেন;
- (ঙ) মূসক এজেন হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন;
- (চ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় বা কোন নির্দিষ্ট পণ্য সেবা সরবরাহ, প্রস্তুত বা আমদানী সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিয়োজিত।

৫। কেন্দ্রীয় বা শাখা ইউনিটের নিবন্ধন।-

যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে অভিন্ন অথবা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাব নিকাশ, কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র সফটওয়্যার ভিত্তিক অটোমেটেড পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করেন, তাহা হইলে [নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে] তিনি হিসাব নিকাশ সংরক্ষণের উক্ত ঠিকানায় একটি মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারবে:

তবে শর্ত থাকে যে অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা স্বত্বেও কোন ইউনিট হতে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাব নিকাশ, কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করলে তাহাকে প্রতিটি ইউনিটের জন্য পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে,-

- (১) (ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৮ এর অধীন বিশেষ পরিষ্কার অধীন তামাকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রয়োজ্য হইবে না।
- (১খ) কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও কর পরিশোধের লক্ষ্যে বোর্ড বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পরিবে।”

৬। মূসক নিবন্ধন পদ্ধতিঃ

- (১) প্রত্যেক নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, মূসক নিবন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন।

- (২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করিয়া ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করিবেন।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদন বিধিসম্মত না হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কারণ উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমা ও পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে উহা অবহিত করিবেন।
- ৭। নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণ:
- (১) বোর্ড, সময় সময়, নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়ন করিয়া উহা প্রকাশ, প্রচার ও সংরক্ষণ করিবে।
- (২) কোন ব্যক্তির নাম প্রকাশিত তালিকায় না থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে না।
- (৩) কোন ব্যক্তির নাম উক্ত তালিকায় থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি এই আইনের অধীন নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে।
- ৮। স্বেচ্ছা মূসক নিবন্ধন।
- (১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৪ এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধনের আবশ্যিকতা না থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধিত হইতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছায় মূসক নিবন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মূসক কর্মকর্তার নিকট, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, আবেদন করিতে পারিবেন।
- (২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করিয়া ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করিবেন।
- (৩) স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত ব্যক্তির উপর অপরাপর নিবন্ধিত ব্যক্তির ন্যায় এই আইনের সকল বিধান প্রতিপালন বাধ্যতামূলক হইবে এবং তিনি নিবন্ধনের তারিখ থেকে অনূন্য এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করিতে পারবেন না।
- ৯। মূসক নিবন্ধন বাতিল
- (১) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তিনি, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, মূসক নিবন্ধন বাতিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।
- (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি যাহার আর নিবন্ধিত থাকিবার প্রয়োজন নাই, তাহার করযোগ্য সরবরাহ প্রদান অব্যাহত থাকিলে, তিনি নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।
- (৩) কমিশনার, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, মূসক নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।
- (৪) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি মূসক নিবন্ধন বাতিলের জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন দাখিল না করেন এবং যথাযথ অনুসন্ধানের পর যদি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তির মূসক নিবন্ধন বাতিলযোগ্য, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে মূসক নিবন্ধন বাতিলের আবেদনপত্র দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী আবেদন করা না হইলে কমিশনার স্ব-উদ্যোগে তাহার মূসক নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।
- (৫) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির মূসক নিবন্ধন বাতিলের পর যদি দেখা যায় যে, তিনি তালিকাভুক্তিযোগ্য তাহা হইলে কমিশনার আবেদনের ভিত্তিতে বা স্ব-উদ্যোগে তাহাকে টার্নওভার করদাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন।
- (৬) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির মূসক নিবন্ধন বাতিল করা হইলে, তিনি-
- (ক) অনতিবিলম্বে কর চালানপত্র এবং উৎস কর কর্তন সনদপত্র, রশিদ, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট, ইত্যাদি ব্যবহার বা ইস্যু করা হইতে বিরত থাকিবেন; এবং
- (খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূসক নিবন্ধন সনদপত্র এবং উহার সকল প্রত্যাখিত অনুলিপি কমিশনারের নিকট ফেরত প্রদান এবং বকেয়া কর পরিশোধ ও চূড়ান্ত মূসক দাখিলপত্র দাখিল করিবেন।
- (৭) কোন ব্যক্তি অনলাইনে নিবন্ধন গ্রহণ করার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা -
- (ক) নিবন্ধন আবেদনের উল্লিখিত ব্যক্তির ঠিকানা, অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক অন্যান্য তথ্যাদি যাচাই করিবেন।
- (খ) যাচাইয়াস্তে ব্যক্তির ঠিকানা, অস্তিত্ব না পাওয়া গেলে বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অসত্য প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলের জন্য নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- (গ) কমিশনার এইরূপ সুপারিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বকেয়া কর আদায় পূর্বক নিবন্ধন বাতিল বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।
- ১০। তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি ও তালিকাভুক্তি:
- (১) যদি কোন ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া ১২ মাসের কোন ত্রৈমাসিক শেষে তালিকাভুক্তিসীমা অতিক্রম করেন কিন্তু যদি নিবন্ধনসীমা অতিক্রম না করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত ত্রৈমাসিক সময় সমাপ্ত

হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, টার্নওভার করদাতা হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তিকে টার্নওভার করদাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত করে ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত টার্নওভার কর সনদপত্র প্রদান করিবেন।

১১। তালিকাভুক্তি বাতিল।

(১) প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত কারণে তাহার টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, আবেদনকরিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) যদি তিনি অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করেন;

(খ) যদি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার পর পর তিনটি কর মেয়াদে আনুপাতিক হারে তালিকাভুক্তি সীমার নিম্নে থাকে।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তির তালিকাভুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) মূসক নিবন্ধনের জন্য দাখিলকৃত আবেদন তালিকাভুক্তি বাতিলের আবেদন হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং কমিশনার যে তারিখে মূসক নিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু করিবেন সেই তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দিবসে টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন না করেন, তাহা হইলে কমিশনার নির্ধারিত সময়সীমা ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তির তালিকাভুক্তি বাতিল করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১২। স্ব-উদ্যোগে নিবন্ধনযোগ্য ও তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তিকে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তিকরণ।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যথাযথ অনুসন্ধানের পর যদি সন্তুষ্ট হন যে, কোন ব্যক্তি মূসক নিবন্ধনযোগ্য বা টার্নওভার কর তালিকাভুক্তিযোগ্য কিন্তু তিনি নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করেন নাই, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্ব-উদ্যোগে উক্ত ব্যক্তিকে মূসক নিবন্ধিত বা টার্নওভার কর তালিকাভুক্ত করিবেন এবং সনদপত্র প্রদান করিবেন।

১৩। সনদপত্র প্রদর্শনে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব

প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নির্দিষ্ট স্থানে মূসক নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্নওভার কর সনদপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি এমনভাবে প্রদর্শন করিয়া রাখিবেন যাহাতে উহা সহজে দৃষ্টিগোচর হয়।

১৪। পরিবর্তিত তথ্য অবহিতকরণে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব।

নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত তথ্যের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন, যথা:-

(ক) ব্যবসায়ের নাম বা অন্য কোন বাণিজ্যিক নামসহ উক্ত ব্যক্তির নাম বা ব্যবসার ধরন পরিবর্তন;

(খ) উক্ত ব্যক্তির ঠিকানা বা অন্য কোন যোগাযোগের তথ্যাদি পরিবর্তন;

(গ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার স্থান পরিবর্তন;

(ঘ) উক্ত ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের কোন তথ্যের পরিবর্তন;

(ঙ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত এক বা একাধিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রকৃতি পরিবর্তন;

(চ) মালিকানায় বা অংশিদারিতে পরিবর্তন

(ছ) নির্ধারিত অন্য কোন পরিবর্তন।

তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য সংযোজন কর আরোপ

১৫। মূসক আরোপ:

(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, করযোগ্য আমদানি এবং করযোগ্য সরবরাহের উপর মূসক আরোপিত ও প্রদেয় হবে।

(২) করযোগ্য আমদানি বা করযোগ্য সরবরাহ মূল্যের সহিত উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত মূসক হার গুণ করিয়া প্রদেয় মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ নিরূপণ ও নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ১৫ (পনের) শতাংশ। তবে শর্ত থাকে যে সরকার জনস্বার্থে তৃতীয় তফসিলে সুনির্দিষ্টকৃত যে কোন পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত মূসকের হার বা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর নির্ধারণ করতে পারবে। আরও শর্ত থাকে যে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত হ্রাসকৃত মূসক হার বা সুনির্দিষ্ট করের পরিবর্তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ১৫ (পনের) শতাংশ কর প্রদান করতে পারবে।

১৬। মূল্য সংযোজন কর পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি:

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে মুসক প্রদান করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে: আমদানীকারক;
- (খ) বাংলাদেশে করযোগ্য সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে: সরবরাহকারী;
- (গ) আমদানিকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে: সরবরাহ গ্রহীতা;
- (ঘ) অন্যান্য ক্ষেত্রে: সরবরাহকারী বা সরবরাহ গ্রহণকারী

১৭। বাংলাদেশে প্রদত্ত সরবরাহ

(১) ধারা ১৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সরবরাহসমূহ বাংলাদেশে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে:-

- (ক) আবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক সরবরাহ;
- (খ) অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে বা উহার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক প্রদত্ত সরবরাহ;
- (গ) উপ-ধারা (খ)-তে উল্লিখিত সরবরাহ ব্যতীত অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ, যদি সরবরাহটি-
 - ক. স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ হয় এবং উক্ত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ভূমির অবস্থান বাংলাদেশে হয়;
 - খ. পণ্যের সরবরাহ হয় এবং উহা বাংলাদেশে হস্তান্তর, অর্পণ, স্থাপন বা সংযোজন করা হয়;
 - গ. যদি সরবরাহটি নিম্নবর্ণিত কোন সরবরাহ হয় এবং মুসক অনিবন্ধিত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়:-
 - ঘ. সেবা প্রদানকালে বাংলাদেশে অবস্থান করিয়া সেবা প্রদানকারী কায়িকভাবে বাংলাদেশে সেবা প্রদান করে
 - ঙ. বাংলাদেশে অবস্থিত ভূমির সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট সেবার সরবরাহ হয়;
 - চ. বাংলাদেশের কোন ঠিকানায় বেতার ও টেলিভিশন হইতে গৃহীত সম্প্রচার সেবা হয়;
 - ছ. সরবরাহকালে বাংলাদেশে অবস্থিত কোন ব্যক্তির নিকট ইলেক্ট্রনিক সেবা সরবরাহ;
 - জ. টেলিযোগাযোগ সেবা যাহা কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী বা বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী কোন বৈশ্বিক ভ্রমণকারী (global roaming) ব্যতীত বাংলাদেশে অবস্থানরত কোন ব্যক্তি কর্তৃক সূত্রপাত ঘটানো হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য অভ্যন্তরীণ ভোগের নিমিত্ত খালাসের পূর্বে সরবরাহ প্রদান করা হইলে উক্ত সরবরাহ বাংলাদেশের বাহিরে প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (ই) এর উপ-উপদফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করেন তিনি সেই ব্যক্তি-

(ক) যিনি সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক নিম্নরূপে সনাক্তযোগ্য হন-

- ক. সরবরাহের সূচনা নিয়ন্ত্রণকারীরূপে;
- খ. সেবার মূল্য প্রদানকারীরূপে;
- গ. সরবরাহের জন্য চুক্তিকারীরূপে;

(ক) যদি একাধিক ব্যক্তি দফা (ক) এর শর্তাবলী পূরণ করেন, তাহা হইলে যিনি উক্ত দফার তালিকায় অধিকবার দৃশ্যমান হন; এবং

(খ) সেবার ধরন বা প্রকার বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের বাস্তব অবস্থান কোন কারণে সরবরাহকারী কর্তৃক সনাক্ত করা সম্ভব না হইলে, সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ সেবা বা উক্তরূপ শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সেবার সকল প্রকার সরবরাহ, সরবরাহকারীর নিকট হইতে চালানপত্র গ্রহণকারী গ্রাহকের যে প্রকৃত বা বাস্তব আবাসিক বা বাণিজ্যিক ঠিকানা রহিয়াছে সেই স্থানে সরবরাহটি প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। নিবন্ধিত সরবরাহকারী এবং সরবরাহগ্রহীতা:

ধারা ১৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন নিবন্ধিত অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোন নিবন্ধিত গ্রহীতার নিকট সরবরাহকৃত সেবা বাংলাদেশে প্রদত্ত হইবে, যদি-

(ক) সরবরাহগ্রহীতা বাংলাদেশে কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে বা উহার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন; এবং

(খ) সরবরাহটি উক্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে বা উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে প্রদান করা হয়।

১৯। অনাবাসিক ব্যক্তির মুসক এজেন্ট:

(১) কোন অনাবাসিক ব্যক্তি বাংলাদেশের কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা না করিলে, তাহাকে একজন মুসক এজেন্ট নিয়োগ করিতে হইবে।

- (২) অনাবাসিক ব্যক্তির সকল দায়দায়িত্ব ও কার্যাবলী উক্ত মূসক এজেন্ট পালন ও সম্পাদন করিবেন, এবং আরোপিত কর, জরিমানা, দণ্ড এবং সুদসহ যাবতীয় অর্থ পরিশোধের জন্য অনাবাসিক ব্যক্তি দায়বদ্ধ থাকিবেন।
- (৩) মূসক এজেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নিবন্ধন তাহার প্রধানের (principal) নামে হইতে হইবে।
- (৪) বোর্ড, মূসক এজেন্ট নিয়োগের শর্ত, পদ্ধতি ও তাহার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২০। আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে গ্রহীতার নিকট হইতে (reverse charged) কর আদায়:

- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আমদানিকৃত কোন সেবা সরবরাহ করযোগ্য সরবরাহ হইবে, যদি-
- (ক) সরবরাহ গ্রহীতা একজন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি হন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় উক্ত সেবা অর্জন (acquire) করেন; এবং
- (খ) সরবরাহটি নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে প্রদত্ত হইলে উক্ত সেবা শূন্যহার বিশিষ্ট না হইয়া অন্য কোন হারে করযোগ্য হয়; এবং
- (২) আমদানিকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের গ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর উক্ত ব্যক্তির উৎপাদ এবং উপকরণ উভয়বিধ কর হইবে।
- (৩) আমদানিকৃত সেবা সরবরাহের কারণে যদি কোন সমন্বয় ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে বা হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ সমন্বয় সংঘটনের কারণে উক্ত সেবা একটি করযোগ্য সরবরাহ হইবে এবং উক্ত সেবার সরবরাহ গ্রহীতা সেবা সরবরাহকারী হিসাবে গণ্য হইবেন।
- (৪) “আমদানিকৃত সেবা”র সংজ্ঞা এবং উক্ত সেবার ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, যদি কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট কোন স্থান হইতে এবং বাংলাদেশের বাহিরে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট স্থান হইতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন, তবে-
- (ক) উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে পরিচালিত করযোগ্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দুইজন পৃথক ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হইবে;
- (খ) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তির নিকট (এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংজ্ঞায়িত) সেবার প্রকৃতি বিশিষ্ট সুবিধা সম্বলিত সেবা প্রদান করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে, যাহা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বা ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছে;
- (গ) সেবা সরবরাহ করা হইয়াছে উহা অনুমান করিয়া সরবরাহের সময় নির্ধারণ করা হইবে; এবং
- (ঘ) সেবা সরবরাহ বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে অবস্থিত কোন সহযোগী নিকট প্রদান করা হইয়াছে অনুমান করিয়া উহার মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।
- (৫) এই ধারার অন্যান্য উপ-ধারাসমূহে ভিন্নরূপ যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রথম তফসিলে বর্ণিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবাসমূহ ব্যতীত নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত নয় অথবা নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তযোগ্য নয় এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক আমদানিকৃত কোন সেবা করযোগ্য সরবরাহ হবে এবং তাতে নিম্নরূপ মূল্যসংযোজন কর আদায় হবে যথা;
- (ক) সংশ্লিষ্ট সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবামূল্যের আংশিক বা পূর্ণমূল্য পরিশোধের সময় প্রদেয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর মূল্য পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তন করবে; এবং
- (খ) কর্তনকারী ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেবা আমদানিকরকের পক্ষে ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে পরিশোধ করে তার দাখিলপত্র প্রদর্শন করবে।

২১। শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ:

- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে শূন্য, যথা:-
- (ক) ধারা ২২, ২৩ এবং ২৪ এ উল্লিখিত কোন সরবরাহ; বা
- (খ) শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ গ্রহণের অধিকার (right) বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) সংক্রান্ত সরবরাহ।
- (২) যদি কোন সরবরাহ অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং শূন্যহার বিশিষ্ট উভয়ই হয়, তাহা হইলে এই উপ-ধারার আওতায় সরবরাহটি অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হইয়া শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।

২২। বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ভূমি:

স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যদি স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ভূমি বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত হয়।

২৩। রপ্তানির নিমিত্ত পণ্য সরবরাহ:

- (১) রপ্তানির উদ্দেশ্যে কোন পণ্যের সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, পুনঃআমদানিকৃত বা পুনঃআমদানির জন্য অভিপ্রেত কোন পণ্যের ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) নিম্নবর্ণিত সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:-

- (ক) যদি পণ্যটি সরবরাহের সময় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত হয় এবং উক্ত পণ্য সরবরাহকারী কর্তৃক বাংলাদেশে সংযোজন, সংস্থাপন বা আমদানি করা না হয়;
- (খ) যদি পণ্যটি আমদানির পর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগের নিমিত্তে প্রবেশের পূর্বে বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে সরবরাহ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পণ্য সরবরাহকালে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ছিল বলিয়া গণ্য হইবে;
- (গ) লাইসেন্সধারী শুল্কমুক্ত পণ্য বিক্রেতা কর্তৃক পর্যটক বা বিদেশ হইতে আগত কোন দর্শনার্থীর নিকট বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের নিমিত্ত কোন পণ্যের সরবরাহ; বা
- (ঘ) যদি পণ্যটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের সমগ্র সময়কাল বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করে, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের লিজ, হায়ার, লাইসেন্স বা উহার ব্যবহার সম্পর্কিত অন্যান্য সরবরাহ পৃথক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ প্রতিটি সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে। তবে, শর্ত থাকে যে, যদি পণ্যটি আন্তর্জাতিক ভূখণ্ডে অবস্থানের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে বাংলাদেশে অবস্থান করে, তাহা হইলে লিজকৃত পণ্যটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন পণ্যের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কারকরণ, সংস্কার সাধন, পরিবর্তন সাধন বা অনুরূপ কাজে ব্যবহার্য কোন পণ্যের সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:-

- (ক) যদি সরবরাহকৃত পণ্য উক্ত পণ্যের সহিত সংযোজন করা হয় বা উহার অংশে পরিণত হয় বা সংযোজিত হইবার ফলে উহা অব্যবহারযোগ্য বা নষ্ট হইয়া যায়;
- (খ) যদি উক্ত পণ্য কাস্টমস আইনের অধীন বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে আমদানি করা হয়; বা
- (গ) যদি উক্ত পণ্য বাংলাদেশে সেবা গ্রহণের নিমিত্ত অস্থায়ীভাবে আনয়ন করা হয় ও সেবা গ্রহণের পর উক্ত পণ্য সেবা গ্রহণ ব্যতীত বাংলাদেশে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিয়া উহা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি করা হয়।

(৪) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, মেরামত বা প্রতিস্থাপনের ওয়ারেন্টিযুক্ত পণ্যের সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:-

- (ক) অনাবাসিক ও অনির্ভুক্ত ওয়ারেন্টি প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য প্রদান করা হইবে মর্মে ওয়ারেন্টি প্রদানকারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন যদি উক্ত পণ্য সরবরাহ করা হয়; এবং
- (খ) মালিকের উপর কোনরূপ মাশুল (charge) আরোপ ব্যতিরেকে যদি উক্ত পণ্য মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা হয়।

(৫) আন্তর্জাতিক পরিবহনে নিয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজ বা অনুরূপ কোন যানবাহনের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কারকরণ, সংস্কার সাধন, পরিবর্তন সাধন বা অন্যবিধভাবে উহার কায়িক অবস্থার উপর অন্য কোন প্রভাব বিস্তারকরণের প্রক্রিয়ায় সরবরাহকৃত পণ্য শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।

(৬) আন্তর্জাতিক পরিবহনে নিয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজ সম্পর্কিত পণ্যসম্ভার বা যন্ত্রাংশ ফ্লাইটের সময় বা সামুদ্রিক যাত্রাপথে উক্ত যানবাহনে ব্যবহার, ভোগ বা বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত হইলে উক্ত পণ্য-সম্ভার বা যন্ত্রাংশ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায়, “পণ্যসম্ভার” অর্থ কোন সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজের ড্রু বা যাত্রীগণের ব্যবহার্য বা উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে ব্যবহার্য পণ্য-সম্ভার, এবং ব্যবহার্য পণ্য, জ্বালানী, খুচরা যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি, অনুরূপ পণ্য, তাৎক্ষণিক ব্যবহৃত হউক বা না হউক, উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৪। শূন্যহার বিশিষ্ট সেবা সরবরাহ:

- (১) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন ভূমির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সেবার সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (২) সরবরাহ প্রদানকালে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন পণ্যের উপর কায়িকভাবে প্রদত্ত সেবা শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন পণ্যের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কারকরণ, সংস্কার সাধন, পরিবর্তন সাধন, ইত্যাদি কাজে ব্যবহার্য কোন সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:
- (ক) যদি উক্ত পণ্য কাস্টমস আইনের অধীন অস্থায়ীভাবে আমদানি করা হয়; বা
- (খ) যদি সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে উক্ত পণ্য বাংলাদেশে আনয়ন করিবার পর সেবা গ্রহণ শেষে বাংলাদেশে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইয়া উহা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি করা হয়।
- (৪) আমদানিকৃত পণ্যের শুল্কমূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেবার সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (৫) বাংলাদেশের বাহিরে সেবা রপ্তানি শূন্যহার হইবে।
- (৬) উপ-ধারা (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যদি-

(ক) সরবরাহ গ্রহীতা-

- ✓ কোন অনাবাসিক ব্যক্তি হন এবং সেবা সরবরাহের সময় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন; বা
- ✓ কোন আবাসিক ব্যক্তি হন এবং সেবা সরবরাহের সময় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করিয়া কার্যত উক্ত সেবা গ্রহণ করেন; এবং

(খ) উক্ত সেবা-

- ✓ বাংলাদেশে অবস্থিত ভূমির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত না হয়;
- ✓ (আ) সরবরাহকালে বাংলাদেশে অবস্থিত পণ্যের উপর উহা কায়িকভাবে প্রদান করা না হয়; বা
- ✓ বাংলাদেশের বাহিরে সাময়িকভাবে অবস্থানরত কোন ব্যক্তিকে বৈশ্বিক পদচারণার (global roaming) ক্ষেত্রে প্রদান করা না হয়।

(৭) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে না, যদি-

- (ক) উক্ত সেবা সরবরাহ বাংলাদেশে অন্য কোন বিষয়ে একটি পরবর্তী সরবরাহ প্রাপ্তির (যাহা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট নয়) অধিকার (right) বা ভবিষ্যতে ক্রয়ের অধিকার অর্জন (option) করা সংক্রান্ত হয়; বা
- (খ) উক্ত সেবা বাংলাদেশে অনিবন্ধিত কোন ব্যক্তির নিকট সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে কোন অনাবাসিক ব্যক্তির সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন সরবরাহ করা হয়।

(৮) বাংলাদেশের বাহিরে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে মামলা নথিভুক্তকরণ, মামলা পরিচালনা, অধিকার অর্পণ, উহার সংরক্ষণ, হস্তান্তর, স্বত্ব হস্তান্তর, লাইসেন্সকরণ বা অধিকার বলবৎকরণ সংক্রান্ত সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।

(৯) কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী কর্তৃক অন্য কোন অনাবাসিক টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারীর নিকট প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সেবার সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।

(১০) মেরামত বা প্রতিস্থাপনের ওয়ারেন্টিয়ুক্ত পণ্যের অনুকূলে প্রদত্ত সেবা সরবরাহ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:-

- (ক) অনাবাসিক ও অনিবন্ধিত ওয়ারেন্টি প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য প্রদত্ত হইবে মর্মে ওয়ারেন্টি প্রদানকারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন যদি উক্ত সেবা সরবরাহ করা হয়; এবং
- (খ) মালিকের উপর কোনরূপ মাঙ্গল আরোপ ব্যতিরেকে সেবা প্রদান করা হয়।

(১১) নিম্নবর্ণিত সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:

- (ক) পণ্যের আন্তর্জাতিক পরিবহনে বীমা সেবা সরবরাহ;
- (খ) আন্তর্জাতিক পরিবহনে নিয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজের মেরামত, সংরক্ষণ, পরিষ্কারকরণ, সংস্কার সাধন, পরিবর্তন সাধন বা অন্য কোনভাবে কায়িক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তারকরণের সেবা সরবরাহ;
- (গ) আন্তর্জাতিক পরিবহনে নিয়োজিত কোন সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজের চালনা, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা, অনুরূপ বিষয়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সেবা অনিবন্ধিত ও অনাবাসিক ব্যক্তির নিকট সরবরাহ; বা

২৫। ট্রাভেল এজেন্ট এবং ট্যুর অপারেটর:

এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পর্যটন সেবা বাংলাদেশে প্রদত্ত হউক বা না হউক তাহা নির্বিশেষে এবং উহা বাংলাদেশে প্রদত্ত হইলে শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে কি-না তাহা বোর্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং প্রতি করমেয়াদে সামগ্রিক ভিত্তিতে শূন্যহার বিশিষ্ট নয় এমন পর্যটন সেবার মূল্য নির্ধারণ করিয়া বোর্ড বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “পর্যটন সেবা” অর্থ আবাসন, খাদ্য, ভ্রমণ, বিনোদন এবং সমজাতীয় কোন বিষয় যা সচরাচর পর্যটক এবং আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীদেরকে প্রদান করা হয়।

২৬। অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি:

এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত সরবরাহসমূহ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইবে, যথা:-

- (ক) প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কোন সরবরাহ বা আমদানি; বা
- (খ) অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ গ্রহণের অধিকার (right) বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) সংক্রান্ত সরবরাহ।

চতুর্থ অধ্যায়: মুসক আদায় পদ্ধতি

খণ্ড 'ক'- আমদানির ক্ষেত্রে

২৭। করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মুসক আদায় পদ্ধতি:

কাস্টম আইনের অধীন যে পদ্ধতি ও সময়ে আমদানি শুল্ক আদায় করা হয় সেই একই পদ্ধতি ও সময়ে, আমদানির উপর আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য না হইলেও করযোগ্য আমদানির উপর মুসক আদায় করিতে হইবে।

২৮। করযোগ্য আমদানির মুসক আরপযোগ্য ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ:

কোন করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মুসক আরোপের ভিত্তিমূল্য হইবে নিম্নবর্ণিত পরিমাণের সমষ্টি, যথা:-

(ক) কাস্টম আইনের অধীন আমদানি শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে ধার্যকৃত পণ্য মূল্যের পরিমাণ; এবং

(খ) পণ্য আমদানির উপর প্রদেয়, যদি থাকে, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং অন্যান্য শুল্ক ও কর (আগাম কর এবং অগ্রীম আয়কর ব্যতীত)।

২৯। পুনঃআমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ:

পণ্য রপ্তানির পর উহা পুনঃআমদানি করিবার ক্ষেত্রে যদি পণ্যটির আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও গুণগতমান অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের মেরামতের পর যে পরিমাণ মূল্য বর্ধিত হয় উহার সহিত বীমা, ভাড়া এবং ল্যান্ডিং চার্জ যোগ করিয়া শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহা মুসক আরোপের ভিত্তিমূল্য হইবে।

৩০। রপ্তানির নিমিত্ত আমদানি:

কোন পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগের উদ্দেশ্যে খালাস বা ছাড় না করিয়া রপ্তানির উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হইলে, উক্ত পণ্য করযোগ্য হইবে না।

৩১। আমদানিকালে আগাম কর পরিশোধ ও সমন্বয়:

(১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহের উপর প্রদেয় মুসক উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হারে আগাম পরিশোধ করিবেন।

(২) করযোগ্য আমদানির উপর মুসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানি মুসক আরোপযোগ্য ভিত্তি মূল্যের উপর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে ৩ (শতাংশ) হারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে।

(৩) প্রত্যেক নিবন্ধিত আমদানিকারক যিনি আগাম কর পরিশোধ করিয়াছেন তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ বা তৎপরবর্তী (চারটি কর মেয়াদের) মধ্যে মুসক দাখিলপত্রে পরিশোধিত আগাম করের সমপরিমাণ অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) যে ব্যক্তি আগাম কর পরিশোধ করিয়াছেন কিন্তু নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত নহেন তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে আগাম কর ফেরত প্রদানের নিমিত্ত কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) কমিশনার আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

খণ্ড 'খ'- সাধারণ সরবরাহের ক্ষেত্রে

৩২। করযোগ্য সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ:

(১) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, করযোগ্য কোন সরবরাহের পণ্য হইতে উক্ত পণ্যের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে সরবরাহ মূল্য।

(২) আমদানিকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের পণ্য হইবে সরবরাহের মূল্য বা সরবরাহকারী এবং সরবরাহহীতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হইলে উহার ন্যায্য বাজার মূল্য।

(৩) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক তাহার সহযোগীর নিকট সরবরাহকৃত করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে উহার কর-ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য, যদি—

(ক) উক্ত সরবরাহ পণ্যবিহীন হয় বা উহার পণ্য ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হয়; এবং

(খ) উক্ত সহযোগী এইরূপ সরবরাহের নিমিত্তে উদ্ধৃত সমুদয় উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অধিকারী না হন।

(৪) অন্যবিধভাবে নির্ধারিত না থাকিলে পণ্যবিহীন করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে উহার কর-ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য।

(৫) পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output coefficient দাখিল করিতে হইবে)।

৩২ ক) বোর্ড কর্তৃক ব্যাখ্যা প্রদান :

বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কর যোগ্য যে কোন সেবার পরিধি নিরূপণের লক্ষ্যে কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৩। করযোগ্য সরবরাহের উপর মূসক প্রদানকাল:

- (১) কোন করযোগ্য সরবরাহের উপর আরোপিত মূসক নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যাহা সর্বাত্মে ঘটে, উহা সংঘটিত হওয়ার সময় প্রদেয় হইবে, যথা:-
 - (ক) যখন সরবরাহ প্রদান করা হয়;
 - (খ) যখন সরবরাহ সংক্রান্ত চালানপত্র ইস্যু করা হয়; বা
 - (গ) যখন পণের আংশিক বা সমুদয় গ্রহণ করা হয়।
 - (ঘ) যখন কোন সরবরাহ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা হয় বা অন্যের ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়।
- (২) কোন সরবরাহের আনুক্ৰমিক (progressive) বা (periodic) সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হইলে উহার উপর আরোপিত মূসক নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যাহা সর্বাত্মে ঘটে, উহা সংঘটিত হওয়ার সময় প্রদেয় হইবে, যথা:-
 - (ক) যখন উক্ত সরবরাহের প্রত্যেকটির বিপরীতে পৃথক চালানপত্র ইস্যু করা হয়;
 - (খ) যখন উক্ত সরবরাহের প্রত্যেকটির বিপরীতে প্রাপ্য পণের আংশিক বা সমুদয় গ্রহণ করা হয়;
 - (গ) যখন আনুক্ৰম সরবরাহের বিপরীতে মূল্য প্রদেয় হয়; বা
- (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোন পণ্য (যেমনঃ পানি, গ্যাস, জ্বালানী তরল বা বিদ্যুৎ) এর আনুক্ৰমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহ করা হইলে, যে তারিখে উক্ত সরবরাহের প্রত্যেকটির বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করা হয়, উক্ত তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রদেয় মূসক পরিশোধ করিতে হইবে।

৩৪। আনুক্ৰমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহ:

- (১) আনুক্ৰমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহের প্রতিটি সরবরাহ পৃথক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে।
- (২) যদি আনুক্ৰমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহের প্রতিটি সরবরাহ তাৎক্ষণিকভাবে পৃথক করা না যায়, তাহা হইলে উক্ত সরবরাহকে পৃথক সরবরাহের পর্যায়ক্রম হিসাবে গণ্য করা হইবে, যাহার প্রত্যেকটি উক্ত সরবরাহের অনুপাতের সহিত সংগতিপূর্ণ এবং যাহার সহিত পর্যায়ক্রমিক পণের প্রত্যেক পৃথক অংশ আনুপাতিক হারে সংশ্লিষ্ট।
- (৩) লিজ বা সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত সরবরাহের প্রতিটি অংশের ক্ষেত্রে, লিজ বা সম্পত্তির উক্তরূপ ব্যবহারের অব্যাহত সময়কাল সরবরাহের সময় হিসাবে গণ্য হবে।

৩৫। একই চালানে একাধিক ধরনের পণ্য ও সেবা সরবরাহ:

কোন সরবরাহ একাধিক ধরনের পণ্য বা সেবা থাকিলে নিম্নরূপে করারোপ করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) প্রতিটি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধরনের পণ্য বা সেবাকে পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হবে;
- (খ) অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে একক সরবরাহের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সরবরাহকে কৃত্রিমভাবে বিভাজন করা যাইবে না;

খণ্ড 'গ'- বিশেষ সরবরাহের ক্ষেত্রে

৩৬। চলমান ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠান বিক্রয়:

- (১) কোন ব্যক্তি তাহার চলমান ব্যবসা হিসাবে কোন প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে হস্তান্তর করিলে উক্ত হস্তান্তর একক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত একক সরবরাহ বাংলাদেশে কোন সরবরাহ হিসাবে বিবেচিত হইবে না।
- (২) উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমটি বিক্রয়ের পর চলমান থাকিবে এইরূপ উদ্দেশ্যে চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি অর্জন করিতে হইবে এবং উক্তরূপে হস্তান্তরিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অব্যাহত পরিচালনার নিমিত্তে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা ক্রেতা কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে অর্জন করিতে হইবে।
- (৩) কোন চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি অংশ পৃথকভাবে পরিচালনাযোগ্য হইলে, উক্ত অংশ একটি পৃথক অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে।
- (৪) উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে, সরবরাহকারীর উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যতা নির্ধারণের লক্ষ্যে-
 - (ক) হস্তান্তরের জন্য গৃহীত সেবার উপর প্রদত্ত উপকরণ কর সরবরাহকারীর অন্যান্য কার্যক্রমের অনুবৃত্তিক্রমে নির্ধারিত হইবে;
 - (খ) ধারা ৪৭ এর অধীন নির্ণীত রেয়াতযোগ্য অনুপাতের মধ্যে হস্তান্তরের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হইবে না।
- (৫) কোন ব্যক্তি প্রদেয় সমুদয় কর ও বকেয়া পরিশোধ না করিয়া কোন চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

- (৬) উপ-ধারা (৫) এর বিধান সত্ত্বেও, নির্ধারিত শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে, কমিশনার তৎকর্তৃক হস্তান্তর মঞ্জুর করিতে পারিবেন, যদি প্রদেয় সমুদয় কর ও বকেয়া পরিশোধের নিমিত্ত ক্রেতা কোন তফসিলি ব্যাংক হইতে নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করেন।
- (৭) উপ-ধারা (১) এর বিধানমতে, হস্তান্তরের তারিখ হইতে ক্রেতা সরবরাহকারীর উত্তরাধিকার (successor) হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং ক্রেতা কর্তৃক এই আইন যথাযথভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে সরবরাহকারী ক্রেতাকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণার্থে বোর্ড প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৭। অধিকার (rights), ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) এবং ভাউচার:

- (১) যদি কোন অধিকার বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করা হয়, তবে উক্ত অধিকার বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যে সরবরাহ প্রদান করা হয়, উহার পণ হইবে অধিকার প্রয়োগের পর অতিরিক্ত পণ থাকিলে উহার সমপরিমাণ।
- (২) কোন সরবরাহের সমুদয় বা আংশিক মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত ভাউচার গ্রহণ করা হইলে, উক্ত সরবরাহের পণ হইবে উক্ত ভাউচার মূল্য বিয়োগ করিবার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে সেই মূল্য।
- (৩) কোন ভাউচার (অর্থ প্রদত্ত কোন রশিদ, টিকেট, স্বীকারপত্র বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল) সরবরাহ করযোগ্য সরবরাহ না হইলে উপ-ধারা (২) প্রযোজ্য হইবে না।

৩৮। আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ:

- (১) কোন টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক কোন আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য মূল্যছাড়সহ টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগীর নিকট সরবরাহ করা হইলে, উক্ত মূল্যছাড়সহ, উক্ত সরবরাহের পণ নিরূপণ করিতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারা একজন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী কর্তৃক অন্য কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারীর নিকট টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।
- (২) কোন টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগী কর্তৃক আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য ক্রয় করিয়া পরবর্তীতে বিক্রয় করা হইলে, বিক্রয়টি কোন করযোগ্য সরবরাহ বলিয়া গণ্য হইবে না।
- (৩) যেক্ষেত্রে কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রতিনিধিকে প্রদত্ত কমিশনসহ সরবরাহের পণ নিরূপণ করিতে হইবে।
- (৪) টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী বা অন্য কোন টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগীর প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদনকারী কোন টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগী কর্তৃক আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্যের বিতরণ এই আইনের অধীন কোন করযোগ্য সরবরাহ হিসাবে গণ্য হবে না।
- (৫) কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী যিনি আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য সরবরাহ করেন এবং এই ধারার শর্তাবলী মোতাবেক মূসক ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করেন, তিনি হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন, যদি
- (ক) উক্ত দ্রব্যের অভিহিত মূল্যের আংশিক বা সমুদয় উক্ত টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন কিছু ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়;
- (খ) অন্য কোন ব্যক্তি—
- ✓ বাংলাদেশে পরিচালিত কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সরবরাহ প্রদান করেন; বা
 - ✓ নিবন্ধিত হন; এবং
- (গ) টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী সরবরাহের বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করেন।
- (৬) হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হইবে উক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত অর্থের কর-ভগ্নাংশের সমান এবং যে কর মেয়াদে উক্ত অর্থ প্রদান করা হয় সেই কর মেয়াদে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।
- (৭) আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ বা দ্রব্য ব্যবহারকারী ব্যক্তির উপকরণ কর রেয়াত পাওয়ার অধিকার প্রমাণ এবং রেয়াত গ্রহণের পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া বোর্ড বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায়—

- (ক) “আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য” অর্থ ফোন কার্ড, আগাম মূল্য পরিশোধের কার্ড, রিচার্জ কার্ড, বা অন্য কোন উপায়ে যেকোন টেলিযোগাযোগ পণ্য অর্জনের নিমিত্ত আগাম পরিশোধ, বা উহা যে নামেই অভিহিত বা আকারেই থাকুক না কেন, টেলিযোগাযোগ সেবার জন্য পবনকাল (airtime), ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণের সময় বা ডাউনলোড ক্ষমতা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

- (খ) “টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগী” অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি পরিবেশক, প্রতিনিধি, মুসক এজেন্ট বা আগাম পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্যাদির কোন মধ্যস্থত্বভোগী;
- (গ) “টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী” অর্থ টেলিযোগাযোগ সেবার সরবরাহকারী, তবে টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগী উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; এবং
- (ঘ) “টেলিযোগাযোগ সেবা” অর্থ তার, বেতার, অপটিক্যাল (optical) বা অনুরূপ কোন তড়িৎ চুম্বকীয় পদ্ধতিতে বা ইলেক্ট্রনিক সংকেতের মাধ্যমে লেখা, প্রতিচ্ছবি প্রক্ষেপণ, প্রচার, শব্দ বা অনুরূপ কোন তথ্য প্রেরণ, নির্গতকরণ ও সংকেত গ্রহণ করা সংক্রান্ত সেবা, এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াদিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- ✓ উক্ত প্রেরণ, নির্গতকরণ ও সংকেত গ্রহণের সামর্থ্য সম্বলিত ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কিত হস্তান্তর বা এ্যাসাইনমেন্ট সেবা; এবং
 - ✓ (আ) বৈশ্বিক বা স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য নেটওয়ার্কে প্রবেশের সুযোগ সম্বলিত সেবা; কিন্তু উহার মূলে থাকা (underlying) লিখন, প্রতিচ্ছবি, শব্দাবলী বা তথ্যসমূহের সরবরাহ সেবা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৩৯। লটারী, লাকী ড্র, হাউজি, র্যাফেল ড্র এবং অনুরূপ উদ্যোগ:

- (১) কোন ব্যক্তি লটারী, লাকী ড্র, হাউজি, র্যাফেল ড্র বা অনুরূপ উদ্যোগ পরিচালনা করিলে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রীত টিকেটের (যে নামেই অভিহিত হউক) পণ হইবে টিকেটের মূল্য।
- (২) পরিবেশক বা প্রতিনিধির নিকট মূল্যছাড় প্রদান করিয়া বিক্রীত টিকেটের ক্ষেত্রে উক্ত মূল্যছাড় হিসাবে গণ্য না করিয়া উহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

৪০। কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে নগদ অর্থের পরিবর্তে দ্রব্যের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধার মূল্য:

- (১) কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি তাহার কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে নগদ অর্থের পরিবর্তে দ্রব্যের মাধ্যমে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা হিসাবে যে পণ্য সরবরাহ করেন উহা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
- (২) কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক তাহার কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে পণ্যবহীন বা ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য।

৪১। কিস্তিতে পণ্য বিক্রয়:

- (১) যেক্ষেত্রে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ চুক্তির অধীন কোন পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে-
- (ক) উক্ত সরবরাহের উপর প্রদেয় উৎপাদ কর তখনই প্রদেয় হইবে যখন উক্ত সরবরাহের অর্থ পরিশোধ করা হইবে এবং প্রত্যেক কর মেয়াদে অর্থ প্রদানের সময় করের পরিমাণ নিরূপণ ও পরিশোধ করিতে হইবে; এবং
- (খ) প্রত্যেক কর মেয়াদে নিরূপিত উৎপাদ করের পরিমাণ হইবে উক্ত মেয়াদে পরিশোধিত অর্থের কর ভগ্নাংশ।
- (২) কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ চুক্তির অধীন কোন পণ্য সরবরাহ করা হইলে, প্রত্যেক কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের বিপরীতে পৃথক পৃথক কর চালানপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

৪২। বাতিলকৃত লেনদেন:

- (১) যদি কোন সরবরাহের লেনদেন বাতিল হয় এবং সরবরাহকারী পূর্বে গৃহীত পণ্য ফেরত প্রদানকালে উহার অংশবিশেষ রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত বাতিলকরণের কারণে সময়ের ক্ষেত্রে পণ্যের যে অংশ রাখিয়া দেওয়া হয় উহার উপর প্রযোজ্য কর সময় করা যাইবে।
- (২) যদি কোন সরবরাহের লেনদেন বাতিল হয় এবং উক্ত বাতিলের ফলশ্রুতিতে সরবরাহকারী গ্রহীতার নিকট হইতে কোন অর্থ আদায় করে, তাহা হইলে সেই কর মেয়াদে উহা আদায় করা হয় সেই কর মেয়াদে উক্ত আদায়কৃত অর্থ সরবরাহের পণ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং কর প্রদেয় হইবে।

৪৩। ঋণ পরিশোধে সম্পত্তি বিক্রয়:

- (১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি (পাওনাদার) কর্তৃক অপর কোন ব্যক্তির (ঋণগ্রহীতা) সম্পত্তি উক্ত পাওনাদার কর্তৃক ঋণগ্রহীতার নিকট প্রাপ্য ঋণের সমুদয় বা আংশিক আদায়ের নিমিত্ত বিক্রয়ের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে-
- (ক) সরবরাহটি ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
- (খ) পাওনাদার সরবরাহের উপর প্রদেয় কর, যদি থাকে, পরিশোধ করিতে দায়ী থাকিবেন; এবং
- (গ) ঋণ এবং অন্যান্য ঋণ পরিশোধসহ উক্তরূপ পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত কোন অর্থ ঋণগ্রহীতার নিকট ফেরৎ প্রদানের পূর্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর পরিশোধযোগ্য হইবে।
- (২) ঋণ গ্রহীতা এবং পাওনাদার যৌথভাবে ও পৃথকভাবে কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন।
- (৩) কোন অনিবন্ধিত পাওনাদার কর্তৃক এই ধারার অধীন মূল্য সংযোজনকর পরিশোধ করার শর্ত ও পদ্ধতি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

88। বিক্রয় যন্ত্র:

- (১) যেক্ষেত্রে বিক্রয় যন্ত্র, মিটার বা অনুরূপ কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে (পরিশোধ টেলিফোন ব্যতীত) পণ্যের করযোগ্য সরবরাহ প্রদান করা হয় ও উহা মুদ্রা, নোট বা টোকেনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, সেইক্ষেত্রে সরবরাহকারী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিক্রয় যন্ত্র, মিটার বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হইতে উক্ত মুদ্রা, নোট বা টোকেন বাহির করিবার সময় কর প্রদেয় হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে করযোগ্য সরবরাহ বিক্রয় যন্ত্র, মিটার বা অন্য কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হয় এবং উক্ত সরবরাহের জন্য নির্ধারিত উপায়ে অর্থ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহণকারী ব্যক্তি কর্তৃক সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদানকালে কর প্রদেয় হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ

8৫। সরবরাহের উপর প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ পদ্ধতি:

- (১) কোন কর মেয়াদে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নীট করের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত উপায়ে নিরূপণ করিতে হইবে, যথা:-
 - (ক) উক্ত কর মেয়াদে প্রদেয় সকল উৎপাদ কর এবং সম্পূরক শুল্ক যোগ করিয়া;
 - (খ) উক্ত কর মেয়াদে যেসকল উপকরণ কর রেয়াত পাওয়ার অধিকারী উহা দফা (ক) এর অধীন নিরূপিত যোগফল হইতে বিয়োগ করিয়া;
 - (গ) উক্ত কর মেয়াদে উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তির সকল বৃদ্ধিকারী সমন্বয় যোগ করিয়া; এবং
 - (ঘ) উক্ত কর মেয়াদে উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তির সকল হ্রাসকারী সমন্বয় বিয়োগ করিয়া।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিরূপিত নীট কর, উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবার পূর্বে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

8৬। উপকরণ কর রেয়াত:

- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় করযোগ্য সরবরাহের উপর উৎপাদ করের বিপরীতে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতিত, পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন। যথাঃ
 - (ক) একই মালিকানাধীন নিবন্ধিত সরবরাহকারী বা সরবরাহগ্রহীতার মধ্যে উপকরণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতীত যদি করযোগ্য সরবরাহের মূল্য ১(এক) লক্ষ টাকা অতিক্রম করে এবং উক্ত সরবরাহের সমুদয় পণ্য ব্যাংকিং মাধ্যম বা মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে পরিশোধ করা হয়;
 - (খ) যদি আমদানিকৃত সেবার সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতা কর্তৃক দাখিলপত্রে উক্ত সেবার বিপরীতে প্রদেয় প্রদেয় উৎপাদ কর ধারা ২০ অনুসারে পৃথকভাবে প্রদর্শন না করেন; এবং
 - (গ) যেই কর মেয়াদে চালানপত্র বা বিল অব এন্ট্রি মাধ্যমে উপকরণ ক্রয় সংগ্রহ করা হয় সেই কর মেয়াদে বা তৎপরবর্তী চারটি কর মেয়াদের মধ্যে যদি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ না করে;
 - (ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্যেও অধিকাণ্ডে, দখলে বা তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন;
 - (ঙ) যদি কোন পণ্য বা সেবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় হিসাব পুস্তকে বা ক্রয়বিক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়;
 - (চ) যদি কর চালনাপত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নাম্বার উল্লেখ না থাকে;
 - (ছ) আমদানিকারকের নিকট হতে সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমদানিকারক কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্রে আমদানি চালান সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি নম্বর উল্লেখ না থাকলে এবং কর চালান পত্রে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার সহিত আমদানি বিল অব এন্ট্রিতে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার আলোকে যথাযথ বাণিজ্যিক বর্ণনার মিল না থাকিলে;
 - (জ) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে খালাসকৃত উপকরণ বা পণ্যের ক্ষেত্রে যে কারণে উক্তরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি গৃহীত করা হয়েছে তা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হলে উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অংশের সহিত সংশ্লিষ্ট উপকরণ কর;
 - (ঝ) অব্যহতি প্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত উপকরণ কর;
 - (ঞ) টার্নওভার করের আওতায় পরিশোধিত টার্নওভার কর;
 - (ট) পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক;
 - (ঠ) রপ্তানির ক্ষেত্র ব্যতীত মূসকের হার ১৫ শতাংশের নিম্নে কিংবা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রয়েছে এমন নির্দিষ্টকৃত কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

- (ড) উপকরণ উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) এ ঘোষিত নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর।
- (ঢ) মোট উপকরণ মূল্যের ৭.৫% অধিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন উপকরণ-উৎপাদ সহগ প্রদান না করলে অতিরিক্ত বর্ধিত উপকরণ কর।
- (ণ) উপকরণ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে।
- (২) কোন অর্জন বা আমদানির বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি
- (ক) উক্ত অর্জন বা আমদানি যাত্রী যানবাহন সংক্রান্ত হয় বা উহার খুচরা যন্ত্রাংশ বা উক্ত যানবাহনের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ সেবার উদ্দেশ্যে করা হয়; তবে, যানবাহনের ব্যবসা করা, ভাড়া খাটানো বা পরিবহন সেবা প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং যানবাহনটি উক্ত উদ্দেশ্যে অর্জিত হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;
- (খ) উক্ত অর্জন বা আমদানি চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত বা চিত্তবিনোদনের নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়; তবে, বিনোদন প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হইলে এবং বিনোদনটি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;
- (গ) উক্ত অর্জন ক্রীড়া বিষয়ক, সামাজিক বা বিনোদনমূলক ক্লাব, সংঘ বা সমিতিতে কোন ব্যক্তির সদস্যপদ বা প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত হয়;
- (ঘ) উক্ত অর্জন পরিবহন সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের ৮০(আশি) শতাংশের অধিক হয়;
- (৩) নিবন্ধিত ব্যক্তিকে দাখিলপত্র পেশকালে উপকরণ কর রেয়াত দাবীর সমর্থনে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দখলে রাখিতে হইবে, যথা:-
- (ক) আমদানির ক্ষেত্রে, আমদানিকারকের নাম এবং ব্যবসা সনাক্তকরণ নম্বর সম্বলিত বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry); এবং
- (খ) সরবরাহের ক্ষেত্রে, সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্র;
- (গ) ধারা ২০ এর উপধারা (১) [(২)] এর ক্ষেত্রে কর পরিশোধের স্বপক্ষে ট্রেজারি চালান।
- (ঘ) গ্যাস, পানি, ব্যাংক, বীমা, বন্দর, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সেবার উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ইস্যুকৃত বিল, যাহা চালানপত্র হিসেবে গণ্য হবে।
- (ঙ) গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের বিরপীতে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েস, যাহা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, চালানপত্র হিসেবে গণ্য হইবে।”
- (চ) গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের বিপরীতে ব্যাংক, মোবাইল, ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েস, যাহা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, চালানপত্র হিসাবে গণ্য হইবে।

৪৭। আংশিক উপকরণ কর রেয়াত:

- (১) যেক্ষেত্রে একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন করযোগ্য সরবরাহের আংশিক পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধে দায়ী থাকেন, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহা উক্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধ করিতে দায়ী থাকেন সেই পরিমাণের ভিত্তিতে নিরূপণ করিতে হইবে।
- “(১ক) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আদর্শ মূসক হার বা হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট কর বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট বা এইরূপ কতিপয় ধরনের বা এইরূপ সকল ধরনের পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে কেবল শূন্য হার ও আদর্শ মূসক হাওে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপকরণ হিসেবে গণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণের পর ধারা ৪৬ অনুসরণপূর্বক সমুদয় সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে, সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির পর তাহাকে উক্ত কর মেয়াদে সরবরাহকৃত হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট কর বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা এইরূপ কতিপয় ধরনের বা এইরূপ সকল ধরনের পণ্য বা সেবার উপকরণের বিপরীতে গৃহীত রেয়াত বৃদ্ধিকারী সময়পূর্বক দাখিলপত্র প্রদর্শন করিতে হইবে।”
- (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন কর মেয়াদে আমদানি বা অর্জনের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন; তবে, পূর্ণ উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য না হইলে তদীয় সমুদয় আমদানি বা অর্জনের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যতা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিরূপণ করিতে হইবে।
- (৩) প্রতি কর মেয়াদে এই ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট আমদানি কিংবা অর্জনের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে উহা নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী নিরূপণ করিতে হইবে:

$I \times T/A$ যেক্ষেত্রে-

- ✓ I হইল এই উপ-ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট আমদানি কিংবা অর্জনের উপর যে পরিমাণ উপকরণ করের উদ্ভব হয় তাহার মোট পরিমাণ এবং যাহার নিমিত্তে উক্ত কর মেয়াদে রেয়াত দাবি করা হয়;
 - ✓ T হইল কোন কর মেয়াদে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক ধারা ৪৬ এর অধীনে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্ত হয় এইরূপ সকল সরবরাহের মূল্য; এবং
 - ✓ A হইল কোন কর মেয়াদে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সকল সরবরাহের মূল্য।
- (৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে যে-
- (ক) কোন উপাদান উক্ত সূত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে বা অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
 - (খ) কখন এবং কিভাবে এও/অ ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যায় উন্নীত বা অবনত করা হইবে;
 - (গ) পঞ্জিকা বর্ষ শেষে সম্পাদিত কোন বার্ষিক সমন্বয়;
 - (ঘ) আর্থিক সেবা সরবরাহকারীর আংশিক উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি;
 - (ঙ) মূলধনী সম্পদের বিপরীতে সাধিত অতিরিক্ত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দাবিকৃত উপকরণ কর রেয়াতের সহিত সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৪৮। সমন্বয়:

- (১) নির্ধারিত পরিমাণ শর্ত, সময়সীমা ও পদ্ধতিতে করদাতা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন, যথাঃ
- (ক) উৎসে কর্তৃত করের বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (খ) বাৎসরিক পুনর্গণনা প্রণয়নের ফলে প্রযোজ্য বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (গ) ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ না করিবার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (ঘ) ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত (private use) পণ্যের ক্ষেত্রে, বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (ঙ) নিবন্ধিত হওয়ার পর বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (চ) নিবন্ধন বাতিলকরণের কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (ছ) মূসক হার পরিবর্তিত হবার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (জ) সুদ, জরিমানা, অর্থদণ্ড, ফি, ইত্যাদি পরিশোধ সংক্রান্ত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
 - (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়।
- (২) নির্ধারিত পরিমাণ, শর্ত, সময়সীমা ও পদ্ধতিতে করদাতা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) আগাম কর হিসাবে পরিশোধিত অর্থের হ্রাসকারী সমন্বয়;
 - (খ) সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর্তৃত করের হ্রাসকারী সমন্বয়;
 - (গ) বাৎসরিক পুনর্গণনা প্রণয়ন বা নিরীক্ষার ফলে প্রযোজ্য হ্রাসকারী সমন্বয়;
 - (ঘ) ক্রেডিট নোট ইস্যুকারীর কারণে হ্রাসকারী সমন্বয়;
 - (ঙ) মূসক হার হ্রাস পাওয়ার কারণে হ্রাসকারীর সমন্বয়;
 - (চ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদ হইতে নেতিবাচক অর্থের পরিমাণ জের টানিবার নিমিত্তে হ্রাসকারী সমন্বয়; বা
 - (ছ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদে অতিরিক্ত পরিশোধিত মূসক হ্রাসকারী সমন্বয়; বা
 - (জ) নির্ধারিত অন্য কোন হ্রাসকারী সমন্বয়।

৪৯। উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক উৎসে কর কর্তন ও বৃদ্ধিকারী সমন্বয়:

- (১) [১](৩)ধারা ৩৩ এর বিধানাবলী সত্ত্বেও উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন সরবরাহকারী উৎসে কর কর্তনকারী সত্তার নিকট চুক্তি, টেন্ডার, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা গুণ্যহার বিশিষ্ট নহে এমন সরবরাহ প্রদান করিলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা উক্ত সরবরাহকারীর নিকট পরিশোধযোগ্য পণ হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্টকৃত মূসক উৎসে কর্তন করিবে।
- (ক) তবে শর্ত থাকে যে, সরবরাহ গ্রহীতা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত নহে এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে সরবরাহ গ্রহণ করিয়া থাকিলে প্রযোজ্য মূসক পরিশোধে তিনি দায়ী থাকিবেন।”; এবং
- (২) সরবরাহকারী নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত না হইলে এবং কর চালানপত্র জারি না করিলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোন সরবরাহ গ্রহণ করিবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোন মূল্য পরিশোধ করিবে না।
- (৩) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কর্তৃত মূসকের পরিমাণ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিবে এবং নিম্নবর্ণিত সময় ও পদ্ধতিতে কর্তৃত মূসক পরিশোধ করিবে, যথা:-
- (ক) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা নিবন্ধিত হইলে, যে সরবরাহের উপর উৎসে কর কর্তন করা হইয়াছে সেই সরবরাহ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবার সময়; এবং

- (খ) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা নিবন্ধিত না হইলে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে।
- (গ) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে উৎসে মূসক কর্তন ও পরিশোধ করিবে।
- (৪) উৎসে কর কর্তন এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা এবং সরবরাহকারী যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।
- (৫) কোন প্রকল্পের আওতায় কোন সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক প্রদেয় মূল সংযোজন কর যদি সেবা গ্রহণকারী বা ক্ষেত্রমতে, সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকারী ব্যক্তি সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকালে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উৎসে আদায় বা কর্তনপূর্বক সরকারি ট্রেজারিতে জমা করেন এবং উক্ত সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সমুদয় সেবার অংশবিশেষ সরবরাহের লক্ষ্যে কোন সাব-কন্ট্রাকটর, এজেন্ট বা নিয়োগকৃত অন্যকোন সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তির নিকট হতে উক্ত সেবার উপর প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর আদায় বা কর্তন এবং সরকারি ট্রেজারিতে জমা প্রদানের দালিলিক প্রমাণাদি মূল্য সংযোজন কর এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না বিধায় পুনরায় উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা যাবে না। তবে প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়।
- ৫০। উৎসে কর কর্তনের পর সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয়।
- (১) উৎসে কর কর্তন করা হইলে, নিবন্ধিত ব্যক্তি উৎসে কর্তিত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ নির্ধারিত পদ্ধতিতে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন।
- (২) যে কর মেয়াদে কোন সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী ৩ (তিন) কর মেয়াদে উক্তসমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে।
- (৩) সরবরাহকারী উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা হতে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র গ্রহণ করা ব্যতিত হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়
চালানপত্র এবং দলিলপত্র

৫১। কর চালানপত্র:

- (১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি করযোগ্য সরবরাহের উপর যে তারিখে কর প্রদেয় হইবে সেই তারিখ বা তৎপূর্বে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি কর চালানপত্র জারি করিবে।

৫২। ক্রেডিট নোট এবং ডেবিট নোট।

- (১) ক্রেডিট বা ডেবিট নোটে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে, যথা:-
- (ক) ডেবিট বা ক্রেডিট নোটের ক্রমিক নম্বর, ইস্যুর তারিখ ও সময়;
- (খ) সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা;
- (গ) প্রাসঙ্গিক মূল কর চালানপত্রের ক্রমিক নম্বর, তারিখ ও সময়;
- (ঘ) সমন্বয়ের প্রকৃতি;
- (ঙ) মূসকের পরিমাণের উপর প্রভাব;
- (চ) সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসকের প্রভাব ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইলে সরবরাহ গ্রহীতার নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং
- (ছ) সমন্বয় ঘটনার কারণে বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ সনাক্তকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্য।
- (২) কোন ক্রেডিট নোটে উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এ উল্লিখিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে, উক্ত ক্রেডিট নোট হ্রাসকারী সমন্বয় দাবির সমর্থনে ব্যবহার করা যাইবে না।

৫৩। উৎসে কর কর্তন সনদপত্র:

কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট হতে উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কোন সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত উৎসে কর কর্তনকারী কোন সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে, উক্ত উৎসে কর কর্তনকারী স্বত্বা তৎকর্তৃক উক্ত সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধের সময় বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করবেন।

৫৪। কর দলিলাদি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান:

কর দলিলাদি ও উহার অনুলিপি ইস্যু, সংরক্ষণ ও দাখিলের শর্ত, পদ্ধতি, সময়সীমা, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধান বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
সম্পূরক শুল্ক আরোপ ও আদায়

৫৫। সম্পূরক শুল্ক আরোপ:

- (১) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য আমদানির উপর, বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সরবরাহের উপর এবং বাংলাদেশে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবা সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত এবং প্রদেয় হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগের নিমিত্ত আমদানি না করিয়া রপ্তানির নিমিত্ত আমদানি করা হইলে, উক্ত পণ্যের আমদানির উপর কোন সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হইবে না।
- (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের তৃতীয় অধ্যায় এর অধীন শূন্যহার বিশিষ্ট মূসক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হইবে না।
- (৪) প্রদেয় সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ হইবে-
 - (ক) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য কোন পণ্য বা সেবার উপর দ্বিতীয় তফসিলের কলাম (৪) এ কোন সম্পূরক শুল্ক হার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিলে, উক্ত পণ্য বা সেবার সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্যের সহিত উক্ত হার গুণ করিয়া নিরূপিত অর্থ; বা
 - (খ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য কোন পণ্য বা সেবার উপর দ্বিতীয় তফসিলের কলাম (৪) এ সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিলে, উক্ত পরিমাণ।
- (৫) কোন সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর কেবলমাত্র একটি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক প্রদেয় হবে।

৫৬। সম্পূরক শুল্ক পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি:

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে সম্পূরক শুল্ক প্রদান করিতে হবে, যথা:-

- (ক) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে: আমদানিকারক;
- (খ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে: সরবরাহকারী; বা
- (গ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে: ভিন্নরূপ নির্ধারিত না থাকিলে সেবা সরবরাহকারী।

৫৭। সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য:

সম্পূরক শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবার সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) আমদানিকৃত সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে, কাস্টমস আইনের ধারা ২৫ বা ধারা ২৫(ক) এর অধীন আমদানি শুল্ক আরোপণীয় মূল্যের সহিত আমদানি শুল্ক [রেগুলেটরি ডিউটি এবং অন্যান্য শুল্ক] (যদি থাকে) যোগ করিয়া যে মূল্য হয় সেই মূল্য;
- (খ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবার সরবরাহের ক্ষেত্রে, পণ্য বা সেবার করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে ধারা ৩২ অনুযায়ী নির্ণীত মূল্য হইতে সম্পূরক শুল্ক বিয়োগ করিয়া: তবে শর্ত থাকে যে, সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা পণ্যবিহীন বা অপরিপূর্ণ পণ্যবিশিষ্ট হইলে, উহার সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের কর-ভগ্নাংশ হ্রাসকৃত ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে সম্পূরক শুল্ক বিয়োগ করিয়া; এবং
- (গ) যে পণ্যের ক্ষেত্রে খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে মূসক আরোপিত হইবে, সেই পণ্যের ক্ষেত্রে, ধারা ৫৮(২) এ বর্ণিত খুচরা মূল্য সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫৮। তামাক এবং এ্যালকোহলযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিকল্পনা (special scheme):

- (১) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত [বা বাংলাদেশে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত] নিম্নবর্ণিত সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং আদায়ের উদ্দেশ্যে বোর্ড, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত পণ্যের প্রস্তুতকারকের জন্য আবশ্যকীয় বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-
 - (ক) (ক) তামাকজাত পণ্য বা উহার মিশ্রিত পণ্যসহ সমতুল্য অন্য কোন পণ্য; বা
 - (খ) মদ জাতীয় পানীয়, মদ জাতীয় পানীয়ের উপকরণ বা সমতুল্য অন্য কোন পণ্য।
- (২) উক্ত বিশেষ পরিকল্পনা দ্বারা বোর্ড উক্ত পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং উক্ত মূল্য মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য হিসাবে গণ্য হইবে।
- (৩) উক্ত বিশেষ পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-
 - (ক) উক্ত পণ্যের মোড়ক, বোতল, পাত্র বা ধারকে বা উহার গায়ে নিরাপত্তামূলক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত স্ট্যাম্প, ব্যান্ডরোল বা বিশেষ চিহ্ন বা বিশেষ আকারের এবং ডিজাইনের ছাপ সংক্রান্ত বা অনুরূপ কোন বিষয়; এবং

(খ) উক্ত স্ট্যাম্প, ব্যান্ডরোল বা বিশেষ চিহ্ন বা ছাপের প্রস্তুতকরণ, অর্জন, বিতরণ, সংরক্ষণ, ব্যবহার, তদারকি, পর্যবেক্ষণ, হিসাব-নিকাশ, নিষ্পত্তিকরণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত বা অনুরূপ কোন বিষয়।

৫৯। আমদানির উপর সম্পূরক শুল্ক আদায়:

- (১) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের উপর যে সময় ও পদ্ধতিতে আমদানি শুল্ক আদায় করা হয়, সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে, সম্পূরক শুল্ক আদায় করিতে হইবে।
- (২) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে, সম্পূরক শুল্ক আদায় এবং পরিশোধের উদ্দেশ্যে কাস্টমস আইনের বিধানাবলী (প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং অভিযোজনসহ) এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন আমদানির উপর প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক একটি আমদানি শুল্ক।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলীর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কাস্টমস আইনের অধীন কোন পরিমাণ বন্ড বা গ্যারান্টির দাবী করা হইলে, উহা এমনভাবে হিসাব করিতে হইবে যেন প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক আমদানি পণ্যের উপর একটি আমদানি শুল্ক।

৬০। সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক আদায়:

- (১) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর যে সময়ে মূসক প্রদেয় হইবে, সেই একই সময়ে সম্পূরক শুল্ক প্রদেয় হইবে।
- (২) সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি দাখিলপত্রে সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করিবেন।

৬১। সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের অনুমিত সরবরাহ:

- (১) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকারী কোন ব্যক্তি যদি তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণের বিষয়ে নিরীক্ষাকালে যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট হিসাব প্রদান করিতে না পারে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির ঘোষিত উপকরণ-উৎপাদ সহগ এর ভিত্তিতে সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণ নির্ণীত হবে এবং উক্ত ব্যক্তি পণ্যসমূহ ন্যায্য বাজার মূল্যে সরবরাহ করিয়াছেন বলে গণ্য হবে।
- (২) যদি উক্ত পণ্য নিম্নবর্ণিত কোন কারণে নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কমিশনারের টিকট আবেদন করলে এবং উক্ত আবেদন বিবেচিত হলে সে ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক প্রদেয় হবে না।

৬২। সম্পূরক শুল্কের নিমিত্ত হ্রাসকারী সমন্বয়।

- ক) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের আমদানিকারক নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে আমদানির উপর তৎকর্তৃক পরিশোধিত সম্পূরক শুল্কের হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন যদি পণ্যটি কাস্টমস আইনের অধীন শুল্ক-করাদি প্রত্যর্পণের (Drawback) শর্তাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

অষ্টম অধ্যায়

টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়

৬৩। টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়:

- (১) ৮০ লক্ষ টাকা থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক টার্নওভার হলে তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভারের উপর ৪ (চার) শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদান করিবেন:
- (২) কোন তালিকাভুক্ত ব্যক্তির কোন কর মেয়াদে প্রদেয় টার্নওভার কর, উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবার পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে।
- (৩) প্রদেয় টার্নওভার কর নিরূপণ ও আদায় পদ্ধতি, হিসাবরক্ষণ, টার্নওভার কর প্রত্যর্পণ, ন্যায্য-নির্ণয়ন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
- (৪) তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করা বা টার্নওভার কর রেয়াত গ্রহণ কিংবা হ্রাসকারী সমন্বয় করা যাবে না।

নবম অধ্যায়

দাখিলপত্র পেশ ও উহার সংশোধন

৬৪। দাখিলপত্র পেশ:

- (১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত বা নিবন্ধনযোগ্য বা তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তিকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক কর মেয়াদের জন্য মেয়াদ সমাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে ১৫তম দিবসে সরকারি ছুটি থাকলে তৎপরবর্তী কার্যদিবসে দাখিলপত্র পেশ করতে হবে।
- (১ক) এই আইনের অন্যান্য বিধানে ভিন্নতর যা কিছুই থাক না কেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, দৈব দুর্বিপাকে বা যুদ্ধের কারণে জনস্বার্থে, বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, আদেশ দ্বারা, উক্তরূপে আপাতকালীন সময়ের জন্য সুদ ও

জরিমানা আদায় হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক দাখিলপত্র পেশের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে। ১(খ) উপধারা ১(ক) এ উল্লিখিত আদেশ ভূতাপেক্ষভাবে জারি করা যাইবে।

(২) মূসক দাখিলপত্রে সম্পূরক শুদ্ধ পরিশোধের তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া উক্ত দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে।

৬৫। বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ:

নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে আবেদনের ভিত্তিতে কমিশনার কোন ব্যক্তিকে বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, তবে উক্ত অনুমতি কর পরিশোধের প্রকৃত তারিখকে ১ (এক) মাসের অধিক বর্ধিত করিবে না বা সুদ পরিশোধের দায়-দায়িত্বকে পরিবর্তন করিবে না।

৬৬। দাখিলপত্রে সংশোধন:

নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে করদাতার আবেদনক্রমে কমিশনার দাখিলপত্রের কোন করণিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া সংশোধিত দাখিলপত্র পেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন; তবে, যে পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে এই ধারার অধীন সংশোধনীর ফলে হ্রাসকৃত সমন্বয়ের উদ্ভব হইবে এবং জরিমানা পরিশোধ ব্যতীত দাখিলপত্র দাখিল করা যাইবে তাহা বোর্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬৭। পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র পেশ:

নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে কমিশনার নোটিশের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে কোন একটি কর মেয়াদের জন্য পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র পেশ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট কর মেয়াদে মূল দাখিলপত্র পেশ না করিবার ক্ষেত্রেও অনুরূপ আদেশ প্রদান করা যাইবে।

দশম অধ্যায়

ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান

৬৮। ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান:

(১) যদি কোন কর মেয়াদে উপকরণ কর এবং প্রাপ্য হ্রাসকারী সমন্বয়ের সমষ্টি, উৎপাদ কর, সম্পূরক শুদ্ধ এবং বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের সমষ্টিকে অতিক্রমের কারণে উক্ত কর মেয়াদে প্রদেয় নীট অর্থের পরিমাণ ঋণাত্মক হয়, তাহা হইলে- অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জের টানিতে হইবে এবং পরবর্তী ছয়টি কর মেয়াদে উক্ত অর্থ বিয়োজন করা যাইবে, তৎপরবর্তীতে অবশিষ্ট অর্থ এই ধারা অনুসারে ফেরৎ প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি পূর্ববর্তী কর মেয়াদ হতে জের টানা অতিরিক্ত অর্থ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে হ্রাসকারী সমন্বয় প্রদান করিতে হইবে-

(ক) সকল উৎপাদ করের পরিমাণ এবং এই ধারার অধীন প্রদত্ত সমন্বয় ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় সমন্বয় হিসাবে লইয়া পরবর্তী কর মেয়াদে উক্ত মেয়াদের জন্য প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে;

(খ) যদি নিরূপিত অর্থের পরিমাণ ধনাত্মক হয়, তবে- পূর্বের কর মেয়াদ হইতে জের টানা অতিরিক্ত অর্থের এমন অংশ হ্রাসকারী সমন্বয় প্রদান করিতে হইবে যাহাতে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ শূন্য হ্রাস পায়;

(গ) পূর্বের কর মেয়াদ হইতে জের টানা যে পরিমাণ অর্থ দফা (খ) এর অধীন সমন্বয় করা যাইবে না, উহা ততক্ষণ পর্যন্ত জের টানিতে হইবে, যতক্ষণ না

✓ কোন কর মেয়াদের জন্য জের টানা সমুদয় অতিরিক্ত অর্থ বিয়োজিত হয়; বা

✓ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জের টানা অতিরিক্ত অর্থের আংশিক বা সমুদয় পরিমাণ ছয়টি কর মেয়াদ পর্যন্ত জের টানা হয়।

(৩) যদি ছয়টি কর মেয়াদ যাবৎ জের টানার পর অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাহলে-

(ক) অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক না হইলে উক্ত পরিমাণ শূন্য হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত উহার জের টানিতে হইবে, বা

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, উক্ত পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে আবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ফেরৎ প্রদান করিতে হইবে।

৬৯। ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানা ব্যতিরেকে ফেরৎ প্রদান।

(১) ধারা ৬৮ এর বিধানাবলী সত্ত্বেও, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ঋণাত্মক হইলে, তিনি উহা ফেরৎ পাওয়ার অধিকারী হইবেন, যদি কমিশনার নিশ্চিত হন যে

(ক) উক্ত ব্যক্তির টার্নওভারের ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ বা তদূর্ধ্ব তৃতীয় অধ্যায় এর অধীন শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ হইতে উদ্ভূত হয় বা হইবে;

(খ) উক্ত ব্যক্তির উপকরণ ব্যয়ের ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ বা তদূর্ধ্ব আমদানি বা অর্জন তৃতীয় অধ্যায় এর অধীন শূন্য করহার বিশিষ্ট সরবরাহ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়;

- (গ) উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রকৃতির ফলে (যে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (২) প্রযোজ্য নহে) নিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উপকরণ কর রেয়াতের উদ্ভব হয়।
- (ঘ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য রপ্তানির বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে উপকরণের উপর প্রদত্ত সম্পূরক শুল্ক হ্রাসকারী সমন্বয়যোগ্য হয় এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্থানীয় সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সরবরাহ না করা হয়।
- (২) এই ধারার অধীন নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে অর্থ ফেরৎ লাভের জন্য আবেদন করা হইলে-
- (ক) অর্থের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হইলে, উক্ত অর্থ পরবর্তী কর মেয়াদে হ্রাসকারী সমন্বয় হিসাবে জের টানিতে হইবে; বা
- (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, আবেদনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনার উক্ত অর্থ ফেরৎ প্রদান করিবেন।

৭০। ফেরৎ প্রদত্ত অর্থের প্রয়োগ:

- (১) ধারা ৬৮ বা ধারা ৬৯ এর অধীন কোন ব্যক্তিকে অর্থ ফেরৎ প্রদান করা হইবে না, যদি না এবং যতক্ষণ না আবেদনকারী চলতি কর মেয়াদ পর্যন্ত সকল মূসক দাখিলপত্র পেশ করেন।
- (২) কোন ব্যক্তির নিকট ফেরৎ দাবিকৃত অর্থ প্রদেয় হইলে, কমিশনার ফেরৎযোগ্য অর্থ হইতে প্রথমে এই আইনের অধীন উক্ত ব্যক্তির নিকট পাওনা বকেয়া করের দায়-দেনা (সুদ, দণ্ড বা জরিমানাসহ) হ্রাস করিবেন।
- (৩) উপ-ধারা (২) প্রয়োগের পর, যদি কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে এবং উহার পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হয়, তাহা হইলে কমিশনার উহা ফেরৎ প্রদান না করিয়া উক্ত অর্থ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর মেয়াদে হ্রাসকারী সমন্বয় হিসাবে গণ্য করিবার লক্ষ্যে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৭১। কূটনৈতিক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত কর ফেরত প্রদান:

- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানে উল্লিখিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, [কমিশনার বা পরিচালক] নিম্নবর্ণিত সরবরাহের উপর প্রদত্ত কর ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) আপাতত বাংলাদেশে বলবৎ কোন কনভেনশন বা অনুরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীন মূসক হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ;
- (খ) বাংলাদেশে অধিষ্ঠিত বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক বা কনস্যুলার মিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রদত্ত সরবরাহ।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট প্রদত্ত সরবরাহ অব্যাহতি প্রদান বা শূন্যহার বিশিষ্ট না করিয়া ফেরৎ প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর করা হইবে।

৭২। অতিরিক্ত পরিশোধিত কর সমন্বয় বা ফেরত প্রদান:

- (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন কর মেয়াদের দাখিলপত্রে প্রদর্শিত প্রদেয় করের তুলনায় অতিরিক্ত পরিমাণ কর পরিশোধ করেন, তাহা হইলে নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ ফেরত গ্রহণের জন্য আবেদন করা যাইবে বা পরবর্তী দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করা যাইবে।
- (২) যদি কোন অনিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক ভুলবশত কোন কর পরিশোধ করা হয়, তাহা হইলে যে কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে উক্ত কর জমা প্রদান করা হইয়াছে উক্ত কমিশনারেট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত কর ফেরত প্রদান করিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়

কর নির্ধারণ

৭৩। কর নির্ধারণ:

- (১) কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে শুল্কের সুযোগ প্রদান করিয়া তৎকর্তৃক প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) যদি কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা দাখিলপত্র পরীক্ষা করিয়া দাখিলপত্রের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ না হন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করেন যে,
- ✓ কোন দাখিলপত্রে উক্ত ব্যক্তি উৎপাদ কর, সম্পূরক শুল্ক বা বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়ের বিষয়ে মিথ্যা ঘোষণা বা অসত্য বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, বা
- ✓ টার্নওভার কর দাখিলপত্রে উক্ত ব্যক্তি কোন কর মেয়াদে তাহার টার্নওভার সম্পর্কে মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন;
- (খ) যদি উক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হন;

- (গ) যদি উক্ত ব্যক্তি প্রদেয় কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন; বা
- (ঘ) যদি উক্ত ব্যক্তি অর্থ ফেরত লাভের বা প্রত্যর্পণ পাওয়ার অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও তাহার বরাবরে অর্থ ফেরত প্রদান বা প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে, [কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা] কোন ব্যক্তির কর নির্ধারণ বা সংশোধিত কর নির্ধারণ করিবার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির উপর নোটিশ জারি করিবেন, যাহাতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকিবে, যথা:
- (ক) কর নির্ধারণের কারণ, কর নির্ধারণের ফলে প্রদেয় করের পরিমাণ এবং যাহার ভিত্তিতে উক্ত পরিমাণ কর নির্ধারণ করা হইয়াছে উহার বিবরণ;
- (খ) যে তারিখের মধ্যে কর প্রদান করিতে হইবে সেই তারিখ; তবে, উক্ত তারিখ নোটিশ জারির তারিখ হইতে কমপক্ষে ১৫ (পনের) কার্যদিবস পরে হতে হবে; এবং
- (গ) কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিবার স্থান ও সময়।
- (২ক) উপ-ধারা ৯১) ও উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কারণে উক্ত কর নির্ধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে উহাতে ব্যর্থতা বা অনিয়ম বা কর ফাঁকির উপাদান থাকিলে ধারা ৮৫ অনুযায়ী জরিমানা আরোপের বিষয়টি কর-নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রাথমিক কারণ দর্শানো নোটিশে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে এবং উক্ত নোটিশ চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে কর নির্ধারণ করিবার পাশাপাশি জরিমানা আরোপের বিষয়টি চূড়ান্ত করা যাইবে।
- (৩) [কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা] কর মেয়াদ সমাপ্তির ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিককাল পরে উল্লিখিত কর মেয়াদের জন্য সংশোধিত কর নির্ধারণসহ কোন কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন না, যদি না—
- (ক) নিবন্ধিত ব্যক্তি দাখিলপত্র পেশকরণে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা বা প্রতারণা করেন; কোন কর মেয়াদের জন্য দাখিলপত্র পেশ না করেন; বা কর মেয়াদে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য আবেদন করেন; বা
- (খ) নিবন্ধিত ব্যক্তি কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন তথ্য গোপন করেন, বিকৃত করেন বা মিথ্যা তথ্য প্রদানপূর্বক কর চালানপত্র ইস্যু করেন বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই সকল বা অন্য কোন অপরাধ করেন; বা
- (গ) আদালত বা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণের জন্য সংশোধিত কর নির্ধারণ প্রয়োজন হয়।
- (৪) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, এই ধারার কোন কিছুই [কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা] কোন সুদ বা জরিমানা আরোপে ও আদায়ে বাধা সৃষ্টি করিবে না, যথা:
- (ক) প্রদেয় মুসক, সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার কর পরিশোধের মূল ধার্য তারিখ হইতে হিসাব করিবার ক্ষেত্রে; বা
- (খ) কোন ব্যক্তি অর্থ ফেরত লাভের অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও, যদি তাহাকে কোন অর্থ ফেরত প্রদান করা হয় এবং উক্তরূপে ফেরত প্রদানকৃত অর্থ সমন্বয়ের নিমিত্ত কোন কর নির্ধারণের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে যেই তারিখে উক্ত ব্যক্তিকে অর্থ ফেরত প্রদান করা হইয়াছিল, সেই তারিখ হইতে হিসাব করিবার ক্ষেত্রে।
- (৫) দাখিলপত্র পরীক্ষায় উপকরণ কর রেয়াত বা হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের অনিয়ম উদঘাটিত হলে সহকারি কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা উপধারা (২) তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে।

৭৪। সরবরাহ গ্রহীতার মিথ্যা ঘোষণা:

- (১) সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক প্রতারণামূলক মিথ্যা বর্ণনার কারণে, যদি কোন সরবরাহকারী ভুলবশতঃ করযোগ্য সরবরাহকে শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ গণ্য করেন, তাহা হইলে কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া বিলম্বে মুসক পরিশোধের ফলে প্রদেয় যেকোন সুদ বা জরিমানাসহ উক্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রদেয় মুসক পরিশোধের লক্ষ্যে সরবরাহ গ্রহীতার বরাবরে কর ধার্য করিতে পারিবেন, এবং সরবরাহ গ্রহীতা নিবন্ধিত হউক বা না হউক উক্তরূপ কর নির্ধারণ, গ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় মুসক নির্ধারণ বলিয়া গণ্য হইবে।
- (২) কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা সরবরাহ গ্রহীতা বরাবরে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করিয়া কর নির্ধারণ নোটিশ প্রেরণ করিবেন, যথা:-
- (ক) কর নির্ধারণের কারণ;
- (খ) কর নির্ধারণের ফলে প্রদেয় মুসকের পরিমাণ;
- (গ) উক্ত মুসক প্রদেয় হইবার তারিখ; এবং
- (ঘ) কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপীল করিবার স্থান ও সময়।

- (৩) উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই কমিশনারকে বা ধারা ৮৬ এর সারণীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে উক্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রদেয় মূসক, সুদ বা জরিমানা আদায় করিতে বাধা সৃষ্টি করিবে না এবং তিনি সরবরাহকারীর নিকট হইতে প্রদেয় পরিমাণের অংশবিশেষ এবং গ্রহীতার নিকট হইতে অংশবিশেষ আদায় করিতে পারিবেন।
- (৪) সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনার কারণে, যদি কোন সরবরাহকারী কমিশনার বরাবরে মূসক, সুদ বা জরিমানা পরিশোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সরবরাহকারী উক্তরূপ সরবরাহের জন্য গ্রহীতার নিকট হইতে উক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

৭৫। সরবরাহকারীর মিথ্যা বর্ণনা:

- (১) যেক্ষেত্রে কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি কোন সরবরাহ গ্রহীতার নিকট পণ্য সরবরাহ করেন এবং কর চালানপত্র গণ্য করিয়া কোন মিথ্যা দলিল ইস্যু করেন, যাহা উক্ত সরবরাহকে একটি করযোগ্য সরবরাহ বলিয়া প্রতীয়মান করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত সরবরাহ করযোগ্য সরবরাহ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে, সরবরাহের ক্ষেত্রে সেই হার প্রযোজ্য হইত সেই হারে কর আদায়যোগ্য হইবে: তবে, শর্ত থাকে যে, যদি দলিলাদিতে উচ্চতর হার প্রদর্শিত বা অনুমিত হয়, তাহা হইলে উক্ত উচ্চতর হার প্রযোজ্য হইবে।
- (২) কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ প্রদান করে, তাহাকে নিবন্ধিত ব্যক্তি এবং উক্ত সরবরাহকে করযোগ্য সরবরাহ বিবেচনা করিয়া কর নির্ধারণ করিবেন।

৭৬। কর সুবিধা প্রদান ও রদকরণ (negation):

- (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধানের অপব্যবহার করিয়া, কোন পরিকল্পনার (scheme) মাধ্যমে কোন কর সুবিধা গ্রহণ করেন বা চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কমিশনার করদাতাকে শুনানি প্রদান করিয়া নির্ধারিত ক্ষেত্র ও পদ্ধতিতে এমনভাবে কর সুবিধার যথার্থতা নিরূপণ, নির্ধারণ, রদকরণ বা হ্রাসকরণের জন্য যুক্তিযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এমনভাবে সুবিধা লাভকারী ব্যক্তির করদায়িতা নিরূপণ করিতে পারিবেন যেন বিশেষ প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই বা কার্যকর হয় নাই।
- (২) এই ধারার উদ্দেশ্যে কোন কার্যধারা, চুক্তি, বন্দোবস্ত, প্রতিশ্রুতি, পরিকল্পনা, প্রস্তাব বা কার্যক্রম প্রকাশ্য বা নিহিত বা আইনসঙ্গতভাবে বলবৎযোগ্য হোক বা না হোক পরিকল্পনা (scheme) এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭৭। কর নির্ধারণী নোটিশের গ্রহণযোগ্যতা:

- (১) চূড়ান্ত কর নির্ধারণ নোটিশের মূল বা সত্যায়িত কপি কার্যধারায় চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে এমনরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে যেন উক্ত কর নির্ধারণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং কর নির্ধারণ সম্পর্কিত কার্যক্রম ব্যতীত, কর নির্ধারণের সকল বিষয় এবং নির্ধারিত করের পরিমাণ যথার্থ বিবেচিত হইবে।
- (২) কোন কর যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে বা কার্যকর করা হইয়াছে, উহা আকার ও প্রকারগত কারণে রদ করা যাইবে না বা বাতিল বা বাতিলযোগ্য বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।
- (৩) কোন কাজ না করা বা কোন ভুল-ত্রুটির কারণে কোন কর নির্ধারণ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হইবে না, যদি কর নির্ধারণ এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং কর নির্ধারণের আওতাধীন ব্যক্তি বা যাহার উপর কর নির্ধারিত হইতে পারে তাহার নাম উক্ত চূড়ান্ত নোটিশে সাধারণ ধারণা অনুযায়ী উল্লিখিত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়:

মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ

৭৮। মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ এবং উহার কর্মকর্তা।-

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ থাকিবে যাহা বোর্ড, তদধীন এক বা একাধিক মূল্য সংযোজন কর দপ্তর এবং নিম্নবর্ণিত মূসক কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-
- (ক) (ক) চীফ কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (খ) কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (গ) কমিশনার (আপীল), মূল্য সংযোজন কর;
- (ঘ) কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট), মূল্য সংযোজন কর;
- (ঙ) মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউশন সেল;
- (চ) মহাপরিচালক, নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর;
- (চচ) মহাপরিচালক, কাস্টম, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি;
- (চচচ) মহাপরিচালক, শুষ্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর;
- (ছ) অতিরিক্ত কমিশনার, অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা পরিচালক(সিআইসি), মূল্য সংযোজন কর;

- (জ) যুগ্ম কমিশনার, যুগ্ম পরিচালক (সিআইসি) বা পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঝ) উপ কমিশনার বা উপ-পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঞ) সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (ট) (ট) রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঠ) সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর; এবং
- (ড) বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্য কোন কর্মকর্তা।

- (২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, মূসক কর্মকর্তাগণের নিয়োগ এবং আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়া এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় তাহাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।
- (৩) বোর্ড, সমগ্র দেশ বা বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য বা একটি বিশেষ শ্রেণীর করদাতার জন্য, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এক বা একাধিক বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠন, উক্ত ইউনিটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মূসক কর্মকর্তা নিয়োগ এবং উক্ত ইউনিটের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
- (৪) বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন বিশেষায়িত কার্যক্রম (special function) সম্পূর্ণের লক্ষ্যে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এক বা একাধিক বিশেষায়িত ইউনিট (specialized functional unit) গঠন, উক্ত ইউনিটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মূসক কর্মকর্তা নিয়োগ এবং উক্ত ইউনিটে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, কর্মপদ্ধতি ও ভাতা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৭৯। মূসক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য:

- (১) বোর্ড, এই আইনের অধীন মূসক কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণী দায়িত্ব পালনসহ অন্যান্য সকল দায়িত্ব সম্পাদন, কর্তব্য পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।
- (২) মূসক কর্মকর্তাগণ, বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং তত্ত্বাবধানে থাকিয়া, নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক দায়িত্ব সম্পাদন, কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, যথা:-
 - (ক) কর আদায় এবং উহার হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
 - (খ) এই আইন এবং উহার অধীন প্রণীত বিধি-বিধানের প্রয়োগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম; এবং
 - (গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যেকোন দায়িত্ব পালন বা কর্তব্য ও কার্যাবলী সম্পাদন।
- (৩) মূসক কর্মকর্তাগণ, বোর্ড কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা আরোপিত পরিসীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানের অধীন-
 - (ক) তাহাদের উপর ন্যস্ত যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন এবং কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক অধস্তন কর্মকর্তাকে প্রদত্ত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন;
 - (খ) কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাহার অধস্তন যেকোন কর্মকর্তাকে প্রদত্ত বা তাহার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

৮০। মূসক কর্মকর্তার আদেশ বা সিদ্ধান্ত সংশোধনে বোর্ডের ক্ষমতা:

বোর্ড স্ব-উদ্যোগে মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত যেকোন কার্যধারার নথিপত্র, বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের যথার্থতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ে, উহা তলব করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ যুক্তিযুক্ত যেকোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তির জন্য এই আইনের অধীন নির্ধারিত কোন অধিকার বা বাধ্যবাধকতা ক্ষুণ্ণ করা যাইবে না।

৮১। ক্ষমতা অর্পণ:

- (১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন মূসক কর্মকর্তাকে তাহার নাম ও পদবী উল্লেখপূর্বক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানের অধীন কমিশনারের যে কোন দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।
- (২) বোর্ডের ভিন্নতর নির্দেশ না থাকিলে, কমিশনার বা মহাপরিচালক তদধস্তন যেকোন মূসক কর্মকর্তাকে তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় তাহার যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

৮২। মূসক কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান:

- (১) মূসক কর্মকর্তাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন তাহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও আনসারের যেকোন সদস্য এবং ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ, আবগারি, শুল্ক, আয়কর এবং মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত কার্যক্রম

পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী সকল সরকারি কর্মকর্তাসহ অন্য যেকোন [সরকারি কর্মকর্তা, ব্যাংক, বীমা, চার্টার্ড একাউন্টেন্টস ফার্ম, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

- (২) সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন মূসক কর্মকর্তা, তাঁহাকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন সদস্য, কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে যে কোন ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব, ব্যাংক একাউন্টের হিসাব বিবরণী, দলিলাদিসহ অন্য যেকোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা তলবকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮৩। মূসক কর্মকর্তার প্রবেশ ও তল্লাশির ক্ষমতা:

- (১) কমিশনার মহাপরিচালক এর নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার বা সহকারি পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন যেকোন মূসক কর্মকর্তা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে, নিরধারিত পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্থান, অঙ্গন, ঘরবাড়ি, যানবাহন, ইত্যাদিতে প্রবেশ ও তল্লাশি; এবং ক্ষেত্রমত জন্মকরণ ও আটক;

(খ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিদর্শন ও উহার রেকর্ডপত্র, নথিপত্র, দলিলাদি ও হিসাব পরীক্ষাকরণ।

- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত স্থান কাহারও আবাসস্থল হইলে, উক্ত কর্মকর্তাকে উক্ত স্থানের স্বত্বাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তত্ত্বাবধানকারীকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ে উক্তরূপ প্রবেশ করা যাইবে না।

- (৩) কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লংঘন করিলে, সহকারী কমিশনার বা সহকারি পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার মূসক কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (freeze) করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দেশ প্রদান করতে পারিবেন।

- (৪) উপধারা (১)-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, রাজস্ব কর্মকর্তার নিম্নে নহে এমন কর্মকর্তা তার এখতিয়ারধীন এলাকায় কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির উৎপাদনস্থল বা সরবরাহস্থল বা সেবা প্রদানস্থল বা ব্যবসায়স্থল পরিদর্শন এবং মজুদ পণ্য, সেবা, উপকরণ ও হিসাব পরীক্ষা করতে পারবেন।

৮৪। পণ্য জন্মকরণ ও উহার নিষ্পত্তি:

- (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধান লংঘন করিয়া কোন পণ্য সরবরাহ করেন বা কোন সেবা প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত পণ্য, বা সেবা প্রদানের সহিত [সংশ্লিষ্ট পণ্য, দলিলাদি ও যানবাহন কমিশনার বা মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আটক, জন্ম ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

- (২) কোন কার্যধারা নিষ্পত্তিধীন থাকা অবস্থায় উপ-ধারা (১) এর অধীন জন্মকৃত পণ্য কমিশনার উহার মালিক বা প্রতিনিধির অনুকূলে নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করিতে পারিবেন।

৮৫। ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ:

- (১) নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (২) এ বর্ণিত ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে [ধারা ৮৬ তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা] কলাম (৩) এ বর্ণিত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	ব্যর্থতা বা অনিয়ম	জরিমানার পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
(ক)	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন না করিবার ব্যর্থতা, অনিয়ম বা কর ফাঁকির ক্ষেত্রে;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(খ)	নিবন্ধন বা টার্নওভার কর সনদপত্র যথাস্থানে প্রদর্শন না করিবার ব্যর্থতা অনিয়ম বা কর ফাঁকির ক্ষেত্রে;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(গ)	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যের পরিবর্তন সম্পর্কে কমিশনারকে অবহিত না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ঘ)	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের আবেদন না করিবার ব্যর্থতা অনিয়ম বা কর ফাঁকির ক্ষেত্রে;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ঙ)	ধারা ৯(৫) এর বিধান পরিপালন না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(চ)	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মূসক বা টার্নওভার কর দাখিলপত্র পেশ না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	৫ (পাঁচ) হাজার টাকা মাত্র

(ছ)	দাখিলপত্রে উৎপাদ করে কের কোন পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	অনুলেখিত উৎপাদ করে অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব;
(জ)	দাখিলপত্রে প্রাপ্য উপকরণ করে রেয়াত অধিক গ্রহণ করিবার অনিয়ম;	অনিয়মিতভাবে গৃহীত উপকরণ করে অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব;
(ঝ)	দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হ্রাস করিবার অনিয়ম;	বর্ধিত হ্রাসকারী সমন্বয়ের দ্বিগুণ বা হ্রাসকৃত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব;
(ঞ)	কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট, উৎসে কর কর্তন সনদপত্র প্রদান না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ট)	রেকর্ডপত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ঠ)	নির্ধারিত জামানত প্রদান না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ড)	আরোপিত কর নিরূপণ ও পরিশোধ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার বা পরিহারের চেষ্টা করিবার অনিয়ম;	পরিহারকৃত করে অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব;
(ঢ)	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপকরণ উৎপাদ সহগ (input output coefficient) দাখিল না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র।
(ণ)	অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এ উল্লেখিত বিধান পরিপালন করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১ (এক) লক্ষ টাকা মাত্র।

(১ক) ধারা ৪৯ এর বিধান অনুযায়ী উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা স্বত্তেও উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী উক্ত ধারা অধীন উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে,

- ক) ধারা ১২৭ অনুযায়ী আরোপিত সুদসহ উক্ত মূল্য সংযোজন কর তার নিকট হতে এনরুপে আদায় করা হবে যেন তিনি উক্ত ধারার অধীন একজন পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী;
- খ) দফা (অ) এর বিধানবলী ক্ষুণ্ণ না করে উৎসে কর্তিত মূল্য সংযোজন কর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ব্যক্তি, কর্তিত মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাক ব্যক্তিগত জরিমাণা করতে পারবেন।

(২) অপরাধ বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যর্থতা ও অনিয়ম ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী করণীয় কোন কিছু করিতে ব্যর্থ হন বা নিষিদ্ধ কিছু করেন, তাহা হইলে [ধারা ৮৬ তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা] উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ব্যর্থতা বা কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ও পৌনঃপুনিকতাভেদে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও পরিমাণে, জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(২ক) কোন ব্যক্তি ভুলবশন বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে কর পরিশোধ না করিলে বা কর অনাদায়ী থাকিলে বা কর ফেরত গ্রহণ করিলে বা অধিক রেয়াত গ্রহণ করিলে বা যথাযথভাবে হ্রাসকারী/বৃদ্ধিকারী সমন্বয় না করিলে এবং পরবর্তীতে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী নিরূপিত চূড়ান্ত কর সুদসহ পরিশোধ করিলে, উক্ত ক্ষেত্রে তাহার উপর কোন জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।” এবং

(৩) কোন ঘটনায় অপরাধ ও ব্যর্থতা বা অনিয়মের উপাদান থাকিলে অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা এবং ব্যর্থতা বা অনিয়মের জন্য কার্যধারা গ্রহণে এই আইনের কোন কিছুই (ধারা ৮৬তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা) বাধাগ্রস্ত করিবে না।

(৪) ধারা ৮৬তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা জরিমানা আরোপের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ” উপধারা (১) এর সারণীর (১) নং কলামের ক্রমিক নং (চ) এর ক্ষেত্রে ব্যাডু, ধারা ৭৩ অনুযায়ী প্রদানকৃত কারণ দর্শানো নোটিশের মাধ্যমে বা পৃথক নোটিশের মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবে।

(৪ক) কোন প্রতিষ্ঠানের কোন সরবরাহ না থাকিবার কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠান যদি সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায় এবং প্রতি কর মেয়াদান্তে দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পর পুনরায় উক্ত প্রতিষ্ঠান চালু হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ এবং পুনরায় চালু হইবার মধ্যবর্তী কর মেয়াদ বা কর মেয়াদসমূহের দাখিলপত্র পেশের ব্যর্থতার জন্য উপ-ধারা (১) এর সারণীর (১) নং কলামের ক্রমিক নং (চ) এ উল্লিখিত জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।”

(৫) মূসক, সম্পূরক শুদ্ধ, টার্নওভার কর, সুদ ও অর্থদণ্ডের অতিরিক্ত হিসাবে জরিমানা প্রদেয় হইবে।

৮৬। ন্যায় নির্ণয়ার্থ (adjudication) কার্যধারা গ্রহণে মূসক কর্মকর্তাগণের আর্থিক সীমা

(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বা করারোপ ও আদায়ের লক্ষ্যে—

(ক) আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে, কাস্টমস কর্মকর্তাগণ কাস্টমস আইনের অধীন কার্যধারা গ্রহণ করিবেন; এবং

(খ) পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে, মূসক কর্মকর্তাগণ এই আইনের অধীন, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত আর্থিক ক্ষমতা সাপেক্ষে, কার্যধারা গ্রহণ করিবেন, যথা:-

সারণী-১

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা	ক্ষমতা
(১)	(২)	(৩)
(ক)	কমিশনার	পণ্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য ১ (এক) কোটি টাকার অধিক
(খ)	অতিরিক্ত কমিশনার	পণ্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা
(গ)	যুগ্ম কমিশনার	পণ্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ৫০ (পঁঞ্চাশ) লক্ষ টাকা
(ঘ)	উপ কমিশনার	পণ্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা
(ঙ)	সহকারী কমিশনার	পণ্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা
(চ)	রাজস্ব কর্মকর্তা	পণ্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা:

তবে শর্ত থাকে যে, যেসকল কার্যধারার বিষয়বস্তুর সহিত কোন আর্থিক সংশ্লেষ নাই তথা অনিয়ম সংক্রান্ত, সেই সকল কার্যধারা নির্ধারিত সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন কোন কর্মকর্তা এই ধারার অধীন গৃহীত প্রত্যেক কার্যধারায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশের মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি তৎকর্তৃক ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ন্যায় নির্ণয়ন এর আবেদন করেন, তবে সে ক্ষেত্রে ন্যায় নির্ণয়কারী কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশ জারি ও শুনানি গ্রহণ ব্যতিরেকে উক্ত ক্ষেত্রে ন্যায় নির্ণয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন।

৮৭। সমন প্রেরণ:

(১) রাজস্ব কর্মকর্তার নিম্নে নহেন এমন কোন মূসক কর্মকর্তা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদান ও দলিলাদি উপস্থাপনের জন্য সমন প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সমনকৃত যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী সশরীরে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হইতে বাধ্য থাকিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৩২ ও ১৩৩ এর অধীন সশরীরে উপস্থিত হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন প্রেরণ করা যাইবে না।

৮৮। কাস্টমস কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা:

(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার প্রয়োগ ও কার্যকরকরণার্থ কাস্টমস কর্মকর্তাগণের নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব থাকিবে, যথা:-

(ক) করযোগ্য আমদানির উপর আরোপিত মূসক আদায়; এবং

(খ) সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্য আমদানির উপর প্রদেয় সম্পূরক শুদ্ধ আদায়।

(২) আমদানী পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে কাস্টম আইন দ্বারা কাস্টম কর্মকর্তা যেইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সেই রূপ ক্ষমতা এই আইনের অধীন আমদানি পণ্যের উপর মূসক, সম্পূরক শুদ্ধ ও আগাম কর আরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৮৯। গোপনীয়তা:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন করদাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল তথ্য এবং দলিলাদি গোপনীয় গণ্য হইবে।

৮৯ক। মূল্য সংযোজন কর আইনের ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ:

সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কাস্টমস আইন বা Excise and Salt Act 1944 এর Act No. I of 1944 এবং উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা যে কোন বিধান প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলে ঘোষণা করতে পারবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান

৯০। করদাতার অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান:

- (১) কর ফাঁকি রোধকল্পে কমিশনার বা মহাপরিচালক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন যে কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের যাবতীয় বিষয় নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।
- (২) বোর্ড, উক্ত নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন এবং অডিট ম্যানুয়্যাল প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে।
- (৩) কমিশনার বা মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত মূসক কর্মকর্তা নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া কমিশনার বা মহাপরিচালক বরাবরে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।
- (৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে, নিরীক্ষিত কর মেয়াদে করদাতার প্রদেয় করের দায়-দায়িত্ব উদঘাটিত হইলে, কমিশনার বা মহাপরিচালক উক্ত করদায় নির্ধারণ করিবেন, এবং অপরিশোধিত করের উপর প্রযোজ্য সুদ উল্লেখ করিয়া উহা আদায়ের জন্য পরবর্তী কার্যধারা গ্রহণের নিমিত্ত উহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (৫) ধারা ৭৩ এ যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কমিশনার কর মেয়াদ সমাপ্তির ৩(তিন বছর) অধিককাল পূর্বের কোন কর মেয়াদেও জন্য কোন বকেয়া কর দাবি করতে পারবেন না।

৯০ (ক) বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল

কোন নিবন্ধিত লিমিটেড কোম্পানী পূর্ববর্তী বছরের ব্যবসার আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী চলমান অর্থ-বছরের প্রথম ছয় কর মেয়াদের মধ্যে কমিশনারের নিকট দাখিল করিবে: তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কমিশনার উক্ত কোম্পানীর আবেদন ভিত্তিতে উক্ত সময়সীমা যৌক্তিক কারণ বিবেচনাপূর্বক আরো ছয় কর মেয়াদ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৯১। মূসক কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা।

- (১) [কমিশনার বা মহাপরিচালক এর নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালকের পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন কোন] মূসক কর্মকর্তা অনুমোদিত উদ্দেশ্যে, নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে, যে কোন ব্যক্তির নিকট নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি দাবি করিতে পারিবেন, যথা:-
 - (ক) নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য; বা
 - (খ) কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বে থাকা দলিলাদি বা সাক্ষ্য-প্রমাণ।
 - (২) উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-
 - (ক) যে কোন রেকর্ডপত্রের প্রতিলিপি করিবার;
 - (খ) যে কোন রেকর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জন্ম করিবার;
 - (গ) যে কোন রেকর্ড বা পণ্য সীল করিবার; এবং
 - (ঘ) নির্ধারিত ক্ষেত্রে ও পদ্ধতিতে, যেকোন ব্যক্তির ব্যাংক এ্যাকাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (ভৎববুব) করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের।
 - (৩) উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক কোন রেকর্ড, দলিলপত্র বা পণ্য জন্ম করিবার ক্ষেত্রে, উহা যাহার নিকট হইতে জন্ম করা হইয়াছে তাহার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
 - (৪) এই অধ্যায়ের কোন বিধানবলে, আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অনুসন্ধানমুক্ত কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা, কূটনৈতিক ভবন, কনস্যুলার বা বিদেশী রাষ্ট্রের মিশনসমূহে প্রবেশ ও তল্লাশি করা যাইবে না।
- ব্যাখ্যা: এই ধারায় “অনুমোদিত উদ্দেশ্য” অর্থ
- (ক) কোন ব্যক্তির করদায় নির্ধারণের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ;
 - (খ) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ;
 - (গ) কর ফাঁকি উদঘাটন; বা

(ঘ) এই আইনের বিধানাবলী পরিপালন নিশ্চিতকরণ।

৯২। তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ, পর্যবেক্ষণ ও নজরদারী:

- (১) যেক্ষেত্রে কোন করদাতা [কর] ফাঁকির উদ্দেশ্যে এই আইনের বিধানাবলী পরিপালন না করেন, সেইক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক আদিষ্ট মূসক কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত করদাতার প্রকৃত করদায় নির্ধারণের লক্ষ্যে, তাহার [কর] আরোপযোগ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট যে কোন স্থানে তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ, পর্যবেক্ষণ এবং নজরদারী করিতে পারিবেন।
- (২) উক্ত মূসক কর্মকর্তা উল্লিখিত করদাতার করদায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যাবতীয় তথ্যাবলী উল্লেখ করিয়া কমিশনারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন সংগৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে, কমিশনার করদাতাকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া করদাতার প্রকৃত করদায় নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

৯৩। একাধিক দাপ্তরিক নিরীক্ষা:

কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি একই কর মেয়াদের জন্য দুইবার নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যদি না কমিশনারের নিকট নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকে বা তাহার বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি নিরীক্ষিত কর মেয়াদে ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা দলিলাদি উপস্থাপন করিয়া প্রতারণার মাধ্যমে কর ফাঁকি দিয়াছেন।

৯৪। বিশেষ নিরীক্ষা:

- (১) নির্ধারিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাসহ বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা সম্পাদনের নিমিত্ত বোর্ড যে কোন হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হিসাব নিরীক্ষক, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মূসক কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

চতুর্দশ অধ্যায় বকেয়া কর আদায়

৯৫। বকেয়া কর আদায়:

- (১) মূসক, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর, সুদ, অর্থদণ্ড বা জরিমানার কোন অর্থ খেলাপি করদাতা কর্তৃক প্রদেয় হইলে, কমিশনার উক্ত বকেয়া কর খেলাপি করদাতার নিকট হইতে আদায় করিবার কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।
- (১ক) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে কমিশনার [সহকারী কমিশনারের] পদের নিম্নে নহেন এমন এক বা একাধিক মূসক কর্মকর্তাকে বকেয়া আদায় কর্মকর্তা (Debt Recovery Officer – DRO) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বকেয়া কর আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
- (২) বকেয়া কর প্রদেয় বলিয়া গণ্য হইবে, যদি—
 - (ক) (ক) বকেয়া করের পরিমাণ দাখিলপত্রে প্রদেয় হিসাবে প্রদর্শিত হয় এবং উহা অপরিশোধিত থাকে;
 - (খ) খেলাপি করদাতার উপর জারিকৃত কর নির্ধারণী নোটিশে বা সার্টিফিকেটে বকেয়া করের পরিমাণ প্রদর্শিত হয় এবং খেলাপি করদাতা নোটিশে বা সার্টিফিকেটে উল্লিখিত সর্বশেষ তারিখে উহা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন; বা
 - (গ) এই আইনের অধীন কোন কার্যক্রম নিষ্পত্তির ফলে কোন বকেয়া কর প্রদেয় হয়।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন খেলাপি করদাতা কর্তৃক বকেয়া কর প্রদেয় হইলে, উহা আদায়ের লক্ষ্যে কমিশনারে বা বকেয়া আদায় কর্মকর্তা খেলাপি করদাতার বরাবরে নোটিশ প্রেরণ করিবেন।
- (৪) বকেয়া কর আদায়ের কার্যধারায়, বকেয়া করের দায় ও পরিমাণ প্রমাণের ক্ষেত্রে, উক্ত নোটিশ বা সার্টিফিকেট চূড়ান্ত প্রামাণ্য দলিল (conclusive proof) বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৫) বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে কমিশনার বা বকেয়া আদায় কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন, যথা:-
 - (ক) (ক) খেলাপি করদাতার কোন অর্থ কোন আয়কর, শুল্ক, মূসক বা আবগারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিলে, উহা হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বকেয়া কর কর্তন করিবেন;
 - (খ) খেলাপি করদাতার অর্থ অপর কোন ব্যক্তি বা সহযোগী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের নিকট থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি বা ব্যাংকে পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;
 - (গ) খেলাপি করদাতার ব্যবসা অঙ্গন হইতে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ বন্ধের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

- (ঘ) খেলাপি করদাতার আমদানিকৃত পণ্য খালাস বন্ধের লক্ষ্যে শুল্ক ভবনের বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry) প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেমে ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা বন্ধ (lock) করিতে পারিবেন;
- (ঙ) খেলাপি করদাতার ব্যাংক হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরিচালনযোগ্য (freeze) করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;
- (চ) খেলাপি করদাতার ব্যবসা অঙ্গন তালাবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন বা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে তালাবদ্ধ করিতে পারিবেন;
- (ছ) খেলাপি করদাতার যে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা অস্থাবর সম্পত্তি জব্দ করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিক্রয়ের মাধ্যমে বকেয়া কর আদায় করিতে পারিবেন; বা
- (জ) খেলাপি করদাতার কোন জিম্মাদারের নিকট হইতে নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে জামানত গ্রহণ করিতে পারিবেন।
- (ঝ) উক্ত কর সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত খেলাপি করদাতার ব্যবসা অঙ্গনের গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।
- (৬) কাস্টমস কমিশনার কর্তৃক বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই পদ্ধতিতে উক্ত বকেয়া কর আদায় করিতে হইবে।

৯৬। দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন মূসক কর্মকর্তার ক্ষমতা:

দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা রহিয়াছে এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তার সেইরূপ একই ক্ষমতা থাকিবে।

৯৭। বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে অধিক্ষেত্রের পরিবর্তন:

খেলাপি করদাতা যদি অন্য কোন কমিশনারের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় বসবাস করেন বা তদস্থানে তাহার কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে কমিশনার উক্ত কমিশনারকে বকেয়া কর আদায়ের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কমিশনার বকেয়া কর এমনভাবে আদায় করিবেন যেন উহা তাহার এখতিয়ারে প্রাপ্য বকেয়া।

৯৮। আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের বিলিবন্টন।

- (১) আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের পরিমাণ বকেয়া কর অপেক্ষা কম হইলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ বা জামানত নিম্নবর্ণিত ক্রমানুসারে বিলিবন্টন করিতে হইবে, যথা:-
- (ক) প্রথমত, প্রদেয় সুদের পরিমাণ হ্রাসকরণার্থে;
- (খ) দ্বিতীয়ত, অর্থদণ্ড বা জরিমানার পরিমাণ হ্রাসকরণার্থে; এবং
- (গ) তৃতীয়ত, মূসক, সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার করের পরিমাণ হ্রাসকরণার্থে।
- (২) আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের পরিমাণ বকেয়া কর অপেক্ষা অধিক হইলে, উপ-ধারা (১) এর অধীন বিলিবন্টনের পর অতিরিক্ত অর্থ করদাতা বা জিম্মাদারের নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) অনুসারে কোন অর্থ বা জামানত বিলিবন্টন করা হইলে, কমিশনার নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে উক্ত বিষয়ে বকেয়া করদাতা বা জিম্মাদারকে অবহিত করিবেন।

৯৯। খেলাপি করদাতার স্থাবর সম্পত্তির উপর সরকারের পূর্বস্বত্ব (lien) ও উহার ক্রোক।

- (১) যদি কোন খেলাপি করদাতা নির্ধারিত তারিখে বকেয়া কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে খেলাপি করদাতার মালিকানাধীন সকল সম্পত্তির উপর সরকারের অনুকূলে অগ্রাধিকার সম্পন্ন পূর্বস্বত্ব সৃষ্টি হইবে এবং সম্পূর্ণ বকেয়া কর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পূর্বস্বত্ব বলবৎ থাকিবে।
- (২) কমিশনার নোটিশের মাধ্যমে পূর্বস্বত্ব সৃষ্টির বিষয়টি খেলাপি করদাতাকে অবহিত করিবেন এবং নোটিশ জারির এক মাসের মধ্যে খেলাপি করদাতা বকেয়া কর পরিশোধ না করিলে, খেলাপি করদাতার উক্ত সম্পত্তি কমিশনার নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া বকেয়া কর আদায় করিতে পারিবেন।

১০০। পণ্য জব্দকরণ, উহার বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন।

- (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে যদি কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে এবং বিনা নোটিশে জব্দ করা হইয়া থাকে, তবে কমিশনার, যথাসীম্ব সম্ভব, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির উপর জব্দের নোটিশ জারি করিবেন, যথা:-
- (ক) জব্দকৃত পণ্যের মালিক;
- (খ) জব্দ করিবার অব্যবহিত পূর্বে পণ্য হেফাজতকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি; বা
- (গ) জব্দকৃত পণ্য দাবি করেন এমন কোন ব্যক্তি:
- তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি পণ্য দাবি না করেন, তাহা হইলে কোন নোটিশ জারির প্রয়োজন হইবে না।

- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পণ্য জব্দ করা হইলে, নিম্নবর্ণিত শর্তে কমিশনার উক্ত পণ্য উক্ত ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) যে পরিমাণ বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত জব্দ করা হইয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জামানত প্রদান করা হইলে; বা
- (খ) যে পরিমাণ বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত জব্দ করা হইয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে সম্মত হইয়া প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ করিলে।
- (৩) যদি কর পরিশোধ করা না হয় বা কোন জামানত প্রদান করা না হয় বা খেলাপি করদাতা বকেয়া কর কিস্তিতে পরিশোধে সম্মত হইয়া প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে কমিশনার জব্দকৃত পণ্য, নির্ধারিত সময়সীমা ও পদ্ধতিতে, বিক্রয় করিতে পারিবেন।
- (৪) জব্দকৃত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিম্নবর্ণিত উপায়ে বিলিবন্টন করিতে হইবে, যথা:-
- (ক) প্রথমত, পণ্য জব্দকরণ, সংরক্ষণ এবং বিক্রয়ের খরচাদি পরিশোধ করিয়া;
- (খ) দ্বিতীয়ত, যে পরিমাণ বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত পণ্য জব্দ করা হইয়াছিল সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া;
- (গ) তৃতীয়ত, এই আইন দ্বারা রহিত আইনের অধীন প্রাপ্য যে কোন কর পরিশোধ করিয়া; এবং
- (ঘ) চতুর্থত, অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, পণ্যের মালিককে ফেরত প্রদান করিয়া।
- (৫) যে কর নির্ধারণের ভিত্তিতে বকেয়া কর আদায়ের জন্য পণ্য জব্দ করা হইয়াছে সেই কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে কমিশনার (আপীল) বা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা সূপ্রীম কোর্টে কার্যধারা চলাকালে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত খেলাপি করদাতার সম্পত্তি বিক্রয় স্থগিত থাকিবে, যথা:-
- (ক) বিনষ্টযোগ্য বা পচনশীল কোন পণ্য; এবং
- (খ) কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত কোন পণ্য।

১০১। প্রতিনিধির দায়দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা:

- (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে খেলাপি করদাতার উপর আরোপিত সকল দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য খেলাপি করদাতার প্রতিনিধিও দায়ী থাকিবেন।
- (২) খেলাপি করদাতার যে পরিমাণ সম্পত্তি বা অর্থ, প্রতিনিধির দখল বা নিয়ন্ত্রণাধীন রহিয়াছে, উহা বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।
- (৩) বকেয়া করের জন্য প্রতিনিধিও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন যদি তিনি বকেয়া কর অপরিশোধিত থাকাকালে-
- (৪) (ক) প্রদেয় অর্থ পরিশোধের নিমিত্ত প্রাপ্ত বা উদ্ধৃত অর্থ উত্তোলন করেন, উহাতে দায় সৃষ্টি করেন বা হস্তান্তর করেন; বা
- (৫) তাহার দখলে থাকা উক্ত ব্যক্তির কোন অর্থ বা তহবিল উত্তোলন করেন বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করেন।
- (৬) প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন খেলাপি করদাতার উপর আরোপিত দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করা হইতে এই ধারার কোন কিছুই খেলাপি করদাতাকে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।
- (৭) যদি কোন খেলাপি করদাতার দুই বা ততোধিক প্রতিনিধি থাকে, তাহা হইলে এই ধারায় উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ উক্ত প্রতিনিধিবর্গের ক্ষেত্রে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে প্রযোজ্য হইবে।

১০২। রিসিভারের দায়িত্ব:

- (১) কমিশনার বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত রিসিভারের দখলে নেওয়া সম্পদ হইতে খেলাপি করদাতার বকেয়া কর পরিশোধ করিবার জন্য রিসিভারকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।
- (২) কমিশনার কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরুদ্ধ হইলে, রিসিভার উক্ত সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে বকেয়া কর নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিয়া প্রামাণিক দলিলাদিসহ কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

১০৩। কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের পরিচালক বা উদ্যোক্তার দায়।

- (১) যদি কোন কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ বকেয়া কর পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে যে সময় উক্ত অর্থ বকেয়া হইয়াছিল সেই সময় যাহারা উক্ত কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের পরিচালক বা প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তা ছিলেন তাহারা যথাযথ সতর্কতা, দায়িত্বশীলতা এবং দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হইলে সকলে যৌথ ও ব্যক্তিগতভাবে উক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত দায়ী থাকিবেন।
- (২) বকেয়া কর পরিশোধে দায়ী প্রত্যেক পরিচালক বা প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তা, অন্যান্য পরিচালক বা প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তার নিকট হইতে পুনর্ভরণ (reimbursement) পাওয়ার অধিকারী হইবেন।

- (৩) উক্ত পরিচালক, প্রতিনিধি, এজেন্ট বা উদ্যোক্তা কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ড উক্ত কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:-
- (ক) অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা উহার অংশবিশেষ পরিচালনা;
- (খ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় কোন সরবরাহ, আমদানি বা অর্জন;
- (গ) পণ্য প্রস্তুতকরণ বা সেবা সরবরাহ;
- (ঘ) জারিকৃত কোন নোটিশ প্রাপ্তি;
- (ঙ) দাখিলপত্র পেশকরণ;
- (চ) কর পরিশোধ; বা
- (ছ) তথ্য সরবরাহ।

১০৪। অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘের ধারাবাহিকতা:

- (ক) কোন অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘ নূতন কোন অংশীদার বা সদস্য ভর্তি বা অবসর গ্রহণের কারণে বিলুপ্ত হইয়া যায় বা অবসায়িত হয়;
- (খ) বিদ্যমান অবশিষ্ট সদস্য সমন্বয়ে নূতন কোন অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘের সৃষ্টি হয়; এবং
- (গ) উক্ত অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘ সেইরূপ অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে, যাহা অবসায়িত অংশীদারি কারবার বা সংঘের দ্বারা পরিচালিত হইত;
- (ঘ) তা হলে অবসায়িত অংশীদারি কারবার বা সংঘ এবং নূতন অংশীদারি কারবার বা সংঘ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি অবিচ্ছেদ্য অংশীদারি কারবার বা সংঘ বলিয়া গণ্য হইবে।

১০৫। করদাতার মৃত্যু বা দেউলিয়াত্ব ঘোষণা:

কোন করদাতার মৃত্যুর পর বা তাহার দেউলিয়াত্ব ঘোষণার পর যদি তৎকর্তৃক পরিচালিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম তাহার সম্পত্তির ট্রাস্টি বা নির্বাহক দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে উক্ত নির্বাহক বা ট্রাস্টি, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, করদাতা বলিয়া গণ্য হইবে।

১০৬। বকেয়া কর কিস্তিতে পরিশোধ:

- (১) বকেয়া কর কিস্তিতে পরিশোধ করিবার নিমিত্ত কমিশনার একজন খেলাপি করদাতাকে নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং কোন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে উক্তরূপ অনুমতি বাতিল করিতে পারিবেন।
- (২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কিস্তিতে বকেয়া কর পরিশোধের সময়সীমা ১২ (বার) মাসের অতিরিক্ত হইবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফর্ম, নোটিশ এবং রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ

১০৭। রেকর্ডপত্র এবং হিসাব সংরক্ষণ:

- (১) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির করদায় এবং অন্যান্য দায়দেনা নিরূপণের সুবিধার্থে ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত নির্ধারিত উপায় ও পদ্ধতিতে করদাতা তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের হিসাবাদি, দলিলপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর পরিধিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সংরক্ষিত রেকর্ডপত্র এবং হিসাবাদির মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-
- (ক) করযোগ্য বা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত নির্বিশেষে পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের বিবরণী, এবং তৎসংশ্লিষ্ট চালানপত্র;
- (খ) পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত বিবরণী;
- (গ) কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং প্রাপ্ত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র;
- (ঘ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য আমদানি বা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট শুল্ক দলিলপত্র;
- (ঙ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে মূল্যে সরবরাহ করা হয় সেই মূল্য, পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (input-output coefficient), এবং উক্ত পণ্যের উপর প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যছাড় বা রেয়াত সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র;
- (চ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবা সরবরাহ বা সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের প্রস্তুতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র;

- (ছ) কর জমা প্রদানের সমর্থনে ট্রেজারি চালান এবং ট্রেজারি চালান ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে কর জমা প্রদান করা হইয়া থাকিলে উক্তরূপ জমা প্রদানের সমর্থনে দালিলিক প্রমাণাদি;
- (জ) প্রতিটি কর মেয়াদের দাখিলপত্র; এবং
- (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন দলিলাদি বা রেকর্ডপত্র।
- (৩) উপ-ধারা (১) এ যা কিছুই থাকুন না কেন উক্ত উপধারায় বর্ণিত সময়ের পরে অনিষ্পন্ন কোন কার্যধারা সংশ্লিষ্ট দলিলাদি কার্যধারাটি নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

১০৮। ফরম, নোটিশ এবং দলিলাদির সত্যায়ন:

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন ফরম, নোটিশ, দাখিলপত্র এবং অন্যান্য দলিলের আকার এবং আকৃতি বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেইরূপ পদ্ধতিতে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১০৯। নোটিশ জারি:

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন সমন বা নোটিশ বা সিদ্ধান্ত বা আদেশ বা নির্দেশ কোন ব্যক্তির উপর জারি করা প্রয়োজন হইলে, উহা উক্ত ব্যক্তির উপরে যথাযথভাবে জারি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহা—

- (ক) উক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করা হয়;
- (খ) উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত বাংলাদেশের বাসস্থানে বা ব্যবসায়ের স্থানে প্রেরণ করা হয়;
- (গ) উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়;
- (ঘ) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রেরণ করা হয়; বা
- (ঙ) দফা (ক) হইতে দফা (ঘ) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে জারি করা না যায়;

তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে আঁটিয়া দেওয়া হয়।

(২) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন জারিকৃত নোটিশ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিপালিত হওয়ার পর নোটিশ জারির বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১১০। দলিলপত্রের বৈধতা:

(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন জারিকৃত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন নোটিশ বা অন্যান্য দলিল যথাযথ বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর, এবং নাম ও পদবী মুদ্রিত বা স্ট্যাম্পযুক্ত থাকে এবং টেলিফোন বা ফ্যাক্স বা মোবাইল ফোন নম্বর বা ই-মেইল ঠিকানা উল্লেখ থাকে এবং নোটিশটি একটি দাপ্তরিক নথি ও পত্র নম্বর সম্বলিত হয়।

(২) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন প্রস্তুতকৃত, ইস্যুকৃত বা সম্পাদিত কোন দলিল-

- (ক) ফর্মে করা হয় নাই বলিয়া বাতিল বা বাতিলযোগ্য গণ্য হইবে না; বা
- (খ) উহাতে কোন ভুল-ত্রুটি থাকিলে বা কিছু বাদ পড়িলে উহার যথার্থতা ক্ষুণ্ণ হইবে না; যদি উহা বিষয় ও প্রসংগের সহিত সংগতিপূর্ণ হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

অপরাধ, বিচার ও দণ্ড

১১১। মূসক নিবন্ধন বা টার্নওভার কর সনদপত্র ও কর দলিল সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড:

(১) যদি কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে—

- (ক) জাল বা ভুয়া ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত মূসক নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্নওভার কর সনদপত্র বা সমন্বিত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র তৈরী বা ব্যবহার করেন; বা
- (খ) জাল বা ভুয়া কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট, সমন্বিত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র তৈরী বা ব্যবহার করেন;
- (গ) জাল বা ভুয়া বা পুনঃব্যবহৃত স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ বা ব্যবহার করেন অথবা উক্ত কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন; বা
- (ঘ) জাল বা ভুয়া বা পুনঃব্যবহৃত স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন বা বিক্রয় করেন অথবা উক্ত কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন; বা
- (ঙ) ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্প ব্যবহারন করিবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এমন কোন পণ্য ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্প বিহীন উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন বা বিক্রয় করেন অথবা উক্ত কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন; বা
- (চ) অন্য কোন উপায়ে প্রদেয় কর ফাঁকি প্রদান করেন; বা
- (ছ) উক্ত ব্যক্তি প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও কর ফেরৎ দাবি করেন; তাহলে তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে বা প্রদেয় করের সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি অনলাইনে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণের আবেদনের সময় কোন ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১১২। মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বিবৃতি বা বিবরণ প্রদানের অপরাধ ও দণ্ড:

যদি কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে কোন কর দলিলাদিতে মূসক কর্মকর্তার নিকট মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর বিবরণ বা বিবৃতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা প্রদেয় করের সমপরিমাণ অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৩। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপরাধ ও দণ্ড:

মূসক কর্মকর্তাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন দায়িত্ব পালনে যদি কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা সৃষ্টির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনূন্য ১০ (দশ) হাজার টাকা বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৪। অপরাধের তদন্ত, বিচার ও আপীল:

(১) ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অপরাধসমূহ ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন মেজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে এবং তিনি এই আইনে বর্ণিত যে কোন অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

(২) অপরাধসমূহ জামিনযোগ্য (bailable) ও অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) হইবে।

(৩) কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন কোন মূসক কর্মকর্তার নিকট হইতে লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

(৪) নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়সীমার মধ্যে মূসক কর্মকর্তা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধের তদন্ত সম্পন্ন করিবেন।

(৫) উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন বিচারের ক্ষেত্রে যে সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করেন সেই একই পদ্ধতিতে অপরাধসমূহের বিচার করিবেন এবং উক্ত অপরাধ সংক্রান্ত আপীল, রিভিউ, রিভিশন, ইত্যাদি ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১১৫। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অতিরিক্ত ক্ষমতা:

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অপরাধ সংঘটনকারীর ব্যাংক এ্যাকাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (freeze) করিবার ক্ষমতা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের থাকিবে।

১১৬। কোম্পানী, ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক অপরাধ সংঘটন:

(১) কোন কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এমন প্রত্যেক পরিচালক, অংশীদার, প্রধান নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, সচিব, কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রতিনিধি বা মূসক এজেন্ট উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ সংঘটন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উক্ত পরিচালক, অংশীদার, প্রধান নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, সচিব, কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রতিনিধি বা মূসক এজেন্টের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার একই কার্যধারায় উক্ত কোম্পানীকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে উক্ত কোম্পানীর উপর অর্থদণ্ড ব্যতীত কারাদণ্ড আরোপ করা যাইবে না।

১১৭। অপরাধে সহায়তাকারী:

যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা বা সহযোগিতা করেন বা প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনকারীর ন্যায় একই অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধীর ন্যায় একই দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৮। মামলা দায়েরের পূর্বানুমোদন:

কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, কোন অপরাধের জন্য কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১১৯। অপরাধের আপোষরফা:

(১) নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরাধসমূহ আপোষযোগ্য (compoundable) হইবে।

(২) মামলা দায়ের করিবার জন্য কমিশনার কর্তৃক পূর্বানুমোদনের পূর্বে বা পরে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে আপোষরফা করা যাইবে, তবে মামলা রুজু করিবার পর আপোষরফা করিতে হইলে আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

১২০। অর্থদণ্ড প্রদেয় করের অতিরিক্ত:

জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ড প্রদেয় মূসক, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর বা জরিমানার অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়
আপীল ও রিভিশন

১২১। কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল:

- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন অতিরিক্ত কমিশনার বা তৎনিম্ন পদধারী মুসক কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন করদাতা বা মুসক কর্মকর্তা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ধরা ৯৫ এর অধীন প্রদত্ত কোন আটক বা বিক্রয় আদেশ অথবা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস আইনের ধারা ৮২ বা ৯৮ এর অধীন কোন আদেশ ব্যতীত উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ জারির জারীর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।
- (২) মুসক কর্মকর্তা ব্যতীত কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, তাহাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবিকৃত করের, জরিমানা ব্যতীত ২০ (বিশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে যদি কমিশনার (আপীল) এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত ৯০ (নব্বই) দিন মেয়াদের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে সক্ষম হন নাই, তাহলে তিনি আপীলকারীকে উক্ত মেয়াদের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারবেন।
- (৩) কমিশনার (আপীল) নির্ধারিত পদ্ধতিতে পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসরের মধ্যে আপীল কার্যক্রম নিষ্পত্তি করিবেন।
- (৪) কমিশনার (আপীল) তর্কিত আদেশ বা সিদ্ধান্ত বহাল রাখিতে বা পরিবর্তন করিতে বা বাতিল করিতে বা তিনি যেরূপ সঙ্গত মনে করিবেন, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি কার্যধারাটি পুনর্বিবেচনার জন্য রিমান্ডে প্রেরণ করিবেন না।
- (৫) আপীল নিষ্পত্তি করিবার প্রয়োজনে কমিশনার (আপীল), নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে তর্কিত বিষয়ে অধিকতর নিরীক্ষা, তদন্ত অনুষ্ঠান, তথ্য সংগ্রহ বা কার্যধারার যথার্থতা যাচাই করিতে পারিবেন।
- (৬) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কমিশনার (আপীল) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আপীলটি কমিশনার (আপীল) কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২২। আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল:

- (১) কমিশনার বা কমিশনার (আপীল) বা মহাপরিচালক বা সমমর্যাদার কোন মুসক কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন ব্যক্তি বা মুসক কর্মকর্তা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ধারা ৯৫ এর অধীন প্রদত্ত কোন আটক বা বিক্রয় আদেশ অথবা পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে কাস্টমস আইনের ধারা ৮২ বা ৯৮ এর অধীন কোন আদেশ ব্যতীত তর্কিত সিদ্ধান্ত বা আদেশ জারির জারীর ৯০ (নব্বই) দিনের আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।
- (ক) তবে শর্ত থাকে যে, প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসংগত কারণে উক্ত ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা হইলে তিনি আপীলকারীকে উক্ত মেয়াদেও পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।” এবং
- (২) মুসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, তাহাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবিকৃত করের, জরিমানা ব্যতীত (২০) বিশ শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। তবে উপধারা (১) অনুযায়ী কমিশনার (আপীল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এ আপীল দায়ের করা হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে তার উপর দাবিকৃত কর বা আরোপিত অর্থদণ্ডের অংশ জমা প্রদান করিতে হবে না।
- (৩) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল আপীলের পক্ষগণের শুনানি গ্রহণের পর অন্তর্বর্তীকালীন কর আদায়ের স্থগিতাদেশসহ যেরূপ সঙ্গত এবং সমীচীন মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
- (৪) কর আদায় স্থগিতকরণ সংক্রান্ত আপীলাত ট্রাইব্যুনালের যেকোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, উহা প্রদানের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইবার পরের দিবসে অকার্যকর হইবে, যদি না কার্যধারাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন করা হয়, বা উহার পূর্বে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অন্তর্বর্তী আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

(৫) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ২ (দুই) বৎসর সময়সীমার মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে আপীলটি আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫ক) এই আইনের অন্যান্য বিধানে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহামারী দৈব-দুর্বিপাক বা যুদ্ধের কারণে জনস্বার্থে সরকার উক্তরূপ আপেক্ষিকালীন সময়ের জন্য আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তির সময়সীমা আদেশ দ্বারা বৃদ্ধি করিতে পারবে।

(৫খ) উপধারা (৫ক) এ উল্লিখিত সময়সীমা বৃদ্ধির আদেশ ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকরতা প্রদান করা যাবে।

(৬) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এবং উহার বেঞ্চসমূহের কর্মপদ্ধতি উক্ত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৭) আপীলাত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৩ এবং ধারা ২২৮ এর অধীন বিচার বিভাগীয় কার্যধারা হিসাবে গণ্য এবং উহা দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

১২৩। কার্যধারায় সাক্ষ্য প্রমাণের দায়:

(১) কমিশনার (আপীল) ও আপীলাত ট্রাইব্যুনালের কোন কার্যধারায় বিচার্য বিষয় প্রমাণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত হলফনামা চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে, যদি না করদাতা উক্ত হলফনামার বিষয়টি খণ্ডন করিয়া ভিন্নরূপ প্রমাণ পেশ করিতে পারেন।

(২) উক্ত হলফনামার সহিত কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটিশ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিল সংযুক্ত করিতে হইবে।

১২৪। হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন:

(১) বোর্ড বা আপীলাত ট্রাইব্যুনালের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা কমিশনার বা মহাপরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন কোন মূসক কর্মকর্তা, উক্ত আদেশের আইনগত প্রশ্নে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত আপিলের বিষয়ে, যতদূর সম্ভব দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন দাখিলের ক্ষেত্রে, তামাদি আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৫ প্রযোজ্য হবে।

(৪) মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশনের আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে, তাহাকে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত প্রদেয় করের বা জরিমানার ১০ (দশ) শতাংশ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।

১২৫। বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি:

(১) এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন করদাতা নির্ধারিত পদ্ধতি, শর্ত বা সময়ে কোন বিরোধ বিকল্প উপায়ে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত প্যানেল হইতে তৎকর্তৃক নির্বাচিত কোন সহায়তাকারীর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং সহায়তাকারী নির্ধারিত পদ্ধতি, শর্তে বা সময়ে উক্ত বিরোধ বিকল্প উপায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য, সময়ে সময়ে, এক বা একাধিক মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেট নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) কোন বিরোধ বিকল্প উপায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হইলে, উক্ত সমঝোতার বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না এবং যেসকল বিরোধ বিকল্প উপায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হইবে না, সেই সকল বিরোধের ক্ষেত্রে, এই আইনের বিধানানুযায়ী পুনরায় কার্যধারা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) কোন বিরোধ বিকল্প উপায়ে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, উক্ত পন্থা অবলম্বনের জন্য ব্যয়িত সময়কাল আপীল দায়েরের সময়সীমা গণনায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায় "বিরোধ" অর্থ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির প্রয়োগ হইতে উদ্ভূত কোন বিরোধ। কিন্তু জালিয়াতি বা ফৌজদারি অপরাধ বা আইনগত প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে এমন বিরোধ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়
বিবিধ

১২৬। অব্যাহতি:

- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন পণ্য বা পণ্য শ্রেণীর আমদানি বা সরবরাহ বা প্রদত্ত যে কোন সেবাকে এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক বা আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।
- (২) বোর্ড বিশেষ আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা দ্বিপাক্ষীয় চুক্তি পারস্পরিক ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য যে কোন পণ্যের আমদানি, সরবরাহ গ্রহণ বা সেবা গ্রহণকে এই আইনের অধীনে আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত সম্পূরক শুল্ক বা আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।
- (৩) বোর্ড বিশেষ আদেশ দ্বারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক করযোগ্য যে কোন কোন পণ্যের আমদানি, সরবরাহ গ্রহণ বা প্রদত্ত সেবাকে এই আইনের অধীনে আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত সম্পূরক শুল্ক বা আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

১২৬ক। পুরস্কার ও কর্মদক্ষতা প্রণোদনা প্রদান:

- (১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে এবং সীমা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে পুরস্কার ও কর্মদক্ষতা প্রণোদনা প্রদান করতে পারবে যথা—
 - (ক) এমন কোন ব্যক্তি যিনি এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমাল্লা বিধান লঙ্ঘনে বিষয়ে বা তদধীনে আদায়যোগ্য কর বা রাজস্ব পাঁকি দেওয়া বা তার প্রচেষ্টার ব্যাপারে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহ করেন এবং প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফাঁকিকৃত সমুদয় রাজস্ব বা তার অংশ বিশেষ আদায় হয়;
 - (খ) এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা অন্য কোন সরকারি সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যিনি এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমাল্লা অধীন আদায়যোগ্য কর বা রাজস্ব ফাঁকি বা উহা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বা উক্ত আইনে কোন বিধানের লঙ্ঘন চিহ্নিত বা উদঘাটন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে চিহ্নিতকরণ বা উদঘাটনের ফাঁকিকৃত রাজস্ব আদায় হয়; বা
 - (গ) এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন সরকারি সংস্থা সরকারের জন্য কাজ করেন যিনি এই আইনের অধীন আদায়যোগ্য দফা (ক) ও (খ) এ বর্ণিত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে অন্য কোনভাবে আদায় করেন।
- (২) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেনা, বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে এবং সীমা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে কর্মদক্ষতা প্রণোদনা প্রদান করতে পারবে যথা—
 - (ক) আইনের ৭৮ এ বর্ণিত কোন কর্মকর্তা
 - (খ) আইনের ৭৮ এ বর্ণিত এর উপধারা (১) এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত মূসক দপ্তরে কর্মরত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

১২৭। প্রদেয় করের উপর সুদ আরোপ:

- (১) যদি কোন ব্যক্তি নির্ধারিত তারিখে বা উক্ত তারিখের পূর্বে, কমিশনারের নিকট প্রদেয় কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তাহাকে নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হইতে পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদেয় করের পরিমাণের উপর মাসিক ১ (এক) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।
তবে শর্ত থাকে যে, উৎসে মুসক কর্তনজনিত বকেয়া আদায়য়ে ক্ষেত্রে প্রদেয় করের পরিমাণের উপর মাসিক ২ (দুই) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।
ব্যাখ্যাঃ এই উপধারায় পরিশোধের দিন পর্যন্ত অর্থ নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হইতে আপীল নিশপল্লাধীন সময়সহ পরিশোধের দিন।
- (২) যে পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রদেয় কর আদায় করা হয় সেই একই পদ্ধতিতে কমিশনার তাহার নিকট হইতে সুদ আদায় করিবেন।
- (৩) কোন ব্যক্তি কর্তৃক সুদসহ করের কোন পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবার পর, যদি প্রমাণিত হয় যে, সুদের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থ প্রদেয় ছিল না, তাহা হইলে উক্ত অর্থের উপর পরিশোধিত সুদ তাহাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
- (৪) অর্থদণ্ড বা জরিমানার অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত সুদ প্রদেয় হইবে।

১২৭ক। সরকারি পাওনা অবলোপনের ক্ষমতা:

যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির দেউলিয়াত্ব অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলোপ বা অন্যকোন কারণে এরূপ নিশ্চিত হওয়া যা যে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক কিংবা আরোপিত কোন অর্ধদণ্ড কিংবা এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীনে সম্পাদিত কোন মচুলেকা বা অন্যকোন দলিলের অদীনে দাবিকৃত কোন অর্থ এই আইনের ধারা ৯৫ এর অধীনে অদায় করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সরকার উক্ত সরকারি পাওতান অংশিক বা সমুদয় অংশ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবলোপন (write off) করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারী পাওনা অবলোপনের পর যদি প্রমাণ থাকে যে, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পত্তি নতুন ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে বা ইতঃপূর্বে সরকারী অর্থের দায় দেনা হইতে মুক্ত হয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্থায় সম্পত্তি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তির উপর সরকারী পাওনা আদায়ের নিমিত্তে অগ্রাধিকার সৃষ্টি হইবে এবং তাহা এমন ভাবে আদায়যোগ্য হইবে যেন নতুন ভাবে উদ্ধৃত বা অসৎ উদ্দেশ্যে হস্তান্তরিত সম্পত্তির গ্রহীতার উপর সরকারী পাওনা পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে।

১২৭খ। কতিপয় পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে কর পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ:

এই আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে কোন বিশেষ পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে কর পরিশোধের সময়, পদ্ধতি ও পরিমাণসহ অগ্রিম পরিশোধ বা উৎসে কর কর্তনের বিধান করতে পারবে।

১২৮। অনলাইনে কার্যসম্পাদন, দাখিলপত্র পেশকরণ এবং কর পরিশোধ, ইত্যাদি:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯নং আইন) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন সম্পাদিতব্য যে কোন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে অনলাইনে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সম্পাদন করা যাইবে।

১২৯। আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা:

বোর্ড বা কোন কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত বা গৃহীত কোন ব্যবস্থার (কর নিরূপণ, কর আরোপ, জরিমানা আরোপ, সুদ আরোপ, কর আদায়করণ বাতিল বা পরিবর্তন করিবার জন্য বা কোন নিরীক্ষা, তদন্ত বা অনুসন্ধান বা এইরূপ সকল বিষয়) বিরুদ্ধে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন কার্যধারা রুজু বা মামলা দায়ের করা ব্যতীত অন্য কোন আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১২৯ ক। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ:

এই আইন বা অন্য কোন বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকলে তজ্জন্য সরকার বা তার কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজাদারি মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবে না।

১৩০। মূসক পরামর্শক নিয়োগ:

- (১) কোন কার্যধারায় কোন করদাতার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা বা তাহাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারি বা লাইসেন্সধারী মূসক পরামর্শকগণের মধ্য হতে যে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, মূসক পরামর্শক নিয়োগের শর্ত, পদ্ধতি ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৩১। করণিক ত্রুটি, ইত্যাদির সংশোধন

এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন কৃত কোন কর্মকাণ্ডে কোন করণিক বা গাণিতিক ভুল-ত্রুটি থাকিলে মূসক কর্মকর্তা উক্ত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৩২। দলিলপত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি:

করদাতা কর্তৃক আবেদনের ভিত্তিতে, নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, কমিশনার নিম্নবর্ণিত দলিলপত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) করদাতা কর্তৃক মূসক কর্মকর্তার নিকট সরবরাহকৃত দলিলাদি বা কাগজপত্র;
- (খ) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক কর কর্তনের প্রমাণস্বরূপ মূসক কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত দলিলপত্র; বা
- (গ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন দলিল।

১৩৩। মূসক ছাড়পত্র প্রদান:

- (১) কোন করদাতা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে মূসক ছাড়পত্রের জন্য কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) কমিশনার নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত করদাতাকে মুসক ছাড়পত্র প্রদান করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে—

(ক) করদাতার নিকট কোন কর পাওনা বা বকেয়া নাই; বা

(খ) করদাতা কর পরিশোধের জন্য জামানত প্রদান করিয়াছেন।

১৩৪। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন:

বোর্ড, নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কার্যাবলী প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) দাখিলপত্রে উল্লিখিত প্রাথমিক তথ্যসহ অন্য যেকোন তথ্য অন্তর্ভুক্তি এবং প্রক্রিয়াকরণ;

(খ) ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা প্রদান করা হইয়াছে এমন সকল ব্যক্তির তালিকা পঞ্জিতকরণ;

(গ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কার্যক্রম।

১৩৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩৫ ক। মুসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইউনিফর্ম এবং ভাতা নিরধারণ :

বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, মুসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ইউনিফর্ম এবং এতদসংক্রান্ত ভাতা নিরধারণ করিতে পারিবে।

১৩৬। মুসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইউনিফর্ম এবং ভাতা নির্ধারণ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:

বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে মুসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ইউনিফর্ম এবং এ সংক্রান্ত ভাতা নির্ধারণ করতে পারবে।

১৩৭। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ:

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৩৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।

(১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) রহিত হইবে।

(২) উক্ত আইন রহিত হওয়া সত্ত্বেও—

(ক) উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা, সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) উক্ত আইন দ্বারা বা উহার অধীন আরোপিত কোন কর বা ফিস বা অন্য কোন পাওনা, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অনাদায়ী থাকিলে, উহা উক্ত আইন অনুযায়ী আদায় করা হইবে, এবং কোন বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে, তাহা উক্ত আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

১৩৯। ক্রান্তিকালীন কর হিসাব:

(১) ধারা ৩৩ এর বিধানাবলী সত্ত্বেও, করযোগ্য সরবরাহের উপর আরোপিত মূল্য সংযোজন কর এই আইন প্রবর্তন দিবসে প্রদেয় হইবে, যদি-

(ক) কোন সরবরাহ প্রবর্তন দিবসের পরে প্রদান করা হইয়া থাকে বা পরে প্রদান করা হয়; এবং

(খ) কোন সরবরাহের জন্য প্রবর্তন দিবসের পূর্বে কর চালানপত্র ইস্যু করা হয় বা সরবরাহের মূল্য পরিশোধ করা হয় বা উভয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়; তবে, যদি মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর অধীন উক্ত ব্যক্তি সরবরাহের উপর মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করিয়া থাকেন এবং উক্ত মূল্য সংযোজন কর উক্ত আইনের অধীন কমিশনারের নিকট পেশকৃত দাখিলপত্রে প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় সম্পাদিত কোন সরবরাহ আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহ হইলে, প্রত্যেক অংশের উপর পৃথকভাবে মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে এবং সম্পাদিত কার্যক্রম পৃথক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৪০। এই আইন প্রবর্তনের পর আবদ্ধ চুক্তি:

এই আইন প্রবর্তনের পর কোন চুক্তি সম্পাদিত হইলে এবং উক্ত চুক্তিতে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্কের বিধান অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে-

- (ক) উক্ত চুক্তিমূল্যের মধ্যে সরবরাহের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত আছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং
- (খ) সরবরাহকারী উক্ত সরবরাহের চুক্তিমূল্য নির্ধারণকালে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত না করিলেও উক্ত চুক্তির অধীন প্রদত্ত সরবরাহের উপর সরবরাহকারী কর্তৃক উক্ত কর পরিশোধ করিতে হইবে।

১৪১। তফসিলের প্রতিস্থাপন: ২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলের প্রতিস্থাপন:

উক্ত আইনে প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলের পরিবর্তে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তফসিল কিউআর কোডের মাধ্যমে পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

মূসক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ

১৪২। এয়ার কন্ডিশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

- (১) এস.আর.ও. নং-১৭৩-আইন/২০১৯/-মূসক। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৩৫, ধারা ১২৬ (১) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনামা সংখ্যা (Heading No.) ৪৪.১৪ এবং ৮৪.১৫ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) এর আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত যথাক্রমে, কম্প্রসর এবং এয়ারকন্ডিশনার, অতঃপর পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, “উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর এবং উহার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে তাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও সম্পূরক শুল্ক(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হইল যথা:-”

শর্তাবলি:

- (ক) সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে;
- (খ) সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হতে উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হইবে;
- (গ) এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মেশিনারীজ হবে, যেমন-Plastic Injection Molding Machine, Power Press Machine, Hydraulic Press Machine, Ultrasonic welding Machine, Shearing Machine, Milling Machine, Vertical Expander Machine, Tube Bending Machine, Air Compressor ETP, Power coating Plant, Vertical Machining Centre (VMC), Electric Discharge Machine (EDM), Wire Straightening & Cutting Machine, Lathe Machine, Heat Treatment Furnace, Heat Treatment Oven, Psychometric Treatment Machine;
- (ঘ) তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের Heat Treatment Furnace, Heat Treatment Oven, Psychometric Treatment Machine নিজস্ব প্রাঙ্গণে সংস্থাপিত না থাকলে তাদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যক্রম বা সেবা অন্য কোনো প্লান্ট বা প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- (ঙ) কম্প্রসর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে Sand Moulding Machine, Induction Melting Furnace, Heat Treatment Furnace, Spectrometer, Upper Cover Press Machine, Lower Cover Press Machine, Crankshaft Grinding Line, Crankcase Machining Line, Stator Line, Lamination Annealing Furnace, Dip Phosphating Line, Rotor Line, Life Testing Machine, Hemi-anechoic Chamber, CNC Coordinate Measuring Machine & Calorimeter থাকতে হবে;
- (চ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ‘পরিশিষ্ট-ক’ মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হইবে;
- (ছ) দফা (ক) হইতে (ঙ) এ উল্লিখিত শর্তাদি পরিপালনপূর্বক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অব্যাহতির বিধান কার্যকরকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করিতে হইবে;

(জ) উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গঠিত নিম্নে বর্ণিত পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হতে হবে; এবং উক্ত কমিটি গঠন হবে (১) দ্বিতীয় সচিব (মূসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; (২) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা ও (৩) সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তার মাধ্যমে।

(ঝ) দফা (ছ) তে বর্ণিত কমিটি অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিদর্শন প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দাখিল করবে, অতঃপর বোর্ড, দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হওয়া সাপেক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে। অনুমোদনের তারিখ হইতে এই সুবিধা প্রদান করা হবে।

(২) এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৩) উল্লিখিত অনুচ্ছেদ-১ এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-২ এর শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

(৪) এই প্রজ্ঞাপনের কার্যকারিতা ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে: তবে শর্ত থাকে যে, ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের পূর্বে অব্যাহতি সুবিধা গ্রহণ করে এই পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান-(ক) ৭ (সাত) বৎসর বা তাহার অধিককাল মূসক অব্যাহতি ভোগ করিয়াছে; বা (খ) ৫ (পাঁচ) বৎসর বা তাহার অধিককাল মূসক অব্যাহতি ভোগ করিয়াছে এবং (গ) ৩ (তিন) বৎসর বা তাহার অধিককাল মূসক অব্যাহতি ভোগ করিয়াছে, সে সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ১ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে যথাক্রমে ১০ (দশ) শতাংশ, ৭.৫ (সাতের সাত) শতাংশ ও ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে মূসক প্রদেয় হবে।

১৪৩। মোবাইল সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

(১) এস.আর.ও. নং- ২২৯-আইন/২০১৯/ -মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (সনের ৪৭নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.) ৮৫.১৭ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ (H.S. Code) কোডের আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত মোবাইল টেলিফোন সেট বা সেলুলার ফোন, অতঃপর উক্ত পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, এর

(ক) স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত টেবিল-১ এর শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত);

(খ) কেবল স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত টেবিল-২ এর শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর; এবং

(গ) কেবল স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত টেবিল-৩ এর শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর হতে, অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-

টেবিল-১

(ক) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হইবে;

(খ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে উৎপাদনের নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;

(গ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম পার্টস বা যন্ত্রাংশ, যেমন- Printed Circuit Board (PCB), Charger, Battery, Housing & Casing উৎপাদনের সক্ষমতা থাকতে হইবে এবং তদ্ব্যতীত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উহার কারখানা প্রাঙ্গণে স্থাপিত থাকতে হইবে;

(ঘ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মেশিনারী, যেমন- Solder Paste Printer, Pick & Place Machine, Auto Air Wave Soldering Machine with Sprayer, Solder Paste Inspection Machine, Automatic Optical Inspection Machine, Reflow Oven Machine, Temperature and Humidity Tester, Mobile Phone Network Testing Machine, PCB Manufacturing Project, Flying Probe Testing Machine, High Voltage Universal Grid Tester, Cutting Machine, V-Cut Machine, Drilling Machine, Routing Machine, DES (Developing, Etching & Stripping) Line, Direct Metallization Line এবং Effluent Treatment Plant (ETP) থাকতে হবে;

- (ঙ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হবে;
- (চ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে যে কোন সময় কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা ন্যূনতম ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন থাকতে হবে;
- (ছ) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উপরি-উক্ত দফা (ক) হইতে (চ) এ উল্লিখিত শর্তাদি পরিপালন করা হবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক, আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট আবেদন করতে হবে।

টেবিল-২

- (ক) মোবাইল ফোন সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে;
- (খ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম পাটস বা যন্ত্রাংশ, যেমন- Printed Circuit Board Assembling (PCBA), Charger I Battery উৎপাদনের সক্ষমতা থাকতে হবে এবং তদ্ব্যতীত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উহার কারখানা প্রাঙ্গণে স্থাপিত থাকিতে হইবে;
- (গ) উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মেশিনারী, যেমন- Automatic Screw Feeder, Window Press Machine /Hot Bar Machine, Auto Sealer/Shrink Wrap Machine, UHF Temperature Cell, Shield Box, Display Color Analyzer, Vibrational Measuring Machine, Battery module Quick charger System, Radiation & GPS Signal Analyzing Machine, WLAN Testing Machine, Audio signal Checking machine, Wireless communications testing Machine, Signal Analyzer, Battery leakage inspection machine, Electric current measurement machine, Network Testing Machine / Mobile Phone Network Testing Machine, Temperature & Humidity Tester থাকিতে হইবে;
- (ঘ) উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানে যে কোন সময় কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা ন্যূনতম ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন থাকিতে হইবে;
- (ঙ) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে উপরি-উক্ত দফা (ক) হইতে (গ) এ উল্লিখিত শর্তাদি প্রতিপালন করা হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক, আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

টেবিল-৩

- (ক) মোবাইল ফোন সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;
- (খ) উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মেশিনারী, যেমন- Automatic Screw Feeder, Window Press Machine /Hot Bar Machine, Auto Sealer/Shrink Wrap Machine, UHF Temperature Cell, Shield Box, Display Color Analyzer, Vibrational Measuring Machine, Battery module Quick charger System, Radiation & GPS Signal Analyzing Machine, WLAN Testing Machine, Audio signal Checking machine, Wireless communications testing Machine, Signal Analyzer, Battery leakage inspection machine, Electric current measurement machine, Network Testing Machine / Mobile Phone Network Testing Machine, Temperature & Humidity Tester থাকতে হবে;
- (গ) উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানে যে কোন সময় কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা ন্যূনতম ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন থাকিতে হইবে;
- (ঘ) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে উপরি-উক্ত দফা (ক) হইতে (গ) এ উল্লিখিত শর্তাদি প্রতিপালন করা হবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক, আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট আবেদন করতে হবে।

(২) টেবিল-১, টেবিল-২ অথবা টেবিল-৩ এর শর্তাধীনে উক্ত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হতে হবে, যথা:-কমিটি:

(ক) দ্বিতীয় সচিব (মূসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

- (খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা;
- (গ) সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা;
- (৩) বর্ণিত কমিটি, কমিটি গঠনের অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী বা সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট দাখিল করবে এবং উক্ত বোর্ড, দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হওয়া সাপেক্ষে, প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে এবং বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুমোদনের তারিখ হতে অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হবে;
- (৪) এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন উৎপাদনকারীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪০ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে;
- (৫) অনুচ্ছেদ ১ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে, অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ (৪) এর বিধানাবলী পরিপালন করিতে ব্যর্থ হলে অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না;
- (৬) এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা ভোগকারী কোন প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করছে কিনা তা যথোপযুক্ত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বোর্ড যে কোন সময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে এবং উক্ত অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে এই প্রজ্ঞাপনের কোন শর্ত প্রতিপালিত হচ্ছে না মর্মে প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে Customs Act, 1969 ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রদত্ত অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হবে;
- (৭) টেবিল-২ ও টেবিল-৩ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় কোন প্রতিষ্ঠান রেয়াতি সুবিধা প্রাপ্য হলেও উক্ত সুবিধা প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঝগএঃ খরহব ও তদসংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ যথা:- Solder Paste Printer, Pick & Place Machine, Auto Air Wave Soldering, Solder Paste Inspection Machine, Automatic Optical Inspection Machine, Reflow Oven Machine, ইত্যাদি স্থাপন করিয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করতে হবে এবং উক্ত কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শনক্রমে শর্ত প্রতিপালনের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে উক্তরূপে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা মেয়াদান্তে রহিত হবে।

১৪৪। পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

- (১) এস. আর. ও. নং-১৭৯-আইন/২০১৯/-মুসক। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.) 55.03 এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) 5503.40.00 এর বিপরীতে কলাম (৩) এ বর্ণিত পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার, অতঃপর উক্ত পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে আরোপিত সকল মূল্য সংযোজন কর এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত শুধুমাত্র মূল কাঁচামাল পলিমার অব প্রোপাইলিন ইন প্রাইমারি ফরমস (H.S. Code 3902.10.00) আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) বা ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ হইতে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;
- (খ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার উৎপাদনের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক One Step High Tenacity Polypropylene Staple Fiber Production Line ও তদসংশ্লিষ্ট মেশিনারীজ কারখানা অঙ্গনে স্থাপিত থাকিতে হইবে;
- (গ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ অনূন ১০০ (একশত) কোটি টাকা হতে হবে;
- (ঘ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাব থাকিতে হইবে;
- (ঙ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হবে;

- (চ) সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ৪ (চার) হইতে ৬ (ছয়) ডেনিয়ার এবং টেনাসিটি অবশ্যই প্রতি ডেনিয়ার ৪ (চার) গ্রাম এর অধিক হতে হবে;
- (ছ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র থাকতে হবে;
- (জ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা অন্ত্যন ২০০ (দুইশত) জন হতে হইবে।
- (২) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পরিপালন করা হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অতঃপর বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।
- (৩) অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি থাকিবে, যথা:-
- | | | |
|-----|---|-------------|
| (ক) | দ্বিতীয় সচিব (মুসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা | আহবায়ক |
| (খ) | সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা | সদস্য |
| (গ) | বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি | সদস্য |
| (ঘ) | সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কেল এর রাজস্ব কর্মকর্তা | সদস্য সচিব। |
- (৪) অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবে।
- (৫) অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, বোর্ড প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক, এই প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।
- (৬) এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন উৎপাদনকারীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হইবে।
- (৭) অনুচ্ছেদ-১ এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-৬ এর শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হলে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।
- (৮) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কোন উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর রেয়াত পাওয়া যাইবে না।
- (৯) অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করিতেছে কিনা উহা অনুসন্ধানের জন্য বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।
- (১০) অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীন অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই প্রজ্ঞাপনের কোনো শর্ত প্রতিপালিত হচ্ছে না তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে Customs Act, 1969 ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বিধান অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে এবং অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন প্রদত্ত অব্যাহতির সুবিধা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ডে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুপারিশপত্র প্রেরণ করিলে বোর্ড উক্ত সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করতে পারবে।

১৪৫। উৎসে মুসক কর্তন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

- (১) এস.আর.ও. নং- ২৩৯-আইন/২০২১/১৬২-মুসক।-মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ৩২ক তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং -১৮৬- আইন/২০১৯/৪৩-মুসক এর নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করল, যথা:-
- উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের টেবিলের কলাম (১) এ উল্লিখিত শিরোনামা সংখ্যা S০৯৯ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এ উল্লিখিত সেবার কোড ও এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ সেবার কোড ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে,

So৯৯.১০	তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services): ব্যাখ্যা। “তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Intimation Technology Enabled Services)” Digital Content Development and Management, Animation (Both 2D and 3D), Geographic Information Services (GIS), IT Support and Software Maintenance Services, Software Development and Customization, Website Development and Services, Website hosting, Digital Data Analytics, Business Process Outsourcing, Date Entry, Data Processing, Call Centre, Digital Graphics Design and Computer Aided Design, Search Engine Optimization, Web Listing, Document Conversion, Imaging and Archiving, Oversees Medical Transcription, Cyber Security Services, E-learning, E-book, E-Procurement and E-Auction.
So৯৯.২০	অন্যান্য বিবিধ সেবা: ব্যাখ্যা।- “অন্যান্য বিবিধ সেবা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর প্রথম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নয়, এই প্রজ্ঞাপনে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং উক্ত আইনের ধারা ১২৬ অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয়, পণের বিনিময়ে প্রদত্ত এমন সকল সেবা।
So৯৯.৩০	স্পন্সরশীপ সেবা (Sponsorship Services)” অর্থ Sponsorship services include naming an event after the sponsor, displaying the sponsor's company logo or trading name, giving the sponsor exclusive or priority booking rights, sponsoring prizes or trophies for competition; but does not include any sports event involving national teams of 6 Bangladesh. It also excludes any financial or other support in the form of donations or gifts, given by the donors subject to the condition that the service provider is under no obligation to provide anything in return to such donations.
So৯৯.৪০	মেডিটেশন সেবা: ব্যাখ্যা। “মেডিটেশন সেবা” অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহারা, পণের বিনিময়ে মনোদৈহিক রোগগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত এবং নানাবিধ শারীরিক জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীকে অথবা যে কোনো ব্যক্তিকে মেডিটেশন, ধ্যানচর্চা, কাউন্সেলিং, মোহিতকরণ বা অনুরূপ কোনো পদ্ধতিতে মানসিক ও মনোদৈহিক উৎকর্ষ সাধন বা প্রশান্তি আনয়নের লক্ষ্যে সেবা প্রদান করেন।
So৯৯.৫০	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি: ব্যাখ্যা। “ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি” অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহারা পণের বিনিময়ে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক খণ পরিকোধের সামর্থ্য পরিমাপ করে এবং আর্থিক অবস্থা বিক্লেষণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।
So৯৯.৬০	অনলাইনে পণ্য বিক্রয়: ব্যাখ্যা। “অনলাইনে পণ্য বিক্রয়” অর্থ ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে সেই সকল পণ্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝাইবে যাহা ইতোপূর্বে কোনো উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারীর নিকট হইতে মুসক পরিকোধপূর্বক গৃহীত হইয়াছে এবং যাহাদের নিজস্ব কোনো বিক্রয়কেন্দ্র নাই।”

(২) এস.আর.ও, নং-২৪০ আইন/২০২১/১৬৩ মুসক। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ৪৯ ও ১২৭খ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। শিরোনাম।- এই বিধিমালা উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।-

(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);

(খ) “উৎসে কর্তনকারী সত্তা” অর্থ কোনো সরকার বা উহার কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোনো লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে;

(গ) “পণ” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫৯) এ সংজ্ঞায়িত পণ্য;

- (ঘ) “ফরম” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২ এর দফা (জ) এ সংজ্ঞায়িত ফরম; এবং
- (ঙ) “বোর্ড” অর্থ National Board of Revenue order, 1972 (P.O.No.76 of 1972) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
- (২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইন এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ২০১৬-এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।
- ৩। যেসব ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে।- (১) আইনের তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত ১৫(পনেরো) শতাংশের নিম্নে হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট করের বিপরীতে উল্লিখিত পণ্যসমূহ সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহণকারী উৎসে কর্তনকারী সত্তা হইলে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর উৎসে কর্তন করিতে হইবে।
- (২) টেন্ডার, চুক্তি, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নের ছকে বর্ণিত কলাম (২) বর্ণিত সেবার কোডের বিপরীতে কলাম (৩) এ বর্ণিত সেবার বিপরীতে কলাম (৪) আবশ্যিকভাবে উৎসে কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক উৎসে কর্তন করিতে হইবে; যথা:-

ক্রমিক নং	সেবার কোড	সেবার বিবরণ	মুসক উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	S০০১.১০	এসি হোটেল	১৫%
	S০০১.২০	রেস্তোরাঁ (বেসামারিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত তিন তারকা বা তদূর্ধ্ব মানের আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট, মদের বার সম্বলিত আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট এবং মদের বার আছে এমন রেস্টুরেন্ট ব্যতীত)	৫%
	S০০১.১০	নন-এসি হোটেল	৭.৫%
২.	S০০২.০০	ডেকোরেশন ও ক্যাটারিং	১৫%
৩.	S০০৩.১০	মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ	১০%
৪.	S০০৩.২০	ডকইয়ার্ড	১০%
৫.	S০০৪.০০	নির্মাণ সংস্থা	৭.৫%
৬.	S০০৭.০০	বিজ্ঞাপনী সংস্থা	১৫%
৭.	S০০৮.০০	ছাপাখানা	১০%
৮.	S০০৯.০০	নিলামকারী সংস্থা	১০%
৯.	S০১০.১০	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা	২%
১০.	S০১০.২০	ভবন নির্মাণ সংস্থা	(ক) ১-১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত
			(খ) ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদূর্ধ্ব
			(গ) পুনঃ রেজিস্ট্রেশন ক্ষেত্রে
১১.	S০১৪.০০	ইভেন্টিং সংস্থা	৫%
১২.	S০১৫.১০	ফ্রেইড ফরোয়ার্ডার্স	১৫%
১৩.	S০২০.০০	জরিপ সংস্থা	১৫%
১৪.	S০২১.০০	প্ল্যান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	১৫%
১৫.	S০২৪.০০	আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র	(ক) আসবাবপত্রের উৎপাদক আসবাব পত্রের উৎপাদক (উৎপাদক কারখানা হইতে সরাসরি ভোক্তার নিকট সরবরাহ করিলে মুসক ১৫ শতাংশ)
			আসবাব বিপণন কেন্দ্র (উৎপাদক পর্যায়ে ৭.৫ শতাংশ মুসক পরিকোধের চালান থকা সাপেক্ষে, অন্যথায় ১৫ শতাংশ)
১৬.	S০২৮.০০	কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস	১৫%
১৭.	S০৩১.০০	করযোগ্য পণ্যের মেরামত ও সার্ভিসিং কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা (উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনের ক্ষেত্র ব্যতীত)	১০%

১৮.	S০৩২.০০	কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজারি ফার্ম	১৫%
১৯.	S০৩৩.০০	ইজারাদার	১৫%
২০.	S০৩৪.০০	অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম	১৫%
২১.	S০৩৭.০০	যোগানদার (Procurement Provider)	৭.৫%
২২.	S০৪০.০০	সিকিউরিটি সার্ভিস	১০%
২৩.	S০৪৩.০০	টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী	১৫%
২৪.	S০৪৫.০০	আইন পরামর্শক	১৫%
২৫.	S০৪৮.০০	পরিবহন ঠিকাদার (খাদ্যশস্য পরিবহন ব্যতীত)	(ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে (খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে
২৬.	S০৪৯.০০	যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
২৭.	S০৫০.১০	আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেরটর	১৫%
২৮.	S০৫০.২০	গ্রাফিকস ডিজাইনার	১৫%
২৯.	S০৫১.০০	ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম	১৫%
৩০.	S০৫২.০০	শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
৩১.	S০৫৩.০০	বোর্ড সভায় যোগদানকারী	১০%
৩২.	S০৫৪.০০	উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী	১৫%
৩৩.	S০৫৮.০০	চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	১৫%
৩৪.	S০৬০.০০	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা	৭.৫%
৩৫.	S০৬৫.০০	ভবন, মেঝে ও অংগন পরিষ্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা	১০%
৩৬.	S০৬৬.০০	লটারির টিকিট বিক্রয়কারী	১০%
৩৭.	S০৬৭.০০	ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা	১৫%
৩৮.	S০৭১.০০	অনুষ্ঠান আয়োজক	১৫%
৩৯.	S০৭২.০০	মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান	১৫%
৪০.	S০৯৯.১০	তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা	৫%
৪১.	S০৯৯.২০	অন্যান্য বিবিধ সেবা	১৫%
৪২.	S০৯৯.৩০	স্পন্সরশীপ সেবা	১৫%
৪৩.	S০৯৯.৫০	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি	৭.৫%

(৩) অনির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত অনাবাসিক ব্যক্তির নিকট গৃহীত সেবার সেবামূল্য পরিকোধের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মুসক আদায় করিবে এবং আদায়কৃত মুসক আদায়কারী ব্যাংক যে মুসক কমিশনারেট নির্ধারিত সেই কমিশনারেটে নিবন্ধিত সেই কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করিবে।

(৪) নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মুসক জমা প্রদান করিয়া ট্রেজারি চালানোর অনুলিপি ব্যাংকে প্রদান করিলে ব্যাংকে প্রদান করিলে ব্যাংক উৎসে আদায় বাতীত অনাবাসিক ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থ প্রেরণ করিবে এবং এই ক্ষেত্রে, যথাযথ ট্রেজারির চালান না থাকিলে প্রদেয় বা মুসক কম প্রদত্ত হইলে প্রয়োজ্য সমুদয় মুসক ব্যাংক উৎসে আদায় করিবে ও ব্যাংক সংশ্লিষ্ট মুসক কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে তাহা জমা প্রদান করিবে।

(৫) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নকালে বা, ক্ষেত্র বিক্রেতে, কোনো সুবিধা সুবিধা সৃষ্টিকারী সেবার ক্ষেত্রে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মুসক আদায় করিবে। এছাড়া, প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উল্লিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বন্টন (Revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোনো ভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মুসক আদায় করিতে হইবে।

(৬) “স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী” সেবার ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক ভাড়ার উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে সমুদয় মুসক আদায় করিতে হইবে।

৪। যোগানদারের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন। উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক যোগানদার সেবার বিপরীতে উৎসে মুসক কর্তনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়:

- (ক) “যোগানদার” অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দরপত্র, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিক'নাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা, কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোনো লিমিটেড কোম্পানির নিকট পণের বিনিময়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত যে কোনো পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। সুতরাং, উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধিত ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তি যাহারা উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে তাহারা যোগানদার হিসাবে বিবেচিত হইবে। যেই সকল সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রহিয়াছে সেই সকল সেবা যোগানদার হিসাবে গণ্য হইবে না;
- (খ) প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো পণ্য বা সেবা যোগানদার কর্তৃক? সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে যোগানদার সেবা হিসাবে সরবরাহ গ্রহণকারীকে / উৎসে কর্তন করিতে হইবে; তবে প্রজ্ঞাপনে যোগানদার হিসাবে পৃথকভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা উক্ত কর্তনের আওতা বহির্ভূত হিসাবে বিবেচিত হইবে; এবং
- (গ) মুসক আদায়পূর্বক আইনের তৃতীয় তফসিলের টেবিলে উল্লিখিত হাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট করের পণ্যসমূহ উৎপাদনকারী কর্তৃক সরবরাহের ক্ষেত্রে ‘যোগানদার’ সেবার আওতায় উৎসে মুসক কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।

৫। যেই সব ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।-

- (১) সরবরাহকারী ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মুসক আরোপিত রহিয়াছে এইরূপ কোনো পণ্য উক্ত হার উল্লেখপূর্বক ফরম মুসক-৬.৩ (কর চালানপত্র) এর মাধ্যমে সরবরাহ করিলে সেই ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- (২) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ছকে উল্লিখিত সেবা ব্যতীত অন্য কোনো সেবার ক্ষেত্রে সেবা সরবরাহকারী ফরম, মুসক-৬.৩ এর মাধ্যমে সেবা সরবরাহ করিলে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- (৩) জ্বালানি তেল, গ্যাস, পানি (ওয়াসা), বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল ফোন পরিষেবার বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না। (আইনের প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- (৪) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক অর্ডে আইন, ২০১২ এর ধারা ২১ এর আওতায় শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- (৫) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ছকে উল্লিখিত বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শীর্ষক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত ফরম মুসক-৬.৩ প্রদান করিলে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।

৬। উৎসে মুসক কর্তনকারীর করণীয়।

- (১) সরবরাহকারী কর চালানপত্র (ফরম মুসক ৬.৩) জারি না করিলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোনো সরবরাহ গ্রহণ করিবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোনো মূল্য পরিশোধ করিবে না।
- (২) উৎসে মুসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতা নিবন্ধিত হইলে
- (ক) পণ পরিকোধের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উৎসে কর্তিত মুসক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন;
- (খ) উৎসে কর্তিত মুসক সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিবেন ও নিট প্রদেয় করের বিপরীতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমাকৃত উৎসে কর্তিত মুসক সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন;
- (গ) উৎসে কর্তিত মুসক দফা (ক) অনুযায়ী জমা প্রদানপূর্বক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মুসক-৬.৬ এ তিন প্রহ্নে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূলকপি ও ট্রেজারি চালানের মূলকপি সংশ্লিষ্ট মুসক

সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন।

- (৩) উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতা মূসক নিবন্ধিত না হইলে সরবরাহকারীকে পণ পরিশোধের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উৎসে কর্তিত মূসক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-৬.৬ এ তিন প্রস্থে উৎস কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূল কপি ও ট্রেজারি চালানোর মূলকপি সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন;
- (৪) উৎসে কর্তিত মূসক জমা প্রদানের জন্য ট্রেজারি চালানে অর্থনৈতিক কোড “১/১১৩৩/সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের কোড/০৩১১” লিখতে হবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ হলো: ঢাকা (পূর্ব) ০০৩০, ঢাকা (পশ্চিম) ০০৩৫, ঢাকা (উত্তর) ০০১৫, ঢাকা (দক্ষিণ) ০০১০, চট্টগ্রাম ০০২৫, কুমিল্লা ০০৪০, সিলেট ০০১৮, রাজশাহী ০০২০, রংপুর ০০৪৫, যশোর ০০০৫, এবং খুলনা ০০০১। এলটিইউ (মূসক) কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/০০০৬/০৩১১। ট্রেজারি চালানের প্রথম কলামে “যার মারফত প্রদত্ত হলো তার নাম ও ঠিকানা” এর নিম্নে উৎসে কর্তনকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে), সার্কেল এবং কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে। ট্রেজারি চালানের দ্বিতীয় কলামে “যে ব্যক্তির/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে টাকা প্রদত্ত হলো তার নাম, পদবি ও ঠিকানা” এর নিম্নে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর, সার্কেল ও কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে।
- (৫) উৎসে কর্তনকারী সত্তাসমূহের মধ্যে যে সকল সত্তার লেনদেন বা তৎসংক্রান্ত বিল হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়, তাহাদের উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও তাহা কোষাগারে পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।
- (৬) উৎসে কর্তনকারী সত্তা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত বিলে, যাহার অনুকূলে বিল অনুমোদন করা হয়েছে তাহার নাম ও ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিবেন এবং উল্লিখিত বিল পরিশোধের জন্য অনুমোদিত হইলে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা উহা হইতে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর কর্তন করিয়া বুক ট্রান্সফার বা অন্যবিধ স্বীকৃত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন।
- (৭) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বিল পরিশোধের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-৬.৬ এ তিন প্রস্থে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূল কপি ও ট্রেজারি চালানোর মূল কপি সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন এবং একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন;
- ৭। সরবরাহকারীর করণীয়।-
- (১) সরবরাহকারীকে পণ্য বা সেবা সরবরাহকালে ফরম মূসক-৬.৩ এ করচালানপত্র ইস্যু করতে হবে।
- (২) দাখিলপত্র ফরম মূসক-৯.১ এর “অংশ-৩: সরবরাহ প্রদান-প্রদেয় কর” এ মূল্য এবং মূসকের পরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।
- (৩) উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট হইতে ফরম মূসক-৬.৬ এ উৎসে কর্তন সনদপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে দাখিলপত্রে উৎসে কর্তিত মূসকের সমপরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট কর হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করতে পারবে এবং প্রদেয় কলামে উৎসে কর্তিত সেবামূল্য ও মূসক উল্লেখ করা না হইলে সেবা সরবরাহকারী হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন না।
- (৪) যে কর মেয়াদে কোন সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী কর মেয়াদে উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সমন্বয়ের পর সমন্বয় তামাদি হইবে।
- ৮। জরিমানা, সুদ ইত্যাদি।-
- (১) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা এবং সরবরাহকারী উৎসে কর কর্তন এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।
- (২) উৎসে কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও মূসক কর্তন করা না হইলে, আইনের ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১ক) এবং ধারা ১২৭ এর বিধান অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ব্যক্তি, কর্তিত মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।
- ৯। বিবিধ।-
- (১) কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা/বিক্রয়কেন্দ্র তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের মাধ্যমে উৎসে কর্তিত মূসক জমা প্রদান করবে।

- (২) একটি সরবরাহের মধ্যে একাধিক উপাদান থাকিবার কারণে উৎসে মূসক কর্তন নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হইলে টেন্ডার, কোটেশন বা বিলে সরবরাহের উপাদানসমূহ ও প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদাভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং প্রতিটি উপাদানের উপর প্রযোজ্য হারে সমুদয় মূসক উৎসে কর্তন করিতে হইবে।
- (৩) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হইবার পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কিন্তু মূল্য পরিশোধিত হয় নাই এমন সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিশোধকালীন সময়ে প্রযোজ্য বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১০। রহিতকরণ ও হেফাজত।

- (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২০ এতদ্বারা রহিত করা হইল।
- (২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত বিধিমালার অধীন কৃতকার্য বা গ্রহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গ্রহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪৬। শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

এস.আর.ও. নং- ২০০-আইন/২০১৯/মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৭খ, ধারা ১৩৫ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করল, যথা:-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।-

(১) এই বিধিমালা শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড থেকে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আদায় সংক্রান্ত (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

- (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);
- (খ) “কমিশনার (আমদানি)” অর্থ যে শুল্ক ভবন দিয়ে আমদানিকৃত শিপ খালাস হবে সে শুল্ক ভবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস;
- (গ) “ফর্ম” অর্থ এই বিধিমালার কোন ফর্ম;
- (ঘ) “মূসক বিধিমালা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬;
- (ঙ) “শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড” অর্থ এমন কোনো স্থান যেখানে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অথবা আমদানিকৃত শিপ বিচিং করে ভাঙ্গার মাধ্যমে শিপ স্ক্র্যাপ তৈরি করা হয়;
- (চ) “বিভাগীয় কর্মকর্তা” অর্থ শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী কমিশনার বা উপ-কমিশনার।

৩। কর আদায়।- আইনের অধীন প্রণীত অন্য কোন বিধিতে যা থাকুক না কেন, শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড হইতে শিপ স্ক্র্যাপ সরবরাহের উপর প্রদেয় কর এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় হবে।

৪। কর আরোপ।- (১) আমদানিকৃত অথবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপ ভাঙ্গিয়া উৎপাদিত শিপ স্ক্র্যাপের উপর আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশ মোতাবেক ন্যায্য বাজারমূল্যের উপর ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হবে। (২) আমদানিকৃত ও স্থানীয়ভাবে ত্রয়কৃত শিপে বাহিত পণ্য (যেমন, ফার্নেস অয়েল, ডিজেল, আসবাবপত্র, ফ্রিজ, টিভি, এয়ারকন্ডিশনার, মোটর, পাখা, টয়লেট সামগ্রী, ইত্যাদি) খালাসের সময় ন্যায্য বাজারমূল্যের ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হবে।

৫। কর নিরূপণ ও কর পরিশোধ পদ্ধতি।- আমদানিকৃত শিপ অথবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপ ভাঙ্গিয়া স্ক্র্যাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে-

- (ক) নিবন্ধিত শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করার লক্ষ্যে “ফর্ম-ক” এ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট একটি ঘোষণা প্রদান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপ এর ক্ষেত্রে উক্তরূপ ঘোষণার সহিত শিপটি পূর্বে আমদানিকৃত হলে সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবনের কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত দায়-দেনা না থাকিবার প্রত্যয়নপত্র ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের প্রমাণপত্র দাখিল করবেন;
- (খ) বিভাগীয় কর্মকর্তা দফা (ক) এর অধীন প্রদত্ত ঘোষণা সম্পর্কিত তথ্য থেকে শিপ এর ওজনের (LDT) দশ শতাংশকে অপচয় বিবেচনা করিয়া বিধি ৪ এ উল্লিখিত মূল্যের ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ে মোট পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন;
- (গ) বিভাগীয় কর্মকর্তা শিপ এ বাহিত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের উপর প্রদেয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ন্যায্য বাজারমূল্যের উপর নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় করিবেন;

- (ঘ) বিভাগীয় কর্মকর্তা দফা (খ) ও (গ) অনুসারে নির্ধারিত পরিমাণ কর টেজারি চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন; এবং
- (ঙ) শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ মূল্য সংযোজন কর টেজারিতে জমা প্রদানপূর্বক করমেয়াদ শেষে আইনের ধারা ৬৪ অনুযায়ী একটি দাখিলপত্র বিভাগীয় দপ্তরে পেশ করবেন, যার সংগে কর জমা প্রদানের প্রমাণস্বরূপ টেজারি চালানোর মূল কপি সংযুক্ত করতে হবে।
- ৬। বিচিং এর অনুমতি।- শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃক দাখিলকৃত দাখিলপত্রের ভিত্তিতে-
- ক) আমদানিকৃত শিপ ভাঙ্গিয়া স্ক্রাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তা “ফর্ম-খ” তে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে তার একটি অনুলিপি আমদানি সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমসকে প্রদান করবেন; আমদানি সম্পর্কিত শুদ্ধ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে কমিশনার অব কাস্টমস (আমদানি) উক্ত প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির পর আমদানিকৃত শিপের বিচিং এর অনুমতি প্রদান করবেন;
- খ) স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপ ভাঙ্গিয়া স্ক্রাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তা “ফর্ম-খ”তে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে তার একটি অনুলিপি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন; মূসক কমিশনার উক্ত ফর্মের ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপের বিচিং এর অনুমতি প্রদান করবেন।
- ৭। কর চালানপত্র প্রদান।- নিবন্ধিত শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডকে প্রতিটি সরবরাহের (স্ক্রাপ ও বাহিত পণ্য) বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) অনুযায়ী ফর্ম “মূসক ৬.৩” তে ক্রেতার অনুকূলে একটি চালানপত্র ইস্যু করতে হবে।
- ৮। জরিমানা।- এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিবার ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৮৫ অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করা যাবে।

১৪৭। মৌসুমী ইটভাটা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

এস.আর.ও. নং-২৪১আইন/২০২১/১৬৪-মূসক- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ১২৭খ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড টাইলস বা স্যানিটারি পণ্যের ডিলার বা পরিবেশক কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের উপর আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা ২০২১ এতদ্বারা রহিত করিল।

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এই বিধিমালা মৌসুমী ইটভাটা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হবে।
- ২। সংজ্ঞা। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-
 - (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);
 - (খ) “ইটভাটা” অর্থ ইট পোড়ানোর জন্য তৈরিকৃত যে কোনো স্থান বা ক্লিন, যে নামেই অভিহিত হোক;
 - (গ) “এক সেকশন” অর্থ সর্বোচ্চ ১০৮,০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) ঘনফুট আয়তনের এক চিমনি বিশিষ্ট কোনো ইটভাটা;
 - (ঘ) “দেড় সেকশন” অর্থ সর্বোচ্চ ১২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুট আয়তনের উর্ধ্ব এক চিমনি বিশিষ্ট কোনো ইটভাটা;
 - (ঙ) “দুই সেকশন” অর্থ সর্বোচ্চ ১,২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুট আয়তনের এক চিমনি বিশিষ্ট কোনো ইটভাটা;
 - (চ) “বিধিমালা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ বিধিমালা, ২০১৬;
 - (ছ) “মৌসুমী ইটভাটা” অর্থ এমন কোনো ইটভাটা যেখানে শুদ্ধ মৌসুমে হাতের সাহায্যে ইট প্রস্তুতকরণসহ নির্দিষ্ট সেকশনে ইট পোড়ানো হয়;
 - (জ) “সেকশন” অর্থ কোনো ইটভাটার সেকশন।
 - (ঝ) কোনো সেকশনের আয়তন নির্ধারণের লক্ষ্যে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপের ক্ষেত্রে ইটভাটার বহিঃদেওয়ালের অভ্যন্তরভাগের, মোটর ব্যতীত অংশ, এক দেওয়াল হতে অন্য দেওয়াল পর্যন্ত পরিমাপ করতে হবে এবং উচ্চতা পরিমাপের ক্ষেত্রে তলদেশ হতে দেওয়ালের উপরিভাগ পর্যন্ত পরিমাপ করতে হইবে।
- ৩। কর আদায়: আইনের অধীন প্রণীত অন্য কোনো বিধিমালায় যা কিছু থাকুক না কেন, এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে মৌসুমী ইটভাটায় প্রস্তুতকৃত ইটের ওপর প্রদেয় কর আদায় করা হবে।
- ৪। সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ: আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশ অনুযায়ী তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত প্রতি হাজার ইটের জন্য সুনির্দিষ্ট কর নির্ধারিত রয়েছে। উপ-বিধি (৫) মোতাবেক সেকশনভিত্তিক নিরূপিত ইটের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণের ভিত্তিতে উৎপাদনভিত্তিক সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

- ৫। সেকশন ভিত্তিক ইটের পরিমাণ নিরূপণ: (১) প্রতি এক সেকশনে উৎপাদিত ও বিক্রয়যোগ্য ইটের পরিমাণ ১০ (দশ) লক্ষ, প্রতি ১.৫ (দেড়) সেকশনে উৎপাদিত ও বিক্রয়যোগ্য ইটের পরিমাণ ১৫ (পনের) লক্ষ এবং প্রতি ২ (দুই) সেকশনে উৎপাদিত ও বিক্রয়যোগ্য ইটের পরিমাণ ২০ (বিশ) লক্ষ বলে গণ্য হবে।
- (ক) কোনো ইটভাটার কোনো সেকশনে একাধিক চিমনি ব্যবহার করা হলে উক্ত ইটভাটাকে সংশ্লিষ্ট সেকশনের দ্বিগুণ পরিমাণ সেকশন হিসেবে গণ্য করতে হবে।
- (খ) কোনো ইটভাটায় কোনো সেকশনের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার পরিমাপ সংশ্লিষ্ট সেকশনের জন্য নির্ধারিত পরিমাপের অধিক হলে কর নিরূপণের ক্ষেত্রে উক্ত ইটভাটার সংশ্লিষ্ট সেকশনকে পরবর্তী উচ্চতর সেকশন হিসেবে গণনা করতে হবে।
- ৬। কর পরিশোধের পদ্ধতি:
- (১) উপধারা (১) কোনো মৌসুমী ইটভাটা প্রতিষ্ঠান, অতঃপর উক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি অর্থ বৎসরে তদকর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা প্রস্তুতহীন ইটের উপর প্রদেয় কর পরিশোধের লক্ষ্যে এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত “ফরম” এ প্রতি ইংরেজি পঞ্জিকাবর্ষের ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে তিনটি কপিতে বিভাগীয় কর্মকর্তার বরাবরে একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করবে।
- (২) উপধারা (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ঘোষণা প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তার নির্দেশে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব এলাকার সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে সরেজমিনে উক্ত ঘোষণার যথার্থতা তদন্তপূর্বক “ফরম” এর সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ ও স্বাক্ষর করে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন।
- (৩) উপধারা (৩) উপ-বিধি (২)-এর অধীন দাখিলকৃত “ফরম” প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তা বিধি ৪ ও ৫ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ বৎসরের সেকশনের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক ঘোষণাপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ ও স্বাক্ষর করে এক প্রস্থ তার দপ্তরে সংরক্ষণ করবেন এবং অপর দুই প্রস্থ উক্ত প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।
- (৪) উপধারা (৪) উক্ত প্রতিষ্ঠান উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদেয় কর টেজারি চালানোর মাধ্যমে নিম্নরূপ তিন কিস্তিতে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন, যথা:
- (ক) ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রদেয় মোট করের ৪০ শতাংশ;
- (খ) ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রদেয় মোট করের অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ; এবং
- (গ) ৩১ শে মার্চের মধ্যে প্রদেয় মোট করের অবশিষ্ট ২০ শতাংশ।
- (৫) উপধারা (৫) উক্ত প্রতিষ্ঠান উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত প্রতি কিস্তির কর অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট কোড/০৩১১তে টেজারি চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন এবং জমা প্রদানের দিন অথবা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত চালানোর মূল কপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।
- ৭। ইট পোড়ানোর অনুমতির জন্য আবেদনপত্রের সহিত মূল্য সংযোজন কর প্রত্যয়নপত্র দাখিল:
- (১) উপধারা (১) কোনো মৌসুমী ইটভাটায় ইট পোড়ানোর অনুমতির জন্য আবেদনপত্রের সহিত পূর্ববর্তী ১২ (বারো) কর মেয়াদের দাখিলপত্রের অনুলিপিসহ সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হবে।
- (২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করা না হইলে ইট পোড়ানোর অনুমতি প্রদান করা যাবে না।
- (৩) পূর্ববর্তী করমেয়াদে বকেয়াসহ সমুদয় কর পরিশোধের প্রমাণ আবেদন পত্রের সহিত সংযুক্ত না থাকলে ইউনিয়ন পরিষদ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পৌরসভা, জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ, পরিবেশ অধিদপ্তর ইট পোড়ানোর জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারবেন না।
- (৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এর ব্যত্যয় ঘটিলে অনুমোদনকারী ব্যক্তি অপরিশোধিত কর আদায়ে সহযোগিতা না করার দায়ে দায়বদ্ধ হবেন।
- ৮। কর চালানপত্র ইস্যু: মৌসুমী ইটভাটা হতে ইট সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫১ ও বিধিমালার বিধি ৪০ অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান মুসক ফরম ৬.৩ এ ক্রেতার অনুকূলে একটি চালানপত্র ইস্যু করবে। কর চালানপত্র ব্যতীত ইট পরিবহনকারী যানবাহন আটক করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রদেয় কর পরিশোধ ব্যতীত ছাড় করা যাইবে না।
- ৯। দাখিলপত্র পেশ: আইনের ধারা ৬৪ ও বিধিমালার বিধি ৪৭ অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান মুসক ফরম ৯.১ এ একটি দাখিলপত্র সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা প্রদান করিবে।

১০। জরিমানা, ইত্যাদি: উপধারা (১) এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিবার ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৮৫ অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করা যাবে। উপধারা (২) কোনো প্রতিষ্ঠান আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, আইনের ধারা ৯৫ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত ধারা সংশ্লিষ্ট ফর্ম কিউআর কোডের মাধ্যমে পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৪৮। মূসক পরামর্শক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

এস.আর.ও. নং-আইন/২০১৯/২০২-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ১৩০ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করল, যথা;

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- এই বিধিমালা মূসক পরামর্শক লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হবে।
- ২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে, এই বিধিমালায়
 - (ক) “অপরাধ” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন যে কোন কার্যক্রম বা আচরণ;
 - (খ) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);
 - (গ) “একাডেমি” অর্থ কাস্টমস, এন্ড ইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম;
 - (ঘ) “বিধি” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬;
 - (ঙ) “মহাপরিচালক” অর্থ কাস্টমস, এন্ড ইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক।
- ৩। মূসক পরামর্শক লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
 - (১) মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীর নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে, যথা:
 - (ক) বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে;
 - (খ) আবেদনের তারিখে বয়স অন্ত্যন ২৫ (পঁচিশ) বৎসর হতে হইবে;
 - (গ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হইবে;
 - (ঘ) মূসক নিবন্ধিত হইতে হইবে; এবং
 - (ঙ) মূল্য সংযোজন কর বিভাগে জাতীয় পবতন স্কেলের ৯ম গ্রেডের নিম্নে নয় এমন পদে নূন্যতম ৫ (পাঁচ) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারীগণকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত আবেদন যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদান করা যাবে।
 - (২) নিম্নবর্ণিত যে কোনো ব্যক্তি মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, যথা:
 - (ক) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকুরি হতে অপসারিত, বরখাস্তকৃত বা বাধ্যতামূলকভাবে অবসরপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;
 - (খ) ফৌজদারি অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যার সাজা ভোগ শেষ হইবার পর ৫ (পাঁচ) বছর সময় অতিবাহিত হয় নাই;
 - (গ) ইতঃপূর্বে যাহার মূসক পরামর্শক, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স, কুরিয়ার সার্ভিস এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট বা আয়কর পরামর্শকের (Income Tax Practitioner) লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে এমন কোনো ব্যক্তি।
- ৪। আবেদন ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি।- (১) বিধি ৩ এ উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি বিধির “ফরম ১৮.১” এ বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। উপবিধি (২) উক্ত আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:
 - (ক) বয়স নির্ধারণের জন্য এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার সত্যায়িত সনদ;
 - (খ) আবেদনকারীর সাম্প্রতিক সময়ের ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙ্গিন ছবি;
 - (গ) সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপি;
 - (ঘ) জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি; এবং
 - (ঙ) মহাপরিচালক, কাস্টমস, এন্ড ইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমির অনুকূলে পরীক্ষার ফি বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) মূল্যমানের পে-অর্ডার।
- ৫। মূসক পরামর্শক লাইসেন্সের মেয়াদ এবং নবায়ন।- উপধারা (১) মূসক পরামর্শক লাইসেন্সের মেয়াদ হবে উহা প্রদানের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বৎসর। উপধারা (২) মহাপরিচালক, কাস্টমস, এন্ড ইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি প্রতি বৎসর এক বা একাধিকবার ১০০০/- (এক হাজার টাকা) ফি এর বিনিময়ে মূসক পরামর্শক লাইসেন্সধারীদের জন্য মূল্যায়ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

৬। আবেদন প্রক্রিয়াকরণ।-

- (১) বিধির ফরম “মূসক-১৮.১” এ আবেদনকারী সদস্য বরাবর আবেদন করিবে।
- (২) অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত সমুদয় আবেদনপত্র প্রাথমিক বাছাইয়ের জন্য বোর্ড, মহাপরিচালক সমীপে প্রেরণ করবে এবং একাডেমি যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে।
- (৩) মহাপরিচালক প্রতি বছর জানুয়ারি-জুন মেয়াদে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে এবং জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।
- (৪) মহাপরিচালক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করবেন এবং যোগ্য প্রার্থীদের একটি তালিকা বোর্ডে প্রেরণ করবেন।
- (৫) বোর্ড প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী বিধির ফরম “মূসক-১৮.১ক” এ মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

৭। পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিমিত্তে মহাপরিচালক, একাডেমিতে নিম্নরূপ একটি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করিবেন, যথা:-

৮।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে অবস্থান
০১.	একাডেমির একজন যুগ্ম/অতিরিক্ত মহাপরিচালক	আস্থায়ক
০২.	কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর সহকারী/উপ কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৩.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর সহকারী/উপ কমিশনার কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৪.	একাডেমির একজন সহকারি বা উপ পরিচালক	সদস্য সচিব

৯। ইনভিজিলেটর, উত্তরপত্র, পরীক্ষক ইত্যাদি।-মহাপরিচালক, কমিটি গঠন করিয়া উহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিবেন এবং পরীক্ষা গ্রহণের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিবেন।

১০। পরীক্ষার সিলেবাস। পরীক্ষার সিলেবাস নিম্নরূপ হবে, যথা:-

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর
(ক)	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২	৪০
(খ)	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬	
(গ)	উক্ত আইন ও বিধিসমূহের অধীন জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহ	
(ঘ)	সাধারণ গণিত	১০
(ঙ)	বাংলা ও ইংরেজি	১০
(চ)	Customs Act, 1969	২৫
(ছ)	আমদানি নীতি আদেশ (যখন যেই আদেশ বলবৎ থাকিবে)	
(জ)	রপ্তানি নীতি আদেশ (যখন যেই আদেশ বলবৎ থাকিবে)	
(ঝ)	The Foreign Exchange Regulations Act, 1947	১৫
(ঞ)	The Import and Export (Control) Act, 1950	

(২) তিনঘণ্টা সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকলে মহাপরিচালক, তাহার নিজস্ব পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারবেন।

১১। মৌখিক পরীক্ষা।- মৌখিক পরীক্ষা ৫০ (পঞ্চাশ) নম্বরের হবে। একাডেমির মহাপরিচালক ৩ হতে ৫ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করবেন। মহাপরিচালক উক্ত বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এশাধিক মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করিবার প্রয়োজন হলে মহাপরিচালক উক্তরূপে বোর্ড গঠন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করিবেন। সে ক্ষেত্রে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম; কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা; কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম; কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম অথবা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপিল) কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর কমিশনারকে প্রতিটি কমিটির আস্থায়ক হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে।

১২। ফলাফল।- লিখিত এবং মৌখিক উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর পরীক্ষায় উত্তীর্ণের মান হিসাবে বিবেচিত হবে।

- ১৩। লাইসেন্স ইস্যু।- মহাপরিচালক উত্তীর্ণ প্রার্থীগণকে বা এই বিধিমালার বিধি ৩ এর দফা (ঙ) অনুযায়ী আবেদনকারীকে ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সংবলিত ডিজিটাল কার্ডে মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদান করবেন, যাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিও উল্লেখ থাকবে, যথা;
- (ক) লাইসেন্সধারীর নাম, ছবি, জন্ম তারিখ, রক্তের গ্রুপ, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও নমুনা স্বাক্ষর;
- (খ) লাইসেন্স ইস্যুর ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ; এবং
- (গ) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম ও পদবি।
- ১৪। লাইসেন্স নবায়ন।- (১) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে নবায়ন ফি বাবদ ১ (এক) হাজার টাকা ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। স্বহস্তে লিখিত নবায়ন আবেদনের সহিত সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষেপ সংযুক্ত করিতে হবে। উপধারা (২) মহাপরিচালক আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নবায়ন করিবেন।
- ১৫। মূসক পরামর্শকের দায়িত্ব।- মূসক পরামর্শকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
- (১) উপধারা (১) লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রত্যেক মূসক পরামর্শককে মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে এবং তাহার প্রদত্ত সেবার বিপরীতে যথাযথভাবে মূসক প্রদানসহ আইনের অন্যান্য বিধানাবলী পরিপালন করতে হবে;
- (২) প্রত্যেক মূসক পরামর্শক আইন ও বিধি অনুসারে মূল্য সংযোজন কর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যথাসম্ভব সততা ও নিষ্ঠার সহিত তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন;
- (৩) তাহার দায়িত্বের সূত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কর্তৃপক্ষের বা কোনো ব্যক্তির নিকট অসত্য বা বিকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন না বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করিবেন না বা অনুরূপ পরামর্শ প্রদান করিবেন না।
- ১৬। মূসক পরামর্শকের অপরাধ ও দণ্ড।-
- (১) এই বিধির বিধান লঙ্ঘন মূসক পরামর্শকের জন্য দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। অপরাধ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট কমিশনার আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে মহাপরিচালক সমীপে অভিযোগ পত্র প্রেরণ করিবেন। মহাপরিচালক অভিযোগ পত্র পর্যালোচনা করিয়া আইনানুগ শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন। তবে, জাল দলিল উপস্থাপন বা মিথ্যা তথ্য প্রদান বা মূসক ফাঁকির সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকলে মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রাথমিকভাবে স্থগিত করিয়া শুনানী গ্রহণপূর্বক বাতিল করা যাইবে। অধিকন্তু, মূসক পরামর্শককে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা থেকে ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদান করা যাবে।
- (২) মূসক পরামর্শক কর্তৃক দাখিলপত্র প্রদানে ব্যর্থতায় ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১) এর সারণীর দফা (ছ) মোতাবেক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।
- ১৭। ন্যায় নির্ণয়।- কোন নিবন্ধিত করদাতা আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করলে ন্যায় নির্ণয় যেভাবে সম্পাদিত হবে সেই একই প্রক্রিয়া মূসক পরামর্শকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
- ১৮। রহিতকরণজাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১১৭-আইন/৯৮/১৭৮-মূসক, তারিখ: ১১ জুন, ১৯৯৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর পরামর্শক (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮ এবং সাধারণ আদেশ নং ০৭/মূসক/৯৯, তারিখ: ২২ এপ্রিল, ১৯৯৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর পরামর্শক (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮ এর অধীনে কর পরামর্শক নিয়োগ পদ্ধতি এতদ্বারা রহিত করা হইল এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালা বা আদেশ এর অধীন প্রদত্ত মূসক পরামর্শক লাইসেন্স এমনভাবে কার্যকর থাকিবে যেন উহা বিধিমালার অধীন প্রদত্ত হয়েছে।
- ১৪৯। অগ্রিম কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:
- এস.আর.ও. নং-২৩৯-আইন/২০১৯/-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নে বিধৃত ক্ষেত্রসমূহে তাদের উপর আরোপীয় আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-
- (ক) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, জাতিসংঘভুক্ত সংস্থা, দূতাবাস, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থা এবং আইন ও চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কর্তৃক বিক্রয়/হস্তান্তরের জন্য নয় এমন আমদানিকৃত পণ্য;
- (খ) Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 13 এর অধীনে বন্ড লাইসেন্স বা বন্ড রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ডিপুমেটিক বন্ডেড ওয়ার হাউস কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;
- (গ) Presidents (Remuneration and Privileges) Act, 1975 অনুসারে রাষ্ট্রপতির নামে আমদানিকৃত পণ্য;

- (ঘ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-৬১-আইন/৯২/ ১৪৪৪/শুল্ক, তারিখ: ১৭/০৩/১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় ত্রাণ হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য;
- (ঙ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-৩৬-আইন/৯৩/ ১৫০২/শুল্ক, তারিখ: ১৫/০২/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য আমদানিকৃত পণ্য;
- (চ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং 9(41) NBR/Cus-IV/72/246, Date: 10.04.1981 এর আওতায় Defence Store হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য;
- (ছ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের ভিত্তিতে সরকারি প্রকল্পের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;
- (জ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ২০২-আইন/৯৫/ ১৬৩৯/কাস, তারিখঃ ২৮/১১/১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;
- (ঝ) তুলা (এইচ.এস. কোড ৫২০১.০০.০০), পলিস্টার ইয়ার্ন (এইচ এস কোড ৫৫০৩.২০.০০), ভিসকস ইয়ার্ন (এইচ.এস. কোড ৫৫০৪.১০.০০) আমদানির ক্ষেত্রে;
- (ঞ) সরকার অনুমোদিত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট উপকরণ বা অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-২০-আইন/২০১১/ ২৩২৭/শুল্ক, তারিখ: ২৫.০১.২০১১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক আমদানিকৃত শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট উপকরণ;
- (ট) কোন নিবন্ধিত উৎপাদনকারী কর্তৃক Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর আওতায় জারীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতী সুবিধাপ্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;
- (ঠ) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার লে-আউট প্ল্যান দাখিল এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-১৫৮-আইন/২০১৭/৪৪/কাস্টমস, তারিখ: ০১.০৬.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এবং এস.আর.ও. নং-১৬১-আইন/২০১৬/ ২৩/কাস্টমস, তারিখ: ০২.০৬.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর শর্তপূরণ করে আমদানিকৃত ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট;
- (ড) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত এইচ.এস. কোড ৩৮০৮.৯১.১০, ৩৮০৮.৯২.১০ এবং ৩৮০৮.৯৩.১০ এর বিপরীতে কৃষিকার্যে ব্যবহার্য কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও আগাছানাশক;
- (ঢ) ম্যালেরিয়া নিরোধক, যক্ষ্মা নিরোধক, ক্যান্সার নিরোধক, কুষ্ঠরোগ নিরোধক ঔষধসমূহ, এন্টিবায়োটিক, ছেরা (sera) টক্সিন ও কার্ডিওভাসকুলার ঔষধসমূহ, এন্টি হেপাটিক, এন্টি হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি (encephalopathy); অন্যান্য; হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক ও সাইকোট্রপিক ঔষধসমূহ (শুধুমাত্র ফ্লুফেনাজিন ডেকানোয়েট, ফ্লুফেনথিকসল ডেকানোয়েট, ক্লোফেনথিকসল ডেকানোয়েট); এনাসথেটিক, সাধারণ ও লোকাল, ইথার এনাসথেটিক বিপি/ইউএসপি, ইথাইল ক্লোরাইড বিপি, সুকসামেথলিয়াস ব্রোমাইড/ ফ্লোরাইড, থাইওপেন্টন সোডিয়াম জাইলোকোইন/ লিডোকোইন/ লিগুওকেইন, এডরেনালিনযুক্ত হোক বা না হোক, প্রোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড, এডরেনালিন যুক্ত হোক বা না হোক, কাইটামাইন হাইড্রোক্লোরাইড, কিডনী রোগের ডায়ালিসিস ফ্লুইড, কিডনী সংযোজনের জন্য সাইক্লোসপেরিন ঔষধ এবং Erythropoietin (H.S. Code 3002.11.00, 3002.12.00, 3002.13.00, 3002.14.00, 3002.15.00, 3002.19.00, 3002.90.00, 3003.10.00, 3003.20.00, 3003.31.00, 3003.39.10, 3003.39.90, 3003.41.00, 3003.42.00, 3003.43.00, 3003.49.10, 3003.49.90, 3003.90.91, 3003.90.99, 3004.10.00, 3004.20.10, 3004.20.90, 3004.31.00, 3004.32.00, 3004.39.10, 3004.39.90, 3004.41.00, 3003.42.00, 3003.43.00, 3004.49.10, 3003.49.90, 3004.50.00, 3004.90.20);
- (ণ) ম্যালেরিয়া নিরোধক, যক্ষ্মা নিরোধক, ক্যান্সার নিরোধক, কুষ্ঠরোগ নিরোধক, কার্ডিওভাসকুলার, এন্টিহেপাটিক এনসেফালোপ্যাথিক (encephalopathy) ঔষধ এবং কিডনী ডায়ালিসিস সলিউশন, Drugs for Thalassaemia (H.S. Code 3004.90.91); এবং
- (ত) Artificial joints (H.S. Code 9021.31.00), Hearing aids, excluding parts and accessories (H.S. Code 9021.40.00), Pacemaker for stimulating heart muscles (H.S. Code 9021.50.00), Streptokinase (H.S. Code 3507.90.10), Carriages for disabled persons not mechanically propelled (Wheel chair) (H.S. Code 8713.10.00), হার্ট ভাল্ব (H.S. Code 9021.90.10), অপারেশন ল্যাম্প (H.S. Code 9405.40.10), ভ্যাকসিন (H.S. Code 3002.20.00, 3002.30.00), ইনসুলিন পেন (H.S. Code 9018.39.20)।

১৪৯ক। স্যানিটারি ন্যাপকিন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

- ১। এস. আর. ও. নং- ২৪০ -আইন/২০১৯/ ৭৬-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.) 96.19 এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) 9619.00.00 এর বিপরীতে

কলাম (৩) এ বর্ণিত স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপার, অতঃপর উক্ত পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত নিম্নোক্ত টেবিলে বর্ণিত কাঁচামালসমূহ কেবলমাত্র আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হইতে শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:- টেবিল

শিরোনামা সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S Code)	পণ্যের বিবরণ (Description)
(১)	(২)	(৩)
৩৯.১৯	৩৯১৯.৯০.৯১	রি-সীল/সেলফ এডহেসিভ টেপ
৩৯.২০	৩৯২০.১০.২০	লেমিনেটেড সীট, ফিল্ম ও ফয়েল
৩৯.২১	৩৯২১.৯০.১১	অন্যান্য সীট, ফিল্ম ও ফয়েল (প্রিন্টেড)
৪৮.২৩	৪৮২৩.৯০.৯৪	এয়ার লেইড পেপার
৫৬.০৩	৫৬০৩.১২.১০	টেক্সটাইল ব্যাকসীট (এডিএল)
	৫৬০৩.১৩.১০	ইলাস্টিক ব্যাক ইয়ার/ইলাস্টিক ওয়েইস্ট ব্যান্ড
৫৯.০৩	৫৯০৩.৯০.৯০	নীট লুপ টেপ

শর্তাবলি:

- (ক) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে ডায়াপার ও স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদনের লক্ষ্যে তদুৎপাদন মেশিনারীজ কারখানা অঙ্গনে স্থাপিত থাকিতে হইবে;
- (খ) প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ অন্যান্য ৭৫ (পঁচাত্তর) কোটি টাকা হতে হবে;
- (গ) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাব থাকতে হবে;
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র থাকতে হবে;
- (ঙ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হইবে;
- (চ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা অন্যান্য ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন হতে হইবে।
- ২। এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত শর্তাবলি পরিপালন করা হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অতঃপর বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।
- ৩। অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি থাকিবে, যথা:-
- | | | |
|-----|---|-------------|
| (ক) | দ্বিতীয় সচিব (মুসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা | আহবায়ক |
| (খ) | সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা | সদস্য |
| (গ) | সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কেল এর রাজস্ব কর্মকর্তা | সদস্য সচিব। |
- ৪। অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করিবে।
- ৫। অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, বোর্ড প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক, এই প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।
- ৬। এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোনো উৎপাদনকারীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে।
- ৭। অনুচ্ছেদ-১ এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-৬ এর শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হইবে না।
- ৮। অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তাবলি যথাযথভাবে পরিপালন করছে কিনা উহা অনুসন্ধানের জন্য বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।
- ৯। অনুচ্ছেদ ৮ এর অধীন অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই প্রজ্ঞাপনের কোনো শর্ত প্রতিপালিত হইতেছে না তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে Customs অপঃ, ১৯৬৯ ও মূল্য সংযোজন কর

ও সম্পূরক শুদ্ধ আইন, ২০১২ এর বিধান অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন প্রদত্ত অব্যাহতির সুবিধা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ডে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুপারিশপত্র প্রেরণ করিলে বোর্ড উক্ত সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করিতে পারিবে।

১০। এই প্রজ্ঞাপনের কার্যকারিতা ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৪৯খ। ব্যাটারি সংক্রান্ত এস. আর. ও. নং- ২৪১ আইন/২০১৯/ ৭৭-মূসক:

১। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) Gi First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনামা সংখ্যা (Heading No.) ৮৫.০৭ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট নামকরণ কোড (H.S. Code) এর আওতায় কেবলমাত্র আইডলিং স্টপ/স্টার্ট-স্টপ (Idling stop/start-stop) প্রযুক্তির মেইনটেনেন্স ফ্রি ও সিলড মেইনটেনেন্স ফ্রি ব্যাটারি, অতঃপর উক্ত পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, এর স্থানীয় উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও সম্পূরক শুদ্ধ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিম্নবর্ণিত শর্তে অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-

শর্তাবলী:

- (ক) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) বা, ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ হতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;
- (খ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে আইডলিং স্টপ/স্টার্ট-স্টপ (Idling stop/start-stop) প্রযুক্তির মেইনটেনেন্স ফ্রি ও সিলড মেইনটেনেন্স ফ্রি ব্যাটারি তৈরীর প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ কারখানা অঙ্গনে স্থাপিত থাকতে হবে;
- (গ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র থাকতে হইবে;
- (ঘ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের আইএসও সার্টিফিকেশন (ISO Certification) থাকতে হবে;
- (ঙ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে উক্ত পণ্য প্রস্তুতকরণে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ মূল্য সংযোজন করিতে হইবে;
- (চ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা অনূন ২০০ (দুইশত) জন হতে হবে;
- (ছ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানা সরকার অনুমোদিত ও নির্ধারিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লটে স্থাপিত হতে হবে;
- (জ) প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত নূনতম ৩টি স্বনামধন্য গাড়ী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ব্যাটারি সরবরাহকারী (Original Equipment Manufacturer) প্রতিষ্ঠানের সহিত কারিগরী সহায়তা চুক্তি (Technical Assistance Agreement) থাকতে হবে;
- (ঝ) বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিতকরণে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সার্ভিসিং সেন্টার থাকতে হবে;
- (ঞ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য আইডলিং স্টপ/স্টার্ট-স্টপ (Idling stop/start-stop) প্রযুক্তির মর্মে গাড়ী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ব্যাটারি সরবরাহকারী (Original Equipment Manufacturer) প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন থাকতে হবে।

২। এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পরিপালন করা হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অতঃপর বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৩। অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক)	দ্বিতীয় সচিব (মূসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	আহবায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা	সদস্য
(গ)	বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেল এর রাজস্ব কর্মকর্তা	সদস্য সচিব।

৪। অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবে।

৫। অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, বোর্ড প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক, এই প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে মর্মে সন্তুষ্ট হলে, উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

- ৬। এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন উৎপাদনকারীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে।
- ৭। অনুচ্ছেদ-১ এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-৬ এর শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হলে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।
- ৮। অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করছে কিনা উহা অনুসন্ধানের জন্য বোর্ড যে কোন সময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।
- ৯। অনুচ্ছেদ ৮ এর অধীন অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই প্রজ্ঞাপনের কোনো শর্ত প্রতিপালিত হচ্ছে না তা হলে উহার বিরুদ্ধে Customs Act, 1969 ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বিধান অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে এবং অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন প্রদত্ত অব্যাহতির সুবিধা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ডে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুপারিশপত্র প্রেরণ করলে বোর্ড উক্ত সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করতে পারবে।

১৪৯গ। আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও কর নিরূপণ :

শুল্কায়নযোগ্য মূল্য :

শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ২৫ অনুসারে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সি এন্ড এফ মূল্যের সাথে বীমা খরচ যোগ করে সি আই এফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সি আই এফ মূল্যের সাথে ১% ল্যান্ডিং চার্জ যোগ করে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

ধরা যাক -

$$\begin{aligned} \text{(ক) (ক) কোন আমদানির সি এন্ড এফ ব্যয়} &= ১০০.০০ \text{ টাকা} \\ \text{(খ) (খ) বীমা খরচ (সি এন্ড এফ মূল্যের ১\%)} &= + ১.০০ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(গ) (গ) সি আই এফ মূল্য} &= ১০১.০০ \\ \text{(ঘ) (ঘ) ল্যান্ডিং চার্জ (সি আই এফ মূল্যের ১\%)} &= + ১.০১ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ঙ) } &----- \\ \text{(চ) শুল্কায়নযোগ্য মূল্য} &= ১০২.০১ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

- ১) কাস্টমস ডিউটি (CD): যদি কাস্টমস ডিউটির হার ২৫% হয়, তবে কাস্টমস ডিউটি হবে ১০২.০১ টাকার ২৫% অর্থাৎ ২৫.৫০ টাকা।
- ২) রেগুলেটরি ডিউটি (RD): যে সব পণ্যের ক্ষেত্রে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপিত আছে, সে সব ক্ষেত্রে শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের উপর ৫% রেগুলেটরি ডিউটি হিসাব করতে হবে। কাস্টমস ডিউটির অনুরূপভাবে গণনা হবে। রেগুলেটরি ডিউটির পরিমাণ হবে ১০২.০১ ৫%=৫.১০ টাকা।
- ৩) সম্পূরক শুল্ক (SD): যদি সম্পূরক শুল্ক হার ২৫% হয়, তবে সম্পূরক শুল্ক হবে (১০২.০১ + ২৫.৫০+৫.১০) ২৫% = ১৩২.৬১ টাকার ২৫% অর্থাৎ ৩৩.১৫ টাকা।
- ৪) মূল্য সংযোজন কর (VAT): মূল্য সংযোজন করের হার ১৫% হিসেবে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ হবে (শুল্কায়নযোগ্য মূল্য + কাস্টমস ডিউটি + রেগুঃ ডিঃ (যদি থাকে) + সম্পূরক শুল্ক) মূল্য সংযোজন করের হার, অর্থাৎ (১০২.০১ + ২৫.৫০ + ৫.১০ + ৩৩.১৫) ১৫% = (১৬৫.৭৬ ১৫%) ২৪.৮৬ টাকা।
- ৫) ব্যবসায়ী পর্যায়ের অগ্রিম কর (AT): বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ের ১৫% মুসক ছাড়াও ৫% হারে অগ্রিম ব্যবসায়ী পর্যায়ের মুসক পরিশোধ করতে হয়। গণনা নিম্নরূপ: (মুসক আরোপযোগ্য মূল্য + ২৬.৬৭% সংযোজন) ৫% এটিভি অর্থাৎ (১৬৫.৭৬+৪৪.২০) ৫% = ১০.৩৯ টাকা
- ৬) অগ্রিম আয়কর (AIT): অগ্রিম আয়কর হিসাব করতে হয় শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের উপর ৫% হারে অর্থাৎ অগ্রিম আয়কর হবে ১০২.০১ টাকার উপর ৫% = ৫.১০ টাকা
- ৭) আমদানি পর্যায়ে মোট শুল্ক ও কর এবং শুল্ক ও করসহ পণ্য মূল্য:
- (ক) (ক) মোট শুল্ক ও করের পরিমাণ = কাস্টমস ডিউটি + রেগুঃ ডিঃ + সম্পূঃ শুল্ক + মুসক + অগ্রিম কর+ অগ্রিম আয়কর (২৫.৫০+৫.১০+ ৩৩.১৫+ ২৪.৮৬ + ১০.৩৯+৫.১০)] = ১০৪.২০ টাকা।
- (খ) মোট শুল্ক ও করসহ মোট মূল্য = ১০২.০১ টাকা + ১০৪.২০ টাকা = ২০৬.২১ টাকা।

মূসক দাখিলপত্র পূরণের নির্দেশিকা

মূসক দাখিলপত্র পূরণের গুরুত্বপূর্ণ আইনগত নির্দেশনা

- (১) এই ফরম মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় নিবন্ধিত সকল ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হইবে। নিবন্ধিত ডিপ্লোমেটদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতানুযায়ী উহা দাখিলযোগ্য হইবে।
- (২) প্রতি করমেয়াদের পূরণকৃত ফরম করমেয়াদ পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পেশ করতে হইবে। মূসক দপ্তর বা ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম কর্তৃক গ্রহণের তারিখ দাখিলপত্র পেশের তারিখ হিসাবে বিবেচিত হবে।
- (৩) বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ বা পেশ না করবার কারণে সুদ বা অর্থদণ্ড- বা উভয়ই হইতে পারে।
- (৪) দাখিলপত্র পেশের পূর্বে নীট কর ধনাত্মক হলে উহা পরিশোধ করুন।
- (৫) দাখিলপত্র পেশের পূর্বে বা একই সাথে মূসক-৬.১০ এর তথ্যও পেশ করুন।
- (৬) দাখিলপত্র পেশ না করলে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বয়ংক্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ফরম মূসক-৯.১ পূরণের নির্দেশনা

অনলাইনে দাখিলপত্র পেশ সহজ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পদ্ধতি। অনলাইনে দাখিলপত্র পেশের জন্য www.vat.gov.bd ভিজিট করুন। আপনার অনলাইন সুবিধা না থাকিলে ভ্যাট অনলাইন সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে ও দাখিলপত্র অনলাইনে পেশ করতে পারিবেন। আপনার নিকটবর্তী ভ্যাট অনলাইন সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানা www.nbr.gov.bd হতে জেনে নিন। কাগজে দাখিলপত্র পেশের ক্ষেত্রে সীল ও স্বাক্ষর সংবলিত মূল দাখিলপত্র প্রেরণ করুন এবং তার একটি কপি আপনি সংরক্ষণ করুন। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হবে না।

স্পষ্ট অক্ষরে ফর্মটি পূরণ করুন। ইংরেজি ফর্ম ব্যবহারের ক্ষেত্রে CAPITAL অক্ষর ব্যবহার করুন।

ফরমটি পূরণের পূর্বে নির্দেশিকাটি ভালোভাবে পড়ুন।

অসম্পূর্ণ ফরম পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য গৃহীত হইবে না।

কাগজে দাখিলপত্র ডাক বা হাতে হাতে নিম্নবর্ণিত দপ্তরসমূহের যেকোনো একটিতে প্রেরণ করুন, যথা:-

(ক) আপনার নিকটবর্তী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট

(খ) আপনার নিকটবর্তী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর।

মূসক সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য ভ্যাট অনলাইন কন্টাক্ট সেন্টারে কল করুন। কন্টাক্ট সেন্টারের নম্বর: ১৬৫৫৫৫।

ফরম মূসক-৯.১ (মূসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
অংশ-১: করদাতার তথ্য		
১	ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা	কাগজে পেশের সময় করদাতার ৯-ডিজিট ই-বিন নম্বর লিখিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
২	করদাতার নাম	কাগজে পেশের সময় করদাতার নাম লিখিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
৩	করদাতার ঠিকানা	কাগজে পেশের সময় করদাতার ঠিকানা লিখিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে ই-বিন ডাটাবেস হইতে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
৪	ব্যবসার প্রকৃতি	কাগজে পেশের সময় করদাতার ব্যবসার প্রকৃতি লিখিতে হইবে। উদাহরণ: পার্টনারশিপ, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে ই-বিন ডাটাবেস হইতে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
৫	অর্থনৈতিক কার্যক্রম এর প্রকৃতি	কাগজে পেশের সময় করদাতার অর্থনৈতিক কার্যক্রম এর প্রকৃতি লিখিতে হইবে। উদাহরণ: আমদানিকারক, উৎপাদক। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে ই-বিন ডাটাবেস থেকে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
অংশ-২: দাখিলপত্র জমার তথ্য		
১	কর মেয়াদ	কাগজে পেশের সময় যে করমেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবেন উহার মাসের নাম এবং সন লিখুন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
২	দাখিলপত্রের	মূল দাখিলপত্র

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
	প্রকারভেদ (অনুগ্রহ করে প্রযোজ্য ঘরে টিক দিবেন)	সংশোধিত দাখিলপত্র পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র
৩	বিগত করমেয়াদে কোনো কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে কি?	যে করমেয়াদের দাখিলপত্র সে করমেয়াদে কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রম হইয়াছে কিনা। যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে “হ্যাঁ” নির্বাচন করিয়া পরবর্তী অংশসমূহ (অংশ ৩ হইতে ১১) পূরণ করিতে হইবে। আর যদি কোনো কার্যক্রম না হইয়া থাকে তাহা হইলে “না” নির্বাচন করিয়া শুধু অংশ-১১ পূরণ করিয়া পেশ করিতে হইবে।
৪	পেশের তারিখ	কাণ্ডে পেশের সময় যে করমেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবেন উহার মাসের নাম এবং সন লিখুন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
অংশ-৩: সরবরাহ প্রদান প্রদেয় কর		
১	শূন্যহার বিশিষ্ট পণ্য/সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল কর চালানপত্র দ্বারা সরাসরি রপ্তানির সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফরমে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সরবরাহকৃত পণ্য/সেবা বর্ণনা এবং সম্পর্কিত এইচ.এস.কোড/সেবাকোড টাইপ করুন। পণ্য/সেবার নাম কলামের অধীনে প্রাসঙ্গিক পণ্য/সেবার নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনবিআর এর অভ্যন্তরীণ ডাটাবেস অনুযায়ী প্রদর্শিত হইবে। সঠিক পণ্য/সেবার নামের তথ্য প্রতিফলিত করবার জন্য পণ্য/সেবার বর্ণনা বা কোড কলামের এন্ট্রিগুলি সম্পাদনা করতে পারিবেন। তারপর পণ্য/সেবার বিক্রয়মূল্য লিখুন। সাবফর্মগুলিতে পৃথক এইচএসকোড/সেবা কোডের জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এইচএসকোড/বিবরণ এবং সরবরাহের পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া গণনা করা হইবে। সাবফর্মের যোগ ফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্ত সার হিসাবে প্রদর্শিত হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হইলেও রপ্তানিকৃত সরবরাহ বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হইবে না। কাণ্ডে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হবে।
২	প্রচ্ছন্ন রপ্তানি	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল কর চালানপত্র দ্বারা প্রচ্ছন্ন রপ্তানির সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও রপ্তানিকৃত সরবরাহ বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাণ্ডে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হবে।
৩	অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য/সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল কর চালানপত্র দ্বারা মূল্য সংযোজন কর আইনের তফসিল ও এসআরওতে উল্লেখিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাণ্ডে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হবে।
৪	আদর্শ হারের পণ্য/সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা আদর্শ হারের (১৫%) পণ্য/সেবা সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
		হবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।
৫	খুচরা মূল্য ভিত্তিক পণ্য	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা মূল্য সংযোজন কর আইনের উল্লেখিত খুচরামূল্য ভিত্তিক পণ্য (উদাহরণ: সিগারেট, বিড়ি ও অন্যান্য) সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হইবে। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
৬	সুনির্দিষ্ট কর ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ স্থানীয় ক্রয়	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা সুনির্দিষ্ট কর ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হইবে।
৭	আদর্শ কর হার ব্যতীত ভিন্ন করহার ভিত্তিক পণ্য/সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা আদর্শ কর হার ব্যতীত ভিন্ন করহার ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
৮	খুচরা/পাইকারী মূল্য ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা খুচরা/পাইকারী মূল্য ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় সাবফর্ম-খ পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হইবে। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
৯	মোট বিক্রয়মূল্য এবং মোট প্রদেয় কর	এটি মোট প্রদেয় করের হিসাব। কাণ্ডজে পেশের সময় যোগফল লিখিবেন। যোগফলের নিয়ম: ৯ক=১ক+২ক+৩ক+৪ক+৫ক+৬ক+৭ক+৮ক ৯খ=৪খ+৫খ+৬খ+৭খ+৮খ ৯গ=৪গ+৫গ+৬গ+৭গ+৮গ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে বিক্রয় মূল্য, মোট প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক এর পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
অংশ-৪: ক্রয়-উপকরণ কর (ক) আপনার সরবরাহকৃত সকল পণ্য যদি আদর্শ হারের হয়, সেক্ষেত্রে নোট ১০-২০ পূরণ করুন। (খ) আপনার সরবরাহকৃত সকল পণ্য যদি আদর্শ হারের না হয়, সেক্ষেত্রে নোট ২১-২২ পূরণ করুন।		

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
(গ) আপনার সরবরাহকৃত পণ্য যদি আদর্শ হারের এবং আদর্শহার ব্যতীত উভয় হয়, সে ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনে উপকরণের ব্যবহার অনুযায়ী উপকরণ মূল্য আনুপাতিক হারে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী নোট ১০-২২ পূরণ করুন।		
১০	শূন্যহার বিশিষ্ট পণ্য/সেবা-স্থানীয় ক্রয়	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল স্থানীয় উপকরণ ক্রয় শূন্যহার বিশিষ্ট সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। এই নোট টি মূলত শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। ক্রয়কৃত পণ্য/সেবা বর্ণনা এবং সম্পর্কিত এইচএসকোড/সেবাকোড টাইপ করুন। পণ্য/সেবার নাম কলামের অধীনে প্রাসঙ্গিক পণ্য/সেবার নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনবিআর এর অভ্যন্তরীণ ডাটাবেস অনুযায়ী প্রদর্শিত হইবে। সঠিক পণ্য/সেবার নামের তথ্য প্রতিফলিত করার জন্য পণ্য/সেবার বর্ণনা বা কোড কলামের এন্ট্রিগুলি সম্পাদনা করিতে পরিবেন। তারপর পণ্য/সেবার বিক্রয়মূল্য লিখুন। সাবফর্মগুলিতে পৃথক এইচএসকোড/সেবা কোডের জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্ম এ এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এইচএস কোড/বিবরণ এবং সরবরাহের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও শূন্যহার বিশিষ্ট ক্রয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
১১	শূন্যহার বিশিষ্ট পণ্য/সেবা আমদানি	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল আমদানিকৃত উপকরণ শূন্যহার বিশিষ্ট সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। এই নোটটি মূলত শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও শূন্যহার বিশিষ্ট আমদানি বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
১২	অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য/সেবা-স্থানীয় ক্রয়	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল স্থানীয় ক্রয়কৃত উপকরণ মূল্য সংযোজন কর আইনের তফসিল ও এসআরও এর মাধ্যমে অব্যাহতি প্রাপ্ত সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও অব্যাহতি প্রাপ্ত ক্রয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
১৩	অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য/সেবা আমদানি	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল আমদানিকৃত উপকরণমূল্য সংযোজন কর আইনের তফসিল ও এসআরও এর মাধ্যমে অব্যাহতি প্রাপ্ত সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
১৪	আদর্শ হারে পণ্য/	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল উপকরণ আদর্শ হারের (১৫%)মুসক প্রদান করে

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
	সেবা- স্থানীয় ক্রয় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে	হবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মে ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও রেয়াতযোগ্য নয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
২১	রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা- স্থানীয় ক্রয় (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতি প্রাপ্ত/সুনির্দিষ্ট কর/আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের পণ্য/ সেবা সরবরাহ করেন)	যে সকল করদাতা শুধুমাত্র রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা-স্থানীয় ক্রয় (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতিপ্রাপ্ত/ সুনির্দিষ্ট কর/ আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের বিপরীতে পণ্য/ সেবা বিক্রয় করেন, তারা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত সকল উপকরণ এর তথ্য উক্ত নোট এ উল্লেখ করবেন এবং নোট ১০-২০ পর্যন্ত কোন তথ্য প্রদানের প্রয়োজন নাই। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল উপকরণ স্থানীয়ভাবে ক্রয় করা হইয়াছে সে গুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফরমে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মে ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও রেয়াতযোগ্য নয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হইবে না। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
২২	রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা- আমদানি রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা- স্থানীয় ক্রয় (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতি প্রাপ্ত/ সুনির্দিষ্ট কর/আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের বিপরীতে পণ্য/ সেবা বিক্রয় করেন)	যে সকল করদাতা শুধুমাত্র রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা-স্থানীয় ক্রয় (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতিপ্রাপ্ত/ সুনির্দিষ্ট কর/ আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের বিপরীতে পণ্য/ সেবা বিক্রয় করেন, তারা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত সকল উপকরণ এর তথ্য উক্ত নোট এ উল্লেখ করবেন এবং নোট ১০-২০ পর্যন্ত কোন তথ্য প্রদানের প্রয়োজন নাই। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল উপকরণ স্থানীয়ভাবে ক্রয় করা হইয়াছে সে গুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মে ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও রেয়াতযোগ্য নয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হইবে না। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
২৩	মোট উপকরণ কর রেয়াত	<ul style="list-style-type: none"> এটি মোট উপকরণ কর রেয়াত এর হিসাব। কাণ্ডজে পেশের সময় যোগফল লিখবেন। যোগফলের নিয়ম: ২৩ক=১০ক+১১ক+১২ক+১৩ক+১৪ক+১৫ক+১৬ক+১৭ক+ ১৮ক+১৯ক+২০ক+২১ক+২২ক ২৩খ=১৪খ+১৫খ+১৬খ+১৭খ+১৮খ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোট উপকরণ কর মূল্য ও মোট উপকরণ কর রেয়াত এর পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।
অংশ-৫: বৃদ্ধিকারী সমন্বয় (মূল্য সংযোজন কর)		
২৪	সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক উৎসে	আপনি যদি উৎসে কর্তনকারী হন তা হইলে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে কর্তিত সমুদয় মূসকের পরিমাণ এখানে লিখিবেন। এ জন্য আপনাকে উৎসে কর্তনযোগ্য সরবরাহের বিপরীতে

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
	কর্তনের জন্য	<p>গৃহীত মুসক-৬.৩ এবং আপনার ইস্যুকৃত মুসক-৬.৬ থাকিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হইবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হইবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে। সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা এবং বিন নম্বর টাইপ করুন। পরবর্তী কলাম দুটিতে সরবরাহ মূল্যও উৎসে কর্তিত মুসকের পরিমাণ টাইপ করুন। পরবর্তী কলাম দুটিতে করচালানপত্রের নম্বরও তারিখ লিখিতে হইবে। যে একাউন্ট কোডের বিপরীতে কর জমা প্রদান করা হয়েছে তার বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে। সাবফর্ম এ পৃথক পৃথক চালানপত্রের জন্য পৃথকলাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মের উৎসে কর্তিত ভ্যাটের পরিমাণ এর যোগফল শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে।</p> <p>কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের উৎসে কর্তিত ভ্যাটের পরিমাণ এর যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।</p>
২৫	ব্যাকিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধিত হয় নাই এমন সরবরাহের জন্য	যদি করমেয়াদে এমন কোনো সরবরাহ থাকে যাহার মূল্য এক লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু উহার সমুদয় অংশই নগদে পরিশোধ করিয়াছেন এবং মুসক-৬.৩ চালানের ভিত্তিতে আপনি বর্তমান দাখিলপত্রে বা পূর্বের কোনো দাখিলপত্রের মাধ্যমে রেয়াত গ্রহণ করেছেন তা হলে তার মুসকের পরিমাণ এখানে লিখিতে হইবে।
২৬	ডেবিট নোটের জন্য	কোনো সরবরাহের ক্রয় মূল্য বা পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে/ ডেবিট নোটের জন্য প্রদেয় মুসকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে যতটুকুর পরিবর্তিত হয়েছে ততটুকুর হিসাব (মুসকের পরিমাণ) এখানে উল্লেখ করিতে হইবে।
২৭	অন্য কোনো সমন্বয় ঘটনার জন্য	ব্যবসায়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক ধরণের সমন্বয়ের ঘটনা ঘটে। নোট ২৪, ২৫ ও ২৬ এ বর্ণিত সমন্বয় ঘটনাদ্রয় ব্যতীত অন্য যে কোনো ধরণের সমন্বয় ঘটনার জন্য এ ঘরে সমন্বয়যোগ্য মোট মুসকের পরিমাণ লিখিতে হবে এবং সমন্বয় ঘটনার বিবরণ লিখিতে হইবে। উল্লেখ্য, প্রতিটি সমন্বয় ঘটনার নিজস্বতা রয়েছে। তার জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণ করে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি করদাতার অধিকারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
২৮	মোট বৃদ্ধিকারী সমন্বয় (২৪+২৫+২৬+২৭)	এটি মোট বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ। কাণ্ডজে দাখিলপত্র পেশের সময় নোট ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ এর যোগফল এখানে লিখিবেন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে মোট বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
অংশ-৬: হ্রাসকারী সমন্বয়		
২৯	প্রদত্ত সরবরাহ হতে উৎসে কর্তনের জন্য	<p>আপনি যদি উৎসে কর্তনকারী না হন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আপনার প্রদত্ত সরবরাহ হতে কর্তিত সমুদয় মুসকের পরিমাণ এখানে লিখিবেন। এ জন্য আপনার অধিকারে উৎসে কর্তনযোগ্য সরবরাহের বিপরীতে আপনার ইস্যুকৃত মুসক-৬.৩ এবং আপনার অনুকূলে উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত মুসক-৬.৬ থাকতে হইবে। আপনি নিজে উৎসে কর্তনকারী হলে আপনাকে আর এই ঘর পূরণ করিতে হবে না কারণ অন্যকোনো উৎসে কর্তনকারী আপনার সরবরাহ হতে উৎসে কর্তন করবে না।</p> <p>অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হইবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে। সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা এবং বিন নম্বর টাইপ করুন। পরবর্তী কলাম দুটিতে সরবরাহ মূল্য ও উৎসে কর্তিত মুসকের পরিমাণ টাইপ করুন। পরবর্তী কলাম দুটিতে করচালানপত্রের নম্বর ও তারিখ লিখিতে হবে। যে একাউন্ট কোডের বিপরীতে কর জমা প্রদান করা হয়েছে তার বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে। সাবফর্ম এ পৃথক পৃথক চালানপত্রের জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন।</p>

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
		সাবফর্মের উৎসে কর্তিত ভ্যাটের পরিমাণ এর যোগফল শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের উৎসে কর্তিত ভ্যাটের পরিমাণ এর যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।
৩০	আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় আগাম কর	আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় আগাম কর এর পরিমাণ উক্ত নোটে লিখিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হইবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। বিল অব এন্ট্রির নম্বর, তারিখ, সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন /হাউসের নাম, প্রদেয় অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর এর পরিমাণ পৃথক পৃথক কলামে উল্লেখ করিতে হইবে। সাবফর্ম এ পৃথক পৃথক বিল অব এন্ট্রির জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মের আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর এর পরিমাণ এর যোগফল শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হইবে। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে। সাবফর্মের আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর এর যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হইবে।
৩১	রপ্তানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর	রপ্তানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে যে উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে, সেই উপকরণ ক্রয়ের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর এর পরিমাণ এখানে উল্লেখ করতে হইবে।
৩২	ক্রেডিট নোট ইস্যুর জন্য	বিক্রয়ের পর সরবরাহের কিছু অংশ ফেরত আসলে/সরবরাহের মূল্য পরিবর্তিত হলে/ ক্রেডিট নোটের জন্য প্রদেয় মুসকের পরিমাণ হ্রাস পেলে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরবরাহের যতটুকুর সংশ্লেষ রয়েছে ততটুকুর হিসাব (মুসকের পরিমাণ) এখানে আসিবে।
৩৩	অন্য কোনো সমন্বয় ঘটনার জন্য	ব্যবসায়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক ধরণের সমন্বয়ের ঘটনা ঘটে। নোট ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ বর্ণিত সমন্বয় ঘটনাদ্রয় ব্যতীত অন্য যে কোনো ধরণের সমন্বয় ঘটনার জন্য এ ঘরে সমন্বয়যোগ্য মোট মুসকের পরিমাণ লিখতে হবে এবং সমন্বয় ঘটনার বিবরণ লিখতে হইবে। উল্লেখ্য, প্রতিটি সমন্বয় ঘটনার নিজস্বতা রয়েছে। তার জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণ করে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি করদাতার অধিকারে সংরক্ষণ করতে হবে।
৩৪	মোট হ্রাসকারী সমন্বয় (২৯+ ৩০+৩১+ ৩২+ ৩৩)	এটি মোট হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ। কাণ্ডজে দাখিলপত্র পেশের সময় নোট ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ এর যোগফল এখানে লিখবেন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে মোট হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।
অংশ-৭: নীট কর হিসাব		
৩৫	বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট মুসক (সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত) (৯গ-২৩খ+২৮- ৩৪)	এটি সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট মুসক এর হিসাব। কাণ্ডজে পেশের সময় যোগফল লিখিবেন। যোগফলের নিয়ম: ৩৫=৯গ-২৩খ+২৮-৩৪ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।
৩৬	সমাপনী জের এর	এটি সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট মুসক এর

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
	সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট	হিসাব। কাগুজে পেশের সময় যোগফল লিখবেন। যোগফলের নিয়ম: ৩৬ = ৩৫-৫০ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করিবে। অনলাইনে পূরণের ক্ষেত্রে আগে নোট নম্বর ৫১ পূরণ করিতে হইবে।
৩৭	বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক (সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত)	এটি সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক এর হিসাব। কাগুজে পেশের সময় যোগফল লিখবেন। যোগফলের নিয়ম: ৩৭ = ৯খ+৩৯-৪০-৪১ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করিবে। অনলাইনে পূরণের ক্ষেত্রে আগে নোট নম্বর ৪০, ৪১ ও ৪২ আগে পূরণ করিতে হইবে।
৩৮	সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান কর মেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক	এটি সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান কর মেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক এর হিসাব। কাগুজে পেশের সময় যোগফল লিখিবেন। যোগফলের নিয়ম: ৩৮ = ৩৭-৫১ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করিবে। অনলাইনে পূরণের ক্ষেত্রে আগে নোট নম্বর ৫২ আগে পূরণ করিতে হইবে।
৩৯	ডেবিট নোট ইস্যুর জন্য সমন্বয়কৃত সম্পূরক শুল্ক	কোনো সরবরাহের ক্রয় মূল্য বা পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে/ ডেবিট নোটের জন্য প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে যতটুকুর পরিবর্তিত হয়েছে ততটুকুর হিসাব (সম্পূরক শুল্ক এর পরিমাণ) এখানে উল্লেখ করিতে হবে।
৪০	ক্রেডিট নোট ইস্যুর জন্য সমন্বয়কৃত সম্পূরক শুল্ক	বিক্রয়ের পর সরবরাহের কিছু অংশ ফেরত আসিলে/ সরবরাহের মূল্য পরিবর্তিত হলে/ ক্রেডিট নোটের জন্য প্রদেয় সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ হ্রাস পেলে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরবরাহের যতটুকুর সংশ্লেষ রহিয়াছে ততটুকুর হিসাব (সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ) এখানে আসবে।
৪১	রপ্তানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক	রপ্তানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে যে উপকরণ ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই উপকরণ ক্রয়ের বিপরীতে প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক এর পরিমাণ এখানে উল্লেখ করিতে হইবে।
৪২	অপরিশোধিত মুসকের জন্য সুদ	অপরিশোধিত মুসকের জন্য হিসাবকৃত সুদ এর পরিমাণ উক্ত নোট এ লিখিতে হইবে।
৪৩	অপরিশোধিত সম্পূরক শুল্কের জন্য সুদ	অপরিশোধিত সম্পূরক শুল্কের জন্য হিসাবকৃত সুদ এর পরিমাণ উক্ত নোট এ লিখিতে হইবে।
৪৪	অর্থদণ্ড ও জরিমানার	উক্ত করমেয়াদে আরোপকৃত অর্থদণ্ড ও জরিমানার পরিমাণ এখানে উল্লেখ করিতে হইবে।
৪৫	আবগারি শুল্ক	নিবন্ধিত করদাতাদের কেউ কেউ আবগারি শুল্ক আদায় করেন। এখানে করদাতা সংশ্লিষ্ট করমেয়াদের আদায়কৃত আবগারি শুল্কের মোট পরিমাণ লিখিবেন।
৪৬	উন্নয়ন সারচার্জ	কোনো কোনো করদাতা মুসকের পাশাপাশি উন্নয়ন সারচার্জ আদায় করেন। যে সকল করদাতাদের উন্নয়ন সারচার্জ আদায়ের দায়িত্ব দেয়া আছে তাহারা এখানে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আদায়কৃত উন্নয়ন সারচার্জের পরিমাণ লিখিবেন।
৪৭	তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ	কোনো কোনো করদাতা মুসকের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ আদায় করেন। যে সকল করদাতাদের তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া আছে তাহারা এখানে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আদায়কৃত তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জের

ফর্ম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
		পরিমাণ লিখিবেন।
৪৮	স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জ	কোনো কোনো করদাতা মুসকের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জ আদায় করেন। যে সকল করদাতাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জ আদায়ের দায়িত্ব দেয়া আছে তাহারা এখানে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আদায়কৃত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জের পরিমাণ লিখিবেন।
৪৯	পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ	কোনো কোনো করদাতা মুসকের পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ আদায় করেন। যে সকল করদাতাদের পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ আদায়ের দায়িত্ব দেয়া আছে তাহারা এখানে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আদায়কৃত পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জের পরিমাণ লিখিবেন।
৫০	শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (মূল্য সংযোজন কর)	কাণ্ডজে দাখিলের ক্ষেত্রে করদাতার শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (মূল্য সংযোজন কর) উক্ত নোটে বসাতে হইবে। অনলাইনে দাখিলের ক্ষেত্রে, প্রথম মাসের ক্ষেত্রে শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (মূল্য সংযোজন কর) উক্ত নোটে বসাতে হইবে, পরবর্তীতে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করবে।
৫১	শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (সম্পূরক শুদ্ধ)	কাণ্ডজে ফর্ম দাখিলের ক্ষেত্রে করদাতার শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (সম্পূরক শুদ্ধ) উক্ত নোটে বসাতে হইবে। অনলাইনে দাখিলের ক্ষেত্রে, প্রথম মাসের ক্ষেত্রে শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (সম্পূরক শুদ্ধ) উক্ত নোটে বসাতে হবে, পরবর্তীতে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করবে।
অংশ-৮: কর পরিশোধের তফসিল (টেজারী জমা)		
৫২	বর্তমান করমেয়াদে পরিশোধিত মোট মুসক	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হইবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হইবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে। প্রথমে মুসক পরিশোধের চালান নম্বর এবং তারিখ টাইপ করুন। পরবর্তী দুটি কলামে একাউন্ট কোডও জমাকৃত মুসকের পরিমাণ উল্লেখ করতে হইবে। সাবফর্ম এ পৃথক পৃথক চালানের জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মের পরিশোধিত মুসকের যোগফল শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাণ্ডজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে। অপারেশনাল কোডের ক্ষেত্রে আপনি যে কমিশনারেটের আওতায় নিবন্ধিত সেই কমিশনারেটের অপারেশনাল কোড ব্যবহার করতে হইবে। বিভিন্ন কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের অপারেশনাল কোড নিম্নরূপ: (১) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা: ০০০১ (২) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর: ০০০৫ (৩) বৃহৎ করদাতা ইউনিট-মুসক: ০০০৬ (৪) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ): ০০১০ (৫) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর): ০০১৫ (৬) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট: ০০১৮ (৭) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী: ০০২০ (৮) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম: ০০২৫ (৯) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব): ০০৩০ (১০) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম): ০০৩৫ (১১) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা: ০০৪০ (১২) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর: ০০৪৫
৫৩	বর্তমান করমেয়াদে পরিশোধিত মোট	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য নোট ৫২ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
		অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে করদাতার পরবর্তী করমেয়াদের সম্পূরক শুল্ক এর প্রারম্ভিক জেরের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।
অংশ-১০: ফেরত		
	ফেরত	করদাতা সমাপনী জেরে উল্লিখিত অর্থ ফেরত গ্রহণে ইচ্ছুক হলে হ্যাঁ নির্বাচন করবেন।
অংশ-১১: ঘোষণা		
	ঘোষণা ও স্বাক্ষর	কাগুজে পেশের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার নাম, পদবি, তারিখ, মোবাইল নম্বর ও ইমেইল উল্লেখ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে করদাতার নাম, পদবি, তারিখ, মোবাইল নম্বর ও ইমেইল এড্রেস রেজিস্ট্রেশনে প্রদত্ত ডাটাবেস থেকে স্বয়ংক্রীয়ভাবে প্রদর্শন করবে। যদি ফরম দাখিলকারী ব্যক্তি ভিন্ন হয়ে থাকেন, তবে, উক্ত তথ্য সংশোধন করে যথাযথ তথ্য উল্লেখ করিয়া দাখিলপত্র পেশ করবেন।

১৫০। পরিশিষ্ট সমূহ-

মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত এসআরও, সাধারণ আদেশ, নির্দেশিকা এবং ফরম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কিউ আর কোড স্ক্যান করুন।

১৫০.১। মূসক সংক্রান্ত এস.আরও-২০২৩



১৫০.৩। সাধারণ আদেশ-মূসক



১৫০.২। মূসক সংক্রান্ত গাইডলাইন



১৫০.৪। মূসক ফরম সমূহ



SINCE 2009

●●●●●
DOT 5

**INTERIOR
EXTERIOR
ARCHITECTURAL**

HOTLINE: +8801615553685

Eco Akhter Lake View, H#BA-117/2, Flat-7/A
Gulshan Lake Drive Road, South Badda
Dhaka-1212, Bangladesh



www.dot5.com.bd

Let's
Explore
DREAM DESTINATION

VISA | AIR TICKET | TOUR

BOOK NOW
01616461720



Eco Akhter Lake View, H#BA-117/2, Flat-7/A, Gulshan Lake Drive Road, South Badda, Dhaka-1212, Bangladesh

IPDC ডিপোজিট

আপনার সঞ্চয় রাখুন সর্বোচ্চ নিরাপত্তায়

সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং
AAA

প্রধান শেয়ারহোল্ডার
 **brac**

 **সেবা আর্থিক
প্রতিষ্ঠান**

১৬৫১৯

www.ipdcdb.com

 ipdcfinance  ipdcdb.com

১৬৫১৯; সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত

জুগো উচ্চুসে

IPDC
FINANCE 

মার্কেন্টাইল ব্যাংক গ্লোবাল ডেবিট কার্ড

দেশে কিংবা দেশের বাইরে
লেনদেন হবে এক কার্ডেই



কেনাকাটা, নগদ উত্তোলন এবং অনলাইন লেনদেনের
সঙ্গী হোক মার্কেন্টাইল ব্যাংকের গ্লোবাল ডেবিট কার্ড

বিশেষ বৈশিষ্ট্য :

- বিশ্বব্যাপী VISA লোগো সম্বলিত যেকোন ATM ও POS মেশিনে ব্যবহারযোগ্য
- যেকোন মুদ্রায় online কেনাকাটায় কার্ড থেকে সরাসরি পেমেন্ট করা যায়
- কার্ড থেকে বিভিন্ন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে সরাসরি অ্যাড মানি করা যায়
- গ্রাহকের চলতি/সঞ্চয়ী হিসাবে জমাকৃত টাকা কার্ডের মাধ্যমে সরাসরি ব্যবহারের সুবিধা
- বৈদেশিক লেনদেনে ট্রাভেল কোটা প্রযোজ্য এবং পাসপোর্ট এডোর্সমেন্ট আবশ্যিক
- দেশজুড়ে বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও হাসপাতালে ডিসকাউন্ট সুবিধা
- অনলাইন / ই-কমার্স লেনদেন OTP দ্বারা প্রতিপালিত
- কার্ডটি EMV Chip এবং NFC প্রযুক্তিসম্পন্ন

মার্কেন্টাইল ব্যাংক

মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি.
Mercantile Bank PLC.
দক্ষতাই আমাদের শক্তি



www.mblbd.com

facebook.com/mercantile.bd

লাভাটিক আল্লাহুমা লাভাটিক

শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিং-এ আপনাকে স্বাগতম
সোনালী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং উইডোর আওতাধ চালাু করেছে
'বাই মুরাবাহা হজ ও ওমরাহ্ বিনিয়োগ প্রকল্প'



হজ ও ওমরাহ্ বিনিয়োগ মেবা সমূহ

- ❖ বিনিয়োগ সীমা : হজের জন্য ৪.০০ লক্ষ টাকা অথবা সরকার ঘোষিত প্যাকেজ মূল্য
ওমরাহ্‌র জন্য ১.০০ লক্ষ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১.৫০ লক্ষ টাকা
- ❖ মেয়াদ : হজের জন্য সর্বোচ্চ ৫ বছর, ওমরাহ্‌র জন্য সর্বোচ্চ ৩ বছর
- ❖ বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা : সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, যাঁরা সোনালী ব্যাংকের
মাধ্যমে বেতন ভাতাদি উত্তোলন করেন
- ❖ মার্ক-আপ মুনাফার হার : ৮%
- ❖ ত্রেস পিরিয়ড : ৩ মাস
- ❖ বিশেষ নীতি : সরকার অনুমোদিত হজ ও ওমরাহ্ এজেন্সির মাধ্যমে বিনিয়োগ গ্রহণ করতে হবে
বিস্তারিত তথ্যের জন্য সোনালী ব্যাংকের নিকটস্থ ইসলামী উইডোতে যোগাযোগ করুন



সোনালী ব্যাংক পিএলসি

বিশ্বস্ত ও স্মার্ট

www.sonalibank.com.bd





ALL-NEW

GRAND VITARA

LEAVE A GRAND TRAIL



Panoramic Sunroof



Dual Tone Interior (Black + Bordeaux) with Silver Accents



360 View Camera with Advanced Touchscreen SmartPlay Pro+

- ADVANCED 1.5L ENGINE
- SMART HYBRID TECHNOLOGY
- CRUISE CONTROL
- AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
- PUSH START-STOP & KEYLESS ENTRY
- 6 SPEED AT WITH PADDLE SHIFTERS
- WIRELESS ANDROID AUTO & APPLE CAR PLAY
- 6 AIRBAGS
- ABS WITH EBD
- ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
- 17" DUAL TONE PRECISION CUT ALLOY WHEELS

SUZUKICAR.COM.BD
 f y i / SuzukiCarBangladesh
 contactus@suzukicar.com.bd

01704 169342
 01729 200822



*Conditions Apply

Sole Distributor
UTTARA
 MOTORS
 (An Enterprise of Uttara Group of Companies)

২৫

বছর
পাশেই
আছি
সবসময়

নিশ্চয়তায় নির্ভরতায় নিরন্তর লংকাবাংলা ডিপোজিট স্কিমস

সমৃদ্ধ ও নিরাপদ জীবনযাত্রায় ২৫ বছর ধরে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স আছে আপনার পাশে। আমাদের বিশেষায়িত ডিপোজিট স্কিমের বিস্তৃত সম্ভার থেকে সহজে আপনার সুবিধামতো সঞ্চয় ব্যবস্থায় জীবন করে নিন আরও সমৃদ্ধময় সবসময়। দৃঢ় আস্থায় সাফল্যের পথে ভালোবাসা ও নির্ভরতায় আছি একসাথে।

মাতুলি
ডিপোজিট স্কিমস

ফ্লেক্সি ডিপোজিট
মানি বিল্ডার
কুইক সঞ্চয়

বিশেষায়িত
ডিপোজিট স্কিমস

অগ্রজ
স্বস্তি
প্রতিভা

মেয়াদী
ডিপোজিট স্কিমস

আর্ন ফাস্ট
ব্ল্যাসিক টিভিআর
সহজ সঞ্চয়
তাবল মানি
ট্রিপল মানি

শিখা
ডিপোজিট স্কিমস

শিখা ষ্টেজে
শিখা অবিরত
শিখা সঞ্চয়
শিখা প্রজ্জ্বলন



ডিপোজিট স্কিমস সম্পর্কে জানতে ডিজিট করুন অথবা স্ক্যান করুন
www.lankabangla.com/deposit-schemes

www.lankabangla.com
ISO 27001:2013 Certified
PCI DSS Compliant



লংকাবাংলা™
ফাইন্যান্স



